জীবন ও মরণ

— ক্ষিতিনাথ ঘোষ

জীবন ও মরণ

পূর্ব্বাভাস

যশোহর জেলাবোর্ডের ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার ও তত্ত্ববিদ্যাসমিতির 'যশোহর পরিনির্ব্বাণ লজ্'-নামক শাখার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ, বি, এ, বি, ই, মহাশয়ের প্রণীত **'জীবন ও মরণ'**—গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার ভার ঘটনা-চক্রে আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমিই লইয়া গিয়াছিলাম ব্রহ্মবিদ্যার চিহ্নিত সেবক মনীষী হীরেন্দ্রনাথের নিকটে এবং তিনিও ইহার ভূমিকা লিখিতে স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পূর্বেই তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবর্ত্তনে পাঠককে মধুররসে বঞ্চিত হইয়া তিক্ত-রসে রসনা ক্লিষ্ট করিতে হইতেছে। হীরেন্দ্র বাবু আমার কাছে সাধারণভাবে গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন "আপনার treatment বেশ exhaustive, বক্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শেষ অধ্যায়ে 'মৃততত্ত্ববিজ্ঞান' উল্লেখ করা যায়।"

গ্রন্থকার একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ; সংস্কৃত-সাহিত্যে ও দর্শনে এবং প্রয়োগবিজ্ঞানে তাঁহার সমান অধিকার। তিনি তত্ত্ববিদ্যার গ্রন্থাবলী সম্যগ্ভাবে অধিগত করিয়া, সনাতন ব্রহ্মবিদ্যা, বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় বর্ত্তমান-যুগোপযোগিভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, স্মৃতি, বাশিষ্ঠরামায়ণ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ, মুসলমান্ ও খৃষ্টান্ ধর্ম্মগ্রন্থ এবং থিয়সফির প্রামাণিক গ্রন্থ সকল হইতে প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়া অমোঘভাবে নিজ উক্তির সমর্থন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে তত্ত্ববিদ্যার পারিভাষিক শব্দ ও অধিকাংশ মূলসূত্রের অবতারণা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গ্রন্থের নয়টি বল্লীর প্রথম হইতে অষ্টম বল্লীতে যথাক্রমে মৃত্যুরহস্য, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, পুনর্জন্ম, কর্ম্ম, শোক কেন, অদৃশ্য জগৎ ও মৃততত্ত্ববিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে, এবং শেষ বল্লীতে গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে। মিসেস্ বেসাণ্ট্ ও বিশপ্ লেড্বিটার্, তত্ত্ববিদ্যাসমিতির কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, মানবের সপ্ততত্ত্ব, পুনর্জন্ম, পরলোক, কর্ম্ম, পিতৃলোক, দেবলোক ও মানবের দেহ সম্বন্ধে সাতখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সাতখানি গ্রন্থে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, বর্ত্তমান গ্রন্থে সে সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

উপসংহারে সমগ্র গ্রন্থের যে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে সমুদায় বিষয়বস্তুর সারমর্ম জ্ঞাত হওয়া যাইবে। মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখক জীবের ক্রমবিকাশ, কর্ম্ম, পুনর্জন্মবাদ ও পুনর্জন্মের নিয়ন্ত্রণপ্রণালী সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, জীব ব্রহ্মের অংশ ; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন ও জীব সচ্চিদানন্দকণ। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তি ভগবানে পূর্ণভাবে প্রকটিত, কিন্তু জীবে তাহা বীজভাবে প্রসুপ্ত। জীব প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে যাহাতে বিভিন্ন লোকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সে ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিতে পারে। প্রত্যগাত্মরূপী জীব (monad) তপোলোকে বাস করে। তথা হইতে তাহার অংশ বা রশ্মি জনলোকে নামিয়া ঐ লোকের তত্ত্বগঠিত হিরন্ময়কোষ গ্রহণ করে, তৎপরে ক্রমশঃ মহর্লোকে অবতরণ করিয়া আনন্দময়কোষ ও অরূপস্বর্গে বিজ্ঞানময় কোষে আবৃত হয়। এই তিনটী কোষাশ্রিত চৈতন্যকে আত্মা-বুদ্ধি-মনস্ বলা হয়, যাহা পরে পুষ্ট ও সুসংহত হইয়া জীবাত্মা হইবে। এখন আত্মা-বুদ্ধি-মনসের অংশ, রূপস্বর্গে নামিয়া ভাবনাময়, ভুবর্লোকে নামিয়া বাসনাময় এবং পরিশেষে ভূলোকে নামিয়া ইথার-নির্ম্মিত কোষ ও স্থূলজড়-নির্ম্মিত কোষ গ্রহণ করিয়া স্থাবর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইথার ও কঠিন-তরল-বায়বীয় কোষদ্বয়কে একটি কোষ ধরিলে কোষের সংখ্যা ছয়টি। ঐগুলিকে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পিণ্ডদেহ ও লিঙ্গদেহ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বেদান্তের মতে কঠিন-তরল-বায়বীয় পদার্থে গঠিত দেহ অন্নময়, পার্থিব আকাশে (ইথারে) গঠিত কোষ প্রাণময়, বাসনাময় ও ভাবনাময় কোষ দুই একত্রে মনোময় এবং সূক্ষ্মতম তিনটি বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরন্ময়। অবতরণের সময়ে জীব যেমন এক একটি কোষে আবৃত হইয়াছে, তাহার শক্তিও ক্রমশঃ অধিক শমিত হইয়াছে। এই কোষগুলির সাহায্যে জ্ঞাতসারে প্রকৃতির সহিত জীব শক্তির আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। স্থাবররাজ্যে বহুকাল বাস করিয়া, জড়দেহ অল্পপরিমাণে সংহত করিয়া এবং উহার সাহায্যে জড়শক্তির ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পাদপরাজ্যে আরোহণ করে। পাদপরাজ্যে জড়দেহ ও বাসনাদেহ এবং পশুরাজ্যে জড়দেহ, বাসনাদেহ ও ভাবনাদেহ পুষ্ট ও সংহত করিয়া জীব মানবরাজ্যে আরোহণ করে। অবতরণের সময়ে যে কোষগুলি ধূমবৎ অসংহত আবরণ মাত্র ছিল, আরোহণের সময়ে সেগুলি পুষ্ট হইয়া একে একে দেহে পরিণত হইতে লাগিল। বিজ্ঞানময় কোষ সংহত হইয়া ক্রিয়াশীল হইতে আরম্ভ হইলে

জীব মনুষ্যলোকে উন্নীত হয়। মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি দেবানুগ্রহসাপেক্ষ এবং এই সময়ে মাহেশ্বরশক্তি প্রত্যগাত্মার (monad) মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিজ্ঞানময় দেহ গঠনে সহায়তা করে। এই জন্যই শঙ্কর বলিয়াছেন—

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। বিবেকচূড়ামণি ৩।

কারণশরীরের স্থূলতম বিজ্ঞানময় দেহাশ্রিত চৈতন্যই জীবাত্মা এবং এই জীবাত্মাই সেই প্রকৃত মানব, যাহার জীবন ও মরণের রহস্য এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ভগবদংশই প্রকৃত জীব বা প্রত্যগাত্মা (monad), তাহার অংশ হিরণ্ময়, আনন্দময় ও বিজ্ঞানময় কোষে আবৃত হওয়ার পরে জীবচৈতন্যের যে প্রকাশ তাহাই জীবাত্মা এবং জীবাত্মার অংশের জড়দেহ, বাসনাদেহ ও ভাবনা-দেহের আশ্রয়ে যে প্রকাশ তাহাকেই ভূতাত্মা বলা হয়। মানবে ভূতাত্মা ও জীবাত্মার সংগ্রামস্থল এবং সেই জন্যই মানব দেব-মর্কট। মানব তাহার তিনটী দেহের সাহায্যে ভূলোকে, ভুবর্লোকে ও স্বর্লোকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা শক্তির আদান প্রদান করিয়া থাকে। জড়দেহের দ্বারা চেষ্টনা, বাসনাদেহের দ্বারা সুখদুঃখানুভূতি ও কামনা, এবং ভাবনাদেহের সাহায্যে চিন্তা, বিচার, বিবেক প্রভৃতি বৃত্তির পরিচালনা হইয়া থাকে।

মৃত্যুর সময় কি সুনির্দ্দিষ্ট? মৃত্যুতে কি মানবের সবই নষ্ট হইয়া যায়, না দেহাতিরিক্ত আত্মা সূক্ষ্মজগতে বর্ত্তমান থাকে? এই সকল প্রশ্ন তখন সকলেরই মনে উদয় হয়, যখন আত্মীয়বিয়োগজনিত শোকে তাহারা সন্তপ্ত হয়। মৃত্যুরহস্যের জ্ঞান থাকিলে শোক নিবারিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি কাহারও জন্য শোক করেন না। পৃথিবীতে কিছুকাল বাস করিবার পরে দেহ জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তখন জীবাত্মা প্রাণময় কোষে এবং মনোময় দেহে মণ্ডিত হইয়া স্থূলদেহ ত্যাগ করে; স্থূল দেহের মৃত্যু হয়। 'জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।' স্থূল শরীরে যত প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে তন্মধ্যে মৃত্যুই প্রধান, কারণ মৃত্যুর গণ্ডীতেই জীবনের প্রকাশ এবং মৃত্যুর সময়েই এই প্রকাশ তীব্রতম। মৃত্যুর সময়ে গত জীবনের সমস্ত ঘটনা স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে। স্থূলদেহত্যাগের অল্পক্ষণ পরেই প্রাণময় কোষও পরিত্যক্ত হয় এবং প্রেতাত্মা ভুবর্লোকে জাগরিত হয়। ভুবর্লোকের কোন উপলোকে কতকাল কাটাইতে হইবে তাহা নির্ভর করে জীবিত অবস্থার বাসনা ও তাহার তীব্রতার উপর। ভোগের দ্বারা বাসনাময় দেহে সঞ্চিত শক্তির অপচয় হইলে জীবাত্মা কেবলমাত্র ভাবনাময় দেহে আবৃত থাকিয়া বাসনাময় দেহ ও ভুবর্লোক ত্যাগ করে এবং দেবলোকে জাগরিত হয়।

রূপস্বর্গে স্বর্গসুখ-ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষীণ হইলে কয়েক শত বৎসর পরে ভাবনাময় দেহও পরিত্যক্ত হয়, তখন জীবাত্মা অরূপ স্বর্গে, বিজ্ঞানময় দেহে ও স্বরূপে অবস্থান করে। সাধারণ লোক এই পঞ্চম-স্বর্গভোগ অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় অতিবাহিত করে। এক জীবনের সমস্ত পুণ্যের ফল কারণশরীরে গ্রথিত হইলে, জীবাত্মার পুনর্জন্মের সময় উপস্থিত হয়, তখন কর্ম্মদেবতারা জীবাত্মাকে পূর্ণ জাগরিত করিয়া, তাহার জ্ঞাতসারে সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে পরজীবনের প্রারব্ধ নির্ণয় করিয়া দেন। জীবাত্মা এখন তাহার অংশ রূপস্বর্গে প্রেরণ করিয়া তথায় পূর্ব্বসংস্কারানুসারে ভাবনাময় দেহ পুনর্গঠন করে। উক্ত অংশ ভাবনাময় দেহে মণ্ডিত হইয়া ভুবর্লোকে নামিয়া আসিয়া সংস্কারানুযায়ী বাসনাদেহ গঠন করে। কর্ম্মদেবতারা স্থির করিয়া দেন তাহার স্থূলদেহ কিরূপ হইবে এবং তদনুসারে ইথারিক ছাঁচ তাঁহারাই গঠন করিয়া দেন—যাহা অবলম্বনে স্থূলদেহ মাতৃকুক্ষিতে গড়িয়া উঠে। জীবের এখন একটি নূতন দেহ গঠিত হইল। পূর্ব্ব জড়দেহ-ত্যাগের পর এই নূতন দেহ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জীব যে সকল দেহে অবস্থান করে সেগুলিকে সমষ্টিভাবে 'আতিবাহিক দেহ' বলে। তিন দেহ লইয়া ত্রিলোকীতে পুনঃপুনঃ বাস করার ফলে যখন দেহগুলি শুদ্ধ, পুষ্ট ও সত্ত্বপ্রধান হয়, যখন জীবাত্মা দেহ তিনটীকে নিজ ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়, যখন কর্ম্মের ঋণ নিঃশেষে পরিশোধিত হয় এবং যখন কামসংকল্পবর্জ্জিতভাবে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন এই বাধ্যতামূলক জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে জীব মুক্ত হয়; তাহার আর পুনর্জন্ম ও পুনর্ম্মৃত্যু হয় না। এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে পিতৃযান অনুসরণ করিয়া জীবের আর আবৃত্তি হয় না; তখন জীব দেবযান-মার্গ অনুসরণ করিয়া দেবলোক হইতে প্রজাপতিলোক এবং পরিশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মলোকে সাধনার ফলে জীব ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে এবং ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলে কল্পান্তেও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। জীব যতদিন পিতৃযানে থাকিয়া জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, ততদিন সে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ থাকে এবং কর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার সূত্রে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্রহ্মসাযুজ্যই জীবের চরম নিয়তি। জীব ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া অবরোহণরূপ বহির্ম্মুখীন চক্রার্দ্ধে এবং আরোহণরূপ অন্তর্ম্মুখীন চক্রার্দ্ধে পরিভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মে উপনীত হয়। পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত হইয়া শিবত্বপ্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে, অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা, জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥ শ্বেত ১।৬

জীবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স বিষয়ক সমস্ত তত্ত্বই প্রাঞ্জল ও বিশদভাবে **'জীবন ও মরণ'** গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মানবকে অভ্যুদয়ের ও নিঃশ্রেয়সের পথে চালিত করিবার জন্য মুক্তপুরুষদিগের একটি সংঘ আছে যাহাকে ঋষিসংঘ বলে (৭ম বল্লী ২০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরমর্ষি সনৎকুমার এই সংঘের অধ্যক্ষ এবং সনক, সনন্দ ও সনাতন তাঁহার সহচর। পরমর্ষি সনৎকুমারই আদ্যাচার্য্য ও দীক্ষা দিবার একমাত্র অধিকারী পুরুষ। তিনি 'বৈষ্ণবানাং অগ্রণীশো গুরুণাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ'। তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কাহারও প্রকৃত দীক্ষা হয় না। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে বৈবস্বত মনু, জগতের শাসনকার্য্যে এবং বোধিসত্ত্ব, মহর্ষি মৈত্রেয়ের শিক্ষা ও দীক্ষাকার্য্যের পরিচালনা করিতেছেন। ইঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক মহর্ষির অধীনে অনেক ঋষি আছেন। সব ঋষিই সংঘের অন্তর্গত। তাঁহাদের অনেকেই হিমালয়ের উত্তরে ও দক্ষিণে, নীলগিরি পর্ব্বতে, এবং ইউরোপ, এমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার নিভৃত প্রদেশে স্থূল দেহে বাস করিতেছেন। কখনও কখনও তাঁহারা জাগতিক সমস্যার আলোচনার জন্য সমবেত হইয়া থাকেন; কেহ স্থূলদেহে ও কেহবা সূক্ষ্মদেহে সভায় উপস্থিত থাকেন এবং ইহার জন্য কোন অসুবিধা হয় না, কারণ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোক তাঁহাদিগের জাগ্রত চৈতন্যের অন্তর্গত। অনেকে মনে করেন যে, ঋষিরা পূর্ব্বে পৌরাণিকযুগে বর্ত্তমান ছিলেন, লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া সমাজ পরিচালনা করিতেন ও রাজাদিগকে রাজ্যশাসন ও অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কিন্তু এখন তাঁহারা অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতে, দেবলোকে কিম্বা অন্য উচ্চতরলোকে বাস করেন। অনেক ঋষি এখন সংঘ ত্যাগ করিয়া উচ্চলোকে বাস করিতেছেন, যেমন নরঋষি, নারায়ণ ঋষি, বুদ্ধদেব প্রভৃতি; কিন্তু যাঁহাদিগের এখনও পার্থিব কার্য্য-কর্ম্ম শেষ হয় নাই তাঁহারা অনেকেই আজিও স্থূলদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অনেকে নূতন ঋষি সংঘে যোগ দিয়াছেন এবং ইঁহারা ভবিষ্যতেও থাকিবেন। চাক্ষুষ মনু এখনও আছেন, অগস্ত্য ঋষি এখনও আছেন, যিশু, দেবাপি, মরুদেব, মৈত্রেয় মহর্ষি, মহাচোহান, সণ্ট্ ফ্রান্সিস্ অব্ এসিসি, প্রভৃতি অনেকে সংঘে থাকিয়া জগৎকে কল্যাণের পথে চালাইবার সাহায্য করিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা এই ঋষিসংঘের দ্বারাই বিবৃত হইয়া রহিয়াছে এবং এই সংঘই ভিন্ন ভিন্ন যুগে সেই প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা যুগোপযোগিভাবে প্রচার করেন। ঋষিদিগের প্রেরণায়, মাদাম্ ব্লাভ্যাট্স্কি ও কর্ণেল্ অলকট্ তত্ত্ববিদ্যা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া থিওসফিরূপে ব্রহ্মবিদ্যা জগতে প্রচার করিয়াছেন। মাদাম্ ব্লাভ্যাট্স্কি লিখিয়াছেন, আমরা যখন জীবাত্মার অমরত্ব, পরমাত্মার সহিত

জীবাত্মার সম্পর্ক প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধানে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন কয়েকজন প্রাচ্য ঋষির সহিত আমাদিগের সাক্ষাত হয়, যাঁহারা এই সমস্ত কঠিন বিষয়গুলি অতিসহজভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন এবং দেখাইয়া দিলেন কিরূপে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে দুরূহ আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিকযুক্তির সাহায্যে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করিতে পারা যায়। (Isis Unveiled, Introduction দ্রষ্টব্য)। প্রাচ্য ঋষিদিগের দুইজন ঋষি কুথুমি ও ঋষি মরুদেব তত্ত্ববিদ্যাসমিতির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

ঋষিদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃত দীক্ষা লাভ করা যায় না। জপ, হোম, ধ্যান, সৎসঙ্গ ও লৌকিক দীক্ষা, প্রকৃত দীক্ষার উপযুক্ত হইবার সাহায্য করে। দীক্ষার জন্য সমগ্র মানব-সমাজ ঋষিদিগের মধ্যে ভাগকরা আছে, কে কাহার শিষ্য হইবেন তাহা স্থির হইয়া আছে। ঋষিরা তাহা জানেন এবং সর্ব্বদাই নিজ নিজ শিষ্যের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছেন। শিষ্য উপযুক্ত হইলে গুরুসাক্ষাতকার হয় এবং গুরুই শিষ্যের দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। দীক্ষা ভিন্ন উচ্চস্তরে চৈতন্যের প্রসার হয় না এবং ইহা ঋষিদিগের কৃপা সাপেক্ষ। সাধনার দ্বারা সেই কৃপা অর্জ্জন করিতে হয়।

'মৃততত্ত্ববিজ্ঞানে' প্রেতের আবির্ভাব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি 'যথাযথভাবে এইগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা জীবাত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত না হইলে, কেবল প্রেতচক্রে প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখিয়া কোনও রূপ স্থায়ী ফললাভ করা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই তাত্ত্বিক আলোচনায় সাহায্য করিবে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে শোকাতুর শান্তি পাইবেন ও জিজ্ঞাসু জীবন ও মরণরহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইবেন। আমি তরুণদিগকে ও ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষার্থিগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি—তাঁহারা ইহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

যে কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা লেখক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি প্রার্থনা করি যে ভগবান্ তাঁহার জীবন শান্তিময় করুন এবং তাঁহাকে নিঃশ্রেয়সের পথে পরিচালিত করুন।

কলিকাতা
২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩।

শ্রীতুলসীদাস কর
সম্পাদক
বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল ফেডারেশন।

জীবন ও মরণ

ভূমিকা

জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি কেন হয়—

সুখে ও দুঃখে মানুষের জীবন গঠিত। এমন সুখী ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি জীবনে কখনও দুঃখ ভোগ করেন নাই। আবার নিরবধি দুঃখে জীবন যাপন করিতেছেন এমন লোকও অধিক নাই। তুলনা করিলে দেখা যাইবে, সংসারে দুঃখের মাত্রাই অধিক। সুখের সহিত আমাদের ক্ষণকালের জন্য পরিচয়। দুঃখ শাশ্বত ও অনন্ত। মানুষ যখন সুখের অধিকারী হয়, যখন অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, নবীন যৌবন, প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সর্ব্ববিধ ভোগের উপকরণ লাভ করিয়া মনে করে সংসার মধুময়, তখন তাহার বিষয়াসক্ত মনে অন্য চিন্তা স্থান পায় না। চিরদিন যে সমান যায় না—একথা সে মনেই করে না। কিন্তু মনে না করিলেও ...ই এমন দিন আসে, যে দিন তাহার সকল তৃষ্ণা দগ্ধ হইয়া যায়—ভোগের ...তি অনাসক্তি জন্মে এবং মনে **জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি** জাগিয়া উঠে। কেন এমন হইল? ধন, জন, যৌবন কোথায় গেল? নয়ননন্দন সন্তানগণ, প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহের আস্পদ স্বজনবর্গ আজ কোথায়? যে সকল কারণে এই সংসার স্বর্গখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, সে সকল কারণ এখন নাই। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সকলেরই মনের বীণায় কখন কখন, এই প্রকার বৈরাগ্যের সুর ঝঙ্কৃত হয়—এই প্রকার বিষাদের ছায়া কোন না কোন সময়ে আসিয়া চিত্তকে ব্যাকুল করে। মানুষ ...খন শাস্ত্র অনুসন্ধান করে, সাধুসঙ্গ লাভ করিতে চেষ্টা করে, ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে চায়, ...বশেষে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে না পারিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করে। কখন ...খা যায়, কালস্রোতে পলিমাটীর প্রলেপ লাগিয়া ক্ষতস্থান শীতল হইলে, কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া মানুষ পুনরায় জীবনপথে অগ্রসর হয় এবং হয়ত কিছুদিন ...াবার সুখ ভোগ করে। এই প্রকার সুখ ও দুঃখের আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ...ীবের প্রকল্পসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম-...াস্ত্রে এবং দর্শনগ্রন্থে এই সকল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয়

সাহিত্যেও এই প্রকার জ্ঞানের অতিবিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। পরাবিদ্যাসমিতিও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রচার করিতেছেন। কিন্তু সমাজের কয়জন নরনারীর এই জ্ঞান লাভ করিবার কিম্বা এই তত্ত্ব-কথা অবগত হইবার সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার আছে? অথচ প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছিল* এবং যাহার মীমাংসা করিবার জন্য আর্য্যজাতির শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনসম্পদ গঠিত হইয়াছে, সমাজের প্রত্যেক নরনারীর জীবনে কখন কখন এমন দিন আসে, যখন ঐ সকল প্রশ্ন তাহাদের মনে উদিত হয় এবং তাহার সদুত্তর পাইবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হয়। জীবনে ত দারুণ অপকর্ম্ম কখন করি নাই, তবে আমার মাথায় বজ্রাঘাত কেন? যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে প্রাণ অস্থির হইত, সে নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল? আর কি তাহাকে দেখিব? আমাদের কথা তাহার কি মনে আছে? সে কি আমাদের কাছে আছে, না অনন্ত দূরে কোন অজানা দেশে চলে গেছে? সে কি আমাদের সকলকে দেখ্‌তে পাচ্ছে? তাহার কি স্মৃতি আছে? আমাদের জন্য তাহার কি কষ্ট হচ্ছে? কেন এত দুঃখে মানুষের জীবন দগ্ধ হয়? মানুষ কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়? দু'দিনের জন্য যে মাতা পিতা, পতি পত্নী, পুত্র কন্যা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হই, জীবনান্তে কি তাহাদের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইবে? স্নেহ-ভালবাসা কি কেবল মরীচিকার ন্যায় অলীক ও ক্ষণভঙ্গুর? শোকানল-দগ্ধ এমন মানুষ কে আছে, যাহার মনে এই সকল চিন্তা কখনও উদিত হয় নাই?

প্রশ্ন উঠিলে তাহার মীমাংসা হয়, কিন্তু প্রশ্নকারী কি তাহাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন? অনেক সময়ে তাঁহার সন্দেহ থাকে। মনে হয়, বড় আঘাত লেগেছে দেখে, সান্ত্বনার জন্য দুই চারিটী কথা শুনিয়ে দিলেন। যা-বল্লেন তাহার প্রমাণ কি? আমি নিজে দেখ্‌তে চাই, তাহাত পারি না। তবে বিশ্বাস করি কিরূপে? কেহ কি দেখেছে? শাস্ত্রে কত কথা লেখা আছে। তাহা মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। আমি মানিতে চাহিলেও মন যে বুঝিতে চায় না। সুতরাং যাহার কোন প্রতীকার নাই, তাহা সহ্য কর। শাস্ত্রও তাই বলে, আমরাও তাই বলি, কিন্তু যাহাতে সহজে সহ্য করা যায়, তাহার উপায় আছে। এই অলৌকিক-ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিব, তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিব। প্রমাণের দ্বারা মন আশ্বস্ত হইলে, সহ্য করা কঠিন হইবে না। সুতরাং

* কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ। শ্বেতাশ্বতর ১।১

প্রমাণ কাহাকে বলে, তাহার সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। যিনি ভক্ত তাঁহার প্রমাণের আবশ্যক নাই। প্রভুর বাক্যই তাঁহার প্রমাণ। কিন্তু এরূপ সৌভাগ্য কয় জনের আছে? সাধারণ মানুষ, মনের দৃঢ়তা-লাভের জন্য প্রমাণ চায় এবং প্রমাণ পাইলে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে।

প্রমাণ কয় প্রকার—

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে আট প্রকার প্রমাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছয়প্রকার প্রমাণ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। স্থলবিশেষে ইহাদের কোন কোন প্রমাণ দ্বারা বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ দূর করিতে চেষ্টা করিব।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় আমরা অনুভব করিতে পারি, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই প্রকার প্রমাণের নাম **প্রত্যক্ষ প্রমাণ**। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ, সুতরাং মানসিক উৎকর্ষের ফলে মনীষিগণের যে অনুভূতি, তাহাও তাঁহাদের প্রত্যক্ষের অধিকারে। সুগভীর ভাবব্যঞ্জক বিষয়াত্মিকা কবিতায় প্রকাশিত মহাকবিগণের অনুভূতি তাঁহাদের মানস-প্রত্যক্ষের পরিচয় প্রদান করে। দার্শনিক যুক্তিদ্বারা বিচার করিলেও এবিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। সেজন্য সুকবিগণের গভীর অনুভূতিকেও এই শ্রেণীর প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অনেক সময় অনুমান (Inference) দ্বারা বিষয়জ্ঞান লাভ করা যায়; যেমন নদীর জলে আবিলতা দেখিলে, বৃষ্টিপাত হইয়াছে অনুমান করা যায়, কিম্বা যেমন নিবিড় মেঘ দেখিলে আসন্ন বৃষ্টির অনুমান করা যায়, অথবা সমুদ্রের কোন স্থানের জল লবণাক্ত দেখিয়া সমুদ্রের সকল স্থানের জল লবণাক্ত মনে করা যায়। এসকল স্থলে অনুমান দ্বারা যথার্থজ্ঞান হয় বলিয়া ঐ **অনুমান** একপ্রকার প্রমাণ।

যখন কোন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে তখন তাহাকে বলে **অর্থাপত্তি**। যেমন কোন এক ব্যক্তিকে কখন আহার করিতে দেখা যায় না, অথচ সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট থাকে, তাহার শরীর কৃশ হয় না, সুতরাং এই ধারণা অনিবার্য্য যে সে গোপনে আহার করে। ইহাও এক প্রকার প্রমাণ।

নির্দ্দোষস্বভাব, সাধু ব্যক্তিগণের উক্তি "**আগম**" নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম "**আপ্তবাক্য**"। অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে ইহাই প্রধান প্রমাণ। ইহাকে

শব্দ-প্রমাণও বলা হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বদা স্বকর্ম্মনিরত, স্বভাব যাঁহার নির্ম্মল, যিনি সঙ্গদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, যিনি নিত্য সর্ব্বজন-পূজিত, তাঁহার মিথ্যা বলার কোন কারণ নাই, তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম বিষয়ে আপ্ত-বাক্যের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইলেও স্থূলতত্ত্বে কোন মতভেদ দেখা যায় না। সুতরাং আপ্তবাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়।

স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কেবল অলৌকিক ব্যাপারে নয়, সমুদায় অসাধারণ বিষয়ে আমরা আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর করি। অনেক সাধারণ বিষয়েও আপ্তবাক্যই আমাদের অবলম্বন। আমাদের আত্মা আছে কিনা, মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়,—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে আপ্তবাক্য আমাদের আশ্রয়। কিন্তু পৃথিবীর ওজন কত, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব কত, জলের উপাদান কি, ইত্যাদি লৌকিক বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলেও আপ্তবাক্য আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। যদি কেহ এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে চান, তবে তাঁহাকে আপ্তগণের শরণাপন্ন হইতে হইবে, এবং তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মে অনুশীলনে ব্রতী হইতে হইবে। দীর্ঘকাল অনুশীলনে তিনি এই সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন।

আর এক শ্রেণীর প্রমাণ আছে তাহাকে বলে **'ঐতিহ্য'**। কোন বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বজনবিদিত, সর্ব্বকাল-বিশ্রুত যে কিম্বদন্তী, তাহার মূলে একটা সত্য আছে, সুতরাং ইহাও এক প্রকার প্রমাণ।(ক) যেমন সকল দেশেই এই প্রকার প্রবাদবাক্য আছে যে, প্রাচীন যুগে মানুষ দীর্ঘকায় ও দীর্ঘায়ু ছিল। ইহা মিথ্যা নহে।

উপমান বা **সাদৃশ্য** অন্যতম প্রমাণ। কোন জানা বস্তু বা বিষয়ের সাদৃশ্য হইতে তদ্রূপ অজানা বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা এই উপমানমূলক। জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়।

জীবন-রহস্য—

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই মনে করিয়া থাকেন যে, মানবজীবনের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু পরম রহস্যজালে আবৃত। সদ্যোজাত শিশু কোথা হইতে

(ক) "A tradition which has an uniform and universal existence has all the weight of scientific testimony"

The Day after Death P. 23. Secret doctrine vol. II. p. 136.

Origin of every popular myth and legend can be traced to a fact in nature Ibid P. 293.

আসিল ? আবার মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে ? তাহার জীবনের সুখ-দুঃখময় ঘটনাবলীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কি ? এই যে পারিবারিক বন্ধন, ইহার মূল কারণ কি ? যে যায়, সে কি আবার ফিরিয়া আসে ? কতদিন পরে কোথায় কিভাবে আসিবে ? আবার কি এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ? পরলোক কি ? কোথায় সে স্থান ? পরলোকবাসী কি পার্থিব স্বজনগণের সুখ দুঃখ অনুভব করেন ? তাঁহাদিগকে কি দেখিতে পান ? মৃত্যুর পরে কি আবার দেখা হইবে ? পার্থিব স্মৃতি কি তখনও অক্ষুণ্ণ থাকিবে ? পুনর্জন্ম কি সত্য ঘটনা ? মানুষ মরে কেন ? মৃত্যুর কি নির্দ্ধারিত কাল আছে ? কোথায় কি ভাবে কাহার জন্ম হইবে ? পরলোকের বিষয় কি প্রকারে জানা যায় ? এই জাতীয় প্রশ্নের কি অন্ত আছে ! শোকের যাতনায় যখন চিত্ত ব্যাকুল হয়, তখন এই প্রকার সহস্র সহস্র প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে উদিত হয়। কিন্তু মীমাংসা কোথায় ? শাস্ত্র পড়। জ্ঞানীর নিকট উপদেশ গ্রহণ কর। কিন্তু সাধারণ মানুষের সে সুযোগ কোথায় ? উপযুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তাঁহাদের সময় কম। সান্ত্বনা দিবার জন্য সময় ব্যয় করার অবসর তাঁহাদের নাই। শাস্ত্র অতীব দুর্ব্বোধ। আচার্য্যের সাহায্য ভিন্ন অতি দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যবসায়ের ফলেও উহার মর্ম্মভেদ করা যায় না। সুতরাং উপায় কি ?

কেহ বলিবেন—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রতী হও। শান্তি লাভ করিবে। কেহ বলিবেন—দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জ্ঞানযোগরত হও, মনের গ্লানি দূর হইবে। ভক্তির আশ্রয় লও, সংসারে কোন জ্বালাযন্ত্রণা থাকিবে না। কিন্তু পরিবারবর্গের ভরণপোষণ জন্য যে শতকরা নিরনব্বইজন লোককে প্রতিনিয়ত সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—তাহাদের উপায় কি ? কামনা ব্যতীত কার্য্য করা সাধারণ লোকের ধারণার অতীত। মীমাংসাদর্শনও এই মত প্রচার করিয়াছেন। (খ)

মহাত্মসংঘ ও পরাবিজ্ঞান—

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, মানুষের জ্ঞানের জন্য, আত্মার উন্নতির জন্য, মানুষকে দুঃখ-শোক অতিক্রমের পথপ্রদর্শনের জন্য, অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়াছেন এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য মহাত্মসংঘ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ইহলোক পরলোকে কোন প্রভেদ নাই। যোগবলে তাঁহারা

(খ) প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে। মীমাংসাদর্শন ৬।১।৩

ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণের লিখিত গ্রন্থ এবং শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখান হইবে যে, অলৌকিক বিষয়েও সুনিয়ন্ত্রিত শাসনপদ্ধতি প্রভাব বিস্তার করিয়া জীবের চিরকল্যাণ-সাধনে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেছে। কোথাও তাহার বিন্দুমাত্র ভুল, ত্রুটি বা ব্যভিচার নাই। ক্রমোন্নতিই বিশ্বরাজ্যের সাধারণ নিয়ম। বর্ত্তমান যুগের পরাবিদ্যাবিদ্ মনীষিগণের মত উদ্ধার করিয়া, যাহাতে বর্ণিত বিষয়ে আপ্তবাক্য ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমন্বয় সাধিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অতি সাধারণ ব্যক্তির জন্য আমার এই প্রয়াস। বিশেষজ্ঞের জন্য পুস্তকের অভাব নাই। সঙ্কলিত বিষয়গুলি যাহাতে সুখপাঠ্য হয়, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। যিনি গভীর ভাবে আলোচনা করিতে চান, তাঁহার জন্য পাদটীকায় মূলের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। বর্ণিত বিষয়ের উহা প্রমাণ—একথাও বলা যাইতে পারে। শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে হয়ত কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তখন তৎপ্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর আলোচনা নিষ্ফল। এই লৌকিক জগৎই আমাদের চরম লক্ষ্য। ইহার বাহিরের বিষয়সম্বন্ধে আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। যতদিন মৃত্যু না হয় ততদিন সুখে জীবন যাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যুর পর সব শূন্য। এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, নিরীশ্বরবাদ সত্য হউক্ বা মিথ্যা হউক্, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করা নিরাপদ নহে। না জানিয়াও গরম জলে হাত দিলে হাত পুড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং নিয়ম পালন করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ঈশ্বর না থাকেন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু থাকিলে, তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করায় বিপদ্ আছে। (চ) সুতরাং পারলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সকলের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য।

সৃষ্টি-রহস্য

এখন প্রশ্ন এই যে, কি নিয়মে ভগবানের রাজত্ব চলিতেছে, সৃষ্টিরহস্য কি প্রকার, ইহার ভিতরকার শাসনপ্রণালী কি প্রকার, তাহা জানা যায় কি প্রকারে? পার্থিব-জগতে আমরা দেখিতে পাই, 'রাজা একাকী

(চ) "নাস্তিচেৎ নহি নো হানিঃ অস্তিচেৎ নাস্তিকোহতঃ,,। উদয়নাচার্য্য।

রাজত্ব পরিচালনা করেন না। তাঁহার কর্মচারী আছে, চর আছে, সৈন্য আছে। সৃষ্টির মূল কারণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, তবুও তাঁহার রাজত্ব চলে কিরূপে, ইহা একটী অতিশয় নিগূঢ় ব্যাপার। যুগে যুগে পৃথিবীতে এই সকল গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের প্রতিনিধিগণ দয়াপরবশ হইয়া উন্নত ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষের দ্বারা এই সকল বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার ফলে আমরা পাইয়াছি ইজিপ্ট দেশের Hermite দর্শন, ভারতের বৈদিক সাহিত্য ও দর্শন, বৌদ্ধদর্শন, গ্রীক্ দর্শন ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র। কিন্তু প্রাচীন যুগে সৃষ্টির উন্নতি ও বিস্তার বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কারণ ঐ সকল তত্ত্ব যে ভাষায় লিখিত, তাহা সাধারণের সহজপাঠ্য নহে। তাহার গূঢ় অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। তাই গ্রন্থে, মন্ত্রে, মন্দিরে, কন্দরে, আমরা এমন সব জিনিষ দেখিতে পাই, যাহা কেবল অর্থহীন বলিয়া মনে হয় না, আরও মনে হয় যেন উহাতে দুর্ব্বৃত্তগণের অন্তরের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল ব্যাপারের মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির অভিব্যক্তি, অতীত বা অনাগত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের আভাস প্রভৃতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। Secret Doctrine নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় এই সকল বিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের গাত্রে অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠা-ব্যঞ্জক যে সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, Justice Woodroffe তাঁহার 'Is India Civilised' গ্রন্থে যাহাকে Instance of recondite obscenity বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, তাহার গূঢ় রহস্য জানিতে হইলে ইজিপ্ট-দেশের Templeএর মূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। Eliphas Levi তাহার বিখ্যাত Histoire de la Magie নামক গ্রন্থে ইহাকে "Grand Symbole Kabalistiqu of the Zohar" নামে অভিহিত করিয়াছেন। পুরুষ বিপরীত ভাবে প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। ইজিপ্ট-দেশের মন্দিরে এই চিহ্ন স্মরণাতীত যুগ হইতে অঙ্কিত আছে। পারস্যসম্রাট্ Cyrus এর পুত্র Cambyses প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইজিপ্ট দেশের মন্দিরে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া অতিশয় উচ্চরবে হাসিয়াছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এই কথা লিখিয়াছেন। এই সকল চিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। (ছ) কেহ নিন্দা করিয়াছেন, কেহ বা বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ বা রূপক-ব্যাখ্যা দ্বারা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধি থাকিলেই ব্যাখ্যা করা যায়—

(ছ) Thalia 77 Herodotus :

"ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা", কিন্তু ইহা ব্যাখ্যার কথা নহে, কিম্বা হাসির ব্যাপারও নয়, ইহা প্রাকৃতিক জগতের একটী ভীষণ বিপর্য্যয়ের চিহ্ন। জগতে অনেক বার ইহা সংঘটিত হইয়াছে। পুরাণ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই এ বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন। নৈমিত্তিক প্রলয়ের চিহ্ন এই প্রকারে ব্যক্ত হইয়াছে। (জ) এই প্রকার প্রলয়ের ফলে মহাদেশ মহাসাগরে পরিণত হয়। আটল্যান্টিক মহাসাগর ইহার একটী দৃষ্টান্ত। খৃঃ পূঃ ৯৫৬৪ অব্দে আটল্যাণ্টিক মহাদ্বীপ ভূগর্ভে বিলীন হওয়ায় এই মহাসাগরের উৎপত্তি হইয়াছে। (ঝ)

আধ্যাত্মিক অথবা অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের সঙ্গে তুলনায় এই সকল প্রাকৃতিক রহস্য অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। প্রাকৃতিক বিষয়ে যখন এত গূঢ়তা, তখন অতীন্দ্রিয় ব্যাপার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যে সুকঠিন ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। জিজ্ঞাসু ছাত্রের অভাব, উপদেষ্টার অভাব, সময়ের অভাব। প্রজাপতির ন্যায় মনোবৃত্তি লইয়া সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু এমন দিন মানুষের জীবনে কখন কখন আসে, যখন এই সকল তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হয়। মানুষের এই ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য, মানুষের মনে কল্যাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া অন্ধকার দূর করিবার জন্য, পরাবিদ্যার পুনরভ্যুদয় হইয়াছে। দেশে দেশে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। বঙ্গের শোকার্ত্ত নরনারীগণকে এই অমৃত পরিবেশন করিবার জন্য আমার এই চেষ্টা।

পরাবিদ্যাসমিতি—

পুরাতন শাস্ত্র পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, মহর্ষি ও সিদ্ধপুরুষগণের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে অনেক গভীরতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তাই আমরা সর্ব্বদাই

(জ) Secret Doctrine Vol II P. 360.

(ঝ) First Principles of Theosophy page 47
Plato's Dialogues, Dynamic Geology প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

মন্তব্য :— উচ্চ গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবীর অক্ষ বা axis, তাহার ভ্রমণ-পথের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করিতেছে, যাহার ফলে ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সেই কোণের পরিমাণ দীর্ঘ সময় পরে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়. তাহার ফলে পর্য্যায়ক্রমে উত্তরগোলার্দ্ধে ও দক্ষিণ-গোলার্দ্ধে বরফের যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। এক সময়ে উত্তর গোলার্দ্ধের অর্দ্ধেকাংশ ৩০০ ফিট হইতে ১০০০ ফিট গভীর বরফে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। এই বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে ভীষণ জলপ্লাবন হয়। Prof Geikie বলেন অন্ততঃ ছয়বার এইরূপ হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। Sir Robert Ball প্রণীত Cause of Ice Age এবং Geikie প্রণীত Ice Age নামক পুস্তকে এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। উপর্য্যুক্ত বিষয়ে চুম্বকশক্তির আকরস্থান মেরু-বিপর্য্যয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ভূপৃষ্ঠের ভীষণ পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। ইহাই প্রাচীন মত। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণের মত এই যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তি-বলে এই প্রকার ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

সনৎকুমার, সনক, সনাতন প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের নাম শাস্ত্রে দেখিতে পাই।* বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয় ঋষির ব্রহ্মবিদ্যা-ব্যাখ্যাই অনেক স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহারা সিদ্ধপুরুষ, যুগে যুগে ইঁহারা জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মবিদ্যার সংপ্রসারণ দ্বারা মানুষের উন্নতির পথ সুগম করিবার জন্য ইঁহারাই পরাবিদ্যাসমিতির সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এই সমিতির দ্বারাই এই জ্ঞানের বিস্তার সাধিত হইতেছে। ইহার সহিত অলৌকিক ব্যাপারের সংস্রব আছে। অলৌকিক জ্ঞান অলৌকিকভাবে অর্জিত হইয়া লৌকিক জগতে লোকশিক্ষার জন্য প্রচারিত হইতেছে। উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ।

পুরাণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া, মানুষকে তাহাদের প্রকল্পসিদ্ধির পথে (Archetype) চালিত করিবার জন্য, মহর্ষিগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক ব্যাপার। সনক, সনন্দন, সনাতন, আসুরি, কপিল, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ ব্রহ্মার পুত্র। (এ) ভগবান্ সনৎকুমার ব্রহ্মার মানস পুত্র। আর্য্যশাস্ত্রে ইঁহাদের উল্লেখ আছে এবং ইঁহারাই বৈদিক যুগেরও বহুপূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত জগতে জ্ঞানের প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন, এবং ইঁহারাই পরাবিদ্যা প্রচার করিতেছেন। উপযুক্ত ব্যক্তি পাইলে ইঁহারা তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই প্রচারকার্য্য করাইয়া থাকেন। বৈদিকযুগে একবার এই প্রকার শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। বহুদিন পরে এখন আবার ঐ সকল তত্ত্বের পরিবর্দ্ধন ও সম্প্রসারণ আবশ্যক হওয়ায় প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যথাস্থানে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। মানব-জীবনের ক্রমবিকাশ—সম্বন্ধে ইঁহারা যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলে, জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়। সেজন্য সংক্ষেপে এই সকল বিষয় আলোচিত হইবে। ইহাদ্বারা জানা যাইবে যে, মানব-জীবনের সুখদুঃখমূলক যাবতীয় ঘটনার সহিত এই অলৌকিক তত্ত্বের সম্বন্ধ আছে এবং জীবের মঙ্গলের জন্যই উহা বিহিত হইয়া থাকে।

* ছান্দোগ্য—৭।১ "অধীহি ভগব" ইত্যাদি মন্ত্রে, পাণিনি,—শিবসূত্রের উৎপত্তিসূচক শ্লোকে 'উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধান্"।

(এ) সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তামহর্ষয়ঃ॥ সাংখ্যকারিকা-গৌড়পাদভাষ্য।১।

সপ্তলোক বা ব্যাহৃতি—

ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তলোকের উল্লেখ আছে। সাধারণ মানুষ ত্রিলোকের মধ্যে যাতায়াত করে। ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অতিশয় উন্নত জীব ব্যতীত স্বর্গ লোকের উর্দ্ধে যাইতে পারেনা। মৃত্যুর পর জী ভুবর্লোকে যায়। তথায় কিছুকাল থাকিয়া, পরে স্বর্গলোকে যায়। উহাই জীবে প্রকৃত বাসস্থান। জীব তথায়, অতিদীর্ঘকাল বাস করে। পরে সংসারে ফিরি আসে এবং বারবার ঐ চক্রের অনুবর্ত্তন করে। পরাবিদ্যা এই শিক্ষা দিতেছেন যে জীব অবিনশ্বর, জড় দেহটা তাহার একটা পোষাক মাত্র। আমরা কাজ করিবা জন্য উপযুক্ত পোষাক পরি। শীতকালে বড় কোট পরিয়া কাজে যাই, কাজ শেষ হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পাতলা জামা পরিয়া আরাম অনুভব কর ও বিশ্রাম করি। বিশ্রাম অন্তে পর দিন আবার কাজে যাই। পাথিব সত্তর বৎস জীবন এই কাজের সময় মনে করিতে পারা যায়। বিশ্রামের সময় সুদীর্ঘ বহুব্যক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে অনেক রহস্যময় ব্যাপার জান গিয়াছে, পরাবিদ্যা তাহাও প্রচার করিতেছেন। (ট) জন্মজন্মান্তরে পার্থি সম্বন্ধের যে অনেক বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়াছে, তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষে সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের পথে বহুবার তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।(ঠ) সুদীর্ঘ লতার গ্রন্থির ন্যায় এক একটী জন্ম। (ড) পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য করিলে, এই পার্থিব জীবনকে একটী দিন বলাও চলে। বিভিন্ন অধ্যায়ে এইসকল অলৌকিক রহস্য আলোচিত হইবে।

হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পক্ষে জন্মান্তর-ব্যাপার স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, তাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা করিলে হয়ত মতের পরিবর্ত্তন করিবেন। না করিলেও তাহাতে আপত্তি করিবার কারণ নাই কেহ যদি মনে করেন, সূর্য্য গতিশীল, পৃথিবী স্থির—তাহাতেই বা বলিবার কি আছে! জ্ঞানের সীমা ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। যিনি ইহা অস্বীকার করেন, তিনি ভিন্ন অপর কেহ ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

পৃথিবীর সকল দেশেই সিদ্ধ মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক যুগেও অনেক অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষ আবির্ভূত

(ট) Lives of Alcyone ; Man whence, how whither ?

(ঠ) ২।১২ ৪।৫

(ড) যথা লতায়াঃ পর্ব্বাণি দীর্ঘায়া মধ্যমধ্যতঃ
তথা চেতনসত্তায়া জন্মানি মরণানি চ ॥ যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ। ৫৪।৬৬

হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগেও এই প্রকার মহাত্মগণের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। তবে মানবসমাজে বাস করেন, এরূপ মহাপুরুষগণের সংখ্যা অল্প। এই জড়বাদের দিনে কোন অলৌকিক ব্যাপার দেখিলে আমরা উহার একটা ব্যাখ্যা সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত হই। হয়ত বলি 'ইন্দ্রজাল, নতুবা হিপ্‌নোটিজম্ বা অন্য কিছু"। অর্থাৎ কোন প্রকারে উহাকে জড়তত্ত্বের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারিলেই সুখী হই। আমরা মনে করিতে পারিনা যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্থান জড়বিজ্ঞানের অনেক উচ্চে। মনের কবাট বন্ধ করিয়া রাখিলে, সেখানে কোন নূতন তত্ত্ব প্রবেশ করিতে দিব না—সংকল্প করিলে, জ্ঞানের প্রসারলাভ অসম্ভব হইয়া উঠে।

কেবল জড়বাদী কেন, দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহাদের গোঁড়ামি আছে, তাঁহারাও নূতন তত্ত্ব গ্রহণ করিতে চান না। তাঁহারা বলেন "বেদান্তে নাই, শ্রুতি বলেন নাই, স্মৃতির মত বিভিন্ন, সুতরাং এসকল তত্ত্ব অগ্রাহ্য"। শ্রুতি হইতেই বেদান্তের উৎপত্তি, দর্শনের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু শ্রুতির বিকৃত ভগ্নাংশ মাত্র আমরা দেখিতে পাই। কেন বিকৃত হইয়াছে, কেন অতিশয় গুহ্যতম বিষয় লুপ্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। আর যদি বিকৃত না হইয়া থাকে, তবুও যদি শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন কথা এখন প্রচারিত হয়, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে, তাহা আমরা আলোচনা না করিয়াই নূতন তত্ত্বটা অগ্রাহ্য করিয়া বসি। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে ইহা শ্রেয়ঃপথ নহে। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভ হইলে, আর পুনর্জন্ম হয় না। মানুষ মরিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম-অনুসারে মনুষ্যেতর যোনি কিম্বা স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয় ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। (ঢ) কিন্তু পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ প্রচার করিতেছেন, যে, মোক্ষলাভ হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু সে অনন্ত কালের জন্য নহে, দুই এক মন্বন্তর মাত্র। আর মানুষ মরিয়া মানুষ হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবে, সে কখনও জন্তু বা উদ্ভিদ্‌যোনি প্রাপ্ত হইবে না। ইহা শুনিয়াই কেহ যদি চঞ্চল হইয়া উঠেন, বিচার-শক্তি বিসর্জন দেন, তবে তাঁহার তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফল কি?

(ঢ) মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। গীতা
পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।
যোগসূত্র কৈবল্যপাদ। ৩৪
যাবদ্ধেতুফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ,
ক্ষীণেহেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে॥ মাণ্ডুক্যশ্রুতি অলাতশান্তি প্রকরণ। গৌড়। ৫৬।
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ কঠোপনিষদ্

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরিবর্ত্তনশীল—

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বদাই তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইতেছে। "আলোক একটী তরঙ্গ মাত্র, ঈথার উহার বাহন" ইহা যিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি পরিণত বয়সে শিক্ষা দিতেছেন যে, "ঈথার একটী কাল্পনিক পদার্থ। আলোক জড় কণিকার সমষ্টি মাত্র, ইহার ওজন আছে।" প্রকাণ্ড সুবিশাল জড় শক্তির আধার সূর্য্য হইতে প্রত্যহ ৩৬×১০^{৫} লক্ষ টন আলো বিকীর্ণ হইতেছে এবং সূর্য্যের ওজন সেই পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। (৭) রসায়নাচার্য্য যৌবনে শিক্ষা দিয়াছিলেন, 'মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ পরমাণু এবং ইহা প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পক্ষে স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত'। বৃদ্ধ বয়সে তিনিই শিক্ষা দিতেছেন 'পরমাণু অবিভাজ্য নয়, উহাকে বিশ্লিষ্ট করা যায় এবং তদন্তর্গত আরও সূক্ষ্মতম অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করা গিয়াছে, বিশ্লিষ্ট আণবিক উপকরণগুলির বিন্যাস-ক্রমের উপর মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ধর্ম নির্ভর করে।' সুতরাং বিন্যাস-ক্রমের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে লোহা হইতে সোণা উৎপাদন করা যাইতে পারে। তাহা হইলে যদি কোন অলৌকিক-শক্তি-বলে এই কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, তবে তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কি আছে? বিজ্ঞানাচার্য ইহাতে লজ্জা বা ক্ষোভের কারণ দেখেন না। সুতরাং দার্শনিকগণই বা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন কেন?

প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে, তাঁহাদের ক্ষুব্ধ হইবার কোনই কারণ নাই যাঁহারা প্রাচীন যুগে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন ইত্যাদি প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেহ কেহ বিদেহী অবস্থায়, কেহ বা দেহ ধারণ করিয়া, এখনও এজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা যদি কোন লুপ্ত বিষয়ের পুনরুদ্ধার করিয়া কিম্বা প্রচারিত বিষয়ের সংশোধন, সম্প্রসারণ করিয়া জগতে প্রচার করেন, তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে? মোক্ষ প্রাপ্তি হইলে যদি দুই মন্বন্তর বা এক মন্বন্তর জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, তাহা হইলে সে সময়টীকে 'অনন্ত' বলায় ক্ষতি কি? চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসরে এক মন্বন্তর হয়। সাধারণ মানুষের এক হাজার বৎসর পরলোকে বাস করার পরে জন্ম হয়। সুতরাং মোক্ষ অর্থে তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বলিলে অনন্ত বা অক্ষয় স্বর্গবাস হইল—মনে করায় ক্ষতি কি? অলঙ্কারশাস্ত্রে শব্দের অর্থ গ্রহণ করার একটা নিয়ম লিখিত আছে। সেই হিসাবে এই প্রকার অং

(৭) সূর্য্যের ওজন ২×১০^{২৭} টন

অসঙ্গত বলা যায় না। বিশেষতঃ যখন আচার্য্যগণ নিজেরাই এইরূপ অর্থ করিতেছেন, তখন ছাত্রগণের তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

পরাবিদ্যা সকল তত্ত্বের মূল—

মৃততত্ত্ববিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি যথাসাধ্য আলোচনা করা হইবে, কিন্তু স্থানাভাব বশত: অধিক দৃষ্টান্ত দেখান সম্ভবপর হইবে না। প্রত্যেক বিষয়ের শত শত দৃষ্টান্ত বা প্রমাণমূলক ঘটনা আছে; যাঁহার উহা জানিবার ইচ্ছা, তিনি পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে মূল গ্রন্থের সন্ধান পাইবেন। ঐ সকল মূল গ্রন্থে বহু ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে। সাধারণের অবগতির জন্য কয়েকটী প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিষয়টী অলৌকিক রহস্যময়। স্থূলভাবে দেখিতে খুবই সহজ, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা কল্পনা নয়, দার্শনিক সত্য, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিষয়। গভীর চিন্তা ও বিচার দ্বারা ইহার ধারণা করিতে হইবে। অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে, তবে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যাইবে। সমস্ত বিষয়টা সূক্ষ্মেরই ব্যাপার। সূক্ষ্ম বলিয়া সাধারণ জ্ঞানের অগোচর এবং অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। হয়ত অনেক বিষয় অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হইবে, বিজ্ঞানের আসনে ইহাকে স্থান দেওয়া যাইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হইবে, কিন্তু প্রমাণ দেখিলে, ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না। গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি লইয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, একটা কত বড় গভীর তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের যাহা কিছু সম্পদ্ বিপদ্, জীবনের সুখ দুঃখ, ইহকাল পরকাল, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—সকল রহস্যের মূল কারণ ইহাতে দেখা যাইবে। স্বর্গ ও নরক চিরকাল শোনা যাইতেছে, কিন্তু উহাদের স্বরূপ কি, তাহা কখন যদি না বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে, তবে মনে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আছে, এই বিষয়ের আলোচনার দ্বারা তাহারা দূরীভূত হইবে। কর্ম্মফলে মানুষ স্বর্গ ও নরক ভোগ করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে মানুষের কি থাকে, ভোগ করে কে, কি প্রকার ভোগ করে তাহা এবং নরক অর্থে কি বুঝায়—এসকল তত্ত্ব বুঝিলে, মানুষ-জীবনের আদর্শ-নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে। বিষয়টী দুরূহ, সেজন্য সহজ ভাষায় অতি সংক্ষেপে ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। যিনি সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে চান, তিনি নিরাশ হইবেন না। মূলের সংবাদ সর্ব্বত্রই তিনি পাইবেন।

অষ্টাদশশতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত যোগী ও সাধক স্থইডেনবর্গ পরলোকের অলৌকিক সংবাদ জগতে প্রচার করেন। তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে পরাবিদ্যাসমিতির আবির্ভাব। ঐ সমিতি বিস্তৃতভাবে জগতে এই জ্ঞান প্রচার করিতেছেন। Spiritualism ও পণ্ডিতসমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরাবিদ্যার পোষকতা করিতেছে। যুগে যুগে এই ব্রহ্মবিদ্যা জগতে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে যুগে ইহা কেবল জ্ঞানের বিষয় রূপে আলোচিত হইতেছে তাহা নহে, ইহা এখন বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সাধারণের মধ্যে এই বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার-সম্পাদন পরাবিদ্যাসমিতির অন্যতম প্রধান কার্য্য।

মানুষের জীবনের সমুদায় ঘটনাগুলির মধ্যে মৃত্যু অপেক্ষা প্রধান ঘটনা আর কিছুই নাই। ইহা যে উন্নতির সোপান, সাধারণ লোকে জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাহা না বুঝিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হন। মৃত্যুর যে বিধিনির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত রহিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য যত প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যাইবে যে, নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত মৃত্যু হয় না এবং যখন এই ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তাহা অনিবার্য্য।

এই গ্রন্থে পারলৌকিক জীবনসম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়, সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সূক্ষ্মলোক, স্বর্গলোক, ও পুনর্জ্জন্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ দ্বারা জগতের অনেক বৈষম্য দূরীভূত হয়। সেজন্য মূল উদ্ধার করিয়া এই সকল বিষয়ের প্রধান তত্ত্বগুলি পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে বিবৃত করা হইয়াছে।

কর্ম্ম—Nemesis

কর্ম্মতত্ত্ব সমুদায় রহস্যের মূল। কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই দুরূহ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ সম্ভব হইবে। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, শোকের কোন কারণ থাকে না। মানুষের শোকের যে প্রকৃত কারণ কিছুই নাই, তাহা এই পুস্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসার-সাধনার্থে ঐ বিষয়ক স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই সকল গূঢ় রহস্য দার্শনিক বিষয়ের ন্যায় আলোচনা করিলে সুখপাঠ্য না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া, জীবের অস্তিত্ব যে কল্পান্তস্থায়ী, মৃত্যুর পরেও যে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মের কোন ব্যত্যয় হয়

না, তাহার ব্যক্তিত্বের লোপ হয় না, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মানুষ চেষ্টা করিলে মৃত আত্মীয়গণকে দেখিতে পারে, স্পর্শ করিতে পারে, তাহাদের সহিত কথা বলিতে পারে। কি প্রকারে ইহা সম্ভব, তাহা দেখান হইয়াছে। পরিশিষ্টে যে সকল পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পড়িলে জগতের সর্ব্বত্র পরীক্ষিত ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

সমুদায় বিষয়গুলি গভীর রহস্যময় এবং দার্শনিকভাবপূর্ণ। স্থানাভাব বশতঃ সংক্ষেপে এই সকল বিষয়ের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাঞ্জলভাবে লিখিত হইলে স্থান সঙ্কুলান হইত না, অনেক বিষয় বাদ দিতে হইত। সুতরাং সর্ব্বত্র সহজ পাঠ্য না হইলেও, অনেক গভীরতত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়িলে পাঠক পাঠিকাগণ হয়তঃ শ্রমের পুরস্কার লাভ করিবেন আশা করা যায়। এই প্রকার ত্রুটির জন্য গ্রন্থকারই দোষী, কিন্তু উপায় নাই।

এই পুস্তক সঙ্কলনে আমার নিজের কোন মৌলিকতা নাই। বিশ্বের কুসুমোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া, মালা গাঁথিয়া বঙ্গের শোকার্ত্ত ভ্রাতা ও ভগিনী গণকে উপহার প্রদান করাই উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে সূত্র যোজনা করাই আমার প্রধান কার্য্য। যদি এই পুস্তক পাঠ করিয়া কাহারও শোকাবেগ কিঞ্চিন্মাত্র প্রশমিত হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিলে শোকের প্রভার অতিক্রম করা কঠিন। মুখের হাসি দ্বারা চোখের জল নিবারিত হইলেও অন্তরের ক্ষত থাকিয়া যায়। (ত)

এই পুস্তকে কোন কোন স্থলে পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু অলৌকিক বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে উহার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উহাতে পাঠকের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। বিখ্যাত মৃততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত R. D. Owen Dale এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। (থ)

(ত) Who shall say the grief has lessened,
Tho' a smile may hide the tears,
Memory keeps the wound still open.
'Spite the passing of years.

(থ) In discussing a subject with which the public mind as little familiarity, it is difficult to avoid this ; and in such a iscussion, a certain amount of iteration has its use.

Preface to Debatable Land.

মূল ব্যতীত কল্পিত কোন বিষয় ইহাতে নাই এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নাই এমন কোন বিষয় এই পুস্তক দেখা যাইবে না। পূর্ব্বে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি—

"নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে।"

যশোহর }
১৯৪৩ }

শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ
পরিনির্ব্বাণ লজ

জীবন ও মরণ

সূচীপত্র

প্রথম বল্লী—

মৃত্যুরহস্য—

দ্বিতীয় বল্লী—

ভুবর্লোক—

তৃতীয় বল্লী—

স্বর্গ-লোক—

চতুর্থ বল্লী—

পুনর্জন্ম—

পঞ্চম বল্লী—

কর্ম্ম—

ষষ্ঠ বল্লী

শোক কেন?

সপ্তম বল্লী

অদৃশ্য জগৎ

অষ্টম বল্লী

মৃততত্ত্ববিজ্ঞান

নবম বল্লী

উপসংহার

জীবন ও মরণ

প্রথম-বল্লী

মৃত্যু-রহস্য

মৃত্যুর কোন নিয়ম আছে কিনা—

আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই যে, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার লয় অনিবার্য্য। উৎপত্তি, বৃদ্ধি, স্থিতি ও লয়—যাবতীয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং মৃত্যু, সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের স্বাভাবিক পরিণতি। ইহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। উপযুক্ত সময়ে যদি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইত, তবে তাহাতে শোকের কারণ থাকিত না। কিন্তু দেখা যায়, মৃত্যুর কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই, কাল-অকাল বিচার নাই, পাত্রাপাত্র-ভেদ নাই। শত শত নরনারী, সোনার সংসার ভাসাইয়া দিয়া, অকালে কোথায় চলিয়া যায়, কে বলিতে পারে? শিশুর মৃত্যুতে নন্দন-কানন মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে। শোকের মূল এইখানে। এই সকল দেখিয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। মনে হয়—কোন নিয়ম নাই, বিচার নাই, শৃঙ্খলা নাই, অন্ধ শক্তিপুঞ্জের তাণ্ডব-লীলা, সমুদায় জীবজন্তুকে নিষ্পেষিত করিতেছে। এই সকল ভাবিয়া মানুষের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে, মানুষ জানিতে চায়, মৃত্যুর কি কোন অবধারিত নিয়ম আছে? যদি থাকে, তবে এই প্রকার বৈষম্য ঘটে কেন?

কাহারও স্বজন-বিয়োগ হইলে প্রথমেই এই কথাটী মনে হয়—কেন এরূপ হইল? নিবারণের কি কোন উপায় ছিল না? নিশ্চয়ই উপযুক্ত চিকিৎসা হয় নাই। ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে হয়ত আরোগ্য লাভ করিত। মৃত্যু-ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটিল। চিকিৎসার মধ্যেও অনেক বিভ্রাট আছে। কেহ য়ত মনে করেন—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইলে ভাল হইত। কাহারও ারণা—এলোপ্যাথিক চিকিৎসাই বিজ্ঞান-সম্মত, উহা না করায় এই বিপদ্ টিল। কাহারও মনে ক্ষোভ থাকে যে, সুচিকিৎসকের অভাবে এই প্রকার

দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এইরূপ একটা না একটা ক্ষোভ থাকিয়া যায়। মানুষ যখন নিজের কর্তৃত্বে আস্থা স্থাপন করে, তখন তাহার বিচারবুদ্ধি স্থির থাকে না এবং বিপদ্ ঘটিলে কোন না কোন কারণে তাহার ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে এবং 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ মনে করিলে, এই প্রকার ক্ষোভ অনিবার্য্য।

অনেক সময় আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হয়। ইহাতেও ক্ষোভের কারণ বর্ত্তমান থাকে। অশুভদিনে যাত্রা করার কিম্বা অসাবধানতার ফলে দুর্ঘটনা ঘটিল—এরূপ ধারণাও অনেকের মনে উপস্থিত হয়। যত প্রকার দুর্ঘটনা ঘটুক না কেন, কোন না কোন ক্ষোভের কারণ প্রায়ই দেখা যায়। মনে হয়, সামান্য একটু ভুলের জন্য এইরূপ হইল। কিন্তু যদি বুঝিতে পারা যায় যে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট অলৌকিক অনিবার্য্য কারণ বর্ত্তমান থাকিয়া, মানুষকে নিয়তির পথে চালিত করে—যাহা অতিক্রম করা অসম্ভব, তবে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। ইহাতে শোকের তীব্রতা অনেক কমিয়া যায়। যাহা মানুষের ক্ষমতার অতীত, তাহার জন্য মানুষের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও আত্মগ্লানির কারণ হয় না। আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত দুঃখ মর্ম্মভেদী হইলেও এখানে মনে একটা সান্ত্বনা-মূলক ভাব আসে। এই গভীর বিষাদজনক ব্যাপারের মূলে যে একটা অলক্ষ্য কল্যাণ-সূত্র নিয়োজিত আছে, অমঙ্গল যে পরম মঙ্গলের দ্বার-স্বরূপ,—ইহা বুঝিতে পারিলে, মৃত্যুভয় থাকে না—আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ-জনিত শোকাবেগ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। জগতে কোন ঘটনা হঠাৎ ঘটেনা। বিধির বিধান ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই হয় না। মানুষের ভাবী মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ঐ সকল নিয়ম বিহিত হইয়াছে। মানুষকে কল্যাণের পথে চালিত করাই তাহার লক্ষ্য। ভগবান্ মঙ্গলময়, তাঁহার কার্য্যে অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। যাহা অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়, তাহাও মঙ্গলের নিদান।

পৃথিবীতে অনেক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। কোন ধর্ম্ম, জন্মান্তর স্বীকার করেন, আবার কোন ধর্ম্ম উহা স্বীকার করেন না। সকল প্রকার জল্প ও বাদের ন্যায় এই প্রকার অলৌকিক বিষয় জটিলতায় পূর্ণ। হিন্দু ও বৌদ্ধ-জাতি জন্মান্তর স্বীকার করেন। বাল্যকাল হইতে ঐ দুই ধর্ম্মাবলম্বিগণের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাঁহাদের নিকট ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তর্ক ও মীমাংসার বিষয় নহে। আবার যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা কোন যুক্তিই প্রবল মনে করেন না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে জন্মান্তরবাদের পক্ষে এত অনুকূল যুক্তি ও প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে যে, বিরুদ্ধমতাবলম্বী সম্প্রদায়ও, এখন ইহাতে ক্রমশঃ আস্থাবান হইতেছেন। যথাস্থলে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। এখানে আমরা একটী প্রধান বিষয়ের—অর্থাৎ মৃত্যুর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় আছে কি না তাহার আলোচনা করিব এবং দেখিব, ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি প্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পরে ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে ইহার আনুষঙ্গিক বিষয়ের মীমাংসা করিব।

এখানে আমরা মানিয়া লইব যে, মানুষ মরিয়া পরলোকে যায় এবং তথায় কিছুকাল বাস করিয়া, পরে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। মানুষ পৃথিবীতে যে কাজ করে, তাহার ফল সে ভোগ করে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফল, তাহাকে ভোগ করিতে হয়। যদি একজন্মে ভোগ শেষ না হয়, তবে বারবার তাহাকে জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় এবং ভোগদ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হয়। আমরা যথাস্থানে এই সকল বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিব।

কিম্বদন্তী-মূলক প্রমাণ—

আমাদের দেশে চলিতকথায় বলে "জন্ম মৃত্যু বিয়ে—তিন বিধিকে নিয়ে,,। —অর্থাৎ এই সকল ব্যাপার বিধিনির্দ্দিষ্ট, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। 'চলিত কথা' হইলেও ইহার মূলে গভীর দার্শনিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। "কাজ ফুরুল চলে গেল"—"যা'র যা নিয়তি, তা'কে তা ভোগ করতে হয়"— হিন্দুর সমাজে এই সকল সত্য প্রবাদ চিরকাল প্রচলিত। আমাদের দেশে সূতিকা-গৃহে দোয়াত-কলম রাখা হয়। ধারণা যে, বিধাতাপুরুষ শিশুর ভাগ্যলিপি লিখিতে সূতিকাগৃহে আসিয়া থাকেন।

পারসিক কবি ওমর খৈয়াম্ লিখিয়াছেন—"চঞ্চল হস্তে লেখা হচ্ছে। কিন্তু লেখা হ'য়ে গেলে, যতই জ্ঞান-বুদ্ধি থাকুক্ না কেন, যতই ধর্ম্মকার্য্য কর না কেন, তা'র একটী লাইন্‌ও কাটা যাবে না, কিম্বা আজীবন চোখের জল পড়্‌লেও একটী অক্ষর ধুয়ে যাবে না"(ক)

প্রাচীন গ্রীকজাতির মধ্যে এই পুরাতত্ত্ব-জ্ঞান প্রচলিত ছিল যে, ভাগ্যদেবীগণ তিন ভগিনী। তাঁহারা যথাক্রমে জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

(ক) "Moving fingers write, and having writ
Moves on, nor all your piety nor wit,
Can lure it back to cancel half a line,
Nor all your tears wash out a word of it."

একজন ভাগ্যসূত্রের জাল বুনিয়া জন্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। দ্বিতীয়া ভগিনী, ভাগ্য বিধান করেন—অর্থাৎ জীবনের সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করেন, এবং তৃতীয়া ভগিনী, ঐ জাল ছিন্ন করিয়া মৃত্যু সংঘটন করেন। মানুষ ও দেবতা—সকলেই ইঁহাদের কর্তৃত্বাধীন। প্রাচীন রোমীয় জাতির মধ্যেও এই প্রকার বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। (খ)

কাল পূর্ণ হইলে মানুষের মৃত্যু হয়,—এই প্রকার ধারণা, চিরকালই মানবসমাজে প্রচলিত আছে। বিষ্ণুশর্ম্মা, রাজপুত্রগণকে যে নীতিশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও বহুস্থানে এই প্রকার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়তি প্রবল হইলে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, বিচারশক্তি থাকে না, আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য কমিয়া যায়। নতুবা, যে পাখী বহুদূর হইতে নিজের খাদ্য দেখিতে পায়, কাল পূর্ণ হইলে সে জাল দেখিতে পায় না কেন? (গ) খাদ্যের লোভে পাশ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মারা যায়। মানুষের মধ্যেও আমরা দেখিয়া থাকি, শত অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত চৈতন্যহীন দেহ 'মৃত' মনে করিয়া, হত্যাকারী শত্রু, ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হওয়ায় সে আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে। অথচ, সামান্য একটু ক্ষত হইতে প্রাপ্তকাল ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (ঘ) বিস্কুটের টীন খুলিতে আঙ্গুলে একটা আঁচড় লাগিল, ক্ষুরে একটু কাটিয়া রক্তপাত হইল, ঘুড়ির সুতার ঘর্ষণে পায়ে একটু রক্তপাত হইল, ইহার ফলেই মৃত্যু সংঘটিত হইল। বহু চিকিৎসা-সত্ত্বেও ইহার প্রতিকার হইল না। ইহা দেখিলে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, কালপূর্ণ হইলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়। সামান্য একটা 'ছল' মাত্র অবলম্বন করিয়া, নিয়তি, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। আর কেবল লোভ নয়, সমুদায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, মিলিয়া বা পৃথগ্‌ভাবে মানুষকে মুগ্ধ করিয়া, ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। যতদিন নিয়তি প্রতিকূল না হয়, ততদিন সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। নিয়তি প্রবল হইলে, আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় না। প্রাণিজগতে আমরা দেখিতে পাই, হস্তী স্পর্শ-সুখের মোহবশতঃ ধরা পড়ে, হরিণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হয় এবং বিপদের কারণ ভুলিয়া যায়, পতঙ্গ রূপের মোহে আগুণে ঝাঁপ দেয়, ভ্রমর ফুলের গন্ধে

(খ) Moirae.+The Parcae of the Romans, the personification of the Fates—Clotho, Lachesis and Atropos.

Mythological Dictionary.

(গ) "স এব প্রাপ্তকালস্তু পাশবন্ধং ন পশ্যতি"। হিতোপদেশ।

(ঘ) নাকালে ম্রিয়তে জন্তুঃ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেনৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি। ঐ

হইয়া আবদ্ধ হয়, মৎস্য খাদ্যের লোভে জীবন বিসর্জন দেয়। সুতরাং পঞ্চেন্দ্রিয়-সম্পন্ন মানুষের শোচনীয় পরিণামে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। (ঙ) নিয়তি প্রতিকূল হয় না বলিয়া মানুষের সর্ব্বদা বিপদ্ ঘটে না।

জনসাধারণের মুখ দিয়া ভগবানের বাণী প্রচারিত হয়—এইরূপ একটী প্রবাদ-বাক্য আছে। (চ) অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে মতভেদ নাই। যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়া, সাধারণ লোকে এই কথা মানিয়া লইয়াছে যে, 'অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা ঘটে'। এই জনমত নানা আকারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও 'বাদ'-রূপে, কোথাও বা দার্শনিক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া, আবার কোথাও বা কবিদের অনুভূতির মধ্যে এই জনমত ফুটিয়া উঠিয়াছে। পারসিক কবি ওমর খৈয়াম্ তাঁহার কবিতায় অনেকস্থলে এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বাণী—"সৃষ্টির শেষ দিনে যাহা হিসাব করিয়া পাওয়া যাইবে, সৃষ্টির প্রথমে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে"। (ছ) আমাদের দেশেও "ভাগ্যই প্রবল, বিদ্যা ও পৌরুষ তাহার নিকট গৌণ"—একথা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। (জ) মহাভারতের কথাপ্রসঙ্গে বলা হয় যে, "গোবিন্দ যাহার মাতুল, ধনঞ্জয় যাহার পিতা, সেই বালক অভিমন্যু যখন যুদ্ধে হত হয়, তখন নিয়তিকে কে নিবারণ করিতে পারে?" (ঝ) সব দিক্ দেখিয়া বিবেচনা করিলে, অদৃষ্ট না মানিয়া উপায় নাই। কেবল বিশ্বাস নয়, যুক্তিদ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

দার্শনিক যুক্তি—

মানুষের আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট কিনা—এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, প্রথমেই পাতঞ্জল-দর্শনের স্পষ্ট উক্তি মনে পড়ে। মানুষ যে সকল কাজ করে, চিত্তে তাহার অনুরূপ একটা ছাপ বা স্থিতিভাব উৎপন্ন হয়। ইহার নাম 'সংস্কার'। জন্মে

(ঙ) কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গাঃ
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ। শ্রীমদ্‌ভাগবত।

(চ) "Vox Populi Vox Dei"

(ছ) "Yes, the first Morning of Creation wrote
What the Last Dawn of Reckoning shall read."
Omar Khaiyam.

(জ) "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্"

(ঝ) মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ
অভিমন্যু রণে নষ্টো নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

জন্মে মানুষ, এই প্রকার সংস্কাররাশি অর্জন করিতেছে ও ক্ষয় করিতেছে। ফলোন্মুখ যে সংস্কারপুঞ্জ, জীবকে আশ্রয় করিয়া তাহার জন্মের কারণ হয়, তাহাই তাহার ভোগ ও আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারণ করে। (ঞ) সুতরাং বলিতে হয়, কর্ম্মফলে জীবের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখভোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। (ট)

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের উৎপত্তি-প্রকরণে আমরা এই প্রকার যুক্তি দেখিতে পাই। "আমি জন্মগ্রহণ করিব ও এই কালে মরিব"—এইরূপ প্রাক্তন চিৎসঙ্কল্প-রূপা নিয়তিই মৃত্যুর কারণ। 'আমি এইস্থানে এইরূপ হইব'—এই প্রকার সৃষ্টি-প্রারম্ভ-সম্ভূত সঙ্কল্প—মায়াশক্তি কখনও নাশ প্রাপ্ত হয় না—অর্থাৎ জীব, সঙ্কল্পবশে নিয়তি গঠন করে এবং উহাই তাহার জন্মমৃত্যুর কারণ হয়। (ঠ)

স্থূল-শরীরে মানুষের জীবনে যতপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে মৃত্যুই সর্ব্ব-প্রধান। জগতের সমুদায় কার্য্যের যিনি পরিচালনা করিতেছেন, তিনি মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে উদাসীন, একথা মনে করা যায় না। এত বড় ব্যাপারটী হঠাৎ ঘটিবে—তাহার কোন কারণ নাই, কোন যুক্তি নাই, কেহ তাহার নিয়ামক নাই, স্রোতে ভাসমান তৃণের ন্যায় মানব-জীবন কখন কোন্ ঘটনার মধ্যে বিলীন হইবে—তাহার স্থিরতা নাই, ইহা ধারণার অতীত। জীবন ভগবদ্দত্ত অমূল্যরত্ন। যেখানে-সেখানে যে কোন সময় ইহা নষ্ট হইতে পারে—এমন সম্ভাবনা থাকিলে, এই দানের মূল্য কি থাকে? এতবড় একটা গুরুতর বিষয়কে ভগবান্ নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে না রাখিয়া, ঘটনাবলীর খেলার সামগ্রীরূপে পরিণত করিয়াছেন—ইহা ভাবিতে পারা যায় না। পাছে মানুষের মনে এই প্রকার ধারণা উপস্থিত হয়, সেইজন্য গীতার বহুস্থানে এই উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান্ স্বয়ংই মৃত্যু। "আমিই জন্ম-মৃত্যুর কারণ," "সর্ব্বপ্রাণীর জীবন আমিই," "আমিই উৎপত্তিস্থান ও প্রলয়স্থান", "আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু", "প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু আমিই", "সর্ব্বহর মৃত্যু আমি।"—ইত্যাদি ভাব-ব্যঞ্জক উক্তি গীতার অনেক স্থলেই দেখা যায়। (ড)

(ঞ) সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। পাতঞ্জল—সাধনপাদ। ১৩।

(ট) তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্ম্মণা লব্ধায়ুষ্কং ভবতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্ম্মণা ভোগঃ সম্পদ্যত ইতি ব্যাসভাষ্যম্।

(ঠ) আগন্তব্যো ময়া নাশঃ কালেনৈতাবতেতি যা।
পূর্ব্বসংবিদিতা সংবিদ্ যাতি তচ্চোদিতো মৃতিম্॥
ঈদৃশেন ময়েত্থংতু ভাব্যমিত্যাদিসর্গজা।
সংবিদ্বীজকলা নাশং ন কদাচন গচ্ছতি॥ যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তিপ্রকরণ ৫৪। ৬২—৬৩

(ড) গীতা—৭।৬, ৭।৯, ৯।১৮—১৯, ১০।২০, ১০।৩২, ১০।৩৪, ১১।২৭—২৯, ১১।৩০

পরমকারণের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কারণে যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও রূপের ্যহিত সূর্য্যের সংযোগ-বিয়োগ হয় না, সেইরূপ দেহের সহিত জীবের সংযোগ-বিয়োগও পরমকারণ ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত হয় না।*

ভগবান্ অর্জ্জুনকে যখন স্বরূপ দেখাইতেছিলেন, তখনও এই প্রকার কথা ্বলিয়াছিলেন, যথা—"লোক সংহার করিতে প্রবৃত্ত উৎকট কালই আমি। আমি ্পূর্ব্বেই সকলকে বধ করিয়া রাখিয়াছি।" অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন যে, বিশ্বরূপের ভীষণ দন্তরাজি-শোভিত মুখগহ্বরে, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ, অবশভাবেই হউক্ কিম্বা ্বুদ্ধিপূর্ব্বকই হউক্ নিরন্তর প্রবেশ করিতেছে।

ভগবান্ যে উৎপত্তি ও লয়ের কারণ, পুরাণেও তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "তিনিই সর্ব্বময়, তিনি সৃষ্টিকালে সৃষ্টি করেন এবং সংহারকালে সব আত্মসাৎ করেন। ঈশ্বরই জগৎকারণ"। (ঢ) এখানে নিত্য ও নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় সূচিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতি-দিনই সৃষ্টি ও লয়-কার্য্য চলিতেছে এবং দীর্ঘকাল পরে কখনও বা নৈমিত্তিক লয় ও সৃষ্টি-কার্য্য ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বত্রই এবং সকল সময়েই ইহাতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রুতি প্রমাণ—

অন্য শাস্ত্র-গ্রন্থের উপদেশ বাদ দিলেও শ্রুতিতে এই প্রকার সুস্পষ্ট উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে দেখা যায়—"তাঁহার ভয়ে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও মৃত্যু নিজ নিজ কাজ করেন"—এইরূপ উপদেশ আছে। (ণ) ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন—"প্রভাবান্বিত হইলেও ঐ সকল দেবগণ একজন শাসন-কর্ত্তার অধীনে থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করেন"।* ঐ শ্রুতি অন্যত্র

১।৩২, ১১।৩৩, ১১।৩৪ ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য। ভগবান্ নিজেই জীবের ভাগ্য বিধান করেন, এবং জন্মমৃত্যুর নিদানই যে তিনি—এই সকল শ্লোকে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটী জীর্ণ পাতা পড়িতে পারে না, আর মানুষের জীবনটা যখন-তখন তাঁহার অমতে লয় প্রাপ্ত হইবে—ইহার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না।

(*) নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি ॥
তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্‌রূপাভ্যাং যথা রবেঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫৪।৪৬

(ঢ) অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ ॥ শারীরকভাষ্যে ২।১।১

(ণ) ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। * * মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।
তৈত্তিরীয়শ্রুতি, ব্রহ্মানন্দবল্লী।

* তদযুক্তমপ্রশাস্তরি সতি যস্মান্নিয়মেন তেষাং প্রবর্ত্তনম্। ঐ শঙ্করভাষ্য। অষ্টমানুবাক।

বলিতেছেন—"যাহা হইতে সমুদায় প্রাণিবর্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশ-সময়েও যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম।"* ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু ঈশ্বরের নিয়মাধীন। যখন জন্ম হইবার কথা, তখন জন্ম হয়, যতদিন বাঁচিয়া থাকিবার কথা আছে, ততদিন বাঁচিয়া থাকে, এবং নির্দ্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করেন।

কঠোপনিষদেও এই প্রকার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'বায়ু, অগ্নি, যম প্রভৃতি এই পঞ্চদেবতা তাঁহার ভয়ে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন'।(ত) এই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন যে 'সর্ব্বসংহারক মৃত্যু তাঁহার 'উপসেচন' অর্থাৎ ব্যঞ্জনস্থানীয় খাদ্য'। (থ)

সামবেদীয় তবলকার বা কেনোপনিষদেও ব্রহ্মের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা—"মন কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া স্ববিষয়ে গমন করিতেছে? প্রাণ কাহার নিয়োগে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করে?" (ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞাপনই ইহার অভিপ্রেত।) 'লোকে যাহাকে ইদং—অর্থাৎ বিভিন্নরূপ বলিয়া উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।' (দ)

উপনিষদে গভীর তত্ত্ব সুগম করিবার জন্য, অনেক স্থলে আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। কেনোপনিষদে এইরূপ একটী সুন্দর আখ্যায়িক দেখিতে পাওয়া যায়। একদা ব্রহ্ম, দেবগণের হিতার্থে অসুরগণকে পরাজিত করিলেন। ব্রহ্মকৃত সেই জয়কে দেবগণ নিজেদের জয় মনে করিয়া গর্ব্বিত হইলেন। ব্রহ্ম, সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়বর্গ চালিত করেন, তিনি সর্ব্বদর্শী। তিনি দেবগণের মিথ্যা-জ্ঞান বুঝিতে পারিয়া, যক্ষ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। (ধ) তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন—'এই যক্ষটী কে';

---

* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
তৈত্তিরীয়শ্রুতি-ভৃগুবল্লী ১।৪

(ত) "ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। কঠোপনিষৎ, তৃতীয়বল্লী ১১২।৩,

(থ) "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং, ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ। ঐ ২য় বল্লী ৫৪।২৫

(দ) "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।" কেনোপনিষৎ ১।১
অন্যত্র "যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ঐ ১।৮

(ধ) তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ, তেভ্যোহ প্রাদুর্বভূব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি॥ ঐ তৃতীয় খণ্ড।

তুমি জানিয়া আমাদিগকে বল'। *অগ্নি, যক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলে, যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে ?' অগ্নি বলিলেন—'আমি অগ্নি ও জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ।' (উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে জানেন—এজন্য অগ্নির নাম জাতবেদা।) যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার সামর্থ্য কি প্রকার ?' অগ্নি বলিলেন যে 'আমি পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ দগ্ধ করিতে পারি।' 'এইটী দগ্ধ কর' বলিয়া—যক্ষ সেই অভিমানী অগ্নির নিকট একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি উৎসাহ-সহকারে চেষ্টা করিয়াও সেই তৃণটী দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন ফিরিয়া আসিয়া দেবগণকে বলিলেন 'এই যক্ষ যে কে—তাহা বুঝিতে পারিলাম না।' তখন দেবগণ বায়ুকে পাঠাইলেন। যক্ষ, বায়ুকে উক্ত প্রকার প্রশ্ন করিলে, বায়ু বলিলেন,—'আমি বায়ু। পৃথিবীতে যত কিছু দ্রব্য আছে, আমি সব গ্রহণ করিতে পারি।' যক্ষ তখন বায়ুকে সেই তৃণটী গ্রহণ করিতে বলিলে, বায়ু সম্পূর্ণ বল ও উৎসাহ-সহকারে চেষ্টা করিয়াও তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—'এই যক্ষ কে—তাহা বুঝিতে পারিলাম না।' তখন ইন্দ্র গমন করিলেন, কিন্তু যক্ষ, ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই অন্তরীক্ষে হেমাভরণভূষিতা উমার আবির্ভাব হইল। ইন্দ্র তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঐ যক্ষ অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং ব্রহ্ম।

প্রাকৃতিক দেবতাগণের মধ্যে দুইজন প্রধান দেবতা অগ্নি ও বায়ু, একটী শুষ্ক তৃণ আয়ত্ত করিতে অক্ষম হইলেন। তাহার কারণ এই যে, উহা ব্রহ্মের অনভিপ্রেত ছিল। ব্রহ্মের ইচ্ছা ব্যতীত যদি বায়ু, একটী শুষ্ক তৃণ স্থানচ্যুত করিতে না পারেন, কিম্বা অগ্নি যদি তাহাকে দগ্ধ করিতে অক্ষম হয়েন, তবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব-শক্তির পরিমাণ কতটুকু এবং স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সামর্থ্য মানুষের কতদূর আছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বহুশোভমানা মূর্ত্তি, তত্ত্ব-বিদ্যার প্রতীক রূপে বুঝিতে হইবে। তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মকে জানিতে হয়—ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য। মানুষের শক্তি বা সামর্থ্য, ব্রহ্মের কৃপার উপর নির্ভর করে। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেবল মানুষ কেন, দেবগণেরও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই—ইহাও বক্তব্য।

ঈশ্বরের কর্ম্মাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। "তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা স্বরূপ। আমরা যে কর্ম্ম করি, তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা, সাক্ষী। তিনি জীবকে

*"তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি ** তাংহোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি। ঐ ১৫।৩—২৫।১২

চৈতন্য প্রদান করেন। একমাত্র তিনিই স্বাধীন। স্বতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্য করিবার শক্তি জীবের নাই।"(ন)

গীতায় এই প্রকার ভগবদুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, "কর্ম্ম-সকল প্রকৃতির গুণদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ 'আমি কর্ত্তা' মনে করে"। (প)

অন্যত্র আরও স্পষ্ট ধ্বনি দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যথা—"ঈশ্বর মায়া-শক্তি-প্রভাবে শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূতগণকে পরিভ্রমণ করাইয়া তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।"(ফ)

অন্যত্র সর্ব্বকর্ম্ম-সম্পাদনের পাঁচটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—"শরীর, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ, নানারূপ চেষ্টা এবং দৈব—এই পাঁচটীই মানুষের সকল কার্য্যের হেতু"। (ব)

কৈবল্যোপনিষৎ বলিতেছেন—"ব্রহ্ম হইতে নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি, ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা, এবং তিনি সকলের নিয়ন্তা ও কল্যাণ স্বরূপ।"(ভ)

ঈশ্বর যখন সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, সকল বিষয়ের সাক্ষী, মানুষের সকল কর্ম্মের নিয়ামক এবং জীবের কল্যাণের জন্য সকলকে চালিত করিতেছেন, মানুষের যখন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিবার কোন ক্ষমতা নাই, তখন শুভাশুভ সকল ঘটনার জন্য ভগবানে আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত আর কি করিবার আছে? মানুষ, পাপ ও পুণ্য—যে কোন কাজই করুক্ না কেন, দৈব সহায় না হইলে তাহা করিতে পারে না। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই।

(ন) এক দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুর্ণশ্চ। শ্বেতাশ্বতর ৬।১১
একোবশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহুনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।১২

(প) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা ৩।২৭

(ফ) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮।৬১

(ব) অধিষ্ঠানং তথাকর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্। গীতা ১৮।১৪

(ভ) ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বংপ্রতিষ্ঠিতং। ১।১৯ কৈবল্য
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো
হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি॥ ১।২ কৈবল্য।

হইলে এই প্রশ্ন মনে আসে, ভগবান্ পাপ-কার্য্যে—অশুভ ঘটনায় সাহায্য
রন কেন? কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এ বিষয়ের মীমাংসা
া যাইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, জীবের ভাবী কল্যাণ,
হার কৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। দুঃখের ভিতর দিয়া ভগবানের অনুগ্রহ-
যে কল্যাণ-স্রোত প্রবাহিত আছে, যে করুণা-নির্ঝর নিয়ত উৎসারিত
তেছে, তাহাই শোক-তাপ-দগ্ধ মানুষের চিত্তভূমিকে সরস করিয়া শান্তি-বীজ
নের উপযোগী করে। শান্তচিত্তে বাসনার প্রভাব থাকে না এবং বাসনাক্ষয়ই
ক্ষরূপ অমৃতত্বলাভের চির প্রসিদ্ধ পথ। এই পথ অবলম্বন করিলে, মানুষের
 জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, এবং আচার্য্য-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবার
ল্প, দৃঢ়ভাবে মনকে অধিকার করিয়া বসে। পাপের ফলে দুঃখ অনিবার্য্য।
 হইতে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উৎপত্তি। (ম) ইহারাই সাধন-মার্গের অদৃশ্য
। সুতরাং, দুঃখ, ভগবানের অভিসম্পাত নহে, আশীর্ব্বাদ। যাঁহারা জীবনে
 অনুভব করেন নাই, তাঁহাদের মঙ্গলরাজ্য দূরে অধিষ্ঠিত। (য) লোকে যে
ধিগ্রস্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে, ইহা একটী পরম তপস্যা। যিনি ইহা জানেন,
নি উত্তম লোক প্রাপ্ত হ'ন। (র) যে আর্ত্ত, সে বাধ্য হইয়া ভগবানের
না করে, এবং রোগের যন্ত্রণায় তাহার কামনা-বাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (ল)

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতেও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব এবং জীবের কর্ম্মফলানুগতি সম্বন্ধে
র প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—"যিনি সকল ভূতে আছেন, যিনি সকলের অন্তরে
কয়া সকলকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনি অবিনাশী আত্মা। তিনি
ণকে স্বকার্য্যে পরিচালিত করেন, মনকে নিয়মিত করেন, বুদ্ধির প্রেরণা
করেন। তাঁহার অতিরিক্ত মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই।"(ব)

জ্ঞান দ্বারা, সঞ্চিত ও (বর্ত্তমান দেহে যে কর্ম্ম করা হইতেছে অর্থাৎ) ক্রিয়মাণ
র্ম্মরই ক্ষয় হইয়া থাকে, কিন্তু যে পাপ ও পুণ্য-মিশ্রিত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার

(ম) ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। কৈবল্য ১।২

(য) "Woe to those who live without suffering"
Secret Doctrine Vol. II—475

(র) "এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ ব্যাহিতস্তপ্যতে।" বৃহদারণ্যক, ৫।৬।১
Bible এর Book of Job দ্রষ্টব্য।

(ল) আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। গীতা— ৭।১৬
See '*on the other side of Death*' *P. 179*.

(ব) বৃহদারণ্যক—৩।৭।১৫, ৩।৭।১৬, ৩।৭।২০, ৩।৭।২২, ৩।৭।২৩

জন্য বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। (
ঐতিহাসিক যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনেও এই সত্য প্রতিফলিত হইয়া
ইহা আমরা দেখিতে পাই। ভগবান্ বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তে দেখা যায় যে, তি
মৃত্যুর তিনমাস পূর্ব্বে মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়াছিলেন। অশীতি বৎসর বয়
স্বর্ণকার চুন্দের গৃহে কুভোজনের ফলে রোগাক্রান্ত হইয়া, তিনি নির্ব্বাণ প্রা
হন। প্রবল অতিসাররোগে কুশীনগরের উপকণ্ঠে তাঁহার পরিনির্ব্বাণ-লা
হয়। (ক্ষ) পরমহংসদেবের তিরোধানের কারণ দুরারোগ্য ক্যান্সার-ব্যাধি
মহাপ্রভুর শেষ জীবনে কঠিন ব্যাধির আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে
কিন্তু তাঁহার তিরোভাব একটা অলৌকিক ব্যাপার।

প্রভু যিশুখৃষ্টের চরম কালীন ঘটনার কথা সর্ব্বজন-বিদিত। প্রাগৈতিহাসি
যুগের মহাত্মগণের জীবনেও অখণ্ডনীয় কর্ম্মফলের প্রভাব পরিলক্ষিত হ
ভগবান্ পাণিনি, মহর্ষি বাদরায়ণের শিষ্য ও সহযোগী কর্ম্মমীমাংসক মহর্ষি জৈমি
ও ছন্দোজ্ঞাননিধি মহর্ষি পিঙ্গলের অপঘাত-মৃত্যু এই বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
পাণিনি-দেব সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন, হস্তী কর্ত্তৃক পদদলিত হইয়া জৈমিনিদেবে
মৃত্যু ঘটে, এবং মকর কর্ত্তৃক মহর্ষি পিঙ্গল ভক্ষিত হন। (ক) আর কি বলিব
আছে? "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে"। প্রারব্ধ কর্ম্ম, ভোগের দ্বারাই ক্ষয় করি
হইবে।

"এই মনোময় পুরুষ সকলের অধিপতি, সকলের পালন-কর্ত্তা, সকলের শাস
কর্ত্তা।"—(খ) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জগতে বিনাকার
কিম্বা আকস্মিক ভাবে কোন ঘটনা ঘটেনা। সকল ব্যাপারের একজন নিয়
আছেন। তিনি অনুমোদন না করিলে, কোন সামান্য ব্যাপারও ঘটি
পারে না।

(হ) শরীরারম্ভকয়োস্তু উপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ। বৃঃ আঃ ৪।৪।২২ শঙ্করভাষ্য।

(ক্ষ) জাতক প্রথম খণ্ড (ঈশান বাবু) পৃঃ ২৯৫
(ঐ) *Encyclopaedia Britanica—10th edition—Buddhism.*

(ক) সিংহো ব্যাকরণস্য কর্ত্তুরহরৎপ্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনেঃ
মীমাংসাকৃতমুন্মমাথ সহসা হস্তী মুনিং জৈমিনিম্।
ছন্দোজ্ঞাননিধিং জঘান মকরো বেলাতটে পিঙ্গলম্। পঞ্চতন্ত্র—২য় তন্ত্র
Bombay Sanskrit ser

(খ) স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি * * বৃঃ আঃ ৫।৬।১

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন যে, পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া, যত কাল অবস্থান-যোগ্য কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে—তাবৎ জীবিত থাকে। অতঃপর সেই ক্ষয় হইলে সে মৃত হয়"। (গ)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের কর্ম্ম—অর্থাৎ প্রবৃত্তফলক যে কর্ম্মরাশি গ করিবার জন্য শরীর-ধারণ করা হইয়াছে, ঐ কর্ম্মরাশি যতদিন ভোগের রা ক্ষয়িত না হয়, ততদিন জীবন থাকে, আর সেই সকল কর্ম্মের ভোগ শেষ লে মৃত্যু হয়। অতএব মানুষের জীবন, প্রারব্ধ বা ফলোন্মুখ কর্ম্মের সমষ্টিমাত্র। ফুরুলে তাই চলে যেতে হয়।'

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেও ঠিক্ অনুরূপ বাণী পাওয়া যায় যথা—"জীব, জন্মধারণ রিয়া, নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত আয়ুক্ষয়ে র্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট পরলোকাভিমুখে প্রস্থান করে"। (ঘ)

যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারও প্রারব্ধ কর্ম্ম—অর্থাৎ প্রবৃত্তফলক র্ম্ম—যে কর্ম্ম-ভোগ-হেতু দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম, উপভোগের রা ক্ষয় প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষলাভ হয় না। জ্ঞান দ্বারা তিনি সঞ্চিত ও য়মাণ কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারেন, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম উপভোগ দ্বারা ভিন্ন ক্ষয় করা ম্ভবপর নহে। (ঙ)

এই সকল শ্রুতি-প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কতকগুলি কর্ম্মের ফল গ করিবার জন্য জন্ম ও জীবিত-কাল নির্দ্ধারিত হয়। এই সকল ফল, জীবনে গ করিতেই হইবে, এবং ফলভোগ শেষ হইলে আর কর্ম্ম না থাকায় দেহ-পাত ইবে। সুতরাং, জীবের আয়ুষ্কাল জন্মের সময়ে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

মাণ্ডুক্য-শ্রুতি বলেন, 'ইনি সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অভ্যন্তরে থাকিয়া কলকে নিয়মিত করেন, সকল ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান, অতএব ইনি সর্ব্ব

(গ) স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে" বৃঃ আঃ ৬।২।১৩
স পুরুষঃ এবং ক্রমেণ জাতো জীবতি, কিয়ন্তংকালমিত্যুচ্যতে। যাবদস্মিন্ শরীরে স্থিতিনিমিত্তং কর্ম্ম বিদ্যতে তাবদিত্যর্থঃ। অথ তৎক্ষয়ে যদা যস্মিন্ কালে ম্রিয়তে।
ঐ শঙ্করভাষ্য।

(ঘ) স এবং জাতো * * যাবৎকর্ম্মণোপাত্তমায়ুঃ তাবৎ জীবতি। তমেবং ক্ষীণায়ুষং মৃতং কর্ম্মণা নির্দ্দিষ্টং পরলোকংপ্রতি * * । ছান্দোগ্য ৫।৯।২ শঙ্করভাষ্যং।
স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি. তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি। ছান্দোগ্য।

(ঙ) তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষেঽথ সম্পৎস্য ইতি। ছান্দোগ্য ৬।১৪।২
যানি প্রবৃত্তফলানি কর্ম্মাণি যৈর্ব্বিদ্বচ্ছরীরমারব্ধম্ তেষামুপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ।
শঙ্করভাষ্য ঐ

জগতের কারণ'। (চ) ঈশ্বর যখন সকলের অন্তরে থাকিয়া, সকলকে নিয়ন্ত্রি করেন, এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তখন মানুষের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, বস্তুত তাহার জীবনের ঘটনাবলিও পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট।

অতীত ও অনাগত বিষয় বাস্তবিক-পক্ষে ভাব-স্বরূপে বিদ্যমান আছে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব আলোচনা না করিলেও, যোগী ও সিদ্ধ-পুরুষ-গণের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিষয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে, জ্ঞান থাকিতে পারে না। সুতরাং, অনাগত ও অতীত বিষয় আছে—বুঝিতে হইবে। বুদ্ধি স্থূলতা অপগত হইয়া সাত্ত্বিকতার উৎকর্ষ হইলে, সমস্ত দৃশ্যই যুগপৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যোগদর্শনের কৈবল্যপাদে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। (ছ) ই দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, জীবনের ঘটনাবলি, যে কোন কারণেই হউক্, নির্দ্দি রহিয়াছে। কর্ম্ম-প্রকরণে এই সকল কারণের বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

সুখ ও দুঃখ কর্ম্মাধীন—

বেদান্তের মতে বুদ্ধির কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, জীবের কর্ত্তৃত্ব আ বটে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরাধীন। স্বকৃত কর্ম্মানুসারে জীবকে ঈশ্বর যে প্রের দেন, জীব, তাহার বশীভূত হইয়া কার্য্য করে। 'সৃষ্টি অনাদি' বলিয়া, ইহা ঈশ্বরকে পক্ষাপাতী বা নির্দ্দয় বলা যায় না। ঈশ্বর যখন অনন্ত পুরু তখন তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্য সসীম, একথা মনে করা যায় না। সুতরাং, জী স্বকর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। তাহার ভাল বা মন্দ করিবার মূল কারণই তাহার কর্ম্ম। দর্শনে যাহাকে বলে অদৃষ্টজন্মবেদনীয়—অর্থাৎ পূব পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্ম তাহাই। ঈশ্বর নিয়ন্তা মাত্র। (জ) পুরুষ নিজ কর্ম্মফ ভোগ করে, অন্য ব্যক্তি তাহার সুখ-দুঃখের কারণ হয় না। * কাঠের পুতু যেমন নর্ত্তয়িতার ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, সেইরূপ দেহধারী জীবগণ, পরমেশ অধীন হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে। **

(চ) এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এযোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপায়ৌ হি ভূতানাম্।
মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, আগম প্রকরণম্।

(ছ) অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্তি—অধ্বভেদাদ্ ধর্ম্মাণাম্॥ কৈবল্যপাদ। ১২।
পাতঞ্জল দর্শ

(জ) বেদান্তদর্শন ২।৩।৩৮, ২।৩।৪২

* "সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্"। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪

** যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫৪।১২

প্রসিদ্ধ 'ধম্মপদ'-নামক বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থের 'মগ্‌গবগ্‌গো' বা মার্গবর্গ-প্রকরণে লিখিত আছে যে 'ত্রাণ করিতে কেহ পারে না ; পুত্র, পিতা, বন্ধুগণ কেহই সমর্থ হন না। মৃত্যু যাহাকে গ্রহণ করে, জ্ঞাতিগণের দ্বারা তাহার ত্রাণ সম্ভবে না।' (ঝ)

ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব—

ইস্‌লাম্‌ধর্ম্মের পবিত্র কোরাণ-গ্রন্থে ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বাণী দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাকে পালন করিতেছেন এবং তোমাকে সংহার করাইয়া আবার নব জীবন দান করিবেন।" (ঞ)

"যে মৃত্যু-দেবতা, তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমাকে নিহত করাইয়া ভগবানের নিকট লইয়া যাইবেন"। (ট)

"ঈশ্বর ব্যতীত তোমার কোন রক্ষক নাই, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; দৃষ্ট অদৃষ্ট সকল বিষয়ই তিনি অবগত আছেন।"(ঠ)

এই সকল বাণী হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা। তিনিই উৎপত্তির কারণ, প্রতিপালক এবং সংহারকর্ত্তা। জীবের মঙ্গলের জন্য এবং আত্মার উৎকর্ষের জন্য, তিনি,উপযুক্তসময়ে সংহার করেন। কেবল অবিদ্যাবশতঃ মানুষ, স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে নিজের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া দুঃখ শোক প্রাপ্ত হয়। মানুষ যদি বুঝিতে পারে, জীবনের শুভ বা অশুভ ঘটনার উপর তাহার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই, যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং ঈশ্বরই সর্ব্ব বিষয়ের নিয়ন্তা, তাহা হইলে তাহার শোক করিবার কোন কারণ থাকে না।

প্রাক্তন কর্ম্মফলই যে মানুষের মৃত্যুর কারণ, তাহা আমরা যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের 'উৎপত্তি'-প্রকরণে হিরণ্যগর্ভ-বিপ্রের উপাখ্যানে দেখিতে পাই। মৃত্যু,

---

(ঝ) ন সন্তি পুত্তা তাণায় ন পিতা ন পি বন্ধবা।
অন্তকেনাহধিপন্নস্‌ স নত্থি ঞাতি সুতানতা ॥ ১৬। ধম্মপদ

(ঞ) Allah is He who created you, Then gave you sustenance, then causes you to die and then brings you to life.
Holy Qu-ran Ch. XXX—40 Moulavi Mahamedali's Translation.

(ট) The angel of death who is given charge of you shall cause you to die and then to your Lord you shall be brought back. *Ibid. Ch. XXXII—11.*

(ঠ) You have not besides Him any guardian or any Intercessor. *Ch. XXXII—4*
He is the knower of the unseen and the seen.
Ibid. Ch. XXX—21.

কোনও প্রকারে এই বিপ্রকে বধ করিতে না পারিয়া, যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই ব্রাহ্মণ কি জন্য আমার ভক্ষ্য হইতেছেন না' ? যম বলিলেন—'বধ্য ব্যক্তির কর্ম্মই তাহার বধের হেতু। ইঁহার সঞ্চিত কর্ম্ম নাই। সেজন্য ইনি তোমার বধ্য নহেন।' (ড)

প্রাক্তন কর্ম্মই দৈব—

আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানবজীবনের যাবতীয় ঘটনা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। জন্মকালীন গ্রহসংস্থিতি দেখিয়া, ঐ সকল ফল জানিতে পারা যায়। জড়বিজ্ঞান মনে করে, গ্রহগণের ভ্রমণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, ঐ পথে তাহারা চিরকাল ভ্রমণ করিবে, কিম্বা হয়ত কালক্রমে লয় প্রাপ্ত হইবে, বস্তুতঃ উহারা প্রাণহীন জড়পদার্থ মাত্র। কিন্তু উহাদের যে মানবজীবনের উপর কোন প্রভাব আছে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা না গেলেও, জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে, উহারা যে মানুষের জীবনের ভাবী শুভাশুভ ফল জ্ঞাপন করে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের কোন কারণ নাই। মহর্ষি জৈমিনি, গ্রহগণের কারকত্ব ও আয়ুর্বিচার সম্বন্ধে যে সূত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে, বৃহৎপারাশারীহোরাশাস্ত্রে ও ভৃগুসংহিতা প্রভৃতি পুস্তকে, গণনার যে সকল প্রণালী লিখিত আছে, তাহারা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিধনার্ক-স্ফুট-গণনায় মৃত্যু-সময়ের নির্দ্ধারণ-প্রণালী অতিশয় সূক্ষ্ম। এমন কি দিন, ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থির করা যায়। (ঢ) যে কোন কারণেই হউক্, উহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট না হইলে, গণনা দ্বারা উহা স্থির করা সম্ভবপর হইত না। কখন কখনও যে ফলের তারতম্য ঘটে, তাহার অনেক কারণ থাকিতে পারে।

প্রাক্তন কর্ম্মের ফলই এ জীবনে দৈবরূপে আবির্ভূত হয়। নতুবা রাজর্ষি জনকের কন্যাশোক, রাজা দশরথের পুত্র-বিরহ, পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি দৈব-নির্যাতনের আর কি কারণ থাকিতে পারে ? বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। দুঃখ—বিপদ্ ছায়ার মত সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। ইহাও কর্ম্মফলের দৃষ্টান্ত। পরীক্ষিতের

(ড) মারণীয়স্য কর্ম্মাণি তৎকর্তৃণীতি নেতরৎ। উৎপত্তিপ্রকরণ। যোঃ বাঃ ২।১০

(ঢ) বৃহৎ পারাশরী হোরা। পূর্ব্বখণ্ড, ২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
যাতি যস্মিংস্তদা তৎত্রিকোণেঽপি বা ক্লেশমাপ্নুঃ ক্ষয়ং মাসি ধীমানুবদেৎ।
ক্লেশক্ষয় হয়। মৃত্যুর নাম ক্লেশক্ষয়। মৃত্যু আনন্দের দ্বার-স্বরূপ। জ্যোতিষশাস্ত্রও এই মত প্রকাশ করিতেছেন।

সর্পাঘাতে মৃত্যু ও দশরথের অকালমৃত্যু, ইহজন্মকৃত অত্যুৎকট পাপের ফল বলা যাইতে পারে। (ণ) নহুষের দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য। (ত)

বৈজ্ঞানিক মত—

আমরা যে অলৌকিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সম্বন্ধে জড়-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কি, তাহার উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই বিষয়ের যুক্তিগুলি সহজে বোধগম্য না হইতে পারে। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণের পক্ষেও এই সকল মীমাংসা-প্রণালী সুখ-পাঠ্য নহে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, জগতের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ, দুরূহ গণিতের সাহায্যে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। আগম—আপ্তবাক্য, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে, যে সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি, বৈজ্ঞানিকগণ, গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইলেও, বিচার-প্রণালী অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া, এই সকল মনীষিগণের কথা মানিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

ঋষিকল্প মহাত্মা আইন্‌ষ্টাইনের 'আপেক্ষিকত্ব-বাদ' জগতে প্রচারিত হওয়ায় ইহা জানা গিয়াছে যে, সময় ও স্থানের (Time and Space) পৃথগ্‌ভাবে স্বাধীন সত্তা নাই। (থ) দুইটীর মধ্যে একটী অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগতে যেখানে যে কোন ঘটনা ঘটে, তাহার একটা অবস্থান আছে, ও কোন এক সময়ে উহা সংঘটিত হয়। সুতরাং 'স্থান ও সময়ের' মিলনে একটী ঘটনা নির্দ্দিষ্ট

(ণ) "অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।"

(ত) নহুষ, মৌনী অগস্ত্য মুনিকে পদাঘাত করায় অজগরে পরিণত হইয়াছিলেন।

প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার। রঘু ১৩।৩৬

(থ) The views of time and space which I have set forth, have their foundation in experimental Physics. Therein is their strength, their tendency is revolutionary. From henceforth, space in itself and time in itself sink to mere shadows, and only a kind of union of the two preserves an independent existence.

H. Minkowski, Space—Time—Gravitation – p. 30

The great advance in our knowledge consists in recognising that the scene of action of reality is not a

হয়। সমুদায় জগৎটা এই প্রকার "স্থান-সময়-ধর্ম্মাত্মক ঘটনাবলির সমষ্টি"। (দ) নিখিল বিশ্বের সমুদায় ঘটনাবলি চিত্রে অঙ্কিত আছে—মনে করিয়া, আমাদের **জ্ঞান বস্তুকে** যদি তাহার বাহিরে রাখা যায়, তাহা হইলে আমাদের সচেতন দেহ, ঐ সকল ঘটনার অবস্থানের সহিত সংস্পর্শে আসিলে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মে। আমরা তখন মনে করি—'ঘটনা ঘটিল'। অনন্ত সময়ও ঐ কল্পিত চিত্রে বিস্তৃত রহিয়াছে। আমাদের জীবনের গতিতে প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ প্রকার ঘটনার সহিত আমাদের সংস্পর্শ ঘটিতেছে এবং সেই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। নিমেষ মধ্যে উহা ভবিষ্যৎ হইতে বর্ত্তমানে পরিণত হইয়া অতীতের গর্ভে যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের লয় হইতেছে না। চিত্র সম্প্রসারিত হইতেছে মাত্র। 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' যেমন অঙ্কিত ছিল—তাহাই রহিয়াছে। তাই Herman Weyl বলিয়াছেন যে, 'ঘটনাবলি সংঘটিত হয় না, আমরা তাহাদের নিকট উপস্থিত হই'। আমাদের জ্ঞান, 'ছবিখানির উপর জাল-ধৃত মাছির ন্যায় সেই সময়টা, জালে যখন সে ধৃত হইয়াছিল, এবং ছবির সেই অংশটা, যেখানে সে ধরা পড়িয়াছিল—সে জানে। হয়ত পশ্চাতের কিয়দংশও সে জানিতে পারে'। (ধ) এখানে সময়ই টানা-জালের ন্যায় এই জগৎ-প্রপঞ্চের উপর প্রবাহিত হইতেছে। সময়-ই যখন মাছিকে কোন ঘটনারূপ চিত্রাংশের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, তখনই তাহার সেই চিত্রাংশের জ্ঞান জন্মে।

---

three dimensional Euclidean space, but rather a four dimensional world, in which space and time are linked together indissolubly. *Herman Weyl, Space-time-Matter p. 217*

(দ) The aggregate of all the point events is called the World.
Space-Time-Gravitation Eddington p.186

(ধ) It may be that, from its beginning to the end, Eternity is spread before us in the picture, but we are in contact with only one instant. * * * Then, as Weyl puts it, *events do not happen, we merely come across them* * * * In this case our consciousness is like that of a fly caught in a dusting mop which is being drawn over the surface of the picture. The whole picture is there, but the fly can only experience the one instant of time with which it is in immediate contact.

The Mysterious Universe by Jeans p. 119

মানুষের যে স্বাধীন-ভাবে কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই, এ সম্বন্ধে দার্শনিক-গণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মতে মানুষের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব থাকা সম্ভবপর নহে। আইন্‌ষ্টাইন্ বলিয়াছেন যে, 'সত্য কথা বলিতে গেলে, লোকে মানুষের স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিনা'। (ন) দার্শনিক Locke'ও ঐ প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'যদি ভগবানের পক্ষে স্বাধীন জীব সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে মানুষের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু এই প্রকার জীব সৃষ্টি করা কি প্রকারে সম্ভব—তাহা আমি বুঝিতে পারি না'। (প)

প্রারব্ধ কর্ম্মফল অখণ্ডনীয়—

এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মানুষ, নিজ কর্ম্মফলেই সংসারে আসিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং কর্ম্মলব্ধ আয়ু ক্ষয় হইলে দেহ ত্যাগ করে। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, অন্তর্য্যামী, তিনি কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া, মানুষের সর্ব্বপ্রকার ভাগ্য বিধান করেন। প্রারব্ধ অর্থাৎ প্রবৃত্তফলক কর্ম্মের ক্ষয় সম্বন্ধে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই। তাই যদি হয়, তাহা হইলে মৃত্যু যত বড় শোকাবহ ব্যাপারই হউক্ না কেন, ভগবানের অখণ্ডনীয় বিধান, সুতরাং ভগবানের সমুদায় কার্য্যের ন্যায় ইহাও মঙ্গলের নিদান। আত্মার কল্যাণের জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে। যাহা মানুষের ক্ষমতার অতীত, তাহার জন্য শোকের কারণ কি থাকিতে পারে? যখন আমরা বুঝি, যে প্রিয়-বিচ্ছেদে আমরা এত কাতর, তাহার এবং আমাদের হিতের জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন আমরা শোক প্রকাশ করিলে, ভগবান্‌কে দোষী করা হয়। চিকিৎসার ত্রুটি বা অন্য যে কোন ত্রুটির বিষয়ই চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ হউক্ না

(ন) "Honestly speaking, I cannot understand what people mean when they talk about freedom of human will.

Einstein, New Back Ground of Science, Page 281.

(প) I cannot have a clearer perception of anything than that I am free, yet I cannot make freedom in man consistent with omnipotence and omniscience in God + + + therefore I have long since given up the consideration of that question, resolving all into the short conclusion, that if it be possible for God to make a free agent, then man is free, though I see not the way of it

Encyclopaedia 10th edition—Predestination

কেন, আমরা যদি বুঝি যে, চিকিৎসকের আয়ু দান করিবার ক্ষমতা নাই, (ফ) অলৌকিক কারণে আয়ুস্কাল নির্দ্ধারিত হয়, এবং সেই কারণেই চিকিৎসার ত্রুটি, বিভ্রাট, বুদ্ধি-ভ্রংশ প্রভৃতি বহু প্রকার অনিবার্য্য নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া, মানুষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয় ও মৃত্যু সংঘটন করে, তাহা হইলে ক্ষোভের কারণ কি থাকিতে পারে? নিজের দুঃখ, অভাব, মনের মধ্যে শূন্যতা প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ প্রিয়-বিয়োগে মনকে অভিভূত করে, তাহার জন্য অন্য কেহ দায়ী নহে। উহা নিজের কৃত কার্য্যের ফল। নিজে ফল-ভোগ করিয়া সেই সকল কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে, (ব) কেহ তাহার ভার লাঘব করিতে পারিবে না। নিজেদের চেষ্টার ত্রুটি নাই, চিকিৎসকের ত্রুটি নাই, রোগীর কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু দৈব এমন বলবান্ যে, কোন্ অলক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া সে মৃত্যু সংঘটন করিল, তাহা পূর্ব্বে কেহই মনে করিতে পারে নাই। (ভ) এই প্রকার দৃষ্টান্ত সকলেই স্ব-স্ব-জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুঃখ আত্মোন্নতির সোপান—

ভোগ-লালসায় নিমজ্জিত মানুষের মন বুঝিতে চায় না যে, দুঃখ মানবের পরম বন্ধু। দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে, মানুষ অভিভূত হইয়া পড়ে, আবার দুদিন পরে সব ভুলিয়া গিয়া চিরাভ্যস্ত চিরপরিচিত পথে চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু, কখন কখন দুঃখ, এরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করে যে, মানুষকে নূতন পথ অবলম্বন করিতে হয়; সমস্ত জগৎটা যেন তাহার নিকট নূতনভাবে আসিয়া দেখা দেয়। ভগবানের এই পতাকা বহন করিবার শক্তি যদি তাহার থাকে, তবে সেই দিনই তাহার 'জীবন প্রভাত'। সেই দিন সে বুঝিতে পারে যে "চোখের জলে ও ক্লেশনিষ্যন্দ ঘর্ম্মে আত্মার পরিপুষ্টি-সাধন হয়"।(ম) তাই চলিত কথায় লোকে বলে "যে আমার করে আশ, তা'র করি সর্ব্বনাশ।" দুঃখ যে মঙ্গলের নিদান এবং ইহা যে আমাদের স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত ও আত্মার কল্যাণের জন্য বিহিত—ইহা বুঝিতে না পারায় আমরা কষ্ট পাই। মনে করি, সুচেষ্টার অভাবে এই কষ্ট পাইতে

(ফ) ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ ॥ শব্দকল্পদ্রুমঃ—বৈদ্যলক্ষণম্

(ব) অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটি-শতৈরপি ॥

(ভ) "দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে।" চরক-সংহিতা, বিমানস্থানম্

(ম) Soul formed out of the tears of their eyes and t sweat of their torments.

Secret Doctrine P. 604 Vol II Bible "Book of Job" দ্রষ্টব্য।

হইল, কিন্তু, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ জন্মান্তরলব্ধ প্রারব্ধ কর্ম্ম যে নিয়তি-রূপে মানুষকে অলক্ষ্যে চালিত করিতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই নিয়তি, মানুষকে তাহার নির্দ্দিষ্ট ভাগ্যপথে চালিত করে। যদি আগুণে পুড়িয়া তাহার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে ভাগ্য, তাহাকে আগুণের নিকট লইয়া যায়; যদি বন্য জন্তু দ্বারা তাহার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বন্য জন্তুর নিকটে লইয়া যায়। (য) বলবান্ দৈব, সকল পুরুষকার ব্যর্থ করে। এই প্রকার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ঔষধ আনিয়া সেবন করান হইল, ফলে তৎক্ষণাৎ দুইটী রোগীর মৃত্যু হইল। পরে জানা গেল যে, সান্টোনাইনের পরিবর্ত্তে কম্পাউণ্ডার, ষ্ট্রিক্‌নাইন্ দেওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রাস্তার মধ্যে বাস্‌গাড়ী উল্‌টাইয়া পড়িয়াছে। সকলে নিরাপদে বাহিরে আসিয়াছে, কেবল ড্রাইভারের জামা আট্‌কাইয়া যাওয়ায় সে বাহির হইতে পারে নাই। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য একব্যক্তি আসিয়া, ড্রাইভার কোথায় আট্‌কাইয়াছে—দেখিবার জন্য দেশলাই জ্বালিল। অমনি পেট্রোল-গ্যাসে আগুন ধরিয়া ড্রাইভার পুড়িয়া মরিল। গগনবিহারী উড়োজাহাজের কল খারাপ হওয়ায় মাটীতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাওয়া অনিবার্য্য ছিল, কিন্তু পাইলট্ অতি নিপুণ-ভাবে যন্ত্রটীকে প্যারাসুটের ন্যায় মাটীতে নামাইয়া আনিল। দূরে কয়েকটী সাহেব Golf খেলিতেছিলেন, তাঁহারা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া, দৌড়াইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, চালককে তাহার সৌভাগ্য ও সুনিপুণতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া, আনন্দ-প্রকাশের জন্য একটী সিগারেট দিলেন। দিয়াশলাই কাটি জ্বালিবা মাত্রই পেট্রোল-গ্যাসে আগুন ধরিয়া, তিনজনেই পুড়িয়া মারা গেলেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখিয়াছি। 'নিয়তি' ব্যতীত ইহার আর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। প্রাক্ সঞ্চিত কর্ম্মের ফলে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে।

(য) Moira—Fate (Karmic ego) whose business is to lead man to the end appointed for him, if he hath to die by the fire to lead him into the fire, if he hath to die by a wild beast, to lead him unto the wild beast.

C. W. king Gnostics P. 38. see secret Doctrine Page 605 Vol. II.

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা।
রাজং স্ততোঽন্যো নাস্ত্যেব প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৬।২০
সর্প-চৌরাগ্নি-বহ্ন্যম্বুক্ষুত্তৃড়্‌ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ
পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্তে প্রারব্ধকর্ম্ম তৎ ॥ ঐ ১২।৫।২১

পরাবিদ্যার মতে আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারিত—

পণ্ডিতপ্রবর জিনরাজ দাস লিখিয়াছেন যে—"জন্ম হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মদেবগণ আয়ুর পরিমাণ স্থির করিয়া দেন। আত্মার ভাবী মঙ্গলের জন্য যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে রোগ বা আকস্মিক দুর্ঘটনা দ্বারা পূর্ব্বকল্পিত সময়ের পূর্ব্বেও জীবন শেষ হইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিম্বা আয়ুর পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াও তাঁহাদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।" (র) এই বিষয়ের বিচারের ভার তাঁহাদের উপর। মানুষের বিশেষ কিছু করিবার নাই। অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা—ইহাই সাধারণ নিয়ম, তাহার অন্যথা হয় না।

এই মনীষি-লেখক অন্যত্র লিখিয়াছেন যে 'যাহা প্রাকৃতিক জগতে ঘটিয়া থাকে, যাহা জীব-জগতে ঘটে। যাহা আমাদের হৃদয়ে ব্যক্ত হয়, সবই ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ মাত্র।" (ল) এই কথা নূতন নহে, শ্রুতি-স্মৃতি চিরকালই এই উপদেশ দিয়া আসিতেছেন।

পরাবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতবরের উক্তির সারমর্ম্ম এই যে, এই সকল ব্যাপার আমাদের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না। ঈশ্বরের সঙ্কল্পস্থিত বিষয়ের অভিব্যক্তি-রূপে ইহারা আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়। পদার্থবিজ্ঞান-বিশারদ Herman Weylও যে এই প্রকার মত পোষণ করেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিজ্ঞান-জগতের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Sir Oliver Lodgeও এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি Cardiffএ British Associationএ বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়াছেন যে, 'ঘটনাগুলি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতীত ও অনাগত সকল ঘটনা সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। আমরাই হয়ত তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। তাহারা ঘটিতেছে—এরূপ না হইতে পারে'। (ব) কোন অন্ধকারময়

(র) "The time of death is usually fixed beforehand by the Lords of Karma + + the life may be brought early to a close through accident or disease, if they see that is the best for the soul's future evolution. First Principles of Theosophy page 78.

(ল) All that happens in nature, in life and in the heart of man is the self revelation of the Logos.
First Principles of Theosophy p. 317.

(ব) The events may be in some sense in existence always, both past and future and it may be, we who are arriving at them not they which are happening.

Sir Oliver Lodge, quoted in Clairvoyance by C. W. Leadbeater p. 152.

সুবিস্তৃত কক্ষে যেন ঘটনা-রূপ দ্রব্য-সম্ভার সাজান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটী দীপ-বর্ত্তিকা হাতে লইয়া, আমরা যেন সেই ঘরে বেড়াইতেছি। আমাদের আলোক যেখানে পড়িতেছে, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান-যুগের দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন পরাবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ, মানুষের অদৃষ্ট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষের স্বাধীনতা বা কর্ত্তৃত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। তাহারা ঘটনার অধীন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন। প্রাক্তন কর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রভাব তাহারা ভোগ করে। তাহাদের ভবিষ্যৎ সহজেই স্থির করা যাইতে পারে এবং সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।(শ) কিন্তু, উন্নত-জীবের ইচ্ছাশক্তি প্রবল, প্রাক্তন কর্ম্মের কিম্বা অতীত কার্য্য-পরম্পরার গতিরোধ করিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হইলে, তাহা প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে। জীবনের কোন সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলে, তাহার জীবনের গতি কোন্‌দিকে যাইবে—তাহা অনুমান করা গেলেও নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। তবে ক্ষমতাশালী সিদ্ধপুরুষগণ দ্বারা ইহাও অতিসূক্ষ্মভাবে স্থিরীকৃত হইতে পারে।(ষ) সুতরাং, 'অদৃষ্ট' যদিও সব সময় জানা যায় না, কিন্তু উচ্চাধিকারসম্পন্ন মহাত্মগণের যদি উহা জানা থাকে, তবে উহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া রহিয়াছে—মনে করা ব্যতীত আর উপায় কি? ঈশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞ, তখন 'মানুষের ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট' বলা ভিন্ন উপায় নাই। মানুষের কর্ত্তৃত্ব কতটুকু আছে, স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভবিষ্যতের অপ্রীতিকর বিষাদময় ঘটনাই বেশীর ভাগে তাঁহাদের মানস-নয়নে প্রতিভাত হয়। মৃত্যুই জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা, সুতরাং মৃত্যুসম্বন্ধীয় ঘটনা তাঁহারা বেশীপরিমাণে দেখিতে পান। ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, প্রাক্তন কর্ম্মের বিপাকে যে সকল ঘটনা নির্দ্দিষ্ট হয়, তন্মধ্যে মৃত্যুই প্রধান, (স) সুতরাং মৃত্যুর অবধারিত সময় সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

(শ) The average man has so little real will – + that his future course can be predicted with almost mathematical certainty, C. W. L. Clairvoyance p. 149.

(ষ) It is not difficult to imagine that a far higher power than ours might always be able to foresee which way every choice (of the developed man) would go and consequently to prophesy with absolute certainty. Ibid page 151.

(স) It is noteworthy that the events foreseen are invariably unpleasant ones, death being the commonest of all. Ibid page 155

বর্ত্তমান-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে, ঘটনাবলি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারা নূতনভাবে উৎপন্ন হইতেছে না, আমরা কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন যে ঘটনার নিকট উপস্থিত হই, তখন তাহাই আমাদের গোচরীভূত হয়। উহা পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত ছিল। কর্ম্মদেবগণ উহার নির্ম্মাতা, তাঁহারা অনন্তের ছবিঘরে সমুদায় ছবি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা, যাহা ছিল, যাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, কিছুই বাদ পড়ে নাই। পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের অনন্ত দৃশ্যপট সর্ব্বদা প্রসারিত রহিয়াছে। যাঁহার দৃষ্টিশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনিই দেখিতে পান। সূক্ষ্ম উপাদানে সূক্ষ্ম-জগতে ঐ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দেওয়ালে যে ছায়া পড়ে, উহারও ছাপ দেওয়ালে থাকিয়া যায়। আমাদের অতিনিভৃত কক্ষে আমরা যে কাজ করি, তাহার দুরপনেয় ছাপ এবং ছবি সেখানে অঙ্কিত হইয়া যায়। উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তি থাকিলে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রসন্ধানী চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা নাই—এমন কোনও ঘটনা ঘটে না। প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য, প্রত্যেক শিশুর জন্ম ও তাহার ভাবী জীবন, সূক্ষ্মজগতে চিত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। (হ) অতীতের

(হ) Mystically these Divine beings are the Recorders + who impress the invisible tablets of the Astral light + +'a faithful record of every act and even thought of man, of all that was, is, or ever will be, in the phenomenal universe + + up on the walls of our most private apartments, where we think the eye of intrusion is altogether shut out and our retirement cannot be profaned, there exist the vestiges of all our acts, silhouettes of whatever we have done.

Draper's Conflict between Sceince and Religion p. 132.
Secret Doctrine p. 104

Connected as the Lipika are with the destiny of every man and the birth of every child, whose life is already traced in Astral light, not fantastically, but only because the future like the past is ever alive in the present. They may also be said to exercise an influence on the science of Horoscopy. Secret Doctrine p. 105.

"Each particle of the matter existing must be a register of all that has happened. Principles of Science, Jevon Vol II p 455.

Creative Evolution—Bergson ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জ্যোতিষীরা একথা বলেন। জন্মপত্রিকার মুখবন্ধ-স্বরূপ দেখা যায়—

বিধাত্রা লিখিতা যাতু ললাটেঽক্ষরমালিকা।
জ্যোতির্ব্বিৎ তাং বিজানীয়াৎ হোরানির্ম্মলচক্ষুষা॥

জৈমিনি ও পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক লিখিত শাস্ত্র যে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, তাহা জ্যোতিষীরা সকলেই জানেন।

ায় ভবিষ্যৎও বর্ত্তমানের মধ্যে সজীব রহিয়াছে। কোষ্ঠী-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়, মানুষের ভবিষ্যতের উপর তাহার ক্রিয়মাণ কর্ম্মের কোন প্রভাব নাই, উহা প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ইয়া থাকে।

মানুষের ভবিষ্যৎ পূর্ব্বনির্দ্ধারিত—

ভবিষ্যৎ যখন নির্দ্ধারিত আছে, তখন মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, উহা ঘটনা-চক্রের অধীন,—একথার মূলে কোন যুক্তি দেখা যায় না। যখন যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত রহিয়াছে। জ্ঞানের অভাবে, সাধারণ মানুষ, উহা জানিতে পারে না। দুরতিক্রম্য বলবান্ দৈবের বশে প্রমাদ ঘটিল—ইহা মনে করায় মানুষের পৌরুষের লাঘব হয় না, কিন্তু সোঽহং জীব, ঘটনাস্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া প্রমাদ সৃষ্টি করিল—ইহা মনে করিলে, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে না। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করা কঠিন নহে।

বৌদ্ধশাস্ত্র-মতে মৃত্যুই উন্নতির দ্বার—

বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় যে, ক্লেশের আত্যান্তিক নিবৃত্তিই শান্তিলাভের উপায়। সাধারণ মানুষের জীবনে প্রায় তাহা ঘটে না। তবুও ক্লেশ উপস্থিত হইলে, বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের ক্ষয় হইল, কিছু 'দেনা শোধ' হইল। (ক) প্রিয়-বিয়োগ-জনিত ক্লেশ অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ মানুষের জীবনে ঘটিতে পারে না। মৃত্যুই যে উন্নতির সোপান, ইহা মনে করিলে, প্রিয়জনের সাময়িক বিচ্ছেদে আমাদের কাতর হইবার কারণ থাকে না। কেবল 'দেনা শোধ' নয়, প্রিয়ের উন্নতিও ইহার মূলে রহিয়াছে, এবং এই বিচ্ছেদ কিছু সময়ের জন্য মাত্র, সুতরাং যাহা অপরিহার্য্য, তাহা পরিহার করা গেল না—বলিয়া, শোক করার কি কারণ থাকিতে পারে? (খ) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মৃত্যুকে নির্ব্বাণ-লাভের উপায় মনে করেন বলিয়া, মরণ তাঁহাদিগের আনন্দের বিষয়—শান্তির নিদান। (গ)

(ক) "All affliction is of the nature of the payment of a debt"
C. W. L. Text Book on Theosophy P. 165

(খ) গীতা ২।২৭

(গ) দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতঃ
নৈবাবনীং গচ্ছতি নান্তরীক্ষং
দিশং ন যাতি বিদিশং ন যাতি
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্।

কৃতী তথা নির্বৃতিমভ্যুপেতঃ
নৈবাবনীং গচ্ছতি * *
* * * *
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্। অশ্বঘোষ।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সকল ধর্ম্মেই স্বীকৃত হইয়াছে। অতীত ও অনাগত সকল বিষয় তাঁহার নিকট বর্ত্তমানের ন্যায় স্বচ্ছ। ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। (ঘ)

প্রারব্ধকর্ম্মই মানবজাতির আয়ুষ্কালের নিয়ামক—

প্রবৃত্তফলক কর্ম্মের গতি অনিবার্য্য। এজীবনে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। ইহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। এই কর্ম্মের সমবায় বা সমষ্টি, মানুষের আয়ু ভোগ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করে। (ঙ) এই সকল বিষয়ে মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই। অতীত জীবনে কর্ম্মের ফল দ্বারা ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কোন বস্তু নাই। প্রত্যেক ঘটনার সহিত কারণ সংযুক্ত আছে। ঐ 'কারণ' অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারি না।(চ) আকস্মিক মৃত্যুরও কারণ আছে। হয়ত, পূর্ব্বজীবনের কোন কর্ম্মই তাহার কারণ। এখানেও দেখা যায় যে, মানুষের আয়ুর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। হঠাৎ মৃত্যু-হেতু তাহার আয়ুর অভুক্ত অংশ কামলোকে ক্ষয় হইলে পর, তাহার পারলৌকিক জীবন আরম্ভ হয়। (ছ) যে ফলোন্মুখ কর্ম্মসমষ্টি লইয়া এই জীবন গঠিত হয়, তাহা জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে গণনা করা যায় এবং ঐ প্রকারে কোষ্ঠী প্রস্তুত হইয়া থাকে। (জ)

প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় মানব-জীবনের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না জীবনের এমন কোন ঘটনা নাই, এমন কোনই দিন নাই, যাহার সহিত এই জীবনের বা অতীত-জীবনের কোন না কোন ঘটনার সংস্রব না আছে। মানুষ

(ঘ) "All that has happened in the past and all that will happen in the future is happening now before his eyes, just as are the events what we call the present time. Utterly incredible, wildly incomprehensible.—* * yet absolutely true for all that."
C. W. L. Clairvoyance P. 12(

(ঙ) "This aggregate of causes fixes the length of that particular life, gives the body its characteristics, its powers, its limitations." Ancient Wisdom P. 24

(চ) "There is no such thing as chance" or "accident."
Ibid p. 22

(ছ) "Their normal Kamalokic life does not begin until the natural web of earth life is out-spun." Ibid p. 8

(জ) "All this is the ripe Karma and can be sketched out in a horoscope." Ibid p. 24

নিজের কার্য্যের দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করে। ক্রিয়মাণ কর্ম্মে মানুষের াধীনতা থাকিলেও পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের উপর কোন আধিপত্য নাই। ঐ ার্য্যই 'দৈব'রূপে উপস্থিত হয়। মানুষ উহার সম্পূর্ণ অধীন। কর্ম্মের গতি বিচিত্র দুর্গম। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ"। কর্ম্মের গতি ঝিতে পারিলে, মানব-জীবনের সকল বৈষম্যের সমাধান করা যায়, কিন্তু তাহা ধারণ মানুষের জ্ঞানের অগোচর, তবে সকল ক্লেশের মূলে আছে 'কর্ম্ম,'—ইহা ঝিলে অনেক শান্তিলাভ হয়।

এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে, জানিতে পারা াইবে যে, মৃত্যুর একটা অবধারিত নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময় উপস্থিত ইলে সকলকে যাইতে হয়। কোনও প্রকারে তাহার অন্যথা হয় না। ইহাই দি সিদ্ধান্ত হয়, তবে চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নাই, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কোন পকারিতা নাই, পূজা-প্রার্থনা প্রভৃতি দৈব-কার্য্য নিষ্ফল,—এরূপ চিন্তা রিবারও কোন হেতু নাই। প্রিয়বিয়োগ-জনিত দুঃখের মাত্রা অনেক কমিয়া যায়, দয়-বেদনার অনেক লাঘব হয়, যদি মানুষের সাধ্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা সম্ভব-র হয়। সুতরাং, কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে, প্রাণপণে তাহার তীকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দৈব অনুকূল হইলে চেষ্টার পথ সুগম হইবে, চেষ্টাও ফলবতী হইবে, নতুবা সবই ব্যর্থ হইবে। তবুও সাধ্যানুসারে চেষ্টার টি না হয়। চেষ্টার ত্রুটি হইয়াছে—এই প্রকার গ্লানি যেন মনে না আসিতে ারে—সর্ব্বতোভাবে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। চেষ্টা সর্ব্বতোমুখী হওয়া াই, এবং আত্মীয় স্বজন ও বিচক্ষণ লোকের পরামর্শ-মত চেষ্টা করা চাই। কিৎসা, প্রার্থনা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন—দৈবকার্য্য কোনটীকেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। হাতে কোন ফল না পাইলেও আত্মগ্লানির যাতনা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

মৃত্যুকালে জীব সবিজ্ঞান হয়—

মরণ পরম রহস্যময় ব্যাপার। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত ালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে 'বাক্য' মনে লয় প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ থা বলিবার শক্তি চলিয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান থাকে, চিন্তা করিবার শক্তি থাকে। মুমূর্ষু, উপস্থিত আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পারে। পরে 'মন' প্রাণে লীন হয়। খনও জ্ঞান থাকে। পরে 'প্রাণ' তেজে (তাপে) এবং 'তেজ' পরাদেবতাতে লীন য়। তখন বোধ-শক্তি বিলুপ্ত হয় এবং জড়দেহ ফেলিয়া সূক্ষ্ম দেহ লইয়া আত্মা

চলিয়া যায়। (ঝ) যাহা কিছু তাহার প্রকৃত নিজস্ব, যাহা কিছু লইয়া তাহার ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি—স্বভাব, স্মৃতি, কৃষ্টি, বুদ্ধি, মন সবই সঙ্গে যায়। আর সঙ্গে যায় তাহার 'কর্ম্ম'। (ঞ) মৃত্যু আকস্মিক হউক্ আর স্বাভাবিক হউক্, অনন্তের পথে যাত্রা করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে জীব সবিজ্ঞান হয়। (ট) অতীত জীবনের সমুদায় ঘটনা চিত্রের ন্যায় তাহার মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ছোট বড় কোন ঘটনাই বাদ যায় না। তাহার প্রেম, দ্বেষ, জয়-পরাজয়, কামনা-বাসনা, তাহাদের সার্থকতা-ব্যর্থতা প্রভৃতি যুগপৎ তাহার চিত্ত-পটে উদিত হয়। জীব তখন তাহার অতীত জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া, অতীতের নিকট হইতে ভবিষ্যতের বার্ত্তা অবগত হয়। ক্ষণকালের জন্য সে তাহার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে তাহার পরেই শেষ বন্ধন ছিন্ন হয়। জীব তখন তাহার জীবনের সঙ্গী দেহটাকে ফেলিয়া, মূর্চ্ছিত অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করে। (ঠ) জীবনের যাহা প্রধান চিন্তা ছিল, তাহাই পরলোকের গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করে।

কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল-যোগদর্শনের 'ভাস্বতী'-টীকায় দেখা যায় যে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, সংস্কাররূপে অবস্থিত আজীবন-কৃত সমস্ত কর্ম্মের স্মৃতি চিত্তে উত্থিত হয়। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া-রূপ উদ্রেকই সমস্ত স্মৃতির উদ্‌ঘাটক কারণ পরলোকে নূতন কর্ম্ম কিছু সঞ্চিত হয় না। (ড) রাগ-দ্বেষাদি যাহা মনেই প্রধানতঃ আচরিত হইয়াছে, তাদৃশ কর্ম্মের ফলভূত সুখ-দুঃখ-ভোগ এবং তদনুরূপ বাসনার উদয় হয়।

(ঝ) বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ। ৪।২।১ বেদান্তদর্শন।

(ঞ) অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং অথ ন জানাতি। ছান্দোগ্য ৬।১৫।২

(ট) একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ** সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞাচ। বৃহদারণ্যক ৪।৪।

(ঠ) "Slowly the Lord of the body draws himself away + + absorbed in the contemplation of the panorama of his past life which in the death hour unrolls before him, complete in every detail. In that life-picture are all the events of his life, small and great ** The ruling thought of the life asserts itself and stamps itself deeply into the soul, marking the region in which the chief part of his post mortem existence will be spent."

Ancient Wisdom P. 85

See also "Key to Theosophy" *by H. P. Blavatsky P. 10* *and Death and after P. 23.*

(ড) প্রয়াণকালে যস্মিন্‌ক্ষণে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তি সৎ সংস্কারাধারং চিত্তং স্বাধিষ্ঠানাদ্‌বিযুক্ত ভবতি তস্মিন্নেব ক্ষণে আজীবনকৃতানাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ** চেতসি উদ্যন্তি। ভাস্বতী টীকা।

প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায় যে, মরণ-সময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে আসক্ত থাকে, এই জীব, সেই চিত্তের সহিত মুখ্য প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। মুখ্য প্রাণ আবার তেজো-যুক্ত হইয়া জীবকে জীবাত্মার সহিত অভীষ্ট লোকে লইয়া যায়। (ঢ)

মৃত্যুকালে আত্মীয়-স্বজন-গণের কর্ত্তব্য—

উপর্য্যুক্ত বিষয় পাঠ করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, এই জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য একটা অতিশয় অলৌকিক ব্যাপার। যিনি অনন্তের পথের যাত্রী, তাঁহারও একটী শেষ কর্ত্তব্য আছে, এবং আত্মীয়স্বজনগণ—যাঁহারা মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদেরও বিশেষ কিছু করিবার আছে। এবিষয়ে সম্যগ্ জ্ঞানের অভাবে, আমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই, কিম্বা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে পারি না। সাধারণতঃ যাহা ঘটে তাহা সুবিদিত। মুমূর্ষু ব্যক্তির যদি জ্ঞানের, কিম্বা ইন্দ্রিয়ের বৈলক্ষণ্য না হয়, তবে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে আত্মীয়স্বজনকে উপদেশ দিতে তাঁহার সময় কাটিয়া যায়। চির-বিচ্ছেদের গভীর বিষাদের ছায়া, মনকে মলিন করিয়া দেয়। দেখা যায়, বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইলেও চোখের জল পড়িতে থাকে। আর আত্মীয়স্বজনগণ যখন স্থির বুঝিতে পারেন যে, স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, এত আদরের ধন কোন্ অজানা দেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছে, তখন গভীর আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া, সচেতন মুমূর্ষু ব্যক্তির হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া, তাহার উৎক্রমণোদ্যত আত্মার পরম অকল্যাণ সাধন করেন। সুতরাং, এবিষয়ে সকলেরই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য অবগত হইয়া, তাহা পালন করিতে চেষ্টা করা উচিত। সুদীর্ঘজীবনে যদি এই সকল তত্ত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া, জীবনকে সুপথে চালিত না করা হইয়া থাকে, তবে মরণকালে যেমন সকল ঔষধ ব্যর্থ হয়—সেইরূপ চরমকালে তত্ত্বকথা মনে উদিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলিয়া, উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা সম্ভবপর হয় না। তখন তাহার কর্ম্মসমষ্টি প্রবল হইয়া তাহাকে নিয়তির পথে লইয়া যায়। (ণ) গীতায় ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন (ত) যে,

---

(ঢ) যচ্চিত্তস্তেনৈষঃ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ।
সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি॥ প্রশ্নোপনিষৎ ৩।১০

(ণ) নহি শক্যতে কিঞ্চিৎ সম্পাদয়িতুং কর্ম্মণা নীয়মানস্য স্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ
এতস্য হি অনর্থস্যোপশমোপায়বিধানায় সর্ব্বশাখোপনিষদঃ প্রবৃত্তাঃ
বৃহদারণ্যকীয়শাঙ্কর ভাষ্য ৪।৪।২

(ত) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ। ৭।৫ গীতা

মৃত্যুকালে জীব, যে যে ভাব বা দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে, সেই সেই ভাব বা দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদা সেই ভাবনায় নিবিষ্টচিত্ত থাকায় সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহার কারণ। সুতরাং আজন্ম আচরিত কর্ম্মের দ্বারা এই চরমকালে যে ভাবের আবেশ হইবে, তাহাই তাহার নিয়ন্তা। ধর্ম্মজীবন সাধন না করিলে, অন্তিমকালে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া, মানুষ কখনই সাধু বা সদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মীস্থিতি বহু প্রয়াস-সাপেক্ষ।

মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য—

মুমূর্ষু ব্যক্তি, জীবনের এই পরম শুভক্ষণে সংসারের কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, মনকে শান্ত করিবেন, এবং মনকে নিজ 'কৃত' ও 'কর্ত্তব্য' বিষয় স্মরণ করিতে নিযুক্ত করিবেন। (থ) সাংসারিক কোন বিষয়ের প্রার্থনা করিবেন না। হয়ত মনে হইতে পারে যে, যে-সকল স্নেহের পাত্র রহিল—তাহাদের মঙ্গল-প্রার্থনা করা ভাল, কিম্বা এজীবনে যে-সকল দুঃখ-কষ্টের কারণ হইয়াছে, ভাবীজন্মে সে সকল না ঘটে—এরূপ প্রার্থনা সঙ্গত, কিন্তু "রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশোদেহি, দ্বিষোজহি"—রূপ দাও, ধন দাও, যশ দাও, শত্রুকে জয় করিতে পারি—এরূপ বর দাও—ইত্যাদি প্রার্থনার কোন মূল্য নাই। কেবল জীবনের এই চরম মুহূর্ত্তে নয়, জীবনের কোন সময়েই এরূপ প্রার্থনার কোন মূল্য নাই, কোন অর্থ নাই। প্লেটো বলিয়াছেন যে, "যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়—তাহাই প্রার্থনা কর। ভগবান্ যাহা তোমার প্রকৃত মঙ্গলদায়ক, তাহারই বিধান করিবেন। যাহাতে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না, আমরা চাহিলেও এমন প্রার্থনা যেন পূর্ণ না হয়।" (দ) এই উপদেশ পরম শ্রেয় বলিয়া মনে করা উচিত। ঈশশ্রুতি বলিতেছেন যে, মনকে কৃত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্মরণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া প্রার্থনা করিবে, "হে অগ্নি! তুমি আমাদিকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি আমাদের

(থ) ওম্ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। ঈশোপনিষৎ ১৭

(দ) "Man should not pray for gold or honour, or children but simply for what is good, and the gods will know best how to turn his prayer to his own benefit." Myths—Plato

"King Jove, give us what is good, whether we pray for it or not; and ward off what is dangerous, even though we pray for it."
Alcibiades II

সমস্ত কর্ম্মই জান, আমাদের অপকারী পাপ-সমূহ বিদূরিত কর। আমরা প্রচুর পরিমাণে তোমাকে নমস্কার করিতেছি।" (ধ)

আমাদের সকলকেই একদিন এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, সুতরাং শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া, যদি মনকে কল্যাণের পথে চালিত করা যায়, এবং মৃত্যু-কালে যদি এই মহাজন-বাক্য অনুসারে আত্মার মঙ্গল-কামনায় চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করা যায়, তবে সেই মৃত্যু, অমৃত-ফল প্রদান করিবে।

প্রার্থনার উপকারিতা—

মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য প্রার্থনার উপকারিতা আছে। স্বজনগণের কর্ত্তব্য, নির্জ্জল নিশ্চল নেত্রে মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখপানে চাহিয়া, তাহার আত্মার কল্যাণ-কামনায় প্রার্থনা করা। অত্যন্ত কঠিন হইলেও এই চরমক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, এবং সকলে সমবেত হইয়া, ঐকান্তিক চিত্তে ধ্যান-যোগে ভগবানের নিকট মুমূর্ষু ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করিতে হইবে। অবস্থা-ভেদে এই কার্য্য যে কত কঠিন—তাহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু যাহা করণীয়—তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। জীবন-রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ত করাই হইয়াছে। যখন তাহার জীবন-রক্ষা হইল না, তখন কোন ত্রুটিবশতঃ তাহার আত্মার অকল্যাণ ঘটিবে, ইহা কোনি আত্মীয়-স্বজন ইচ্ছা করেন না। চিত্তকে দৃঢ় করিয়া স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, উপাসনা করিতে হইবে। (ন) ইহার যে উপকারিতা কি, এবং কি ভাষায় কি বলিয়া উপাসনা করা উচিত, তাহা এই পুস্তকের স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই, উদ্দেশ্য কি,—তাহা বুঝিয়া, স্বীয় স্বীয় প্রার্থনা রচনা করিয়া লইতে পারেন। স্বজনগণের ধ্যান-প্রসূত **চিন্তামূর্ত্তি**-সকল, শরীর-রক্ষক সৈন্যের ন্যায় পরলোকগত প্রিয়ের অনুসরণ করিবে, এবং তাহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে। সুতরাং, আমাদের সকলেরই এই বিষয় মনে রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। পরলোকের পথে স্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম বা ধর্ম্ম এবং স্বজনগণ-কৃত চিন্তামূর্ত্তিগণ আমাদের সঙ্গী। সুতরাং, আমরা কোন কারণেই

(ধ) অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ঈশোপনিষৎ ১৭

(ন) "These prayers with their accompanying ceremonies are more or less useful according to the knowledge, the love, and the will power by which they are ensouled." *Ancient Wisdom P. 103*

আমাদের প্রিয়জনকে সঙ্গিহীন অসহায় অবস্থায় অজানা পথে যাইতে দিব না। (প) প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায়, কিম্বা যতবার সম্ভব, সকলে একত্রে বা প্রত্যেকে পৃথগ্ ভাবে মৃতের কল্যাণ-চিন্তা করিয়া, তাহার নূতন সহচর স্বজন করিব, যাহাতে তিনি সর্ব্বদা অনুচর-বেষ্টিত রাজার ন্যায় সেই নূতন দেশে বিচরণ করিতে পারেন। আমরা যেন মৃত্যুকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, এবং তাহার প্রতি আত্মীয়-স্বজনের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ভুলিয়া না যাই। কাঁদিবার অনেক সময় আছে, কিন্তু এই চরম সময়ে কর্ত্তব্যের ত্রুটিতে, যাহাকে ভালবাসি, তাহার অমঙ্গল সৃষ্টি করা কোন কারণেই বাঞ্ছনীয় নহে। কেহ ইহা স্বেচ্ছায় করিতে চান না, তবে জ্ঞানের অভাব-হেতু শোকাবহ ঘটনার স্থলে ত্রুটি হইতে দেখা যায়।

মৃতের উদ্দেশে যে সকল পারলৌকিক কার্য্যের বিধান আছে, তাহাও অবশ্য-পালনীয়, এবং তাহার বিশেষ উপযোগিতা ও সার্থকতা আছে। মৃত ব্যক্তির স্বর্গ-কামনায় এই সকল কার্য্য করা হইয়া থাকে। ঐকান্তিক-ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শ্রদ্ধা-সহকারে শাস্ত্রীয় বিধি পালন করিলে, আত্মার প্রেতলোকে স্থিতি-কাল কমিয়া যায়। যিনি শ্রাদ্ধের অধিকারী, তিনি ভক্তি, ভালবাসা ও সংযম-সহকারে সাত্ত্বিকভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিলে, মৃতের বিশেষ উপকার হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার কারণ বিবৃত হইবে। মন্ত্রের উচ্চারণ বিধি-সঙ্গত হইলে, ঐ সকল কার্য্য যে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রের অর্থ ও স্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। (ফ) শাস্ত্র-বিহিত পারলৌকিক কর্ম্ম যথাবিধি পালন করিতে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আকস্মিক মৃত্যু যেখানে ঘটে, সেখানে পারলৌকিক কার্য্য ব্যতীত মৃতের আত্মীয়-স্বজনের আর কিছু করিবার নাই, কিন্তু মৃত্যু যেখানে স্বাভাবিক, রোগ,

(প) No one should have his dead, to go on a lonely way unattended by loving hosts of these guardian angels, thought-forms, helping them forward to joy. *Ancient Wisdom P 104.*

(ফ) পাণিনীয় শিক্ষা ও স্বরপ্রকরণে এ বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

The Vedas have distinct dual meaning—one expressed by the literal sense of the words, the other indicated by the metre and swara intonation which are as the life of the Vedas. + + the mysterious connection between swara and light is one of its most profound secrets.

Five Years of Theosophy—see Secret-Doctrine vol. I. P. 270.

বার্দ্ধক্য, জরা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কোন না কোন কারণ সেখানে বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সকল কারণ উপস্থিত হইলে, সাধ্যানুসারে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।*শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি দৈব-কার্য্যও করা যুক্তিযুক্ত। আর আত্মীয়-স্বজন সকলেরই কায়মনোবাক্যে রোগীর মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করাও অবশ্যকর্ত্তব্য। মানুষের ইহার অধিক আর কিছু করিবার নাই। ইহা দ্বারা উপকার না হইলে, বুঝিতে হইবে যে, বলবান্ দৈব, রোগীর ভাবী মঙ্গলের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়াছেন। ইহাতে প্রবল শোকের 'কারণ' উপস্থিত হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে 'কারণ' যতটা মনে হয়—ততটা গুরুতর নয়। মৃতব্যক্তির জড় দেহটা ব্যতীত আর কিছুই নষ্ট হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বেও যেমন ছিল, পরেও তেমনি থাকে। সেই স্নেহ-ভালবাসা, সেই স্মৃতি, সেই বুদ্ধি-জ্ঞান কিছুরই বৈলক্ষণ্য হয় না।(ব) মৃত ব্যক্তি, কোন দূর দেশেও চলিয়া যায় না। যেখানে সে বাস করিত, সেখানেই থাকে। ক্রমশঃ এই সকল বিষয়ে অনেক কথা বলা হইবে। পরলোক-তত্ত্ব জানিতে পারিলে দেখা যাইবে, মৃত্যু একটা বিশেষ ভয়ের কারণ নয়, স্বাভাবিক অবস্থান্তর মাত্র। পূর্ব্বেও এই প্রকার ব্যাপার অনেকবার সংঘটিত হইয়াছে, এবং পরেও আবার ঘটিবে। ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্ম—এই দুইটাই সৃষ্টি-রহস্যের মূলতত্ত্ব। আত্মার ক্রমোন্নতির জন্য এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। অকালমৃত্যু শোকাবহ হইলেও তাহার মূলেও এই প্রকার উদ্দেশ্য রহিয়াছে। সকল সময়ে আমরা এই সকল বিষয় বুঝিতে পারি না বলিয়া কষ্ট পাই। পরলোকে মৃত ব্যক্তির কি অবস্থা ঘটে, তাহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব।

---

* এ কথা মনে রাখা উচিত যে অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় চিকিৎসাও একটা ব্যবসায়। সাধ্যায়ত্ত হইলে, একাধিক সুযোগ্য চিকিৎসকের মত ব্যতীত, রোগীর অবস্থা আরোগ্যপথে যাইতেছে—মনে করিয়া চেষ্টার ত্রুটি করিলে, অনেক স্থলে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। রোগ কঠিন হইলে, চিকিৎসক না বলিলেও অপরাপর সুযোগ্য চিকিৎসকের মত লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

(ব) Essential belongings such as memory, culture, education, habit, character and affection and to a certain extent tastes and interests for better, for worse are retained.

Survival of Man P. 235

See also গীতা—১৫।৮,৯ and বেদান্তদর্শন—৩।১।১

দ্বিতীয় বল্লী

ভুবর্লোক (Astral World)

মানব-দেহের জটিলতা—

জন্মাবধি পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। পৃথিবীতে বাস করিয়া, মানুষ, ইতরপ্রাণী ও বৃক্ষলতাদি আমরা দেখিতে পাই। বিজ্ঞান-বলে মানুষ, পৃথিবী জন্তু ও উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাও কতক পরিমাণে আমরা জানি, কিন্তু সম্প্রতি আমরা যে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন পরিচয় নাই, সুতরাং, গভীরভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, এই বিষয় সম্বন্ধে কয়টী মৌলিক তত্ত্বের বিচার প্রয়োজন। মানুষ ও পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ জ্ঞান আছে—তাহা দ্বারা উহাদের স্থূলতত্ত্বগুলি আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সুতরাং 'আপ্ত'-বাক্যের উপর নির্ভর না করিলে, আমাদিগের পক্ষে ঐ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান-লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

মানব-দেহের সূক্ষ্মতত্ত্ব—

মানুষের যে দেহটা আমরা দেখিতে পাই, উহা, খাদ্য দ্বারা গঠিত এবং খাদ্য দ্বারাই পরিপুষ্টি লাভ করে। এই দেহই মানুষের সকল গুণ বা ধর্ম্মের আধার নহে—অর্থাৎ যেমন যকৃৎ হইতে পিত্তরস নির্গত হয়, তেমনি মস্তিষ্ক হইতে বুদ্ধি নির্গত হয় না। (ক) এই দেহটা—যাহা আমরা দেখিতে পাই, ইহাকে বলে 'স্থূল-দেহ'। স্থূল ভৌতিক উপকরণে ইহা নির্ম্মিত। এই দেহ বিনষ্ট হইলে, ঐ সকল উপাদান, পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়। এই দেহের ভিতরে এবং কিছুদূর পর্য্যন্ত বাহিরে বিস্তৃত—অতিসূক্ষ্ম পদার্থে নির্ম্মিত আর একটী দেহ আছে, তাহার নাম 'সূক্ষ্মদেহ' বা 'লিঙ্গদেহ'। ইহাতে স্থূল উপকরণ কিছু নাই। কামনা, বাসনা, আবেগ প্রভৃতি ধর্ম্মাক্রান্ত সূক্ষ্ম উপকরণে এই দেহ গঠিত। এই সূক্ষ্ম-শরীরের অভ্যন্তরে মনোময় আর একটী দেহ আছে।

(ক) মস্তিকের সাহায্যে চৈতন্যের জ্যোতিঃ প্রাকৃত জগতে প্রকাশিত হয়, চিন্তা ও বুদ্ধি-রূপে তাহা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। Human Immortality by prof. James এবং Kant's Critique of Pure Reason দ্রষ্টব্য।

তাহার নাম মানস-দেহ। এই দেহের সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম উপকরণে নির্ম্মিত যে মনোময় দেহ, তাহার নাম 'কারণ-দেহ'। ইহাই আমাদের মন ও বুদ্ধির আধার। প্রাচীন শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে মানুষের শরীরকে 'পঞ্চকোষাত্মক দেহ' বলা হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চকোষদ্বারা মানবদেহ নির্ম্মিত। ইহারা মোচার বা পিয়াজের খোসার মত একটীর পর আর একটী অবস্থিত নহে, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট ও ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। (খ) দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জলের উপর যদি একটী তুলা-নির্ম্মিত বল্ বা স্পঞ্জ রাখা যায়, তবে ঐ বল্‌টী আমাদের স্থূলদেহ এবং উহার মধ্যে যে জল প্রবেশ করিয়াছে—তাহাই সূক্ষ্মদেহ,—এবং জলের মধ্যে যে বাতাস মিশ্রিত আছে, উহাই কারণদেহ। ইহারাই যথাক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, ও মনোময় কোষ। বাতাসের মধ্যে যে ইথর আছে, এবং ইথরের মধ্যে যে আরও সূক্ষ্মতর পদার্থ আছে, তাহাই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। আমরা প্রথম তিনটী দেহ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব, সুতরাং আপাততঃ বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

মানবের স্থূলদেহের সহিত একত্র অবস্থিত অন্যান্য দেহ—

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন এতগুলি দেহ এক সঙ্গে রহিয়াছে, তখন সূক্ষ্মদর্শী কোন ব্যক্তি কি মানবদেহকে বহুসংখ্যক হস্ত-পদ-মস্তকবিশিষ্ট রাবণদেহের ন্যায় একটী পদার্থ-রূপে দেখিবেন? তাহা নহে। ভৌতিক দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যদিয়া, সূক্ষ্মদেহ, বাহিরে চতুর্দ্দিকে প্রায় ১৫।১৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দিব্যদর্শিগণ স্থূলদেহের অন্তর্নিবিষ্ট এবং স্থূলদেহের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অতি-সূক্ষ্ম-পদার্থে নির্ম্মিত ইথিরিক অনুকৃতি-(Etheric double) নামক আর একটী দেহ দেখিতে পান। (গ) ইহাই সূক্ষ্ম ও অন্যান্য দেহের সহিত স্থূলদেহের সংযোগ সাধন করে। কোন চিন্তা, মনের আবেগ, বুদ্ধি প্রভৃতি, স্থূলদেহে প্রকাশিত হইবার জন্য, এই ইথিরিক অনুকৃতির সাহায্য লয়। এই দেহ না থাকিলে, স্থূলদেহের জীবনীশক্তিও থাকিত না, এবং সূক্ষ্মতর ও উন্নততর দেহ-সকল

(খ) অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। অন্নময় পুরুষের অভ্যন্তরে অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময়-কোষ। ইহাদ্বারা অন্নময়দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষদেহের ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন—অর্থাৎ অন্নময় স্থূলদেহের ন্যায় ইহার আকৃতি। তৈত্তিরীয় শ্রুতি—ব্রহ্মানন্দবল্লী—দ্বিতীয় অনুবাক—তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অনুবাক দ্রষ্টব্য। উহাতে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের স্বরূপ-বর্ণনা আছে।

(গ) ইহার নাম আতিবাহিক দেহ। বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৩

হইতে, ঐ সকল বৃত্তি, স্থূলদেহে বিকসিত হইতে পারিত না। প্রত্যেক মানুষের চতুর্দ্দিকে ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট একটী জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে স্থূলদেহ অবস্থিত। এই ডিম্বাকৃতি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে স্থূলদেহ যেন ভাসমান রহিয়াছে, এবং ইহা হইতে চতুর্দ্দিকে রশ্মিমালা বিচ্ছুরিত হইতেছে। মানুষের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে, এই সকল রশ্মিমালা, চতুর্দ্দিকে সোজাভাবে বিকীর্ণ হয়। স্বাস্থ্যের বিকৃতি হইলে, এই সকল রশ্মিমালা বক্র হইয়া যায়—নুইয়া পড়ে। এই জ্যোতির্ম্মণ্ডল, ইথিরিক, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ অথবা প্রাণময় ও মনোময় কোষ হইতে নিঃসৃত জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত। তন্মধ্যে সূক্ষ্মদেহ-নিঃসৃত জ্যোতিঃ সর্ব্বদা চঞ্চল। মনের ভাব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্যোতি বিভিন্ন-বর্ণবিশিষ্ট হয়। গভীর লালবর্ণ জ্যোতিঃ দ্বারা কাম ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা সূচিত হয়। বাদামীবর্ণ দ্বারা স্বার্থপরতা ব্যক্ত হয়। মানসিক অবসাদের চিহ্ন ধূসরবর্ণ। হরিদ্রাবর্ণ মানসিক উৎকর্ষ-বোধক। আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ গভীর-নীলবর্ণ এবং ভক্তির লক্ষণ বেগুণে বর্ণ। (ঘ) সুতরাং দিব্যদর্শিগণ, মানুষের মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই তাহার আবেষ্টন-মণ্ডলের (Aura) বর্ণ দেখিয়া, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন। আমরা মানুষের স্থূলদেহ, ইথিরিক-দেহ, সূক্ষ্ম-দেহ, মানস-দেহ ও কারণ-দেহ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। ইহা ভিন্ন আরও যে সব সূক্ষ্মতম দেহ বা কোষ আছে, তাহার তত্ত্ব আরও গভীর, এবং তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ জ্ঞাতব্য নহে। স্থূলদেহের সূক্ষ্ম অংশের নামই ইথিরিক দেহ। (ঙ)

বিভিন্ন লোক এবং তথায় জীবের স্থিতিকাল—

এখন আমাদের ভিন্ন ভিন্ন লোক সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান-লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে সপ্তলোকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত লোককে 'সপ্ত-ব্যাহৃতি' নাম দেওয়া হইয়াছে। (চ) মানুষ, স্থূলদেহ লইয়া পৃথিবী বা ভূ-লোকে বিচরণ করে। স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ লইয়া ভুবর্লোকে বাস করে। মানুষ, মৃত্যুর পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইথিরিক দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে। (ছ) পরে সাধারণতঃ ২০।২৫ বৎসর পরে সূক্ষ্মদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্লোকে যায়। (জ)

(ঘ) Man visible and Invisible.
(ঙ) Text Book of Theosophy P. 65.
(চ) Ancient Wisdom P. 53, 54.
(ছ) Ancient Wisdom P. 86.
(জ) A Text Book of Theosophy P. 73.

To face page—37



জীব জড়দেহ ত্যাগ করিতেছেন ।

স্বর্লোকে মানুষের স্থিতিকাল সাধারণতঃ এক হাজার বৎসর। স্বর্লোক মানুষের প্রকৃত বাসভূমি। (ঝ) কোটি কোটি মানুষ, স্বর্লোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। অতিশয় উন্নত না হইলে মানুষ, স্বর্গ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর লোকে যাইতে পারে না, সুতরাং সেই সকল লোকের আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই।

কি প্রকারে মৃত্যু ঘটে—

মৃত্যুকালে এই ইথিরিক অনুকৃতি, কি প্রকারে দেহ ত্যাগ করে, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহ হইতে ভায়লেট্ রঙের এক প্রকার কুয়াসা নির্গত হইয়া, ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া, ঐ ব্যক্তির দেহের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট হয়। ইহার সহিত একটি উজ্জ্বল সূত্রের দ্বারা মুমূর্ষু-ব্যক্তির স্থূলদেহের সংযোগ থাকে। কিছুক্ষণ পরে এই সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু হয়। দেহটা পড়িয়া থাকে। (ঞ) এই ইথিরিক দেহের সঙ্গে অন্যান্য সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দেহ ও আত্মা মিলিত থাকে। জীবন-সূত্র ছিন্ন হইলে, এই দেহ, দূরে যায় না, মৃত দেহের নিকটেই থাকে। মৃত্যুর সময় যদি কোন প্রিয়জন দূরে থাকে, তবে হয়ত তাহার নিকট যায়। শব দাহ করা হইলে, এই ইথিরিক আবরণটী, চিরকালের সঙ্গীটীকে আর না পাওয়ায় ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। গোরস্থানের উপর অনেক সময় যে ছায়ামূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, চিরসঙ্গী দেহটী ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতে দেরী হওয়ায়, স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃ, ঐ মূর্ত্তি ঐ স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; সুতরাং মৃত ব্যক্তির অগ্নিসৎকার করাই প্রশস্ত। মৃত্যুর অল্প-সময় পরেই এই দেহ ত্যাগ করিয়া, সজ্ঞান জীব. ভুবর্লোকের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। মৃত্যুর সময় যে অজ্ঞান-ভাব থাকে, তখন তাহা দূর হয়, এবং জীব পরম স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক লঘুতা অনুভব করেন। প্রতিদিন যেমন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে নিজের প্রিয়জন, ঘর, বাড়ী, সব দেখিতেন, মরণ-মূর্চ্ছার পরক্ষণেই ঠিক্ সেই প্রকার অনুভব করেন। কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ নূতনত্বও লক্ষ্য করেন। "সকলই ত বর্ত্তমান, কিন্তু সকলে এত শোকার্ত্ত কেন? ডাকিলে কেহ উত্তর দেয় না কেন? আমার দেহ এত লঘু কেন? ঘরের দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমি অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি কেন? তাহা হইলে আমার যে রোগ হইয়াছিল—তাহার ফলে কি আমার মৃত্যু হইয়াছে?"—এইরূপ চিন্তা

(ঝ) A Text Book of Theosophy P. 72-73.

(ঞ) Death and After P. 18. The Ancient Wisdom P. 85.

তাঁহার মনে আসে। হয়ত তখন সূক্ষ্মলোকবাসী নিজের কোন আত্মীয় উপস্থিত থাকিয়া সান্ত্বনা দেন, অবস্থা বুঝাইয়া দেন, অমূলক ভয় ও চিন্তা না করিয়া, মনকে স্থির করিয়া, বাসনা-কামনা জয় করিয়া, যাহাতে সহজে নিজধামে যাইতে পারা যায়—তাহা বলিয়া দেন। নিজের আত্মীয় ব্যতীত বহু প্রকার সত্তা, সূক্ষ্মজগতে বাস করেন, তাঁহারা নবাগত অতিথিকে সর্ব্ববিধ উপদেশ দিয়া থাকেন। ক্রমশঃ আমরা এ সকল বিষয়ে অনেক কথার আলোচনা করিব।

বিভিন্ন লোক—

পূর্ব্বে আমরা ভুবর্লোকের উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহ যেমন আমাদের স্থূলদেহের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোক, এই ভূ-লোকের সহিত অন্তঃপ্রবিষ্ট-রূপে অবস্থিত। (ট) 'ভূলোক' বলিতে বাহিরে প্রায় একশত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল-সমন্বিত পৃথিবীকে বুঝিয়া থাকি। 'সূক্ষ্মলোক' পৃথিবীর অভ্যন্তরের কিছুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের ভ্রমণপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (ঠ) চন্দ্র যখন পৃথিবীর বেশী নিকটবর্ত্তী হয়, তখন 'সূক্ষ্মলোক', চন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে। অতিশয় সূক্ষ্মপদার্থে এই জগৎ নির্ম্মিত এবং আমাদের যেমন সূক্ষ্মদেহ আছে, সেইরূপ বহির্জগতের সমুদয় পদার্থেরও সূক্ষ্ম-দেহ আছে, সুতরাং এই সূক্ষ্মজগৎ, স্থূলজগতের অবিকল অনুরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। (ড) সেইজন্য, মৃত ব্যক্তি, সে যে কোন নূতন ও অপরিজ্ঞাত জগতে আসিয়াছে, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে না।

সূক্ষ্মলোকবাসী জীবের আকৃতি ও প্রকৃতি—

সূক্ষ্মলোকবাসী মৃতব্যক্তির আকৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। সূক্ষ্মদেহের অনেক উপকরণ, স্থূলদেহের মধ্য হইতে গৃহীত হয়, সুতরাং জীব, সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হইলে, তাহার আকৃতি, মৃত্যুর পূর্ব্বের আকৃতির সদৃশ হয়। সেইজন্য আমরা যদি পরলোকে কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের সাক্ষাৎ পাই, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিব। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, সূক্ষ্মজগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ঐ সকল ব্যক্তিকেও চিনিতে পারিবেন। (ঢ) 'মানসদেহ' সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

(ট) বৃহদারণ্যক শ্রুতি, ৩।৬।১
(ঠ) A Text Book of Theosophy P. 80. Astral Plane P. 13.
(ড) Astral Plane P. 14.
(ঢ) Text Book of Theosophy P. 68.

সুতরাং, আমাদের প্রিয়গণ, ভুবর্লোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেও, তথায় আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিব।

সূক্ষ্মলোকবাসী প্রিয়গণ আমাদের স্থূলজগৎ দেখিতে পান না। এই স্থূল-জগতের ঠিক্ অনুরূপ যে সূক্ষ্মজগৎ—তাহাই দেখেন। সুতরাং, আমাদের স্থূলদেহও তাঁহারা দেখিতে পান না। কিন্তু জীবিত অবস্থায় আমরা যে জ্যোতির্ম্মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকি—তাহা তাঁহারা দেখিতে পান, এবং উহাদ্বারা জীবিত আত্মীয়গণের সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। "এই আমার পুত্র, এই আমার কন্যা, এই আমার স্ত্রী, কিন্তু ইহারা কেহ সাড়া দেয় না কেন ?" ইহা বুঝিতে পারেন না। জ্যোতির্ম্মণ্ডলের বর্ণ দেখিয়া, তাঁহারা, জীবিতগণের শোক, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি স্থির করিতে পারেন, সুতরাং আত্মীয়েরা সুখী কিম্বা দুঃখী তাহা বুঝিতে পারেন। রাত্রিতে যখন আমরা নিদ্রিত হই, তখন আমাদের সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহ হইতে নির্গত হইয়া, মৃত আত্মীয়ের সূক্ষ্মদেহের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে। (৭) সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটে, কিন্তু সর্ব্বদা জাগ্রত হইয়া, আমরা তাহা স্মরণ করিতে পারিনা ; কদাচিৎ সে কথা মনে করিয়া বলিতে পারি। বস্তুতঃ মরণের পর, মৃত ব্যক্তির স্বজন-বিয়োগজনিত 'অভাব' বোধ হয় না। কারণ, যদিও দিনের বেলায়—অথবা আমরা যখন জাগ্রত থাকি তখন, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পান, অথচ কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন না, কিন্তু রাত্রে আমরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে পারি এবং জীবিত অবস্থার মত আলাপ-ব্যবহার করিতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত অবস্থায় যাহা ঘটিত—তাহাই ঘটে, কেবল সময়টা বদল হইয়া যায় মাত্র—অর্থাৎ রাত্রে আমরা নিদ্রিত থাকিয়া, জীবিতের খবর পাইতাম না, জাগ্রৎ-অবস্থায় আলাপ-ব্যবহার ঘটিত, এখন মৃত প্রিয়গণের সহিত নিদ্রিত অবস্থায় সেই সুযোগ ঘটে, জাগ্রত্ অবস্থায় ঘটেনা। মৃতের পক্ষে সুবিধা আরও বেশী, কেননা, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন। আর আমাদের নিদ্রিত অবস্থায় জীবিতের ন্যায় মৃতের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ও মিলন ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ সংস্কার-বশতঃ মরণকে যতটা ভয়ের কারণ বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে উহা ততটা ভয়ের কারণ নহে। কোথায় কোন্ অজানা দেশে অনন্তের পথে চলিয়া গিয়াছে—এই ধারণা বশতঃ আমরা প্রিয়বিয়োগে কষ্ট পাই, কিন্তু প্রিয়জন আমাদের সঙ্গেই আছে।

(৭) Text Book of Theosophy P. 69.

তাহার সেই জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, স্নেহ, ভালবাসা, সংস্কার—সবই অক্ষুণ্ণ আছে। আমাদের মত সেও যে সুখ-দুঃখের অধীন। সর্ব্বদা সে আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে, আর যখনই আমরা নিদ্রিত হইতেছি, তখনই তাহার সহিত মিলিত হইতেছি, ও তাহাকে চিনিতে আমাদের কোন বাধা হইতেছে না,—এই সকল কথা মনে করিলে, মৃত্যুর ভয় অনেক কমিয়া যায়, এবং ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল বুঝিলে দেখিতে পাই যে, মৃত্যু, মানুষের ক্রমোন্নতির সোপান বা দ্বার-স্বরূপ।

পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া, আমরা অনেক নূতন বিষয় দেখিতে পাইব। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা আছে যে, আমাদের চিন্তা বা মনোবৃত্তি প্রভৃতির মনের বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই। স্থূল জগতে অবশ্য 'ভাব' মূর্ত্তি-গ্রহণ করে না, কিন্তু সূক্ষ্ম-জগতে করে। গভীর চিন্তা কিম্বা বাক্য দ্বারা আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সূক্ষ্ম উপাদান-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম-জগতে যে কম্পন উপস্থিত হয়, উহা দ্বারা, সেই উপাদানের পরমাণু-সকল ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করে। (ত) চিন্তার গভীরতা অনুসারে ঐ সকল মূর্ত্তি স্বল্পকালজীবী বা দীর্ঘজীবী ও দুর্ব্বল কিম্বা সবল হয়। যাঁহাদের চিন্তাশক্তি খুব প্রবল, যাঁহারা যোগবল লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সূক্ষ্ম-জগতের অধিবাসিবৃন্দের কথা আলোচনা করিলে, আমরা দেখিব, সেখানে অনেকপ্রকার চিন্তাপ্রসূত জীব বর্ত্তমান আছে।

সূক্ষ্মজগতের বিভিন্ন জীব—

স্থূলজগতে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর জীব দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া, যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই জগতের সমুদায় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতেছেন। পরাবিদ্যাসমিতির সদস্যগণের মধ্যে অনেক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা এই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষগণ ও তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী, প্রয়োজন-মত সূক্ষ্ম-জগতে বিচরণ করেন, এবং স্বীয় স্থূল-দেহে ফিরিয়া আসেন। হিমালয়-প্রদেশে যে মহাত্ম-সঙ্ঘ আছে, তাহা ব্যতীত পৃথিবীর অনেক স্থানের আশ্রমের যোগাভ্যাসরত ব্যক্তিগণও কখন কখন এই সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করেন। সাধারণ ব্যক্তিগণও গভীর নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তাঁহাদের স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মজগতে ভ্রমণ করেন ও মৃত আত্মীয়গণের নিকট যান। সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা উন্নত, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ভক্তি-মার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নিদ্রাকালে

(ত) Text Book of Theosophy P. 58. Ancient Wisdom. P. 63.

স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া, অনেকদূর যাইতে পারেন, এবং অদৃশ্যভাবে অনেক ব্যক্তির উপকার সাধন করিতে পারেন। (থ) দিব্যদর্শী লেড্‌বিটার লিখিয়াছেন যে, ঝড়ের সময় তিনি কোন স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। কে যেন হঠাৎ তাঁহাকে পশ্চাদ্দিকে হটিতে বলিল। তিনি নিমিষের মধ্যে এক লম্ফে ২।৩ হাত হটিয়া আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎই একটী বৃহৎ কলের চিম্‌নি (chimney) ভাঙ্গিয়া সেইখানে পড়িল। (দ) এই প্রকার অদৃশ্য-সহায় অনেকে সূক্ষ্মজগতে ভ্রমণ করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা মানুষ অনেক সময়ে বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। মহাত্মা লেড্‌বিটার এই প্রকার একটী দল গঠন করিয়াছিলেন। যেমন দের সমাজের উপকারের জন্য স্বেচ্ছাসেবক রক্ষক-দল গঠিত হয়, সেইরূপ উদ্দেশ্যে উহা গঠিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্বেচ্ছাসেবকগণের দ্বারা পরলোকবাসী স্থূলদেহধারী জীবগণের অনেক উপকার সাধিত হইত। সদ্যোমৃত অনেক ব্যক্তিকে ইঁহারা অবস্থাটা বুঝাইয়া দিতেন এবং সান্ত্বনা দান করিতেন। আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সকল গুহ্য বিষয়ের চর্চ্চা করেন। তাঁহাদেরও শিষ্য থাকে। তাঁহারাও অনেক সময়ে সূক্ষ্মজগতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তিব্বত আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে, এবং অনেক অসভ্য বর্ব্বর-জাতির মধ্যে, এই সকল অলৌকিক বিষয়ের চর্চ্চা হইয়া থাকে। পরের উপকার তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহারা এই সকল ব্যাপারে রত থাকেন। (ধ)

সূক্ষ্মজগতে যে সকল মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে উন্নত-শ্রেণীর জীবগণ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা চির-শান্তি-লাভের অধিকারী, কিন্তু তাঁহারা, মানুষের কল্যাণের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিয়া, সকল জগতের অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, মন, বুদ্ধি, নির্ব্বাণ প্রভৃতি জগতের কিছু কিছু উপকরণ সর্ব্বদা আয়ত্ত করিয়া রাখেন। দ্বারা যখন যেখানে ইচ্ছা করেন—সেখানেই ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। (ন) জগতের হিতসাধনই ইঁহাদের ব্রত। (প)

(থ) Astral Plane P. 26.
(দ) Invisible Helpers P. 23.
(ধ) Astral Plane P. 32.
(ন) Astral Plane……p. 34
(প) Voice of Silence……p. 212
Invisible Helpers p. 177

এই জগতে যাঁহারা আত্মোন্নতির ফলে সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং যাঁহারা সিদ্ধ মহাপুরুষ গণের শিষ্যরূপে গৃহীত হওয়ার পর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সুদীর্ঘ কালের জন্য স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করিয়াও লোক-হিতার্থে মহান্ স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভুবর্লোক হইতেই ভূলোকে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ভুবর্লোকে এইরূপ ব্যক্তিকেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব অধিক নয়। গুরুদেবের অনুগ্রহে, অনেক সময় তাঁহারা শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ না হইয়া, কোন যোগ্য মৃত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। (ফ)

ভুবর্লোকের অধিবাসীর মধ্যে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। মানুষ মরিলেই কিছু সময়ের জন্য ভুবর্লোকে যাইয়া বাস করে। ভুবর্লোকে বাসের পর, সূক্ষ্মদেহ ত্যাগ করিয়া জীব, স্বর্গলোকে যান। ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু স্বর্গপ্রাপ্তের সূক্ষ্ম-দেহ ভুবর্লোকে পড়িয়া থাকে, কিন্তু যদি তাহাতে মন, বুদ্ধি প্রভৃতির কিছু কিছু অংশ থাকিয়া যায়, তবে তাহার চেতন-ধর্ম্ম বজায় থাকে ভূতের বৈঠকে ইহারা অনেক সময় মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়া সংবাদের আদান-প্রদান করে। এই প্রকার ছায়া-মূর্ত্তি, অনেক সময় মিডিয়ামগণের শরীর হইতে উপকরণ লইয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করে। সূক্ষ্মদেহের খোলসটা অনেক সময় কিছু দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। পরে কোন অপদেবতা, ইহাকে আশ্রয় করিয়া, মৃত ব্যক্তির অনুকরণ করিয়া, অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করে। ইহারা প্রায়ই অশুভ সংঘটন করে। যাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা যাহাদের আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে, তাহারাও পিশাচ-দেহ ধারণ করিয়া সূক্ষ্মলোকে বিচরণ করে। ইহা ব্যতীত আরও দুই তিন শ্রেণীর জীব এই লোকে দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা শ্রেণীর মনুষ্যেতর জীবও ভুবর্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। পশু পক্ষী ইত্যাদি মরিলে, তাহাদের সূক্ষ্মদেহ ভুবর্লোকে যায় বটে, কিন্তু তাহারা অতি অল্প কাল পরেই আবার ভূলোকে ফিরিয়া আসে। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এক-প্রকার ভৌতিক সত্তাও সূক্ষ্মলোকে দেখা যায়। ইহা ব্যতীত দেবগণ ও দেব-দূতগণও অনেকসময় সূক্ষ্মলোকে বিচরণ করেন। (ব) প্রাকৃতিক দেবতাগণও

(ফ) শঙ্করদিগ্বিজয় ও ভগবদজ্জুকীয়ম্ নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যোগশাস্ত্রেও এই প্রকার অদ্ভুত ব্যাপারের উল্লেখ আছে।

(ব) Astral Plane p. 82

ভূবর্লোকে বিচরণ করেন। আরও যে সকল উন্নতশ্রেণীর সত্তা এই লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণের জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

চিন্তা-প্রসূত মূর্ত্তি—

মনুষ্যসৃষ্ট এক প্রকার কৃত্রিম ভৌতিক সত্তাও সূক্ষ্মজগতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। স্থূলজগতের সহিত ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেজন্য ইহাদের সম্বন্ধে সকলেরই একটা জ্ঞান থাকা উচিত।

আমরা মনে করি, 'চিন্তা' মনের একটা অবস্থা মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। 'চিন্তা' বস্তু ও বিষয় দুইই। গভীরতা ও দৃঢ়তার তারতম্য অনুসারে চিন্তা-প্রসূত বস্তু সবল বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

চিন্তার স্রোত অবিরাম গতিতে চলিয়াছে, সুতরাং চিন্তাপ্রসূত মূর্ত্তি, রক্ত-বীজের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে উৎপন্ন হইতেছে। ইহারা কৃত্রিম হইলেও ভৌতিক সত্তা। ইহাদের কার্য্য করিবার শক্তি আছে, জীবনীশক্তি আছে, বুদ্ধি আছে। (ভ) চণ্ডী ও অনেক পুরাণ-গ্রন্থে দেখা যায়—প্রবল শক্তি হইতে উদ্ভূত এই সকল ভৌতিক সত্তা, ভীষণ রণবাহিনী-রূপে ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। আমাদের চিন্তা-শক্তি দুর্ব্বল, সুতরাং আমাদের চিন্তা-প্রসূত এই সকল সত্তা, স্বল্পায়ু ও দুর্ব্বল হয়। আমরা যদি চিন্তা করিতে থাকি, তবে নূতন নূতন সত্তা উৎপন্ন হয় এবং পূর্ব্ব-প্রসূত সত্তাগুলির জীবনীশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। সেই জন্য তাহারা সর্ব্বদাই তাহাদের দল-পুষ্টি করিতে ও জীবনী-শক্তি বাড়াইতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য ভাল হউক্ বা মন্দ হউক্—এই সকল চিন্তামূর্ত্তিগণের প্রকৃতি একই প্রকার দেখা যায়। ইহাদের প্ররোচনায় আমাদের মনে সুচিন্তা বা কুচিন্তা পুনঃ পুনঃ উদিত হয়। যদি আমরা কাহারও মঙ্গলের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করি, তবে এই সকল সত্তা, তাহার মঙ্গল সাধন করিতে পারে। কুচিন্তা দ্বারা এই প্রকারে লোকের অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, যদি সেই ব্যক্তি মানসিক-শক্তি-সম্পন্ন হয়, তবে অন্যের কুচিন্তা দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি হয় না; কারণ, প্রবলদৈবের নিকট শত পুরুষকার ব্যর্থ হয়। এই সকল কৃত্রিম জীব, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ দেখিয়া, তাহাদের জন্মদাতাকে আক্রমণ করে এবং অনেকসময় তাহার ধ্বংশ সাধন করে। অনেক লম্পট নীচাশয় ব্যক্তির আত্মহত্যা প্রভৃতি দ্বারা সংঘটিত শোচনীয় পরিণাম ইহার দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ কাহারও সম্বন্ধে কুচিন্তা মনে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। ভগবানের এই প্রেমের রাজত্বে

(ভ) Ancient Wisdom p. 63

দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির স্থান নাই। সার্ব্বজনীন মঙ্গলের জন্য, অহেতুকী দয়া ও স্নেহের বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া, পবিত্রভাবে জীবন যাপন করাই ব্রহ্মবিহার। (ম) মৃত বা জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক মঙ্গল-চিন্তার ফলে, কেবল যে তাহাদের উপকার হয়, তাহা নয়, নিজেরও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। প্রার্থনা বা উপাসনার উপকারিতা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়।

চিন্তা গভীরতা লাভ করিলে তাহাকে 'ধ্যান' বলা যায়। কোন বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করিয়া, সেই বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলে, যদি মনে অন্য বিষয় স্থান না পায়, তবে তাহা 'ধ্যান'-পদ-বাচ্য হয়। ইহা যে কত কঠিন, কেহ দুই মিনিট্ অভ্যাস করিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই শক্তি যতই প্রবল হইবে, ততই ধ্যানমূর্ত্তিগুলি সতেজ ও সবল হইবে, এবং ইহা দ্বারা ক্রমশঃ যোগৈশ্বর্য্য লাভ করা যাইবে। যোগিগণের অষ্টসিদ্ধি-লাভের (য) মূল-কারণ ধ্যান করিবার শক্তি। ইহার বলেই যোগিগণ, সিদ্ধ-পুরুষগণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন। (র)

সূক্ষ্ম-জগতের পরিচয়—

সূক্ষ্মজগৎ আমাদের জড়জগৎ অপেক্ষা অনেক বড় ও বহুদূর বিস্তৃত। আমরা এই বৃহত্তর জগতের মধ্যে বাস করিতেছি, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আমাদের নাই, তাহার কারণ, এই জগৎ যে উপাদানে নির্ম্মিত, আমাদের স্থূলধর্ম্মী ইন্দ্রিয়গণ, তাহা হইতে বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু সেখানে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সবই বিরাজিত। ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। আমাদের শক্তির অভাবই ইহার কারণ। (ল)

(ম) মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুষা একপুত্তমনুরক্‌খে।
এবম্পি সর্ব্বভূতেষু মান সম্ভাবযে অপরিমাণং ॥
* * * *
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥

(য) অণিমা (অণুর ন্যায় ক্ষুদ্র হওয়া), লঘিমা (লঘু হওয়া), মহিমা (মহান্ হওয়া), প্রাপ্তি (অঙ্গুলি দ্বারা দূরস্থ পদার্থ যেমন চন্দ্র স্পর্শ করিতে পারা), প্রাকাম্য (ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া), বশিত্ব (ভৌতিক পদার্থকে বশ করা), ঈশিতৃত্ব (ভূত-ভৌতিকের উপর প্রভুত্ব) যত্রকামাবসায়িত্ব (সত্যসঙ্কল্পতা)। যোগদর্শন ৩।৩৫।

(র) স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ। ২।৪৪ যোগদর্শন

(ল) প্রতি সেকেণ্ডে ৩২টী কম্পন বা শব্দতরঙ্গ জন্মিলে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং ৩২৭৬৮ তরঙ্গের অধিক হইলে আর শব্দ শোনা যায় না। ৩৫১৮৪৩৭২০৮৮৮৩২ তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে উঠিলে, আলোক ঈষৎ লালরূপে দৃষ্টিগোচর হয় এবং ১,১২৫,৮৯৯,৯০৬,৮৪২,৬২৪ কম্পনের

যাঁহারা স্বভাবতঃই এই শক্তি-সম্পন্ন কিম্বা চেষ্টা দ্বারা এই শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্মজগতের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন এবং সূক্ষ্মদেহধারী জীবগণের শরীরও দেখিতে পান। পরাবিদ্যা-সমিতির অনেক সৌভাগ্যবান্ মনীষী এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই পরলোক-বিজ্ঞানের তত্ত্ব, জগতে প্রচার করিতেছেন। দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি, অভ্যাস দ্বারা অর্জ্জন করা যায়। ইহা লাভ করিতে পারিলে, পরলোকে ও ইহলোকে কোন প্রভেদ থাকে না। মৃত্যু বলিয়া কোন বিষয় নাই, মৃত্যু-ভয় একটা বস্তু আছে, তখন তাহাও থাকে না। "মৃত" এই কথাটীর কোন বাস্তব অর্থ নাই। দেহ, চৈতন্য-বিশিষ্ট থাকিলে, একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন থাকে—সংযত থাকে। লক্ষ লক্ষ প্রাণিগণ, ধীরভাবে পরিচালিত সমবায়-সমিতির কার্য্য নীরবে সম্পন্ন করেন, কিন্তু যাহাকে আমরা 'মৃত্যু' বলি, সেই অবস্থায় এই মহাসমিতির শৃঙ্খলাভঙ্গ ও কার্য্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণিগণ, যদৃচ্ছাক্রমে ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া, চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। এমন অবস্থায় দেহটাকে কি 'মৃত' বলা যায়? তখন এই 'দেহ' ভীষণ-ভাবে জীবিত হইয়া পড়ে, আর দেহাধিপতি জীব, সভাভঙ্গ হইলে স্বগৃহে প্রস্থান করেন। তাঁহার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। জ্ঞান, বুদ্ধি, মন, স্মৃতি, স্বভাব কিছুরই হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—"খুব ভাল আছি। বোঝা বহন করিতে হয় না। কোন জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি, ক্ষুৎপিপাসা, ক্লান্তি কিছুই নাই। সঙ্গীরও অভাব নাই। ভালবাসার একটা আকর্ষণ, তাহাও ত ঠিক্ আছে। প্রত্যহ

অধিক হইলে ভায়লেটরঙের বাহিরে চলিয়া যায় এবং সে আলোক দেখা যায় না। ইহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক তরঙ্গবিশিষ্ট আলোকরশ্মি উৎপাদন করা যায়। নিম্নে দেখ—
First Principles of Theosophy P. 119

স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে	ফল
৩২	... ... মৃদু শব্দ
৩২৭৬৮	শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমা।
১০৪৫৫৭৬	তড়িৎ প্রবাহের আরম্ভ।
৩৪৩৫৯৭৩৮৩৬৮	তড়িৎ প্রবাহের শেষ।
৩৫,১৮৪৩৭২০৮৮৮৩২	ক্ষীণ লাল আলোর উৎপত্তি।
১,১২৫,৮৯৯,৯০৬,৮৪২,৬২৪	দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার শেষ সীমা—ভায়লেট্ আলো
Ultra Violet Ray	রোগ-প্রতিকারে ব্যবহার করা হয়।
২৮৮,২৩০,৩৭৬,১৫১,৭১১,৭৪৪	X-Ray

৯ × ১০[১৮]... ... ... স্পন্দন-বিশিষ্ট তরঙ্গও বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

দেখা-শুনা, আলাপ-ব্যবহার চলিতেছে। কষ্ট যাহা কিছু তোমাদের জন্য। তোমরা কষ্ট পাইতেছ, সে জন্য আমাদের কষ্ট। বোঝান যায় না যে, তোমাদের কষ্টের কোন কারণ নাই। আমি আছি, নিকটেই আছি। কিছুদিন পরেই আবার আমরা পূর্ব্বের ন্যায় মিলিত হইব। অল্পদিনের জন্য নয়, সুদীর্ঘকালের জন্য।" সুতরাং মৃত বা মৃত্যু কথার কোন অর্থ নাই। (ব) 'জিজ্ঞাসা করিবার কথা' শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি, দীর্ঘকাল এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। তাঁহাদের কথাই আমাদের প্রমাণ। আমার পিতা বা পত্নীর সংবাদ তিনি না দিলেও, তিনি যাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া খবর লইয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা দ্বারা, আমরা যাহা জানিতে চাই, তাহা পাইতেছি। সমুদ্রের জল কয়েক স্থানে লবণাক্ত দেখিয়া, সর্ব্বত্রই লবণাক্ত—মনে করা যায়। এখানেও সেই প্রমাণ মানিতে হইবে!

সূক্ষ্ম-জগতের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিভাগ—

ভুবর্লোকের অধিবাসিগণের কতকটা পরিচয় আমরা পাইয়াছি। এখন দেখিতে চাই, সে স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য কি প্রকার? ইহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, এই লোকের স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান-লাভ প্রয়োজন। যাঁহারা ভুবর্লোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, অন্যান্য প্রত্যেক লোকের ন্যায় ভুবর্লোকেরও সাতটী স্তর। স্থূল উপকরণগুলি সর্ব্ব নিম্নে এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম উপকরণ সকল উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া এই লোক সৃষ্টি করিয়াছে। নিম্নতম চারিটী স্তরকে **প্রেতলোক** ও উচ্চতম তিনটী স্তরকে **পিতৃলোক** বলা হয়। নিম্নতম—অর্থাৎ প্রথম স্তর ভূগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরও প্রথমটীর সহিত ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, পরস্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং ঊর্দ্ধদিকে বহুদূর বিস্তৃত। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরও ঐ প্রকারে অবস্থিত এবং

(ব) " First of all the very word dead is an absurd misnomer, as most of the entities classified under this heading are as fully alive as we are ourselves, often distinctly more so.

Astral Plane p. 33

"These dead people, as they are never tired of telling us, are much more alive than we. They speak of us as dead, because we are buried in these tombs of flesh + + they never regret their condition, but rather pity us in ours."

Invisible Helpers p. 70.

চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই সুবৃহৎ জগতের মধ্যে আমাদের জগৎ অবস্থিত এবং এই জনাকীর্ণ জগতের মধ্যে আমরা দৈনিক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিতেছি। কত শত সত্তা, অহরহঃ আমাদের চারিদিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমাদের সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে কত জীব চলাফেরা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা চলিবার সময় কত জীবের সূক্ষ্ম-দেহ ভেদ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু বুঝিবার শক্তি নাই। যদি কাহারও এই জগৎ দেখিবার সুযোগ ঘটে, কিম্বা যদি কাহারও স্বাভাবিক-ভাবে এই শক্তি উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করে, তবে তিনি মনে করিবেন, যেন কাহারা অলক্ষ্যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যেন কাহারা চলাফেরা করিতেছে—অর্থাৎ একাকী থাকিলেও তিনি মনে করিবেন—কাহারা যেন তাঁহার সঙ্গী হইয়াছে। (শ) যিনি এই সকল লোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ, তাঁহাকে আকাশে বা ভূগর্ভে ভ্রমণ করিতে হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞানের বা মনোযোগের তারতম্য দ্বারা তিনি ঐসব লোক দেখিতে পান। কলিকাতার বড় রাস্তার উপর বড় বড় কাচের জানালার পশ্চাতে যে সকল দ্রব্য সজ্জিত থাকে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। কেহ যদি ঐসকল কাচের উপর দৃষ্টিপাত করেন, তবে রাস্তা দিয়া যত গাড়ী ও মানুষ যাইতেছে, তাহার প্রতিবিম্ব দেখিবেন, পরে দৃষ্টি আরও সংযত করিলে, ঘরের মধ্যে যে সকল দ্রব্য সজ্জিত আছে, তাহা দেখিবেন। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, হয়ত ঘরের মধ্যে ও আলমারির ভিতরের দ্রব্যাদিও দেখিবেন। এখানেও ব্যাপারটী ঐ প্রকার।

প্রেতলোক—

প্রথম স্তরটী অত্যন্ত স্থুল উপকরণে গঠিত। ইহাতে যাহাদের জ্ঞান বিকশিত, তাহারা, সুন্দর ও শোভা-সম্পন্ন কোন পদার্থ দেখিতে পায় না। অত্যন্ত ভীতিপ্রদ স্থান বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার নাম 'নরক'। যে সকল জীবের পার্থিব-জীবন অত্যন্ত হেয়ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, দ্বেষ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, লালসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যাহাদের জীবনের নিত্যসহচর ছিল, তাহারা স্থুল উপকরণ-বিশিষ্ট দেহ লইয়া এই স্তরে বাস করে। যতদিন ইন্ধনের অভাবে তাহাদের লালসার নিবৃত্তি না হয়, প্রবৃত্তির ক্ষয় না হয়, ততদিন তাহারা এখানে থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। ইন্দ্রিয় না থাকায় তাহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে না, অথচ প্রবৃত্তির তাড়নায়, যেখানে ভোগের উপকরণ থাকে—সেখানে

(শ) Astral Plane p. 9

সর্ব্বদা যাতায়াত করে, এবং ঐ সকল কুস্থানে যে সকল মানুষ যায়, তাহাদে প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, পরোক্ষভাবে তৃপ্তি (vicarious satisfaction) লা করে। প্রবৃত্তির ক্ষয় হইলে, তাহাদের উচ্চস্তরের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। ইহার নাম 'নরক' ভোগ করা। ইহা ব্যতীত কুম্ভীপাক, রৌরব প্রভৃতি বিচি কল্পনা-প্রসূত অদ্ভুত স্থান ও তথাকার যমদূত, তপ্তকটাহ, বৃহৎদর্ব্বী প্রভৃতি অস্তিত্ব, পুরাণকারগণের মনের বাহিরে কোথায়ও নাই। (ষ) স্থূলদেহে কামনা ব্যর্থতা, কষ্টের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্মদেহের উপকরণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়া কামনার নিস্ফলতা শতগুণ অধিক কষ্টপ্রদ। পার্থিব জীবনের সদ্ব্যবহার করিে এবং বার্দ্ধক্যে বা রোগে ভুগিয়া মারা গেলে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়ার প পরলোকে যাইতে হয়, সুতরাং সে সকল জীবের এই স্তরে কখন থাকিবার প্রয়োজন হয় না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—রোগ ভোগ করা একটী পরম তপস্যা। (স)

সূক্ষ্ম-জগতের দ্বিতীয় স্তরের দৃশ্য পৃথিবীর উপরিভাগের দৃশ্যের ঠিক্ অনুরূপ এই পৃথিবীতে যত দ্রব্য আছে, সকল দ্রব্যেরই অনুকৃতি সূক্ষ্ম-জগতে আছে সুতরাং, এই জগতের নিম্নস্তর-সকলে অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে পৃথিবী সকল জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। যত উন্নত স্তরে যাওয়া যায়, ততই স্থূল-জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম, স্তরের সহিত পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ নাই। এই সকল স্তরের সূক্ষ্ম-জগদ্‌বাসিগণ স্থূল-জগতের কোন দ্রব্য দেখিতে পান না, সাধারণ মানুষও সূক্ষ্ম-জগতের কোন পদার্থ দেখিতে পায় না। কিন্তু সূক্ষ্ম-জগতের নিম্নস্তরে পৃথিবীর সকল পদার্থের সূক্ষ্মরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া সেই রূপ তাঁহারা দেখিতে পান। মৃতব্যক্তিগণ এই প্রকারে জীবিত স্বজনবর্গের মূর্ত্তি দেখিতে পান এবং তাহাদের মানসিক ভাবব্যঞ্জক জ্যোতির্মণ্ডলের বর্ণ দেখিয়া, তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বজনগণের সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া, মৃতব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইতে পারে। (হ)

(ষ) অপি চ সপ্ত। ৩।১।১৫ বেদান্তদর্শন। "সপ্তনরকা রৌরবপ্রমুখা দুষ্কৃতফলোপভোগ-ভূমিত্বেন স্মর্য্যন্তে পৌরাণিকৈঃ। শঙ্করভাষ্য।

দেবীভাগবতে অষ্টাবিংশতি নরকের বর্ণনা আছে। দেবীভাগবত ৮ম স্কন্ধ একবিংশতি অধ্যায়।

(স) এতদ্বৈ পরমং তপঃ যৎ ব্যাহিতস্তপ্যতে। বৃহদারণ্যক ৫।৬।১।

(হ) Astral Plane p. 22.

কামলোকবাসী কামরূপ—

যাঁহারা সূক্ষ্মজগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ঐ জগতে বর্ণের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে বর্ণের অভাব নাই, কিন্তু সূক্ষ্মজগতের বর্ণবৈচিত্র্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। ঐ জগতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তত্রত্য অধিবাসিগণ ক্ষণমাত্রেই আকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে। সূক্ষ্ম উপকরণগুলি তাহাদের ইচ্ছামাত্রেই ভিন্নপ্রকারে সজ্জিত হয় ও এই পরিবর্ত্তন সাধন করে। জড়দেহ ধারণ করিলেও সূক্ষ্মজগতের অধিবাসিগণ নিমেষ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। ভৌতিক ব্যাপারের অলৌকিকত্বের ইহাও একটা কারণ। এই সকল সত্তার পক্ষে স্থূলদেহ ধারণ করা (materialisation) সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। (ক্ষ)

পিতৃলোক—

এই জগতের শেষ তিন স্তরের নাম পিতৃলোক। এখানে যাঁহারা বাস করেন, পৃথিবীর সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা নিজে, স্বকৃত কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তিসত্তাগণ কর্ত্তৃক কল্পিত, মায়া-লোক সৃজন করিয়া, তাহার মধ্যেই কিছুকাল অতিবাহিত করেন। স্কুল, কলেজ, উপাসনা-মন্দির, পাহাড়-পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি কল্পিত হইলেও তাঁহাদের নিকট 'প্রকৃত' বোধ হয়। পৃথিবীতে বাস করিবার সময়, যাঁহার যে প্রকার প্রবৃত্তি ছিল, তদনুরূপ ভোগের বস্তু, তাঁহারা সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়া থাকেন। যাঁহারা পরহিতব্রতে কোন কাজ করেন নাই, অথচ নিজের প্রবৃত্তির বশে সাহিত্য বা বিজ্ঞানের চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা এখানে পড়িবার, শুনিবার, দেখিবার অনেক উপকরণ পাইয়া বিশেষভাবে তাহাতেই মনোনিবেশ করেন এবং অতি দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকেন। আসল ব্যাপারটী এই যে, স্থূলদেহের যে আকাঙ্ক্ষা ও আত্মার যে বাসনা—এই দুইএর মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব সর্ব্বদা চলিতেছে। সর্ব্বশেষে আত্মারই জয় হয়, কিন্তু স্থূলের শক্তি-ক্ষয় হইতে সময় লাগে। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাঁহার স্বার্থযুক্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে সূক্ষ্মজগতে বাস করিতে হয় না। মরণ-মূর্চ্ছা অতীত হইলে, একেবারে স্বর্গলোকে তাঁহার জ্ঞানের বিকাশ হয়, নতুবা সূক্ষ্মজগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া তাঁহার জ্ঞানের ক্রমশঃ বিকাশ হয় এবং এক স্তরের ভোগ-নিবৃত্তি হইলে, অপর স্তরের

(ক্ষ) Ancient Wisdom p. 62.

জ্ঞান আরম্ভ হয়। যতই উন্নত স্তরের জ্ঞান জন্মিতে থাকে ততই নিম্ন স্তরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়।

প্রেতলোকে সূক্ষ্মশরীরের পুনর্গঠন—

জগতে অনেক প্রকারের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা ঘৃণিতভাবে জীবন যাপন করিয়াছে, যাহাদের তীব্র বাসনা ও দুর্দমনীয় মনোবৃত্তি কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা প্রথম স্তরে অধিক দিন বাস করে ও যন্ত্রণা ভোগ করে। এই প্রকারে কামনার তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্থিতিকাল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষ দোষে-গুণে মিশ্রিত, সুতরাং মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মজগতে তাহাদের সূক্ষ্মদেহে মিশ্রিত উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে স্থূল উপাদান নীচে আসিতে চায় এবং অন্যান্য উপাদান. তাহাদের স্থূলত্বের তারতম্যানুসারে ক্রমশঃ পর পর সজ্জিত হইতে চায়। উপাদানগুলি এই প্রকারে পৃথক্ ভাবে সজ্জিত হইতে না পারে, জীব যদি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে সূক্ষ্ম জগতের সর্ব্বস্তরের জ্ঞান তিনি যুগপৎ পাইতে পারেন। জীবিত অবস্থায় এই সকল উপাদান, তাঁহার সূক্ষ্মদেহে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। সূক্ষ্মজগতে যাইয়া যদি তিনি ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগ দ্বারা ঐ দেহের পুনর্গঠনে বাধা জন্মাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে প্রত্যেকস্তরে পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে হয় না। সকল স্তরে তিনি থাকিতে পারেন। এখানে 'স্তরে বাস করা ও থাকা'—অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যখন যে স্তরে থাকেন, মাত্র সেই স্তরের জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়া থাকে, একত্র অবস্থিত হইলেও অন্য স্তরের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। আমরা সূক্ষ্মজগতের মধ্যে বাস করিলেও ঐ জগতের কোন খবর পাই না, সেইরূপ সকল স্তর একত্র অবস্থিত হইলেও যে স্তরের তাঁহার জ্ঞান নাই, সেই স্তরে তিনি বাস করেন না—বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সূক্ষ্মশরীরের **পুনর্গঠনে বাধা দেওয়ায় বিশেষ সুবিধা আছে**। মনে একটা কাল্পনিক ভয়ের উদ্রেক হয়, সেজন্য, জানা না থাকিলে, এই প্রকার ব্যাপারে বাধা দেওয়া যায় না। যিনি এই রহস্য অবগত আছেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই বাধা দিতে পারেন।

কামদেহ-পুনর্গঠনের ফলাফল

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এই সকল বিষয় জানা থাকিলে, সূক্ষ্মদেহের পুনর্গঠনে বাধা দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে সূক্ষ্মজগতের সাতটী স্তরে জীব যুগপৎ বিচরণ করিতে পারেন, নতুবা একটীর পর একটী স্তরে বাস করিতে হয়। 'বাস করা'—অর্থে এখানে 'জ্ঞানের উন্মেষ' 'বুঝিতে হইবে,

একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়া নয়। পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জ্ঞান বিকশিত হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। 'স্তর'-শব্দও এখানে সাধারণ—অর্থ-বোধক নহে। ইহা আলমারির তাকের ন্যায় অবস্থিত নহে। ইহা স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনুসারে বিভক্ত এবং পরস্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট। এইলোকে জীবের স্থিতিকাল কম বলিয়া, পৃথিবীর লোক-সংখ্যা অপেক্ষা এখানকার লোকসংখ্যা কম। এই পৃথিবী বা সূক্ষ্মলোক কোনটাই জীবের প্রকৃত বাসস্থান নহে। এমন কি স্বর্গের নিম্নস্তরও আমাদের প্রবাসভূমি। জীবের যাহা প্রকৃত বাসস্থান, সেখান হইতে তিনি কখন প্রবাসে যান না। অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য নিম্নলোকে আংশিক প্রকাশ পান মাত্র। *

প্রেতলোকে ভাষার ব্যবহার—

সূক্ষ্মজগতে পরস্পর ভাব ব্যক্ত করা যায় কি প্রকারে—এরূপ প্রশ্ন মনে উঠিতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয়-সকল সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান থাকে। (ক) তবে কথা বলিবার বা শুনিবার কিম্বা দেখিবার জন্য যে সকল ইন্দ্রিয় আমরা স্থূলজগতে ব্যবহার করি, তাহাদের সূক্ষ্মরূপ আমাদের সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান থাকে। সেখানে আমরা ভাষা ভুলিয়া যাই না। ভাষার ব্যবহার করি। (খ) কিন্তু, ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা বশতঃ কথা উচ্চারণ করিলেই স্বরের কম্পন এমন মৃদু হয় যে, তাহা ঐ প্রকার ইন্দ্রিয় ব্যতীত গ্রহণ করা যায় না। সূক্ষ্মদেহধারীর পক্ষে দেখা, শুনা বা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার কোন ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু ভাষা জানা চাই, নতুবা কথা বলা বা বোঝা যায় না। আরও দেখা যায়, এই কারণেই সূক্ষ্মজগতে জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করেন। অনেক বৈঠকে যত সূক্ষ্মদেহধারিগণের আবির্ভাব হয়, প্রায় সকলেই একভাষা ব্যবহার করেন। এই দেহে 'দূরত্ব' একটা বিশেষ 'প্রতিবন্ধক' নয়, কারণ, নিমেষের মধ্যে শতক্রোশ পথ যাইতে কোন বাধা হয় না। (গ) যখন নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের সূক্ষ্মদেহ আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া দূরে যায়, তখন আমরা এইপ্রকারেই

* Ancient Wisdom P. 107.

(ক) "শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ,, ইত্যাদি গীতা ১৫।৮ ১৫।৯ দ্রষ্টব্য। প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি, সবিজ্ঞানো ভবতি,। পঞ্চপ্রাণ (অপান ব্যান ইত্যাদি) চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান থাকে। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২

(খ) Ancient Wisdom p. 100.

(গ) On the Other Side of Death গ্রন্থে বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সূক্ষ্মদেহধারিগণের সহিত আলাপ-ব্যবহার করি। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা জানিলে ইহাতে সুবিধা হয়। Invisible Helper বা অদৃশ্য সহায়-রূপে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা জানা একান্ত আবশ্যক। সূক্ষ্মদেহে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং সেই লোকের অধিবাসিগণের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। যোগীরা সাধনবলে এই সূক্ষ্মবিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, এবং সূক্ষ্মদেহধারী জীবগণের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন। (ঘ)

নরক কাহাকে বলে—

জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মজগতে যান। দুর্বৃত্ত ও নীচাশয় ব্যক্তিগণ, মরণ-মূর্চ্ছার পর এই জগতের সর্ব্বনিম্নস্তরের আবেষ্টনের মধ্যে সংজ্ঞালাভ করে ও সংবিৎ বা অনুভূতি-সম্পন্ন হয়। পুরাণাদিতে এই স্থান 'নরক'-নামে খ্যাত। (ঙ) যাঁহারা অতি পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন, পারমার্থিক বিষয় যাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, স্বার্থত্যাগ যাঁহাদের ছিল জীবনের মহামন্ত্র, কামনা-বাসনা জয় করিয়া—যাঁহারা পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ভুবর্লোকে সংবিৎলাভ করেন না, একেবারেই স্বর্লোকে তাঁহাদের মরণমূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। এই দুই সীমারেখার মধ্যে সংসারের যাবতীয় লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং, অধিকাংশ লোককেই ভুবর্লোকে অল্পবিস্তর কিছুদিন থাকিতে হয়। যাঁহারা সূক্ষ্মদেহের পুনর্গঠনে বাধা দিয়া, ভূলোকবাসী মানুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপকরণে মিশ্রিত সূক্ষ্মদেহকে বজায় রাখিতে পারেন, তাঁহাদের ভুবর্লোকে সর্ব্বত্র

(ঘ) 'অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানাম্ অধিষ্ঠানম্,, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ২।২৩। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অগোচর। ভ্রান্তলোকেরাই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানকে 'ইন্দ্রিয়' বলে। মহাভূতের পরমাণুকে তন্মাত্র বলে। সূক্ষ্মভূত ও তন্মাত্র একই পদার্থ। ইন্দ্রিয়গণ তন্মাত্রাশ্রিত। যোগিগণ শব্দাদি 'তন্মাত্র' ও স্থূল শব্দ শুনিতে পারেন। আমরা কেবল স্থূল শব্দই গ্রহণ করিতে পারি। "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান হইতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতীতি হয়। অনুমান দ্বারা সিদ্ধ না হইলে আপ্তবচন দ্বারা উহার সিদ্ধি হয়। সাংখ্যকারিকা ৬ দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে "ঊর্দ্ধ্ব স্রোতসাং যোগিনাং চ শ্রোত্রং শব্দাদিতন্মাত্র-বিষয়ং স্থূলশব্দবিষয়ং চ, অস্মদাদীনাং তু স্থূলশব্দবিষয়মেব,,।

তন্মাত্রাণি ভূতানাং সূক্ষ্মদেহাঃ,, তত্ত্বত্রয় ৬১পৃঃ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই ৫টী তন্মাত্র, উহারা যথাক্রমে তেজ, অপ, ক্ষিতি, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থা।

(ঙ) অবীচি, মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, অন্ধতামিস্র এই সং নরক। স্বকর্ম্মোপার্জিত দুঃখ-ভোগ-ভূমি। পাতঞ্জল দর্শন ৩।২৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য ইহারা সূক্ষ্মদেহধারী জীবের অবস্থা-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন সংবিৎ বা অনুভূতি মাত্র।

অনুভব করিবার শক্তি থাকে। ইচ্ছা দ্বারাই এই কার্য্য করা যায়। নতুবা, সূক্ষ্ম উপকরণের তারতম্য অনুসারে, জীবের দেহ পুনর্গঠিত হইবে। স্থূলতর উপকরণ বাহিরে, ও সূক্ষ্মতর উপকরণ ক্রমশঃ ভিতরের দিকে সঞ্চিত হইয়া, যে নূতন দেহ গঠিত করিবে, তাহার ফলে, এই লোকের প্রত্যেকস্তরে পর্য্যায়ক্রমে তাহাকে বাস করিতে হইবে।

শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজনীয়তা—

আত্মার গতি স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে, নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে। মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করিয়া, জীবকে স্থূল ও সূক্ষ্মের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হয়। আত্মা ও উপাধি—অর্থাৎ আত্মার অধিষ্ঠান—এই দুইটী বস্তুর উপকরণ বিভিন্ন। স্থূল চায় জীবকে পৃথিবীতে ধরিয়া রাখিতে, সূক্ষ্ম চায় উর্দ্ধলোকে বা স্ব-র্লোকে আত্মার প্রকৃত বাসস্থানে লইতে। প্রবাসে এই পৃথিবীতে থাকিতে সে চায় না; কিন্তু উপাধি, তাহার সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বীণায় এরূপ তান সংযোগ করে, অপূর্ব্ব সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে, যে, তাহার স্বধামে ফিরিয়া যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করিলেও তাহার নিস্তার নাই। আত্মীয়-স্বজনগণের বিলাপ, অশ্রু, মনোবেদনা, পরলোকগত জীবকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার বিশেষ অমঙ্গল হয়, স্বধামে ফিরিতে দেরী হয়। তাহার জন্য যে বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—সেখানে যাওয়ার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সুতরাং মৃতব্যক্তির মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কর্ম্ম ও উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বদা রত থাকিলে, মৃত ব্যক্তির উপকার করা হয়। (চ) যতই পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি ঘটিবে, ততই তাহার নিম্নস্তর হইতে উন্নত স্তরে যাওয়ার সুবিধা হইবে। সুতরাং, মৃত প্রিয়জনগণের জন্য বৃথা শোকে সময়ক্ষেপ না করিয়া, তাঁহাদের যে সকল প্রিয়কার্য্য ছিল—তাহার অনুষ্ঠান, তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা ছিল—তাহার পূরণ, তাঁহাদের যাহা ঋণ ছিল—তাহার পরিশোধ—ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা-সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, আমাদের শোক, ক্ষোভ, কামনা প্রভৃতি, কামলোক-স্থিত কামদেহধারী জীবগণের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদের বিশেষ কষ্টের কারণ হয়, এবং যতদিন তাঁহারা কামনা-বাসনা ক্ষয় করিতে না পারেন, ততদিন তাঁহারা ভুবর্লোক হইতে স্বর্লোকে যাইতে পারেন না।

(চ) Astral Plane p. 49

এই সকল আলোচনার ফলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ মারা গেলে, তাহার স্থুল-দেহ ব্যতীত আর কোন বস্তুই লয় প্রাপ্ত হয় না। পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—কিছুই নষ্ট বা বিকৃত হয় না। কিন্তু, সৌক্ষ্ম্যবশতঃ তাহারা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। (ছ) বায়ুর মৃদুকম্পন-উৎপাদনকারী শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। ইথরের অতি-দ্রুত কম্পন সৃষ্টি করিলে, সেই আলোক আমরা দেখিতে পাই না। সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে দেখা বা তাহার কথা শুনিতে পাওয়া, সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পরিপূর্ণ সত্তায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। (জ) অধিকন্তু স্থূলদেহের আকৃতি অনুসারে সূক্ষ্মদেহ গঠিত হয় বলিয়া, সূক্ষ্মজগতে যদি কোন আত্মীয়কে আমরা দেখিতে পাই, তবে তাঁহাকে চিনিতে কোন অসুবিধা হইবে না। স্বর্গলোক সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। (ঝ)

পৃথিবীতে নানাপ্রকার মানুষ বাস করে। অসভ্য নরমাংসভোজী বর্ব্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, সুসভ্য সুশিক্ষিত সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তিও জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মার উন্নতি অনুসারে ইহাদের পরলোকে স্থিতি-কালের তারতম্য হইয়া থাকে। প্রথমশ্রেণীর মানুষ মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর মাত্র সূক্ষ্মজগতে বাস করিয়া, পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। ক্রমশঃ আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলোকের স্থিতিকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সমাজের সাধারণ মানুষ, ২০।২৫ বৎসর সূক্ষ্মলোকে বাস করিয়া ২০০।৩০০ বৎসর স্বর্গলোকে বাস করে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সূক্ষ্মলোকে স্থিতিকাল কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক বৎসর মাত্র, কিন্তু স্বর্গলোকে স্থিতি-কাল এক হাজার, দেড় হাজার বৎসর। (ঞ)

(ছ) অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতাৎমনোঽনবস্থানাৎ
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ। সাংখ্যকারিকা।৭।

বস্তু সৎ হইলেও এই সকল কারণে (অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের নাশ, মনের চাঞ্চল্য, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব ও সমানাভিহার অর্থাৎ তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ বশতঃ) উহার অনুপলব্ধি হইয়া থাকে। ভায়লেট রঙের আলোক-রশ্মিদ্বারা ইথরের কম্পন কত দ্রুত হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৪৫ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য। মৃত্যুর সময় জীব যখন জড়-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হন, তখন ভায়লেট্ রঙের ন্যায় কুয়াসা শরীর হইতে নির্গত হইতে থাকে। উহাই সূক্ষ্ম শরীরযুক্ত আতিবাহিক-দেহের উপাদান। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ কুয়াসার বর্ণ ভায়লেট্ নয়। উহা ultra violet আলোক এবং সেই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট ও স্থূলচক্ষুর অগোচর।

(জ) Text-book of Theosophy p. 60

(ঝ) Ibid p. 73

(ঞ) Ibid p. 71.

পরাবিদ্যানুশীলনের উপকারিতা—

সূক্ষ্মজগতের অপর নাম 'কামলোক' এবং সূক্ষ্মদেহের অন্য নাম 'কামদেহ'। এই লোকে কামনারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিয়া এই লোকে আসেন, তাঁহাকে এই লোকে থাকিতে হয় না। মরণ-মূর্চ্ছার অপগমে একেবারে স্বর্গলোকে তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ হয়। দুর্বৃত্তগণের এখানে কি প্রকারে নরক-ভোগ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। পরলোক সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান না থাকায়, তাহারা স্রোতে ভাসমান তৃণের ন্যায় কামনার অধীন হইয়া নানা প্রকার নিবারণীয় কষ্ট ভোগ করে। তাহারা জানে না যে, নিজের কামনা-বাসনা দ্বারাই কামলোকে তাহাদের পারিপার্শ্বিক নির্ম্মিত হয় এবং যদি তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে, তবে এ জগতের ন্যায় পর-লোকেও তাহারা সুখভোগের অধিকারী হয়।

জীবের কামলোকে স্থিতি ও তৎকালীন অবস্থা—

পার্থিব-জীবনে প্রবৃত্তির বিকাশ ও কর্ম্মের ধারা দেখিয়া, সেই জীবের কাম-লোকের অবস্থা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। তথায় কেহ মনোভাব গোপন করিতে পারে না, অথচ যে সকল মনোবৃত্তি এ জগতে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, পরলোকে জীব, তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকে। ইচ্ছা-শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ এখানেও যেমন সে প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না, কামনার দাস হইয়া ফলভোগ করে, ওখানেও সেইরূপ। দৈব-দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা দ্বারা যাহাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়, তাহাদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। আকস্মিক মৃত্যু নানাকারণে হইতে পারে। পরহিতার্থে জীবন বিসর্জন করিলে তাহার ফল মঙ্গলজনক হয়। পাপের ফল হইতে ইহলোকে কোন প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না হয়,—সেজন্য অনেকে আত্মহত্যা করিয়া থাকে, কিন্তু ইহার ফল বিষময় হইয়া থাকে। যে ভয় ও নৈরাশ্য বশতঃ সে এইরূপ দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিল, পরলোকেও তাহা হইতে অব্যাহতি পায় না। দিব্যদর্শিগণ এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। মৃত্যুকালীন মনের ভাব অনুসারে কামলোকে তাহারা নিজ নিজ অবস্থা সৃজন করিয়াছে। অনেক সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারাও এই হতভাগ্য ব্যক্তিগণকে বুঝান যায় না যে, তাহারা পরলোকে আসিয়াছে, তাহাদের স্থূলদেহ নাই, জ্বালা যন্ত্রণা যাহা কিছু—সবই তাহাদের মনঃ-কল্পিত।

মৃতের জন্য শোকের কুফল—

স্বর্লোকের উচ্চস্তরেই জীবের প্রকৃত বাসস্থান। স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইলেই জীব সেই গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে, কিন্তু নানাকারণে তাহার ব্যাঘাত ঘটে। এ জীবনে যদি তাহার বিশেষ করণীয় কোন কার্য্য থাকে, কিম্বা এমন কোন বিষয় থাকে, যাহা তাহার মৃত্যুতে নষ্ট হইতে পারে, যদি আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাত তাহার কোন ঋণ থাকে—যাহা পরিশোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু কোন কারণে করা হয় নাই, হঠাৎ মৃত্যুর ফলে পরলোকে গিয়া, এই সকল বিষয়ের একটা সমাধান করিবার ইচ্ছা তাহার বলবতী হয়। হয়ত কোন মিডিয়ামের শরীরে আবির্ভূত হইয়া, কিম্বা স্বপ্নে কোন আত্মীয়কে বলিয়া, কিম্বা অন্য নানাপ্রকারে ভাব ব্যক্ত করিয়া, সে মনের দুশ্চিন্তার ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে সুযোগ না পাইলে বিলম্ব হয়। (ট) অনেকের পক্ষে স্থূল বাসনাগুলি ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে সময় লাগে। আবার আত্মীয়-স্বজনগণের শোক ও ক্ষোভ, অনেক সময় মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া রাখে। (ঠ) সমগ্র জীবন যেখানে অতিবাহিত হইয়াছে, যাহাদের সঙ্গে সমগ্রজীবন সুখে দুঃখে অতীত হইয়াছে, তাহাদের আকর্ষণেও জীবের স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে বিলম্ব হয়। সেজন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই মৃতের জন্য প্রার্থনা ও তাহার আত্মার কল্যাণের জন্য উপাসনা করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আমরা এই সকল বিষয়কে বাহ্যিক অনুষ্ঠান মনে না করিয়া, মৃত আত্মীয়ের কল্যাণের উদ্দেশে ‘একান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম’ মনে করিয়া, যথারীতি শাস্ত্রোপদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিব। কামলোক হইতে যাহাতে তাহার ‘স্বস্থানে’ প্রস্থান করিতে বিলম্ব না হয়, প্রার্থনা প্রভৃতি দ্বারা তাহার চেষ্টা করিব।

শিশুগণের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা—

পরলোকবাসী শিশুগণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অনেক যুক্তিই প্রয়োগ করা যায় না। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষ, যেমন সাধারণভাবাপন্ন থাকিয়াই পরলোকে যায়, শিশুগণও তেমন শিশুত্ব লইয়াই পরলোকে যায়। সেখানে কত সন্তানহারা জননী, কত স্নেহশীলা নারী, তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন, সুতরাং কোনও প্রকারেই তাহাদের অসুবিধা হয় না। ‘ক্রিয়মাণ কর্ম্ম’ কিছুই

(ট) Leadbeater প্রণীত On the Other Side of Death, নামক গ্রন্থে এই জাতীয় বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(ঠ) Ancient Wisdom—p. 103.

না থাকায় 'সঞ্চিত কর্ম্ম'ই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করে। দেখা যায়, অল্পকাল কামলোকে থাকিয়াই তাহারা আবার তাহাদের পার্থিব জননী বা নিকট আত্মীয়াদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। (ড)

জন্তু প্রভৃতির পরলোকে বাসকালীন অবস্থা—

কামলোকে জন্তুগণের স্থিতি অতি-অল্পকাল। ইহাদের পৃথক্ আত্মা নাই, ইহাদের কর্ম্মফলও নাই। অতি অল্পকাল এই লোকে থাকিয়া ইহারা আবার পৃথিবীতে আসে। ইহাদের একশ্রেণীর এক একটী আত্মা স্বতন্ত্র। কুক্কুরজাতির একটী আত্মা (Group spirit.)। প্রত্যেক কুক্কুরের পার্থিব অভিজ্ঞতা দ্বারা, উহাদের সাধারণ আত্মার অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় হয়। খনিজ দ্রব্য হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে প্রাণী, এবং ক্রমশঃ মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। বন্য জন্তুগণ অপেক্ষা গৃহ-পালিত জন্তুগণ শীঘ্র উন্নতি লাভ করে, কারণ মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া, তাহারা, মানুষের ন্যায় কতকটা মনোবৃত্তি লাভ করে। গৃহে যে সকল জন্তু বা পাখী পালিত হয়, তাহারা শীঘ্র উন্নত স্তরে যাইতে পারে। মানুষের মধ্যে অতিশয় নিম্ন-শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ, পশুজাতি হইতে উন্নত হইয়া, মানবজন্ম লাভ করিয়াছে। তাহাদের মনোবৃত্তি অসংযত, সাধারণতঃ তাহারা কুক্রিয়াসক্ত হয়, ইহার কারণ তাহাদের আত্মার অনভিজ্ঞতা। সমুদায় স্থাবর-জঙ্গম এই প্রকারে ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে।

আত্মার একত্ব-প্রতিপাদন—

পরলোক-বিজ্ঞান লিখিতে গেলে, যে সকল দার্শনিক-শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়, প্রথম হইতেই তাহাদের অর্থ ভালরূপ বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আবার এই সকল তত্ত্বের মূলেও কতকটা গোলযোগ আছে, কারণ এসকল বিষয়ে 'আপ্ত'-গণের মধ্যেও মতভেদ বিদ্যমান। যেমন কেহ বলেন—'সকল দেহে একই আত্মা, উপাধি অর্থাৎ শরীর-ভেদে ভিন্নগুণধারী'। অপর কেহ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সকল দেহেই আত্মা ভিন্ন। (ঢ) সাধারণ মানুষের বিষয় আলোচনা আমাদের

(ড) Secret Doctrine Vol II p. 303

To Those Who Mourn p. 25

(ঢ) "In each of us that golden thread of continuous life—periodically broken into active and passive cycles of sensuous existense on earth and supersensuous in Devachan, is from the

উদ্দেশ্য। তাহার জন্য অধিক সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন নাই। জীবের একটা স্থূল-দেহ আমরা দেখিয়া থাকি। মৃত্যুর পর ঐ দেহ ফেলিয়া জীব, আতিবাহিক-দেহ (Etheric Double) আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মজগতে যান, ও তথায় ঐ দেহ ত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্মদেহ বা কামদেহ ধারণ করেন। আমরা দেখিয়াছি, কিছুকাল পরে কামনার ক্ষয় হইলে, সূক্ষ্মদেহ ত্যাগ করিয়া, জীব স্বর্গলোকে যাইয়া মানস-দেহ ধারণ করেন। দীর্ঘকাল তথায় বাস করার পর, মানস-দেহের ক্ষয় হইলে, জীব, কারণদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গের উচ্চতর স্তরে যান। এই স্থানই জীবের স্বগৃহ অর্থাৎ নিজধাম। আত্মা এখানেই থাকেন। মানসলোক, কাম-লোক ও ভূলোকে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া, আত্মা আংশিক-ভাবে প্রকাশিত হন, এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া, পুনরায় নিজধামে ফিরিয়া আসেন। এই সকল বিষয় অত্যন্ত দুরূহ। ক্রমশঃ আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আত্মার লিঙ্গত্ব-হীনতা—

আত্মার লিঙ্গ-ভেদ নাই। যে যে শরীর ধারণ করেন, সেই অনুসারে আত্মার লিঙ্গ-ভেদ প্রকাশিত হয়। (৭) শ্রুতি বলিয়াছেন যে—'আত্মা বা জীব স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসকও নহে। যখন যে দেহ আশ্রয় করেন, তদ্রূপে প্রকাশ পান।' অনুষ্ঠানাদি দ্বারা যেরূপ দেহের পুষ্টি-সাধন হয়, জীব, সেইরূপ নিজকৃত কর্ম্মানুসারে

beginning of our appearance on this earth. It is the Sutratma, the luminous thread of immortal impersonal monadship on which our earthly lives or evanescent egos are strung as so many beads.

Secret Doctrine Vol. II P. 513 Ibid see also Vol I p. 610.

সাংখ্যকার বলেন—প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, "পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব" সাংখ্যকারিকা—।১৮। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনেরও এই মত।

শ্রুতিবাক্য অনুসারে বেদান্তে সূত্রাত্মা গ্রহণ করা হইয়াছে। কঠশ্রুতিতে স্পষ্ট উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। কঠ ২।২।৯

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। পূর্ব্ববৎ কঠ ২।২।৯।

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" গীতা ৭।৭

"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপ বহুধা যঃ করোতি। কঠ ২।২।১২।

(৭) নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে। শ্বেতাশ্বতর ৫।১০

স্ত্রী, পুং, নপুংসক-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, দেব মনুষ্য প্রভৃতি রূপে অবস্থান করেন। নিজগুণে জীব স্থূল, সূক্ষ্ম বহুদেহ ধারণ করেন। (ত) পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা এ সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তত্ত্ব দেখিতে পাইব। এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতেছি যে, মৃত্যুতে জীবের স্থূল-দেহ-ত্যাগ ব্যতীত আর কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই, সমুদায় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আকৃতিও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের কাম-লোকে স্থিতিকাল—

সংসারে ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ব্যক্তির সমুদায় প্রবৃত্তি ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হইতে থাকে। জীবনীশক্তিও ক্রমশঃ বাহির হইতে ভিতরে আসিতে আরম্ভ করে। শ্রুতিতে দেখি, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমুদায় মুখ্য-প্রাণের সহিত একীভূত হইতে আরম্ভ করিলে, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকে না। মৃত্যুকালে এইরূপ হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগের পরিসমাপ্তি-হেতু সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি, বাসনা ক্ষয় করিয়া কামলোকে আসেন। ঐ লোকের উপকরণ, তাঁহার সূক্ষ্ম-দেহে না থাকায়, তাঁহাকে সেখানে অল্পকাল মাত্র থাকিতে হয়। আর যাঁহারা ভোগ-বাসনা লইয়া কামলোকে যান, অবস্থাবিশেষে তাঁহারা কিছু কাল ওখানে থাকিয়া, কামনা ও বাসনার ক্ষয় হইলে মূর্চ্ছাভাবাপন্ন হন। ভূলোকে মৃত্যুর ন্যায় এখানেও আর এক বার মৃত্যু হয়। সূক্ষ্ম শরীরটা ফেলিয়া জীব, তখন মানস-লোকে চলিয়া যান।

কামদেহের জ্যোতির্বিম্ব ও তাহার ভাবানুযায়ী বর্ণচ্ছটা—

পরলোক-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, বর্ণচ্ছটা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্মদেহধারী কামলোকবাসী জীব-গণকে দেখিতে পান, এবং কামলোকবাসিগণ, পৃথিবীস্থ আত্মীয়-স্বজন-গণের জ্যোতির্বিম্ব দেখিতে পান, কিন্তু এই দেখার স্বরূপ কি, তাহাই এখানে আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কামদেহের জ্যোতির্বিম্ব, মনের ভাব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে এবং মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, ', স্বভাবের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের উপর ঐ বর্ণ নির্ভর করে। সূক্ষ্মভাবে এই বিষয় বর্ণনা করা কঠিন। একই বর্ণের নানাপ্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং মানুষের ভাব-নিচয় অসংখ্য, সুতরাং তাহাদের প্রভেদ ব্যক্ত করাও

(ত) "কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে। শ্বেতাশ্বতর ৫।১০
"স্থূলানি সূক্ষ্মানি বহূনিচৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি। ঐ ৫।১২

—

সহজ ব্যাপার নহে। ভালবাসা স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং নিঃস্বার্থ হইতে পারে। ধ
ভাবের মধ্যে বাসনার সংযোগ থাকিতে পারে। সুতরাং, সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ
করিয়া, স্থূলভাবে এই বিষয় আলোচনা করা যাইবে। রক্তবর্ণ 'ক্রোধের' চিহ্ন
'প্রেম' উদয়কালীন সূর্য্যের বর্ণের ন্যায় ও গোলাপী আভাবিশিষ্ট। 'দ্বেষ ও হিংসা
চিহ্ন 'কৃষ্ণবর্ণ', কিন্তু যেখানে ক্রোধের সঙ্গে স্বার্থের সংস্রব নাই, সেখানে তাহ
চিহ্ন 'রক্তবর্ণ', আবার যেখানে স্বার্থব্যাঘাত সংঘটিত হওয়ায় 'ক্রোধ' উৎপ
হয়, সেখানে তাহার চিহ্ন বাদামীরঙযুক্ত রক্তবর্ণ। আগুনের রঙ কাম
ব্যঞ্জক—ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিচায়ক। বাদামীরঙ লোভের চিহ্ন, ধূসরবর্ণমিশ্রি
বাদামীরঙ স্বার্থ-পরতার পরিচায়ক। সবুজমিশ্রিত বাদামীরঙ ঈর্ষাব্যঞ্জক
ধূসরবর্ণ মনের অবসাদ প্রকাশ করে। ভয়ের চিহ্ন ধূসরবর্ণের গভীরত
কমলালেবুর রঙ গর্ব্ব ও উচ্চাকাঙ্খার প্রকাশক। হরিদ্রাবর্ণ বুদ্ধির নিদ
এবং নীলবর্ণ ধর্ম্মভাব বা আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক। (থ)

পরলোকে জরা নাই—

আমাদের শরীরের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতির্বিম্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, দিব্যদৃ
সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, সর্ব্বদা তাহাতে, অবস্থা-বিশেষে পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণচ্ছটা দেখি
পান। সূক্ষ্মলোকবাসিগণের ঐ দৃষ্টি স্বাভাবিক, সুতরাং আমাদের
আত্মীয়গণ, আমাদিগকে দেখিলে, আমরা মনে কি ভাব পোষণ করিতেছি, তা
এই রঙের পার্থক্য দেখিয়া জানিতে পারেন। আমরাও কামলোকবা
আত্মীয়গণকে দেখিলে, একটী জ্যোতির্ম্ময় গোলকের মধ্যে অবস্থিত—তাঁহা
ভাবব্যঞ্জক বর্ণচ্ছটা-সমন্বিত কামদেহ দেখিতে পাই; কিন্তু, তাঁহাদের ব
কম বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী, বৃদ্ধ স্বামীকে যুবকের ন্যায় দেখিবেন। ইহার কা
এই যে, কেহ নিজেকে জরাগ্রস্ত দুর্ব্বল মনে করিতে চায় না, সুতরাং, কামলো
বাসী বৃদ্ধ স্বামী, নিজের কামনা-বলে যুবকের ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হন। কি
অন্য বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। (দ) পৃথিবীস্থ তাঁহার আত্মীয়
দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন হইলে তাঁহাকে যুবকের ন্যায় দেখিবেন। এমন কি, তাঁহ
সাধারণ কাপড়-চোপড়, পোষাক-পরিচ্ছদ পৃথিবীতে যেমন ছিল,
জগতেও সেইরূপ দেখিবেন। ইহাও তাঁহার চিন্তার ফল। (ধ) কে

(থ) Man Visible and Invisible page 81—86
(দ) Ibid p. 91 এই পুস্তকে কাম-দেহ, মনোময়-দেহ ও কারণ-দেহের
(ধ) Ibid p. 93 ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অ

এই লোকে নহে, স্বর্গলোকেও এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যাইবে। (ন) সুতরাং, কামলোকে বা স্বর্গলোকে কাহারও মৃত আত্মীয়গণকে চিনিতে কষ্ট পাইতে হয় না। এমন কি, স্বর্গের উন্নতস্তরে—কারণ-দেহ প্রাপ্ত হইলে মানুষের পূর্ব্বের ন্যায় আকৃতি থাকে বটে, কিন্তু সে আকৃতি, গত পার্থিবজীবনের আকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে, বস্তুতঃ উহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের আকৃতির অপূর্ব্ব বর্ণনাতীত ব্যতিকর ভাব। (প) বাক্য এখানে নীরব। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"।

দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প জীবের রোগ-প্রতিকারে ঔদাসীন্য—

জীব, স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্ম-ঋণ পরিশোধ করেন। অলৌকিক-ভাবে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে নানাবিধ সুখে দুঃখে মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়, ইহার মধ্যে কোন অসাধারণত্ব আমরা দেখিতে পাই না। জীবনের প্রতি মানুষের বিশেষ মমতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিষম দুঃখে পড়িলেও মানুষ জীবনের প্রতি উদাসীন হয় না। অথচ কখনও দেখা যায়, দুঃখের কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও, কেহ কেহ জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে। "রোগের চিকিৎসা করাইব না, শরীরের প্রতি যত্ন করিব না, শরীর-বিজ্ঞানের নিয়ম পালন করিব না,"—ইত্যাদি ভাব দেখিলে মনে করি, লোকটীর মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, অনেকসময় ইহা, জীবের কর্ম্ম-ঋণ সত্বর পরিশোধ করিবার উপায় মনে করা যায়। জীব যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, ইহা তাহার লক্ষণ। যোগ-দৃষ্টি-বলে দেখা গিয়াছে যে, জীব দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, এইপ্রকার অদ্ভুত আচরণ করিতেছেন। আমরা বুঝি না বলিয়া ব্যস্ত হই, মৃত্যুতে শোক করি। জীব যে দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের জন্য এইপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার অন্যথা হওয়া কঠিন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। যোগবলসম্পন্ন পরাবিদ্যাবিৎ শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস এইরূপ একটী ঘটনা শুনিয়াই ঐ কথাই বলিয়াছিলেন। মৃত্যু সেস্থলে জীবের বাঞ্ছিত। মনের নিম্নস্তরে অবশ্য এইভাব প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু বাহ্যিক আচরণ ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া, ইহা অনুমান করা যাইত। জীব, প্রয়াণমুখ হইয়া দেহযন্ত্রের প্রতি উদাসীন হইলে, এই প্রকার অবস্থা ঘটে।

(ন) Ibid p. 93

(প) Ibid p. 93

পিতৃলোকবাসী কয়েকটী জীবের ইতিহাস—

জীবের পিতৃলোকে অবস্থান সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। উন্নত জীবের ইহা পরম সুখের স্থান। পৃথিবীতে যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, এখানে তিনি অবাধে—সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন। দুই একটী উন্নত জীবের পিতৃলোকের অবস্থান সম্বন্ধে যোগ-বলে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা লিখিত হইল।

প্রার্থনা ও ধ্যান-কালে মৃত আত্মীয় নিকটে আসেন—

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ—

পৃথিবীতে ইনি একজন উচ্চশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মযাজক ছিলেন। (ক) মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কোন যোগবলসম্পন্ন সূক্ষ্মলোক-পর্য্যবেক্ষণকারীকে বলিয়াছিলেন যে, 'মরণমূর্চ্ছা-ভঙ্গের পরে অনেক পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলাম। আমার পিতা ছিলেন এবং অনেক মৃত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণ ছিলেন, অনেক জীবিত লোকের জীবও উপস্থিত ছিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় জীব, স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মলোকে যাইতে পারেন, সুতরাং ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। নানা-প্রকার জ্ঞান-চর্চায় আমার দিন কাটে। প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করি। এখানে শিক্ষাগারে অনেক পুস্তক আছে। আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে জীবিত ব্যক্তিগণও আসিয়া থাকেন। তাঁহারাও গবেষণা করেন এবং স্থূলদেহে ফিরিয়া গিয়া, তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ে অনেক আলোক পাইয়া থাকেন। আমার এখানে ছাত্র আছে। আমি বক্তৃতাদ্বারা ছাত্রগণকে উপদেশ দিয়া থাকি। কখন কখন পুরাবৃত্তের আলোচনাকালে ছাত্রগণের সহিত পুরাতন ঘটনার স্থান-সমূহ দেখিয়া আসি। পৃথিবীতে অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা করা হয় না। আমরা কিন্তু মনে করি এবং দেখিতে পাই যে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একসূত্রে গ্রথিত।* পরস্পরের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। অতীত ও বর্ত্তমান দ্বারা ভবিষ্যৎ সূচিত হইতেছে। মানুষের পক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাব বশতঃ ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না; (ব) আমাদের কিন্তু সে অভাব নাই। ইতিহাসের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে গেলে, এই প্রকার সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ-প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। মৃত আত্মীয়গণকে চিনিতে কষ্ট হয় না

(ক) Science of Seership p. 133
* See Creative Evolution page 40.
(ব) See New Epistemology—Nature of the Physical World p.228

তাহাদের অন্তর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। পৃথিবীতে যাহাদিগকে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগের উপাসনা বা ধ্যানকালে আমি তাহাদিগের নিকটে যাই। অন্যসময় বিশেষ ইচ্ছা না করিলে যাইতে পারি না। **জলবুদ্বুদ যেমন উপরে ভাসিয়া উঠে, সেই প্রকার ভাবে আমি দূরে চলিয়া যাই।** জীবিত আত্মীয়গণের স্তরে যাওয়া সেইজন্য কষ্টকর।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ—

অন্য একব্যক্তি, স্ত্রী ও সন্তানগণকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তিনি পার্থিব আত্মীয়গণের প্রতি অনুরাগ বশতঃ অনেক সময় তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকেন। উপাসনাকালে তাঁহার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত থাকেন। সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন।

মৃত্যুতে প্রকৃত মানুষের কোন পরিবর্ত্তন হয় না—

এইপ্রকার বর্ণনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মৃত্যুতে প্রকৃত মানুষের কোন ব্যত্যয় বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। বস্তুতঃ, মৃত্যু একটী সংস্কারলব্ধ ভীতিমূলক শব্দ মাত্র। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে, জীবের ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। সুতরাং, অনাবিল আনন্দ, সুদীর্ঘকালব্যাপী মিলন, ও সুগভীর শান্তির আশায় আশান্বিত আমরা ক্ষণিক অদর্শন-জনিত দুঃখে কাতর হইব কেন ?

তৃতীয় বল্লী

স্বর্গলোক

কামলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন—

কামলোকের স্থিতিকাল শেষ হইলে, জীব তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়েন; কামলোকের কোন স্পন্দন গ্রহণ করিবার উপকরণ তাঁহার দেহে না থাকায়, তাঁহার সংবিৎশক্তি অধিকপরিমাণে অন্তর্মুখী হয়। তাহার ফলে কামলোক সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন জ্ঞান থাকেনা। মনোময় দেহের উপকরণগুলি সজ্জিত হওয়ায়, মানস-দেহ পরিপুষ্ট হইলে, কামদেহ ত্যাগ করিয়া, জীব মানস-লোকে উপনীত হন। ইহাই স্বর্গের সর্ব্বনিম্নস্তর। পার্থিব-জ্ঞানানুযায়ী একস্থান হইতে স্থানান্তরে, উপরে বা নীচে, নিকটে বা দূরে যাওয়ার কোন ভাব বা ধারণা ইহার মধ্যে নাই, কারণ, ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। জীব যেখানে তাঁহার স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে সেই ঘরের মধ্যে থাকিয়া, তাঁহার ভুবর্লোকের স্থিতিকাল অতিবাহিত করিয়া, সেইখানেই স্বর্লোকে যাইতে পারেন। ইচ্ছা করিলে, সেস্থান ত্যাগ করিয়া, চন্দ্রলোকেও যাইতে পারেন। জীব যখন যে লোকে থাকেন, সেই লোকের বাহিরে দেখিতে পান না। ভুবর্লোকে থাকিবার সময় আমাদের স্থূলজগৎ তিনি দেখিতে পাইতেন না, দেখিতেন এই জগতের সূক্ষ্ম অনুকৃতি। স্বর্গলোকে গেলে, এই জগতের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ না করিলে, আর এ জগতের কোন সংবাদ তিনি জানিতে পারিবেন না। (ভ) তাহা যদি পারিতেন, তবে তাঁহার স্বর্গবাস ব্যর্থ হইত। কেন না, আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ-কষ্ট, মনোভাবের পরিবর্ত্তন, তাঁহাকে সর্ব্বদা পীড়ন করিত। স্বর্গত স্বামী, হয়ত প্রিয়তমার জন্য হৃৎপদ্মে আসন রচনা করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দেখিলেন যে, অল্পদিন অতীত হইতে না হইতেই পত্নী, তাঁহার শূন্যস্থান পূরণ করিয়া লইয়াছেন। 'স্বর্গ' প্রকৃত সুখের স্থান, কোনও প্রকার দুঃখের লেশমাত্রও সেখানে নাই, সুতরাং যে প্রকার ব্যবস্থা হইলে—এই উদ্দেশ্য সফল হয়, সেইরূপ ব্যবস্থাই সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ভ) Death and After p. 61, 62

স্বর্গের উজ্জ্বল চিত্র—

মনে হইতে পারে, কোন্ যশস্বী লেখক স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া এই সকল সংবাদ প্রচার করিতেছেন? ইহা যে কেবল কল্পনা-প্রসূত নয়, তাহা বুঝিব কি প্রকারে? প্রত্যুত্তরে বক্তব্য, প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, অতীন্দ্রিয়ব্যাপার যেভাবে বুঝিতে হয়, ইহা সেই ভাবেই বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষদর্শী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণ যাহা দেখিয়াছেন, আগমে যাহা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে। কামলোকের ভোগ শেষ হইলে, মূর্চ্ছাভঙ্গের পর জীব যখন স্বর্গের নিম্নস্তরে উপনীত হন, তখন যে মহিমময় দৃশ্য তাঁহার গোচরীভূত হয়, তাহা বর্ণনার অতীত। ভুবর্লোকের দৃশ্যসকল, পার্থিব দৃশ্যের অনুরূপ হইলেও, বর্ণ ও আভা-ছটায় অলৌকিক-ধর্ম্ম-সম্পন্ন ছিল, কিন্তু স্বর্গের দৃশ্যের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। মনোহারী সঙ্গীতধ্বনি, অপরূপ আলোক ও জ্যোতিঃ, পুণ্যগন্ধ, স্নিগ্ধ শান্তির উপকরণ সকলে মিলিয়া স্বর্গে যে দৃশ্যপট রচনা করিয়াছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়, অপরিমেয়, অপরিসীম। আনন্দের সেখানে সীমা নাই, সুখের কোন অন্ত নাই, শান্তির কোন অন্তরায় নাই। 'ভূমা'—সুখ ও আনন্দের আকর, চির শান্তিময় সেই জ্যোতির্ম্ময় ধামের বর্ণনা করা কি মানুষের সাধ্য? যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাও কি পারেন না? একথার উত্তরে বলা যায় যে, স্বর্গ অনেক বড় কথা এবং মানুষ অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং স্বর্গের বর্ণনা মানুষে না করিতে পারিলেও ক্ষতি নাই, তাহাকে তজ্জন্য দোষী করা যায় না; কিন্তু অতিশয় সাধারণ জিনিষের সম্বন্ধেও কি আমাদের জ্ঞানের বিষয় ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বিষয় হইতে যে জ্ঞান লাভ করি, কথার দ্বারা কি তাহা ব্যক্ত করা যায়? ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-সুখের তারতম্য কি? বিভিন্ন ফুলের গন্ধের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?—বলা সহজ ব্যাপার নয়। ইক্ষু, ক্ষীর ও গুড় অতি সাধারণ বস্তু, ইহাদের মাধুর্য্যের তারতম্য সরস্বতীও ব্যক্ত করিতে পারেন না। (ম)

ভূমা-আনন্দ—

ভাষায় ব্যক্ত করার যোগ্য না হইলেও 'স্বর্গ' যে পরম সুখের স্থান—তাহাতে সন্দেহ নাই। সেখানে দুঃখ নাই, শোক নাই, অশান্তির কারণ নাই, সুতরাং সুখ না হইবে কেন? সুখের মাত্রাও সেখানে অনেক অধিক। একটু চিন্তা

(ম) "ইক্ষু-ক্ষীর-গুড়াদীনাং মাধুর্য্যস্যান্তরং মহৎ
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং সরস্বত্যাপি নাখ্যতে।" (শঙ্কর ভাষ্য)

করিয়া এই কথাটী বুঝিতে হইবে। আত্মা দ্বারাই আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি। (য) ইন্দ্রিয়গণ 'করণ' মাত্র। উহারা বিষয়ের সঙ্গে জীবের সংযোগ সাধন করে, তাহার ফলে সূক্ষ্ম-দেহে স্পন্দন উপস্থিত হয়। উহা মন ও বুদ্ধি দ্বারা জীবের অনুভূতির বিষয় হয়। সুতরাং, স্থূল-দেহে রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি হইতে যে 'সুখ' অনুভব করা যায়, তাহা দুইটী বহিরাবরণের ভিতর দিয়া জীবের নিকট পৌছায়। সেজন্য তাহার তীব্রতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মনোজগতে এই বিঘ্ন নাই। স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের বাধা নাই, সুতরাং সুখের মাত্রা যে অত্যন্ত অধিক হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। 'অনুভূতি' মনেরই কার্য্য, সুতরাং যেখানে অনুভূতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনের গোচর হয়, সেখানে তাহার পরিমাণ যে অধিক হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

প্রিয়জন-সম্মেলন—

সোণালী রঙের কুয়াসার মধ্য দিয়া, সুখ-স্বপ্নাভিভূত জীবের জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি যখন স্বর্গলোকের দৃশ্যের উপর পতিত হয়, তখন অনির্ব্বচনীয় মহিমময় সৌন্দর্য্য-বিভূষিত পারিপার্শ্বিকের ভিতরে তাঁহার চিরপরিচিত প্রিয়জনের আনন্দোদ্ভাসিত মুখগুলি তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়। তাঁহাদের স্নেহোজ্জ্বল নবীন দেহ-কান্তি-দর্শনে জীবের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। তাঁহার তরুণী ভার্য্যা, তাঁহার প্রিয়তম সন্তানগণ, তাঁহার স্নেহশীলা জননী, সকলেই দীর্ঘ-প্রবাস-প্রত্যাগত জীবকে আদরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছেন। স্বর্গে কোন সুখেরই অভাব নাই। প্রিয়জনগণও সেখানে উপস্থিত আছেন। তবে কি তাঁহারা পৃথিবীতে নাই? তাঁহারা জীবিত আছেন, কিন্তু স্বর্গ এমন স্থান যে, সেখানে জীব যাহাই ইচ্ছা করেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সকলই তাঁহার মানস-সৃষ্ট। তিনি প্রিয়জনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, তাই প্রিয়জনগণ উপস্থিত হইয়াছেন। যে ভাবে তাঁহাদের কথা তিনি চিন্তা করিতে ছিলেন, সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে পাইলেন। তাঁহাদের যে রূপ, যে স্বভাব, যে মনোবৃত্তি তাঁহার প্রিয় ছিল, সেই ভাবেই তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। যে সূত্রাত্মা স্বর্গের উচ্চস্তরে বাস করেন, স্থূলজগতের জীবের চৈতন্যে যিনি আংশিক প্রকাশিত, তিনিই এই সকল চিন্তা-মূর্ত্তিগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি-প্রকরণে

(য) যেন রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্, স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। কঠোপনিষৎ ১।২।৩।

লীলা দেবীর উপাখ্যানে এই বিষয়টী সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। রাজমহিষী লীলা, তাঁহার চিদাকাশে সমুদায় রাজপুরী-সমেত তাঁহার মৃত বৃদ্ধস্বামীকে ষোড়শ-বর্ষীয় যুবকের ন্যায় দেখিয়াছিলেন। (র)

লীলার উপাখ্যান; বৃদ্ধ স্বামীকে যুবার ন্যায় দর্শন ও তাহার কারণ—

বৃদ্ধবয়সে রাজা পদ্ম পরলোকে গমন করিলে, মহিষী লীলা-দেবী, শোকাতুরা হইয়া, সরস্বতীর আরাধনা করিয়া, তাঁহার মৃত স্বামী কোথায় আছেন—দেখিতে চাহেন। সরস্বতীর বরে লীলা-দেবী সমাধি অবলম্বন করিয়া, নিমেষের মধ্যে দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া, মনোময় দেহ লইয়া বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামী, সমুদায় পরিজন ও অমাত্যবর্গ-সহ রাজসভায় বসিয়া আছেন; পূর্ব্বে যেমন থাকিতেন ঠিক্ তদ্রূপ। সেই নগর, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষাদি, রাজসভা, মন্ত্রিবর্গ,—কোন প্রভেদ নাই। কেবল পার্থক্য এই যে, তিনি দেখিলেন—তাঁহার স্বামী ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় আকৃতি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই বৃদ্ধ-বয়স ও জরাগ্রস্ত দেহ আর নাই। এই পরলোকের নগর ও সমুদায় দৃশ্য, সমাধি-ভাবাপন্না লীলাদেবীর চিদাকাশে প্রতিভাত। লীলাদেবী যোগবলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া, স্বর্লোকের প্রতি তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু নিযুক্ত করিয়া, যাহা যাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সবই তাঁহার অনুভূতি অনুসারে দেখিতে পাইলেন। অশীতি-পর বৃদ্ধ রাজাকে দেখিলেন 'যুবক'। অন্য কোন ব্যক্তির বা পদার্থের কোন পরিবর্ত্তন দেখিলেন না। উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী লীলা, নববধূর বেশে যে দিন ভূপতি পদ্মের সহিত শুভদৃষ্টি-পাশে বদ্ধ হইয়া, অনন্ত মিলন-রহস্যের এক পরম রমণীয় অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিলেন, স্বামীর সেই দিনের প্রেমোজ্জ্বল তরুণ-মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়াছিল। সরস্বতীর বরে যোগদৃষ্টিসম্পন্না লীলা দেবী

(র) প্রাক্তনানেব তান সর্ব্বান্ স্বান দদর্শ সমাগতান্। ৩৪।

* * *

তদ্দেশাংস্তৎসমাচারাংস্তথা তানেব বালকান্।
তাএব বালবনিতাস্তাংস্তানেব চ মন্ত্রিণঃ॥ ।৩৫।
তানেব ভূমিপালাংশ্চ তাংস্তানেব চ পণ্ডিতান্।
তানেব নর্ম্মসচিবান্ ভৃত্যাংস্তানেব তাদৃশান্॥ ৩৬।

* * *

মহীরুহ-নদীশৈল-পুরপত্তন-মণ্ডিতম্। ৩৭।

* * *

দ্বিরষ্টবর্ষং ভূপালং প্রাক্তন্যা জরসোজ্ঝিতম্।
প্রাক্তনীং জনতাং সর্ব্বাং সমস্তান্ গ্রামবাসিনঃ। ।৪০।
যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণ সপ্তদশ অধ্যায়।

আজ তাঁহার মনোময় মূর্ত্তি লইয়া, যখন মৃত স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সেই মূর্ত্তিই দেখিলেন। পরিজন-বর্গ কিম্বা অন্য কোন পদার্থ বা ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিবার কোন কারণ হয় নাই, সেজন্য সে সকলের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন না।

স্বর্গে জীবের সত্যসঙ্কল্পতা-হেতু প্রিয়জন-মিলন—

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বর্গে জীব সত্যসঙ্কল্প হন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তখনই তাহা লাভ করেন। পিতা, মাতা, ভগ্নী, পত্নী,—ইচ্ছা মাত্রেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, এবং তদ্দ্বারা জীব মহিমময় হন।(ল) সুতরাং লীলাদেবীর নিকট ঐ সকল দৃশ্য যে প্রকটিত হইবে, তাহাতে অসম্ভব ব্যাপার কিছুই নাই।

জীব যখন ভুবর্লোকে স্থিতিকালের অন্তে মনোময়-দেহ গঠন করিবার সময় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, তখন পার্থিব বিষয়ের কামনা তাঁহার মনে বিশেষ কিছু থাকে না, কিন্তু উচ্চবৃত্তিগুলি নষ্ট হয় না। ভালবাসার উৎপত্তি-স্থান ভগবান্। হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলির মধ্যে প্রেম সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করে। সুতরাং, যে সকল প্রিয়জনের চিন্তা করিতে করিতে তিনি স্বর্গলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন, সেখানে গেলেই প্রথমেই যে সেই সকল চিন্তনীয় ব্যক্তিগুলি পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহাদের যাহা ভাল ভাব, সেই ভাবেই সকলকে অনুপ্রাণিত দেখিবেন। যে মূর্ত্তি তাঁহার ভাল লাগিত, সেই মূর্ত্তিই দেখিবেন। বৃদ্ধ স্বামীকে দেখিবেন 'যুবক,' প্রৌঢ় পুত্রকে দেখিবেন 'কুমার কিশোর'। পৃথিবীর সঙ্গে জীব, তখন আর সম্বন্ধ রাখিবেন না। অনন্ত সুখময় শান্তি ও অপার আনন্দের মধ্যে নিজের জগৎ নিজে রচনা করিতে থাকিবেন। বস্তুতঃ ঐসকল পদার্থ জীবের হৃদয়াকাশে অধিষ্ঠিত আছে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সকলই হৃদয়াকাশে নিহিত। জ্ঞানী উহা দেখিতে পান।

(ল) য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। ছান্দোগ্য ৮।১।৬।

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। ৮।২।১ ছান্দোগ্য।

এইরূপে মাতৃলোক, পিতৃলোক, স্বসৃলোক, সখিলোক, স্ত্রীলোক ইত্যাদি কামনা করিলে তখনই সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ৮।২।২—৮।২।১০ ঐ।

শ্রুতি বলিতেছেন—আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, পরলোকে গমন করিলে, জীব সত্যসঙ্কল্প হন। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন—স্বর্গলোকবাসী হইলেই জীব এই ক্ষমতার অধিকারী হন।

See Death and After P. 65.

অজ্ঞানী জন ভূগর্ভ-নিহিত রত্নের উপর হাঁটিয়া বেড়াইলেও যেমন তাহার বিষয় জানিতে পারেন না, সেইরূপ নিজ হৃদয়াকাশস্থিত আত্মীয়গণের সহিত বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকল ব্যক্তিরই সুষুপ্তিকালে সাক্ষাৎ হইলেও বিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ উহা জানিতে পারেন, অন্যলোকে তাহা পারেন না। * আমরা সুষুপ্তিকালে— অর্থাৎ স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় অভিভূত হইলে, প্রত্যহই স্বর্গবাসী মৃত আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত মিলিত হইতে পারি, কিন্তু নিদ্রা-ভঙ্গে কোন কথাই মনে থাকে না। জ্ঞানী জন সমাধি-দশায় লীলাদেবীর মত মৃত প্রিয়জনের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। হৃদয়াকাশই ব্রহ্মপুর। সুষুপ্তিকালে জীব সেখানে যান বটে, কিন্তু কর্ম্মসূত্রে যুক্ত থাকে বলিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যান না, নিদ্রাভঙ্গে আবার আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কৈবল্য উপনিষদে এই বিষয়টী অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। (ব)

স্বর্গে জীবের পার্থিব বিষয়ের স্মৃতি অক্ষুন্ন থাকে—

স্বর্গলোকে পুনর্জন্মলাভের পর জীবের পার্থিব-জীবনের সকল কথাই মনে থাকে। পার্থিব-জীবন যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, তবে বিকশিত জীবনের ঘটনা, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু সেখান হইতে পৃথিবীর সহিত তাঁহার সংস্রব রাখা চলে না। (শ) পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজন-গণ সুষুপ্তিকালে তাঁহার নিকট যাইতে পারেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(*) অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। ছান্দোগ্য ৮।৩।২

(ব) স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা
স্বমায়য়া কল্পিত জীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
কৈবল্য।

পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ
স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ
পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীব-
স্তুতস্তু জাতং সকলং বিচিত্রং
আধারমানন্দ-মখণ্ডবোধং
যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ। কৈবল্য।

স এব মায়া-পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি। কৈবল্য

অপিচ
স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ।
বেদান্তদর্শন ৩।২।৯

(শ) Death and After p. 62.

স্বর্গবাসী জীব মানসদেহ লইয়া স্বর্গে যান। আত্মা, বুদ্ধি ও মন—এই তিনটী দ্রব্যের দ্বারাই জীব গঠিত। আত্মা কোন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি নয়, কারণ, সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজিত। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যাহা প্রবেশ করে, তাহা ঐ আত্মার জ্যোতিঃ রশ্মি মাত্র। (ষ) সেইজন্য একের বিনাশে অন্যের বিনাশ হয় না। একের কর্ম্মফল অন্যকে আশ্রয় করে না, বা মিশ্রণ ঘটিতে পারে না। বেদান্তের প্রতিবিম্ব-বাদ এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছে। (স) মায়ায় আচ্ছন্ন থাকেন বলিয়া, স্বর্গের নিম্নস্তরবাসী, তাঁহার অতীত জীবনের কথাই কেবল মনে করেন। সেখানে যাহা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই তিনি স্বর্গে আসিয়া ভোগ করেন। যে শস্যের বীজ, তিনি কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে বপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফল তাঁহার প্রাপ্য। স্বর্গ ভোগভূমি, পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মানুযায়ী ফল তাঁহাকে পাইতে হইবে, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য কর্ম্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে থাকে, এবং জীব স্বর্গসুখ ভোগ করেন। (হ)

স্বর্গবাসী, প্রিয়জনের সঙ্গ-সুখ ভোগ করেন—

স্বর্গবাসী, জ্ঞানের উন্নত স্তরে বাস করেন। জীব যখন স্থুলদেহে আবদ্ধ থাকেন, তখন স্থূলদেহের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। কামলোকেও তাঁহার বাসনা-দেহ ঐ কাজ করে। মানস-লোকে মানস-দেহ তাঁহার অবলম্বন। এই দেহ দ্বারাই তাঁহার সুখ-ভোগ হয়। পৃথিবীতে আমাদেরও এই সকল দেহ আছে। প্রিয়-বিয়োগে যে কষ্ট বা দুঃখ হয়, কামদেহ, আতিবাহিক-দেহ ও স্থুলদেহের স্পন্দনই তাহার কারণ। প্রিয়জনের মৃত্যু হইলে, কামদেহের যে তীব্র স্পন্দন আরম্ভ হয়, তাহাই আমাদের দুঃখের কারণ। সকল প্রকার স্পন্দনের ন্যায় এই স্পন্দন ক্রমশঃ মৃদু হইতে আরম্ভ করে, ফলে কালক্রমে শোকের প্রভাব কমিয়া যায়। আমাদের মানসদেহে কিন্তু দুঃখ-শোকের কোন অধিকার নাই। সেখানে জ্ঞানের উন্নতস্তরে কোন বিচ্ছেদ নাই, কোন শোক নাই, কোন দুঃখ নাই। সেখানে আছে চিরশান্তি, চির সুখ, অবিমিশ্র আনন্দ। স্বর্গবাসী জীব, তাঁহার আত্মীয়গণের জ্ঞানের নিম্নস্তরের সহিত সংস্রব রাখেন না, সুতরাং, পৃথিবীতে তাঁহারা যে প্রকার ভাবেই জীবন যাপন করুন না কেন, স্বর্গবাসী তাহা জানিতে পারেন না। জ্ঞানের উচ্চ

(ষ) Death and After p. 62. also Key to Theosophy p. 69

(স) আভাস এবচ। বেদান্তদর্শন ২।৩।৫০

(হ) Death and After p. 63.

স্তরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, সুতরাং তিনি প্রিয়জনগণকে সর্ব্বদা সুখশান্তির আবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিত দেখেন। স্বর্গবাসীর পক্ষে মৃত্যু একটী অলীক স্বপ্নমাত্র। কেননা, যে দেহে তিনি বাস করেন, প্রিয়গণের যে দেহের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তাহার উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। স্থূল জড়ের আবরণই বিনশ্বর, তাহাই আমাদের বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। এই আবরণ যেখানে নাই, মৃত্যু সেখানে নাই। (ক্ষ) পুরাণে আমরা অনেক মানসপুত্রের কথা দেখিতে পাই। তাঁহারা অমর, তাঁহারা চিরজীবী। অন্যত্র প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের কথার আলোচনা করা যাইবে।

দাম্পত্য-প্রেম সকল এষণার মূল—

ভগবান্‌ই রসের উৎপত্তি-স্থান। তিনিই রস—"রসোবৈ সঃ"। যাহাকে আমরা সাধারণ কথায় 'মনোভাব' বলি, তাহাই 'রস'। ভালবাসার মূল অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহা রসের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সংসার-বন্ধনের প্রধান উপকরণ হইলেও সংসারের ন্যায় ইহা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী নহে। ইহার উপর কালের কোন আধিপত্য নাই—সর্ব্বহর মৃত্যুর কোন প্রভাব নাই। ইহা শাশ্বত, অনন্তকালস্থায়ী। মানুষের মৃত্যু হইলেও আত্মাকে আশ্রয় করিয়া 'প্রেম' স্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করে। (ক) স্বর্গবাসী জীবের প্রেমাস্পদ স্বজনগণের সহিত মিলনের প্রধান হেতু-স্বরূপ প্রেম সেখানে নিজের রাজত্ব স্থাপন করে। পবিত্র, অনাবিল, নিঃস্বার্থ প্রেমের পরাভব কোথাও নাই। স্বর্গেও প্রেমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। মৃত্যু তাহাকে জয় করিতে পারে না। স্বর্গতা জননী, তাঁহার প্রিয় সন্তানগুলির প্রতি ভালবাসার আকর্ষণের ফল-স্বরূপ স্বর্গেই তাহাদিগের মধ্যে বাস করেন। কেবল কল্পনা-বলে নহে, মাতার অন্তঃকরণে অনুভূত বাস্তব সত্যরূপে তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার সঙ্গেই বাস করে। (খ) তিনি তাহাদের স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত সত্তা হইতে ক্ষণমাত্রের জন্যও বিচ্ছিন্ন নহেন। তাঁহার প্রিয়তমের কথা কি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন? তাহা নহে। প্রিয়তমের সহিত

(ক্ষ) Death and After p. 66

(ক) * * * তবু প্রেম বলে
সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির অধিকার লিপি * *

* * মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী-প্রেম, আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার। * *

রবীন্দ্র নাথ

(খ) And it is not in the fancy of the Devachani as some may imagine, but in reality. For pure divine love is not merely the blossom of human heart but has its roots in eternity.

Key to Theosophy p. 101

মিলিত না হইলে, তাঁহার স্বর্গসুখের কোন মূল্যই থাকে না ; উহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। দাম্পত্য-প্রেমের সহিত স্বার্থ জড়িত থাকে—এ কথা মনে করিবার কোন হেতু নাই। এই প্রেমই, প্রেমরাজ্যের অধীশ্বর, সমুদায় প্রেমের আকর। এই প্রেমের ফলস্বরূপ যে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম, তাহা ভগবানের অংশ। (গ) আলঙ্কারিক-গণের মতে স্বয়ং বিষ্ণুই এই রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকের পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, হিতৈষণা প্রভৃতি যত প্রকার এষণা বা কামনা আছে, পুত্রৈষণা তাহার মূল। বিত্তকামনা ইহা হইতেই জন্মে, আর ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয় প্রথম দুইটীর ফল-স্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (ঘ)

স্বর্গলোকে মিলন, মনের মিলনের উপর নির্ভর করে—

পুরুষের পঞ্চম পঞ্জরাস্থি হইতে জায়া উৎপন্ন হইয়াছে কি না—এই পুরাতত্ত্বের আলোচনায় কোন ফল নাই, কিন্তু ইহা সত্য যে, কাম্য বস্তু সকলের মধ্যে প্রধান, ধর্ম্মের সাধন, পুরুষের কৃৎস্নত্ব—বা সম্পূর্ণতা-লাভের কারণ পত্নীর সহিত পতির অভেদ আত্মসম্বন্ধ বিরাজিত। আত্মা একাই ছিলেন, তাঁহার কামনার ফলে 'জায়া' উৎপন্ন হইল। জগতে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার কামনার অধিকারের বাহিরে আর কাম্য বিষয় নাই। (ঙ) শ্রুতির এই বাণী সকল সন্দেহ দূর করিতেছে। পঞ্চাগ্নি-সাধনের জন্য জায়ার প্রয়োজনও শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট। স্বার্থের বিচার করিয়া স্বর্গের সুখ নিয়ন্ত্রিত হয় না। পবিত্র প্রেম ও স্নেহের আধার—যে কোন পদার্থই হউক্ না কেন, স্বর্গবাসী, তাহার কোনটী হইতে বঞ্চিত হ'ন না। উৎসারিত অনাবিল প্রেম, তাঁহার সকল কাম্য পদার্থকে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহার সুখের পরিপূর্ণতা সাধন করে। তাঁহার প্রেমাস্পদ স্বজনবর্গ মিলিত হইয়া, তাঁহাকে সঙ্গ দান করে, এবং পার্থিব-জীবনের দুঃখের অবসানে তিনি "শাশ্বতীঃ সমাঃ"—অর্থাৎ বহু শত বৎসর এক সঙ্গে স্বজনগণের সহিত বাস করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে সময় অতিবাহিত করেন। স্বর্গলোকে মিলন, হৃদয় ও মনের মিলনের উপর নির্ভর করে। যাহাদের মধ্যে অন্তরের সহানুভূতির অভাব, কেবল বাহ্যিক বা দৈহিক

(গ) গীতা ৭।১১

ফ্রয়েড্ প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, সমুদায় কার্য্যকরী শক্তির মূলে আছে যৌনপ্রবৃত্তি। উহা হইতে ফিরাইয়া লইয়া মানুষ অন্য দিকে ঐ কার্য্যশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

The Common Neurosis by Ross P. 178

(ঘ) বৃহদারণ্যক শ্রুতি ১।৪।১৭ শঙ্করভাষ্য।

(ঙ) আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব, সোঽকাময়ত—জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি এতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছন্ চ ন অতঃ ভূয়ঃ নবিন্দেৎ।

বৃহদারণ্যক। ১।৪।১৭

সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহাদের সহিত স্বর্গে মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশ ও কালের দ্বারা এই লোকে বিচ্ছেদ ঘটে না। বিচ্ছেদের কারণ সহানুভূতির অভাব।

স্বর্গের বিভিন্ন স্তর ও রূপ-ভূমি—

কামলোকের ন্যায় স্বর্গের সাতটী স্তর আছে। নিম্ন চারিটী স্তর 'রূপভূমি'। মানস-দেহ ধারণ করিয়া জীব এখানে বাস করেন। এখানে তাঁহার মূর্ত্তি আছে, লিঙ্গত্ব আছে। আমরা দেখিলে পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজনগণকে এখানে চিনিতে পারিব। পার্থিব-স্মৃতিও তাঁহাদের পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। (চ) সাধারণ মানুষের স্বর্গে স্থিতিকাল এখানেই অতিবাহিত হয়। উচ্চতর স্তরে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকেরই নাই। গেলেও সেখানে বাস-কাল অতিশয় কম। এই উচ্চস্তর তিনটী, জীবের প্রকৃত বাসস্থান। ইহা 'অরূপ ভূমি'। এখানে জীবের কোন বিশেষ 'রূপ' থাকে না। কারণ-দেহ অবলম্বন করিয়া, জীব এখানে অল্পসময়ের জন্য বাস করেন। (ছ) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মার জ্যোতিঃ বা রশ্মি মাত্র জীবের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাই দেহস্থিত চৈতন্য নামে অভিহিত হয়। জীব যে লোকেই বাস করেন, আত্মা তাঁহার নিজস্থান হইতে কোথাও যান না। সেজন্য ইহাই আত্মার প্রকৃত বাসস্থান।

স্বর্গে পার্থিব-জীবনের অভিজ্ঞতা শক্তিতে পরিণত হয়—

জীব স্বর্গে যে কেবল সুখভোগ করেন, তাহা নহে। পার্থিব-জীবনের তাঁহার যে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের যে বিকাশ, এখানে তাহা ধীরে ধীরে শক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তি লইয়া মানুষ জন্মান্তর গ্রহণ করে। (জ) মানুষের মধ্যে সাত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মধ্যে দার্শনিক-ভাব, এবং কাহারও মধ্যে বৈজ্ঞানিক-ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। কেহ কলা-বিদ্যানিপুণ, কেহ বা ভক্তি-প্রবণ, কেহ বা অনুষ্ঠানপ্রিয়, কেহ বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কেহ বীর। মানুষের উন্নতির ধারা এই সপ্ত আদর্শের কোন না কোনটীকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাহিত হয়। (ঝ) স্বর্গবাস-কালে, মানুষ, তাহার অর্জ্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধি-সম্পৎ স্বীয় স্বীয় আদর্শের পথে চালিত করিয়া পরিণতি লাভ করিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে।

(চ) Ancient Wisdom P. 138

(ছ) পুনর্জন্মের কারণ বলিয়া এই দেহের নাম 'কারণ-দেহ'।

(জ) Ancient Wisdom p. 139

(ঝ) First Principles of Theosophy p. 108

'স্বর্গের স্তর' বলিতে কি বুঝায়—

প্রাচীনকালে মুনি ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টি-বলে ত্রিলোক ও ত্রিকালের বিষয় জানিতে পারিতেন। তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আমরা পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারি। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইলে, অনেক প্রকার বিভূতি-লাভ সম্ভব হয়। যোগাভ্যাস দ্বারা সকলেই এই ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন। বর্ত্তমান-যুগেও অনেক মহাপুরুষ এই শক্তি লাভ করিয়াছেন। পরাবিদ্যার আলোচনা, তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য। যোগবলে তাঁহারা ত্রিলোকের সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। প্রত্যহই তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্ব-প্রচার কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, বহু পরীক্ষাদ্বারা তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই পরাবিদ্যারূপে জগতে প্রচারিত হইতেছে। এই সকল বিষয় কল্পিত নয়, সুপরীক্ষিত। সুতরাং, ইহাকে 'বৈজ্ঞানিক সত্য' মনে করা যাইতে পারে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম 'যোগ।' কঠোর অধ্যবসায় ব্যতীত ইহা আয়ত্ত করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ত্তমান আছে, কঠোর সাধনা দ্বারা সেই শক্তিকে বিকশিত করিয়া, যাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা 'আপ্ত'-পদ-বাচ্য, সুতরাং তাঁহাদের উক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তাঁহাদের বর্ণিত বিষয় পাঠ করিলে, আমরা স্বর্গের প্রত্যেক স্তরের প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারি. কিন্তু এই সকল অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার ভাষায় বর্ণনা করা কষ্টকর এবং এই সকল ভাবব্যঞ্জক শব্দ সংগ্রহ করাও কঠিন; সুতরাং, স্বরূপ বুঝিতে গেলে বিষয়টী চিন্তা করিতে হইবে। শব্দ অনেক সময় ঠিক্ ভাবকে ব্যক্ত করিতে না পারিলেও অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, অনেক সময় 'স্তর' শব্দটী ব্যবহৃত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন লোক ও ভিন্ন ভিন্ন দেহের কথা বলা হইতেছে। ইহা আমাদের সহজবোধ্য পারিভাষিক শব্দ মাত্র। আলমারির সেল্‌ফ বা তাকের ন্যায়, কয়লার খনির স্তরের ন্যায় 'স্তর' এখানে নাই। সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বস্তর ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত। একস্তর হইতে অন্য স্তরে যাওয়ায় স্থানান্তর-গমনের কোন ভাব নাই। এক স্থানে থাকিয়া কেবল জ্ঞানের প্রসারণ বা সঙ্কোচন দ্বারা, এক স্তর হইতে অন্যস্তরের যে জ্ঞান হয়, তাহাকেই 'যাওয়া' বলা হয়।

স্বর্গ-বাসের ঐকদেশিকত্ব :—প্রথম স্বর্গ বা স্বর্গের প্রথম স্তর

কামলোকের ন্যায় স্বর্লোকেও সাতটী স্তর আছে। কামদেহ ত্যাগ করার পর জীব, নিজের অর্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গমন করেন।

পারিবারিক-জীবনে যিনি স্নেহমমতার বন্ধনে সকলকে সুখী করিয়া, স্বার্থশূন্যতার পরিচয় দিয়া, পবিত্রভাবে কালাতিপাত করিয়াছেন, বন্ধু-বান্ধব সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখাইয়া এবং গার্হস্থ্যাশ্রমের অবশ্যকর্ত্তব্য পালন করিয়া, যাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়াছে, তিনি স্বর্গলোকের প্রথম স্তরে স্থান পাওয়ার যোগ্য। একটী লোক, মুদিখানার দোকানের আয় দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেন। পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসা ছিল। ব্যবসায়ে কোন প্রকার অসাধুভাব কখন ছিল না। অভ্যাস-মত রবিবারে গির্জ্জায় যাইতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার একটা ভাসাভাসা-ভাব ছিল। উহার মর্ম্ম বুঝিতে কোন বিশেষ চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই। মৃত্যুর পরে যথাসময়ে তাঁহাকে স্বর্গের প্রথমস্তরে দেখা গিয়াছিল। (ঞ) পরিজনবর্গসহ তিনি পরম-সুখে বাস করিতেছিলেন। পরিবারবর্গের জন্য এই ব্যক্তি উদয়-অস্ত পরিশ্রম করিতেন। নিজের ব্যক্তিগত সুখের কথা কখনও চিন্তা করেন নাই। স্বর্গে যাইয়া, তিনি স্বার্থত্যাগের মহামন্ত্র অভ্যাস করিতেছিলেন। যদিও এই মহান্ ভাব বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই, তবুও পরজন্মে এই ভাবের বৈশিষ্ট্য তাঁহার জীবনে দেখা যাইবে।

কর্ম্মের নিয়ম অনুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে, পার্থিব জীবনের উচ্চ লক্ষ্য এবং কামনা, স্বর্গবাস-কালে দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের ফলে শক্তিতে পরিণত হয়। এইরূপে পুনঃপুনঃ চিন্তার ফলে তদ্ভাব-প্রবণতা উৎপন্ন হয়। 'সঙ্কল্প' কর্ম্মে পর্য্যবসিত হয় এবং এ জগতের অভিজ্ঞতা ঐ প্রকারে জ্ঞানের উৎপত্তিহেতু হয়। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হইতে বিবেকবুদ্ধির বিকাশ হয়। (ট) সুতরাং, স্বর্গবাস কেবল সুখের নিদান নয়, ভাবী জীবনের উন্নতিরও দ্বার-স্বরূপ। এইরূপে জীব কখনও ভাবময়, কখনও কখনও বা কর্ম্মশীল হইয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। স্বীয় প্রকল্পসিদ্ধিই তাঁহার লক্ষ্য।

নিবিড় প্রণয়-বন্ধন-হেতু স্বর্গে দাম্পত্য-জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—

এই প্রকারে অনেকবার পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত না হইলে, যাঁহাদের জীবনে কিঞ্চিন্মাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসার বিকাশ হইয়াছিল, তাঁহারা কিছু সময়ের জন্যও স্বর্গে বাস করিয়াছেন। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা উঠিলে প্রথমেই মাতৃস্নেহের কথা মনে আসে। স্বামী-স্ত্রীর

(ঞ) The Devachanic Plane p. 43
(ট) Karma by Annie Besant p. 42

মধ্যে দাম্পত্য-জীবনে যে ভালবাসা ছিল, তাহার মধ্যে স্বার্থের সংস্রব ছিল কি না, এই বিষয়ের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ সকলের পক্ষে সমান নয়, এবং ভাব-বন্ধনের তারতম্য অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। দাম্পত্য-প্রেমের প্রকৃত আদর্শের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধের স্থান গৌণ। যুগল আত্মার একত্ব-সাধন, সম্পূর্ণ ব্যতিকর-ভাব, ক্ষীর-নীর-মিশ্রণ, দাম্পত্য-প্রেমের প্রকৃত আদর্শ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেখানে এইরূপ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বিরাজিত, যৌন-বন্ধন-জনিত স্বার্থের প্রশ্ন সেখানে উঠিতে পারে না। নিজের প্রতি নিজের যে কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি স্বার্থের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে পতি-পত্নীর মধ্যে স্বার্থের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করা যায় বটে, কিন্তু 'শীতাতপ হইতে শরীর-রক্ষা করিব, ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিব, রোগ হইলে ঔষধ ব্যবহার করিব, আত্মোন্নতির জন্য শিক্ষা ও দীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিব,"—এই সকল বিষয়ে কেহই মনে করেন না যে, স্বার্থের বশীভূত হইয়া, নিজের জন্য এই প্রকার কার্য্য করা হইতেছে। পত্নী যখন স্বামীর কৃত ধর্ম্মকার্য্যেরও ফলভোক্ত্রী, (ঠ) সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের প্রধান সাধন, তখন উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। শাস্ত্রানুসারে অনাশ্রমী ব্যক্তির পুনঃসংস্কার আবশ্যক। (ড) শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যখন অন্য কোন শরীর জন্মে নাই, তখন হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট আত্মা বিরাট্ প্রজাপতিরূপে একমাত্র ছিলেন। (ঢ) তিনি একাকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; সেইজন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না; তিনি আপনার দ্বিতীয় কামনা করিলেন। পরে তিনি পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পতি-পত্নীরূপে ব্যক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, পত্নী-রহিত নিজ দেহকে অর্দ্ধাংশ-শূন্য শস্যবীজের ন্যায় বলিয়াছেন। (ণ) ভার্য্যা যখন পতিরই অংশ, একটী অখণ্ড

(ঠ) পত্যুর্ণো যজ্ঞসংযোগে। পাণিনি ৪।১।৩৩

(ড) সমাবর্ত্তনের পর পত্নীবিরহিত হইয়া যিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকেন, তাঁহাকে 'রণ্ডাশ্রমী' বলে। তাঁহার কোন বৈদিক কর্ম্মে অধিকার থাকে না।

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ
আশ্রমেন বিনা তিষ্ঠন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

(ঢ) "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। বৃহদারণ্যক ১।৪।১

(ণ) স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুরুষৌ সম্পরিষক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদিদ-মর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। বৃঃ আঃ ১।৪।৩। উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের সংক্ষিপ্ত

দ্রব্যের দুইটী প্রকাশ মাত্র, তখন পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের কল্পনায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। সুতরাং, মনে করিতে হইবে যে, পবিত্র-ভাবে দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করিলে, স্বর্গে তাঁহারা পূর্ব্বস্মৃতি-বলে পুনরায় মিলিত হইবেন। অগ্র-পশ্চাৎ গমন করিলে, যিনি প্রথমে স্বর্লোকে যাইবেন, তিনি তথায় যাইয়া প্রিয়কে আত্মস্বরূপে পাইবেন—অর্থাৎ প্রিয় সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রকার ধারণা বা বাসনা, তদনুরূপ আকারে তাঁহাকে পাইবেন।

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বর্গবাসী স্বামী, সঙ্কল্প-বলে পত্নী সৃজন করিয়া তাঁহার সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু পত্নীর মৃত্যু হইলে, যখন তিনি স্বর্গে আসিবেন, তখন কি স্বামী দুইটী পত্নী লাভ করিবেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, স্বর্গের ঐকদেশিত্ব-হেতু পত্নী, স্বামী যেখানে আছেন, সেখানে নাও আসিতে পারেন। আর আসিলেও স্বীয় প্রিয়তমার দর্শনে সঙ্কল্পপ্রসূতা পত্নীর প্রতি সঙ্কল্পের অভাব-হেতু সেই মূর্ত্তি লয়-প্রাপ্ত হইবে, নতুবা নবাগতা প্রিয়তমার মানস-দেহে বিলীন হইয়া যাইবে। স্বর্গবাসী স্বামীর অনুভূতি একই প্রিয়তমায় নিবদ্ধ থাকিবে।

স্বর্গবাসী বহুলোকের ইষ্ট হইয়া বিভিন্ন স্বর্গে বাস করিতে পারেন—

একজন স্বর্লোকবাসী, অনেক ব্যক্তির ইষ্ট হইতে পারেন। তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও স্বর্গত বহুলোকের সহিত একত্র বাস করিতে পারিবেন। মানস-লোকের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কি প্রকারে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রিয়গণ স্ব স্ব মনোবৃত্তির অনুযায়ী পৃথিবী-বাসী কোন জীবিত ব্যক্তির মূর্ত্তি রচনা করিয়া লইতে পারেন, এবং অরূপ-স্তর-বাসী আত্মার যে বিকীর্ণ জ্যোতিঃ তাঁহার স্থূলদেহকে চৈতন্যময় করিয়াছে, তাহারই জ্যোতিঃ, ঐ সকল সঙ্কল্পিত মূর্ত্তিগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। স্বর্গবাসী জীবের পূর্ব্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং স্বর্গের নিম্নস্তরে তাঁহার পার্থিব-দেহের আকৃতির অনুরূপ মানস-দেহ বর্ত্তমান থাকে। (ত) উচ্চস্তরে যখন তাঁহার স্থান,

তাৎপর্য্য এই যে. স্ত্রী-স্বামীতে অভেদ সম্বন্ধ, সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, আকাশের ন্যায় শূন্য প্রায় এই দেহ নিশ্চয়ই স্ত্রী দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে।

(ত) The Devachanic Plane Page 50 এবং "সবাএব পুরুষবিধঃ। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।২৯ এবং শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কারণ-দেহ আশ্রয় করে, তখনই তাঁহার ব্যক্তিত্ব সত্তায় পর্য্যবসিত হয়। পুনর্জন্মের অল্পকাল পূর্ব্বে জীব এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। (থ)

এই লোকে দিন-রাত্রির কোন প্রভেদ নাই। কামলোকের ভোগের অন্তে, জীব, যখন বাসনা-দেহ ত্যাগ করিয়া, মানস-দেহ আশ্রয় করিয়া, স্বর্গে উপস্থিত হইয়া, তন্দ্রাভাব ত্যাগ করিয়া, নূতন পারিপার্শ্বিক দেখিতে পান, তখন তাঁহার যে অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হয়, তাহা পার্থিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ অপেক্ষাও বহু শতগুণ অধিক এবং সেই নিরতিশয় আনন্দের মধ্যে তাহার স্বর্লোকের জীবন অতিবাহিত হয়।

স্বর্গে ভাবের আদান-প্রদান—

স্বর্গবাসীর পক্ষে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বাক্য ব কথার প্রয়োজন হয় না। চিন্তা মনে উদিত হওয়া মাত্রই, যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাব মনে উদিত হয়, তিনি তাহা জানিতে পারেন। এখানে মনে মনে কথা হয়, সুতরাং ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। (দ)

স্বর্গের দ্বিতীয় স্তর ও সেখানকার অধিবাসী—

স্বর্গের দ্বিতীয়-স্তর ভক্তের বাসভূমি। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশুখৃষ্ট, জননী মেরী—ইঁহাদের যে মূর্ত্তিতে যিনি আকৃষ্ট এবং যিনি যাহার পূজক বা যাঁহার আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এই লোকে তাঁহারা সকলেই সেই স্বীয় উপাস্য-দেবতার পূজায় ব্যাপৃত থাকিয়া পরমসুখে সময় অতিবাহিত করেন। যাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিবার দরকার মনে করেন না, সেইজন্য তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক না হইলেও, তাঁহারা এইলোকে স্বজন-গণের সহিত পরম সুখে বাস করেন। আত্মার উন্নতির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিই বৈশিষ্ট্য লাভ করে। (ধ) মূর্ত্তিপূজা অর্থাৎ—অব্যক্ত নির্গুণ বস্তুতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার পূজা করা (ন) (Anthropomorphic Form of Religion) স্বর্গপ্রাপ্তির অন্তরায় হয় না, বরং সাহায্য করে, কিন্তু আত্মার উন্নতির জন্য জ্ঞানচর্চ্চার আবশ্যক হয়। মূর্ত্তিপূজা যে জড়বাদ অপেক্ষা শ্রেয়—তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ জড়বাদী

(থ) Ibid p. 50
also Ancient Wisdom p. 134

(দ) Devachanic Plane p. 13

(ধ) তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ একভক্তির্বিশিষ্যতে। গীতা

(ন) "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।" গীতা Devachanic Plane p. 50

মহাবিদ্বান্ হইলেও স্বর্গলোকে তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। (প) পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এমন ঘটনা দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যুর পরে যে কোন অবস্থা থাকিতে পারে—যাহাতে জ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহা বিশ্বাস না করায় কোন জড়বাদী 'পরলোকে গিয়াছেন' ইহা বুঝিতে পারেন নাই। অদৃশ্য-সাহায্য-কারীর মধ্যে একব্যক্তি ছিলেন—তাঁহার বন্ধুর পুত্র, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেন। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণের দপ্তরে (Record) এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। (ফ) বহুপর্য্যবেক্ষণের ফলে যে সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি।

স্বর্গের তৃতীয়-স্তর ও সেখানকার অধিবাসী—

যাঁহারা জীবনে ভগবানে মন সমর্পণ করিয়া বিশ্ব-মানবের হিতার্থে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গলোকের তৃতীয়স্তরে বাস করেন। জীবনে তাঁহারা লোক-হিতার্থে বড় বড় কাজের কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সুযোগ বা সুবিধা না হওয়ায় ঐ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কাজ করিবার প্রচুর সুযোগ এখানে পাইতে পারেন। কারণ, 'সঙ্কল্প' দ্বারা এখানে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। মনে মনে যত বড় কাজের সঙ্কল্প এখানে করিবেন, আগামী জন্মে স্থূল-দেহে জগতে আসিয়া তাহা সিদ্ধ করিবেন।

যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে কলাবিদ্যার চর্চ্চা করেন, তাঁহারাও স্বর্গলোকে যাইয়া এখানে স্থান পান। বিখ্যাত চিত্রকর ও সঙ্গীতজ্ঞেরা এই স্তরের স্থানে স্থানে নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া পরমসুখে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। ভগবানের মহিমা ব্যক্ত করিবার জন্য যাঁহারা অনুন্নত জাতির মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারাও এখানে বাস করিতে অধিকারী।

স্বর্গের চতুর্থ স্তর বা চতুর্থ স্বর্গ—

স্বর্গ-লোকের চতুর্থ-স্তরে নানাশ্রেণীর উন্নত জীব দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত সাহিত্যাচার্য্য ও বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ এখানে বাস করেন। কলাবিদ্যায় যাঁহারা বিশেষ পারদর্শী তাঁহারা, এবং বিখ্যাত ভাস্করগণ, এখানে থাকিয়া স্ব স্ব বিষয়ের অনুশীলনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।

পরাবিদ্যানুশীলনকারী ছাত্রগণ ও তাঁহাদের গুরুদেবগণ এখানে অনেক সময় বাস করেন। যে সকল ছাত্র গুরু-কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এখানে আসিতে

(প) Key to Theosophy—Devachanic Plane p. 55
(ফ) The Devachanic Plane p. 53, 54, 56

চান। পৃথিবীতে বাস করিবার সময় অনেক চেষ্টা করিয়া যাঁহারা আচার্য্যগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই, এখানে আসিয়া তাঁহারা গুরুদেবের চরণ-তলে বসিয়া ইচ্ছানুরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

পঞ্চম স্বর্গ অরূপ-ভূমি—

পৃথিবীতে থাকিবার সময় যিনি যতটুকু সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, এখানে থাকিয়া, তাহার অনুশীলন দ্বারা, সমুদায় অর্জিত জ্ঞানকে মানসিক-শক্তিতে পরিণত করিয়া, তিনি, তাঁহার মানসদেহ পরিহার করিয়া, কারণদেহ ধারণ করেন, এবং স্বর্গের পঞ্চম-স্তরে উপনীত হন। সাধারণ মানুষের স্থিতিকাল এখানে অতিশয় সামান্য। জীবের ইহাই প্রকৃত বাসভূমি; কিন্তু, যতদিন তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের অবসান না হয়, ততদিন এখানে দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকা সম্ভবপর হয় না। এখানে আসিয়া জীব, তাঁহার সমুদায় অতীত-জীবনের দৃশ্যপট দেখিতে পান। যুগযুগান্তর ধরিয়া, কি কি কাজ তিনি করিয়া গিয়াছেন, কোন্ কাজের কোন্ ফলে তাঁহার কি কি জন্ম হইয়াছে, সঞ্চিত কর্ম্ম কত আছে, এবং তাহার ফলে তাঁহাকে কি কি ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইবে,—এইরূপ সমুদায় **অতীত ও ভবিষ্যৎ তিনি যুগপৎ দেখিতে পান**। ইহাই তাঁহার পুনর্জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্ব সূচনা। (ব)

পৃথিবীতে যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এখানে কিছুকাল বাস করিতে পারেন। ভৌতিক-দেহের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, তাঁহারা মানব-জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়া, তাহার সদ্ব্যবহার করেন। বর্ত্তমান মানবজাতির ক্রমবিবর্ত্তনে যে ছয় হাজার কোটি জীব যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই এখানে পাওয়া যায়। (ভ) স্বচ্ছ ডিম্বাকৃতি অতিসূক্ষ্মপদার্থে নির্ম্মিত এই সকল 'জীব' প্রথমে বর্ণহীন থাকেন।* জন্মের পর জন্মগ্রহণ করিয়া উন্নত হইতে হইতে ক্রমশঃ জ্যোতিষ্মান্ হন। দিব্যদৃষ্টি-বলে যাঁহারা এই পঞ্চমস্বর্গের রূপহীন মানবাত্মা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, বর্ণনা দ্বারা সে জ্যোতির ছটা ব্যক্ত করা যায় না। (ম)

(ব) Ancient Wisdom p. 147. Devachanic Plane p. 86

(ভ) Devachanic Plane p. 79

* অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ। শ্বেতাশ্বতর। ৫।৮

(ম) Devachanic Plane 80

কারণ-দেহের বৈশিষ্ট্য—

দিব্য-দৃষ্টিবলে যাঁহারা উন্নত জীবের "কারণ-দেহ" দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মহিমময় অনির্ব্বচনীয় অত্যুজ্জ্বল রূপ-দর্শনে অভিভূত হইয়াছেন। ইহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ এবং এই স্তরই জীবের প্রকৃত বাসভূমি। স্বর্গের উচ্চস্তরের উপকরণ দ্বারা গঠিত এই কারণদেহধারী আত্মাই 'জীব'-নামে প্রসিদ্ধ।* জ্যোতির্ম্ময় আবেষ্টনের মধ্যে মানবদেহের আকৃতি (Ideation of human form) পরিলক্ষিত হয়। মস্তক ও স্কন্ধদেশ সুস্পষ্ট এবং পার্থিব জীবনের সুপরিচিত মুখখানি মহিমার আলোকে উদ্ভাসিত, নয়নজ্যোতিঃ কেন্দ্রীভূত এবং বুদ্ধিও মানসিক শক্তির পরিচায়ক। সখিত্বের ক্ষীর-নীর-ভাবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এই স্থানে সংঘটিত হয়। মনের সহিত মনের অপূর্ব্ব মিশ্রণ, একত্ব-সম্পাদন, ভেদহীন—বিচ্ছেদহীন—বিরামবিহীন মিলনের চরিতার্থতা, এই অরূপ-স্বর্গে কারণদেহধারী জীবের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া থাকে। **

ষষ্ঠ স্বর্গ—

এই স্তরে সুষুপ্তিকালে দেহ হইতে বহির্গত আত্মা এবং বিদেহী আত্মার মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিণ্ডাকার উজ্জ্বল পদার্থের উপরিভাগের স্পন্দন দ্বারা ঐ পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। (য) কেবল যাঁহারা জ্ঞান-মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের এখানে সজ্ঞানে থাকা সম্ভব হয়। তাহা ব্যতীত সাধারণ লোকের যেমন এখানে স্থিতি-কাল অল্প, তেমনি তাঁহাদের এখানে জ্ঞানের লক্ষণও বিশেষ থাকেনা। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এখানে সঞ্চিত কর্ম্ম ও অতীত জীবন দেখিয়া, কি প্রকারে ভাবী জীবনে সেই সকল কর্ম্ম ক্ষয় করিবেন, কোন কর্ম্ম করিবেন—কোন্‌টী করিবেন না, ইহা স্থির করিয়া, ভাবী জীবনের পথ গঠিত করেন। তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া পূর্ব্বসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। সংস্কার ও সঙ্কল্প, তাঁহাদের জীবনকে চালিত করে এবং এই কল্যাণকৃৎ ব্যক্তিগণ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হন। যে সকল মহাত্মা পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা এখানে দীর্ঘকাল বাস করেন, এবং যাঁহারা অল্পসময়ের জন্য এখানে আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সুপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

---

* Shining Augoides of the Greeks, see also Diotima's description to Socrates in Symposium

** Companionship reaches its apotheosis at the egoic level in complete fusion and mental identification.

(য) Ibid p. 81

সপ্তম স্বর্গ—

সপ্তমস্বর্গ স্বর্গের লোকপ্রসিদ্ধ সর্ব্বোচ্চ স্তর। আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের দীক্ষিত ছাত্রগণের ইহা আবাসভূমি। দীক্ষা গ্রহণ না করিলে, কেহ এখানে আসিতে পারেন না। জগতের যাহা কিছু উন্নতভাব, মানসিক-শক্তি, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক-উৎকর্ষ—এই লোকই তাহার উৎস বা উৎপত্তিস্থান। এই স্তরবাসিগণ মায়ার বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন এবং জীবনের পর জীবন লাভ করিলেও ইঁহারা অতীত ব্যাপার বিস্মৃত হন নাই।

স্বর্গে দেবযোনিগণ—

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্বর্গে মানবশ্রেণীর জীবের বাস সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য—তাহা জানা যাইবে। কিন্তু, মানব ব্যতীত অন্যশ্রেণীর জীবও স্বর্গে বাস করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিতে গেলে, প্রথমেই দেবতা ও দেবদূতের কথা মনে হয়। দেবতাগণ পুরাণের কল্পনা নহে। আটপ্রকার দৈবসর্গের বিষয় আমরা দর্শনশাস্ত্রে দেখিতে পাই। (র) তন্মধ্যে উচ্চশ্রেণীর দৈবসর্গের জীব স্বর্গের উচ্চস্তরে বাস করেন। যাঁহারা আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উন্নতির ফলে দেবযোনি প্রাপ্ত হন। সূক্ষ্মদেহ ত্যাগ করিয়া, জীবগণ যখন স্বর্গে উপনীত হন, তখন যে প্রধান দৃশ্য তাঁহাদের উপলব্ধি হয়, তাহা দেবগণের ভাবের আদান-প্রদান-জনিত বর্ণচ্ছটা। বর্ণের ভাষায় তাঁহারা কথা বলেন। আমরা যেমন 'বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট রকেট' বা 'ম্যাগনিসিয়াম্' আলো দেখিয়া মুগ্ধ হই, জীবগণ প্রথমে স্বর্গে যাইয়া, ঐ প্রকার বর্ণচ্ছটা দেখিয়া মুগ্ধ হন, পরে বুঝিতে পারেন—উহা দেবগণের ভাষা। ক্রমশঃ উহার অর্থও তাঁহারা বুঝিতে পারেন। (ল)

স্বর্গবাসী চিন্তামূর্ত্তি—

দেবগণ ব্যতীত চিন্তা-প্রসূত বহু জীব এখানে বাস করেন। চিন্তার গভীরতা-হেতু এই সকল জীব, দীর্ঘকালস্থায়ী হন এবং তাঁহাদের কার্য্যকরীশক্তি অত্যন্ত অধিক হয়। সূক্ষ্মলোকে এই সকল মূর্ত্তি কত প্রয়োজন সাধন করেন, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানেও তাঁহাদের দ্বারা অনেক কাজ করান যায়। স্বর্গলোকে যে সূক্ষ্ম-পরমাণু বর্ত্তমান আছে, তাহারা জীবনীশক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু সৃজন-শক্তি দ্বারা কোন রূপে পরিণত না হওয়ায়, তাহারা নীহারিকাপুঞ্জের ন্যায় ভাসমান

(র) "অষ্টবিকল্পো দৈবঃ।" সাংখ্যকারিকা ৫৩

(ল) Devachanic Plane p. 16

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া, তাহারা তাহাদের স্রষ্টার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে। (ব)

'স্বর্গ' জীবের অতীত জীবনের দপ্তরখানা—

স্বর্গলোকের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, জীবের অতীত যুগের সমুদায় ঘটনা সেখানে অঙ্কিত থাকে। পৃথিবীর সমুদায় ইতিহাস সেখানে লিপিবদ্ধ আছে। আকাশ শূন্যময়, কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, তাঁহারা ইহাকে প্রকৃতির স্মৃতিপট মনে করেন। তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অতীত যুগের সমুদায় ঘটনা সেখানে দেখিতে পান। কেবল মানুষের ইতিহাস নয়, পৃথিবীর উৎপত্তির পরে, এখানে যত জীবজন্তু উদ্ভিদাদি জন্মিয়াছে, প্রকৃতির এই যাদুঘরে সমস্তই সজ্জিত রহিয়াছে। সুতরাং দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে, সেখানে অদ্ভুত ঐতিহাসিকতত্ত্বও সংগ্রহ করিতে পারেন। (শ)

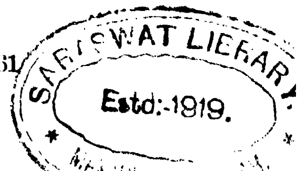
স্বর্গে জীবের স্থিতিকাল—

পৃথিবীতে মানুষের স্থিতিকাল গড়ে ৬০ বৎসর। কামলোকে জীব সাধারণতঃ কুড়ি বৎসর বাস করেন, কিন্তু, স্বর্গবাসের নির্দ্ধারিত সময় প্রায় এক সহস্র বৎসর। পৃথিবীতে দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করিবার পর, কামলোকে কামনার জ্বালা সহ্য করিয়া, পরে গভীর শান্তিতে জীব, এই দীর্ঘ সময় স্বর্গে বাস করেন। জীব পৃথিবীতে যাহা কিছু জ্ঞান—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, স্বর্গের রূপ-স্তরে বাস করিয়া, তাহা আত্মার ধর্ম্মে পরিণত করিয়া, মানস-দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গের উচ্চস্তরে যান। সাধারণ মানুষ এখানে অতিশয় অল্পকাল থাকে এবং তাহার পরে জন্মগ্রহণ করে।

জন্তুগণ সম্বন্ধে বিবর্ত্তন-বাদ—

মানুষ সম্বন্ধেই অনেক কথা বলা হইল। জন্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। মানুষের ন্যায় জন্তুগণের পৃথক্ আত্মা নাই। তাহাদের জাতিগত একটী আত্মা থাকে, স্বর্গ তাহার বাসস্থান। জন্তুগণের কোন কর্ম্ম নাই। এক এক প্রকার জন্তুর এক একটী সাধারণ আত্মা। (ষ) 'সেই আত্মাই সেই জাতীয় প্রত্যেক জন্তুর জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ক্রমবিকাশ-শক্তি-বলে তাহাদের আত্মা পৃথক্ হইয়া মানব-জন্ম প্রাপ্ত হয়। মানব-সমাজে যে সকল অসভ্য বর্ব্বর-জাতি আছে, তাহারা জন্তু-জন্ম ত্যাগ করিয়া, অল্প সময় পূর্ব্বে মানবত্ব

(ব) Ibid p. 92
(শ) Devachan p. 28
(ষ) First Principles of Theosophy p. 170, 61



প্রাপ্ত হইয়াছে। মানবজন্মের অভিজ্ঞতা তাহাদের কম, সেজন্য তাহাদের প্রকৃতি হিংস্র, তাহারা আমাদের ছোট ভাই। তাহারাই আবার দীর্ঘকাল পরে সিদ্ধপুরুষে পরিণত হইবে। (স) সভ্যসমাজেও দেখা যায়, অনেক ব্যক্তির স্বভাব নিন্দনীয়। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ভাবের আধিক্য, অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিবেকহীনতা ইহার কারণ, এবং অভিজ্ঞতার অভাব বশতঃ ইহাদের বিবেক-বুদ্ধি পরিণত হইতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকেরও স্বর্গের নিম্নস্তরে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়, এবং যতই তাহারা উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহাদের স্বর্গের স্থিতিকাল দীর্ঘ হইতে থাকে। ইহারাও অল্প-সময়ের জন্য স্বর্গের উন্নত স্তরে যায় বটে, কিন্তু সেখানে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকে না। বন্যজন্তু অপেক্ষা গৃহপালিত জন্তুই শীঘ্র মানবজন্ম গ্রহণ করে; তাহার কারণ এই যে, মানুষের সাহচর্য্য বশতঃ তাহারা অনেক পরিমাণে মানুষের ভাব লাভ করিয়া থাকে। ভগবানের রাজত্বে সকল ব্যবস্থা, জীবের মঙ্গলের জন্য বিহিত হইয়াছে। আমরা বুঝিতে না পারিয়া, একবস্তু অন্যরূপ দেখিয়া, অনর্থক কষ্ট পাই।

কারণ-দেহের পরিচয়—

এ পর্য্যন্ত আমরা এরূপ অনেক 'শব্দ' ব্যবহার করিয়াছি, সাধারণের নিকট যাহার বিশেষ কোন অর্থ নাই, অথচ বিষয়টী বুঝিবার জন্য, উহাদের প্রকৃত অর্থ অবগত হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 'আত্মা' সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। হয়ত বুঝি, আত্মা আছে, কিন্তু কি যে সে বস্তু, তাহা বুঝিবার জন্য, মনে করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান ও চৈতন্যই 'আত্মা'। ইহার একটী অদৃশ্য-উপকরণে নির্ম্মিত দেহ আছে। এই দেহের আকৃতি, মানুষের আত্মার পক্ষে মানুষের ন্যায় বটে, কিন্তু লিঙ্গত্বহীন। এই দেহের নাম কারণ-দেহ। চিন্তা, মনের ভাব, কার্য্য প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান এই দেহ, সেইজন্য ইহার নাম কারণ-দেহ। (হ) মানুষ ভৌতিক-দেহ, সূক্ষ্ম-দেহ কিম্বা মানস-দেহ যাহাতেই অবস্থিত থাকুক্ এবং ঐ সকল দেহে থাকিয়া যাহা কিছু চিন্তা করুক্, যে কোন ভাব হৃদয়ে পোষণ করুক্, যে কোন কাজ করুক্, কারণ-দেহই তাহার মূল। এই দেহে যিনি বাস করেন, তিনিই আত্মা, অজর, অমর, শাশ্বত। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্ষমতা-বৃদ্ধি হয়। কারণ-দেহ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে

(স) Ibid p. 39

(হ) First Principles of Theosophy p. 64

এবং বহু জন্মের অন্তে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর আত্মা ভগবানে লীন হয়। (ক্ষ) যাহাকে সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গ-দেহ বলা হয়, উহার অপর নাম কাম-দেহ। ঐ দেহে লিঙ্গত্ব বা স্ত্রী-পুরুষ-ভেদচিহ্ন বর্ত্তমান থাকে এবং কামনাও প্রবল থাকে, সেজন্যই ঐ প্রকার নাম হইয়াছে। ঐ দেহের উপকরণও অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ। চিন্তার ন্যায় কামনাও এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ। সাধারণ-ভাবে আমরা চিন্তা ও কামনা প্রভৃতিকে পদার্থ মনে করি না। মনে করি, উহারা এক প্রকার 'ভাব', কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। উহারাও সূক্ষ্ম পদার্থ এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই প্রকারে আলোকও একপ্রকার পদার্থ। উহা ওজন করা যায়; কিন্তু, এমন আলোক আছে, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ব্বরতা বা অভিজ্ঞতার অভাব—

অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে। মানুষের মধ্যে অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের কার্য্যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মূলে আছে তাহাদের আত্মার অভিজ্ঞতার অভাব। এই সকল আত্মা অল্পকাল পূর্ব্বে পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। তৎপূর্ব্বে পশুজাতির মিলিত আত্মার অংশ ছিল। উন্নতচরিত্র মানুষের আত্মা, এই প্রকার অবস্থা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ বহুকাল পূর্ব্বে পাইয়াছে এবং পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞতার ফলে বিবেক প্রভৃতি উচ্চ ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছে। ডারউইন্ একটী অষ্ট্রেলিয়াবাসী বর্ব্বর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সে কোন খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, বাসায় ফিরিয়া, তাহার স্ত্রীকে বর্শা-বিদ্ধ করিয়া, আগুনে সেঁকিয়া লইয়া খাইয়াছিল। একজন সাহেব উহা দেখিয়া, তাহাকে তিরস্কার করিলে, সে বিস্মিত হইয়া, হাত মুখ পুঁছিয়া, সাহেবকে বলিয়াছিল—"আপনি মন্দ বলিতেছেন কেন, মাংস ত বেশ ভাল।' (ক) বর্ব্বরটা বুঝিয়াছিল যে, সাহেব—ঐ স্ত্রীলোকটীর মাংস ভক্ষণের উপযোগী নয়—এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাহার কার্য্যটা যে মন্দ, একথা সে ভাবিতে পারে নাই। তাহার কথা কিছুই নূতন নয়, তবে তাহার ভাবটা একেবারেই প্রাথমিক। এই ব্যক্তির সঙ্গে সাধু-ব্যক্তি-গণের তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার কত কম।

(ক্ষ) বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। গীতা ৭।১৯

(ক) Ancient Wisdom p, 196

অদৃশ্য জগৎ ও সেখানকার জীব-জন্তু প্রভৃতি সূক্ষ্মপদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া আমাদের দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা রূপহীন, বর্ণহীন, শূন্যময় নয়। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ সকল সূক্ষ্মলোকে বর্ণ ও জ্যোতির যে প্রাচুর্য্য, পার্থিব জগতে তাহার তুলনা নাই। (খ) তাহা অনির্ব্বচনীয়। লোক-চক্ষুর অগোচর হইলেও যাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি আছে, তাঁহারা উহা দেখিতে পান। ভৌতিক স্থূল-দেহ ত্যাগ করিলে, মানুষ এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার অধিকার লাভ করে। তখন তাহাদের নিকট এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তুচ্ছ বোধ হয়। কি প্রকারে মানুষ এই সকল অতীন্দ্রিয় ব্যাপার অবগত হইতে পারিয়াছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

(খ) ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। কঠোপনিষৎ ২।২।১৫।

চতুর্থ-বল্লী

পুনর্জন্ম

কবির অনুভূতি—

আমরা দেখিয়াছি, পার্থিব জীবনের অবসানে কামলোকে বাসনা-ক্ষয় হওয়ার পর জীব স্বর্গে যাইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করেন। স্বর্গ বিশ্রামের স্থান। স্বর্গে সুদীর্ঘ কাল সুখে অতিবাহিত করিয়া, আবার কোন অজ্ঞাত কারণে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া উঠে, তখন জীব মনে করেন—

"ম্লান হ'য়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা
হে মহেন্দ্র, নির্ব্বাপিত জ্যোতির্ম্ময় টীকা
মলিন ললাটে, পুণ্যবল হ'ল ক্ষীণ।
আজি মোর স্বর্গ হ'তে বিদায়ের দিন।" (ক)

তিনি জীবন-দেবতাকে তাঁহার যা কিছু সঞ্চয়—সব নিঃশেষ করিয়া অর্ঘ্য উপহার রচনা করিয়া দান করেন এবং বলেন "জীবনরাগিণীতে নানা ছন্দে, নানা সুরে, গানের তরঙ্গ উঠিয়াছে, হৃদয়ে কত সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছে, হে অন্তরতম, তোমার জন্য জীবনকুঞ্জে যত ফুল ফুটিয়াছিল, সব কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়া তোমাকে অর্পণ করিয়াছি। কবে, কোন গভীর রাত্রে তুমি অভিসারে আসিয়াছিলে? এত দিন পরে কি সেই রজনী শেষ হইল? তাই যদি হয়,

"তবে ভেঙ্গে দাও আজিকার সভা,
আন নবরূপ আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লও আরবার,
চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন-ডোরে॥" (খ)

দেহ ও আত্মার রূপক ও পুনর্জন্ম-গ্রহণের প্রবৃত্তি, কবির প্রতিভার আলোকে অতি উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির অনুভূতিকে তাঁহার প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে। সেই হিসাবে জীবন-নাটকের পরিসমাপ্তি কোথায়, কি ভাবে হয়, তাহা কবির ভাষায় যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যাও সেই ভাবে উহা ব্যক্ত করিয়াছেন। মৃত্যুই জীবনের অবসান নয়, অবস্থান্তর-প্রাপ্তিমাত্র।

(ক) রবীন্দ্রনাথ—স্বর্গ হইতে বিদায়।

(খ) রবীন্দ্রনাথ—জীবন-দেবতা।—Ode on the Intimation of Immortality Wordsworth.
De Profundis—Tennyson দ্রষ্টব্য।

পুনর্জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে মানুষের মনে যখন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের বাসনা জাগিয়া উঠে, তখনই তাহার জীবনের শেষ হয়, এবং তাহার পর আবার নূতন জীবন আরম্ভ হয়—অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনকাল নহে, কারণ, মৃত্যুর পরেও জীবনের কোন চিহ্নই বিলুপ্ত হয় না, সুতরাং জন্ম হইতে পুনর্জন্ম লাভ করা পর্য্যন্তই মানুষের জীবন-কাল।

জন্মান্তর-রহস্য—

আমাদের দেশে 'পুনর্জন্ম' কথাটা এত সাধারণ যে, সকলেই ইহার সহিত পরিচিত। কিন্তু ইহার অর্থ সম্বন্ধে সকলের যে ধারণা আছে, আমরা ঠিক্ সেই অর্থে এই শব্দটী ব্যবহার করিব না। হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে পুনর্জন্ম—শব্দের অর্থ যে কোন দেহে জন্মগ্রহণ করা। অবস্থাবিশেষে জন্তু, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যে কোন দেহে জীব, জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। (গ) গ্রীক্ দার্শনিকগণও এই অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু পুনর্জন্ম বলিতে আমরা বুঝিব যে, জীব, উদ্ভিদ্ বা জন্তু হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মানুষ হইয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষ হওয়ার পরে তিনি আর কখনও জন্তু বা উদ্ভিদ্-দেহ ধারণ করিবেন না। করিলে, ক্রমবিকাশের কোন অর্থ হয় না। পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি আবার মানুষই হইবেন। (ঘ) পরাবিদ্যা এই মত প্রচার করিয়াছেন।

জীব যখন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে চান, তখন স্বর্গের নিম্নস্তরে আসিয়া, কারণদেহের সহিত মনোজগতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, মনোময় কোষ গ্রহণ করেন। ইহা দ্বারা তিনি পার্থিব জীবনে চিন্তা-শক্তির পরিচালনা করিতে পারেন। পরে সূক্ষ্মজগতে আসিয়া, ঐ জগতের উপকরণ দ্বারা, অনুভব করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা-পরিচালন-জন্য সূক্ষ্মদেহ ধারণ

(গ) তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা
অন্তঃসজ্ঞাভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥ মনুসংহিতা ১।৪৯
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ গীতা ১৬।১৯
"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। কঠোপনিষৎ ২।২।৭

জাতক-গ্রন্থে বুদ্ধদেবের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জন্মের পরিচয় পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠে লীলা ও পদ্ম যুগলের ঐ প্রকার ভিন্ন জন্মের বিবরণ আছে। Plato ও Socrates প্রভৃতি ঠিক্ এই প্রকার মত পোষণ করিতেন। Timaeus প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে বলে Metempsychosis or Transmigration of Soul.

(ঘ) Theosophy মতে ইহাকে বলে Reincarnation.
see First Principles of Theosophy P. 62.

করেন। ইহাই তাঁহার কামনা ও মনের আবেগের আধার। তার পরে কর্ম্ম করিবার জন্য, তাঁহার মানব-দেহ উৎপন্ন হইলে, যথাসময়ে জীব ভূমিষ্ঠ হন। মানুষ পৃথিবীতে যত কাজ করে, এই চারিটী দেহ বা কোষের সাহায্যে তাহা সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর সময় জীব, স্থূল দেহটা ত্যাগ করেন, ক্রমে পর পর অপরদেহগুলি ত্যাগ করিয়া, কারণদেহে নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যান। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা স্বর্গের উপরিতন স্তরে, যেখানে তাঁহার নিত্য বসতি—সে স্থান কখন ত্যাগ করেন না। নিম্নলোকে তাঁহার জ্ঞানরশ্মি আংশিক বিকাশিত হয় মাত্র। (ঙ)

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক—

পৃথিবীতে মোটামুটী পাঁচ প্রকারের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য বর্ব্বর-জাতীয় লোক মনের আবেগ সংযত করিতে পারে না, যাহা মনে আসে তাহাই করিয়া ফেলে। সভ্যসমাজে নিম্নস্তরের মধ্যে যাহারা চোর ডাকাইত ও গুণ্ডা—তাহারাও এই শ্রেণীর লোক। ইহারা অল্পদিন পূর্ব্বেও পশু ছিল। পরে মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া, মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ পশু। ইহাদিগের অপেক্ষা উন্নত অথচ মূর্খ ও বোকা ধরণের লোকও সমাজে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর লোক-সংখ্যার প্রায় অধিকাংশ লোক এই দুই শ্রেণীভুক্ত। শিক্ষিত ও উন্নত শ্রেণীর লোকও সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বহুদিন হইতে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন এবং নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সিদ্ধপুরুষ ও তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্যগণ মিলিয়া গড়ে প্রতি দশ লক্ষে একজন হইবেন কিনা সন্দেহ। (চ)

সৃষ্টিরহস্য ও জীবন-তরঙ্গের আবর্ত্ত—

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ এই বিষয়ে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইতেছে। আমাদের সৌরজগতে দশবার ক্রমবিকাশ-শক্তি আবির্ভূত হইয়া, প্রাথমিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া, পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, এবং পরে লয়প্রাপ্ত হইবে। সাতটী গ্রহ লইয়া একটী শৃঙ্খল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি গ্রহ অদৃশ্য। জীবন-তরঙ্গ বা জীবনীশক্তির বিকাশ যতদিন যে গ্রহে বা জগতে থাকিবে, তাহার নাম সেই গ্রহের জগৎকাল। এই সময়ের মধ্যে সাতটী প্রধান মানব-জাতি জন্মগ্রহণ করিবে। প্রত্যেক প্রধান জাতির সাতটী শাখাজাতি থাকিবে। প্রত্যেক শাখা-জাতি হইতে সাতটী প্রশাখা-জাতি উৎপন্ন হইবে। এইরূপে সাতটী গ্রহের জগৎকাল একত্রে একটী "প্রদক্ষিণ-কাল" হয়। সাতটী প্রদক্ষিণ-কাল একত্রে একটী শৃঙ্খল-স্থিতিকাল বা মন্বন্তর হয়। এই প্রকার সাতটী শৃঙ্খল-

(ঙ) First Principles of Theosophy p. 67
(চ) Ibid ... p. 68

স্থিতিকাল বা মন্বন্তর একত্রে একটী ক্রমবিকাশকাল নির্ণীত হয়। সৌর জগতে এই প্রকার দশটী ক্রমবিকাশের শৃঙ্খল আছে।(ছ) বর্ত্তমানে পৃথিবীতে জীবনতরঙ্গের চতুর্থ প্রদক্ষিণ-ব্যাপার চলিতেছে, এবং আমরা পঞ্চম মূল বা প্রধান জাতির অন্তর্গত। (জ) জীবনীশক্তি যখন যে গ্রহে বা জগতে কাজ করিতে থাকে, তখন সেখানেই জীবজন্তু, উদ্ভিদাদি আবির্ভূত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী যখন উত্তপ্ত তরল পিণ্ডাকার পদার্থ ছিল, তখন চন্দ্রলোকে জীবনী-শক্তি কার্য্য করিতেছিল। এখন সেখানে জীবনীশক্তির কোন কার্য্য নাই, পৃথিবীতে উহা বিকাশিত হইয়াছে। পৃথিবীতে আরও দুইটী মূল জাতির অভ্যুদয় হইবে, তাহাদের জীবনীশক্তির কার্য্য এখানে শেষ হইবে এবং পরে বুধ-গ্রহে জীবন-নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইবে। চন্দ্রলোকে যখন জীবন নাটকের পরিসমাপ্তি হইল, তখন সেখানে অনেক অনুন্নত জাতি, জন্তু, উদ্ভিদাদি ছিল এবং অনেক উন্নত-শ্রেণীর জীবও ছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষগণও ছিলেন। তাঁহারা সকলের সহিত এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। লোকশিক্ষার জন্য অনেক সিদ্ধপুরুষ পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

বৈজ্ঞানিক-জগতে অনেক বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। একদল যাহা বলেন, অন্যদল তাহা স্বীকার করেন না। গভীর ও জটিল বিষয় মাত্রেই এই প্রকার অনৈক্য অনেক সময় দেখা যায়। জ্যোতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সঙ্গে পরাবিদ্যার মতভেদ থাকিলেও, পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহাই লিখিত হইল। বিজ্ঞান বলেন, পৃথিবী ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোন স্থানেই মানুষের ন্যায় দেহধারী প্রাণী নাই। মঙ্গলগ্রহে থাকিলেও থাকিতে পারে। পরাবিদ্যা এই কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই মতে সর্ব্বত্রই সৃষ্টির ক্রমবিকাশ-শক্তি কার্য্য করিতেছে, তবে মানুষের ন্যায় রক্তমাংসের দেহ অন্য গ্রহে নাই। অন্য প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট জীব আছেন। তাঁহাদের মতে আমাদের সৌর-জগতে দশটী গ্রহ-শৃঙ্খল আছে। সাতটী গ্রহ লইয়া একটী শৃঙ্খল, সুতরাং সমুদায় গ্রহসংখ্যা সত্তর। বৈজ্ঞানিকগণ এতগুলি গ্রহের খবর দিতে পারেন না। তাঁরা নয় দশটী মাত্র গ্রহের কথা জানেন। অবশিষ্ট গ্রহগুলি ভৌতিক-দেহসম্পন্ন নয়। ভৌতিক বা স্থূল-দেহসম্পন্ন হইলে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন। অন্য শৃঙ্খলের কথা এখানে আলোচ্য নহে। যে শৃঙ্খলে আমাদের পৃথিবী অবস্থিত, উহাতে কেবল "মঙ্গল, পৃথিবী ও বুধ" ভৌতিক গ্রহ, অপর চারিটীর মধ্যে দুইটী সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট এবং অপর দুইটী সূক্ষ্মতর মানসদেহ-বিশিষ্ট। গণনায় পৃথিবী চতুর্থ স্থানীয়, এবং ইহা স্থূলতম উপাদানে নির্ম্মিত। পৃথিবীর সহিত অন্তঃপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম ও মানস জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম গ্রহগণের স্থূলদেহ নাই। জীবনীশক্তি পর্য্যায়ক্রমে প্রথম গ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ চতুর্থগ্রহে (আমাদের পৃথিবীতে) আসিয়া কার্য্য করিতেছে। এইরূপে সাতটী গ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে একটী প্রদক্ষিণ-কাল হয়। তিনবার এই প্রকারে প্রদক্ষিণ-কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এইবার চতুর্থবারের কার্য্য চলিতেছে। এইরূপে সাতবার প্রদক্ষিণ-কার্য্য শেষ হইলে একটী শৃঙ্খলকাল হয়। ইহাকে মন্বন্তর বলে। বর্ত্তমানে চতুর্থ মন্বন্তর চলিতেছে। সুতরাং আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা যে ক্রমবিকাশ-শক্তির ক্ষেত্রের অন্তর্গত, তাহার মধ্যে তিনটী স্থূল গ্রহ "মঙ্গল, পৃথিবী ও বুধ" রহিয়াছে, বাকী কয়টী অদৃশ্য। ইহাকে সহজ কথায় পৃথিবীশৃঙ্খল বলা যাইতে পারে। আমরা ক্রমবিকাশ-শক্তির চতুর্থ-শৃঙ্খলের চতুর্থ প্রদক্ষিণকালের চতুর্থ গ্রহ পৃথিবীর পঞ্চম মূল-জাতির (আর্য্য) অন্তর্গত। পৃথিবীতে এখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শাখা-জাতি বর্ত্তমান আছে। এখন

(ছ) A Text Book of Theosophy p. 140, কাহার ও মতে ৭ বার
First Principles of Theosophy p. 220
(জ) Secret Doctrine Vol. II p. 434

হইতে সর্ব্ববিধ উন্নতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম মূল জাতির আবির্ভাবের সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ধর্ম্মবুদ্ধি লাভ করিয়া সিদ্ধশ্রেণীভুক্ত হইবেন। সপ্তম মূল জাতির অস্তিত্ব শেষ হইতে কত লক্ষ বৎসর লাগিবে তাহা বলা যায় না। পৃথিবীশৃঙ্খল শেষ হইলে, নূতন গ্রহকে অবলম্বন করিয়া পঞ্চম-শৃঙ্খল-কার্য্য আরম্ভ হইবে। Asteroids নামক যে গ্রহপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা পিণ্ডীভূত হইয়া একটী গ্রহ হইবে, এবং আর ছয়টী অদৃশ্য গ্রহ লইয়া পঞ্চম শৃঙ্খলের কার্য্য আরম্ভ হইবে। পৃথিবী তখন জরাজীর্ণ ও ক্ষুদ্রাকার প্রাপ্ত হইয়া, ঐ নূতন গ্রহের উপগ্রহরূপে গণ্য হইবে। (ঝ) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শৃঙ্খলের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। একমাত্র চন্দ্র ব্যতীত ঐ সকল গ্রহের আর কোন চিহ্ন নাই। চন্দ্রও কালক্রমে জ্যোতির্ম্ময় কুয়াসায় পরিণত হইবে। (ঞ) চন্দ্রলোকে যাহারা 'জন্তু' ছিল, বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে তাহারা 'মানুষ' হইয়াছে এবং চন্দ্রলোকে যাহারা উদ্ভিদ্ ছিল, তাহারাই পৃথিবীতে জন্তুরূপে জন্মিয়াছে। পৃথিবীর শৃঙ্খলকাল শেষ হইলে, এখানেও ঐ প্রকার অবস্থা ঘটিবে। যে নূতন গ্রহে পঞ্চম-শৃঙ্খল আরম্ভ হইবে, আমাদের জীবজন্তু ও উদ্ভিদের সেখানে ঐ প্রকার ভাবে জন্ম হইবে। যাহারা মানুষ থাকিয়াও উন্নতি লাভ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। যতকাল নূতন গ্রহে মানুষের আবির্ভাব না হয়, ততকাল তাহাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহাকে "অনন্ত-নরক" বলিলেও বলা যায়। ইহা Eternal Perdition বা অনন্ত নরক নহে, বরং ইহাকে Aeonian Condemnation বলিলে ভাল হয়।

বর্ত্তমান সৌর জগতে ক্রমবিকাশ-শক্তি প্রস্ফুরণের সাতটী ক্ষেত্র আছে। প্রথমক্ষেত্র অদৃশ্য। এই ক্ষেত্রের সাতটী গ্রহের মধ্যে 'ভাল্কান গ্রহ' হার্শেল দেখিয়াছিলেন, এখন উহা দেখা যায় না। বাকী ছয়টী গ্রহ কখনও দেখা যায় নাই। দ্বিতীয়-ক্ষেত্র, শুক্র গ্রহকে অবলম্বন করিয়া আর ছয়টী অদৃশ্য-গ্রহ-যুক্ত। মঙ্গল, পৃথিবী, বুধ এবং অপর চারিটী অদৃশ্য-গ্রহ-যুক্ত-তৃতীয় ক্ষেত্র। বৃহস্পতি, শনি এবং ইউরেনাস্ ইহাদের প্রত্যেকটী লইয়া এবং অবশিষ্ট ছয়টী অদৃশ্য গ্রহ লইয়া এক একটী ক্ষেত্র। সপ্তমক্ষেত্র নেপচুন্ ও ছয়টী অদৃশ্য-গ্রহ-যুক্ত।

সকলক্ষেত্রে ক্রমবিকাশশক্তি সমান দূর অগ্রসর হয় নাই। পৃথিবীতে চতুর্থ-শৃঙ্খল চলিতেছে। শুক্রগ্রহে পঞ্চম-শৃঙ্খলকাল চলিতেছে। চন্দ্রলোকে তৃতীয়-শৃঙ্খলের কার্য্য চলিয়াছিল। তৃতীয়-শৃঙ্খলের কার্য্য শেষ হওয়ার পরে, চন্দ্র বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়াছে। পৃথিবীর এখন পূর্ণ যৌবন। স্থূল বিষয়েরও পূর্ণতা আসিয়াছে। ভবিষ্যতে সূক্ষ্মতার পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ হইবে।

মানুষের মধ্যে যিনি পরিপূর্ণতা লাভ করেন, তাঁহার সম্মুখে সাতটী পথ উপস্থিত হয়। তিনি মানুষের সঙ্গে থাকিয়া মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্য করিতে পারেন, ও বিদেহী কামবর্জিত জীবরূপে পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, যখন ইচ্ছা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মানুষের সাহায্য করিতে পারেন,—দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, কিংবা অন্য জগতের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। পরবর্ত্তী শৃঙ্খলে কি কার্য্য হইবে, তাহার ব্যবস্থাও করিতে পারেন। নির্ব্বাণ

(ঝ) সাতটী প্রদক্ষিণ-কালে এক শৃঙ্খলকাল হয়। সুতরাং পৃথিবীশৃঙ্খল বা চতুর্থ শৃঙ্খলে সাতবার পৃথিবীতে জীবনীশক্তির বিকাশ হইবে। প্রত্যেক বারে সাতটী মূল জাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে। ক্রমবিকাশশক্তি যখন সাত বার প্রদক্ষিণ করিবে, তখন পৃথিবী-শৃঙ্খল সাতবার কার্য্য করিবে। সুতরাং ৪৯ বার পৃথিবীতে জীবনীশক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে।

(ঞ) Indian Reveiw P. 36 May 1940

লাভ করিতেও পারেন। চন্দ্রলোকেও অনেক উন্নত শ্রেণীর জীব ছিলেন। পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ আরম্ভ হইলে, তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। মানুষের হিতকর ব্যাপারে লিপ্ত তাঁহারাই আমাদের পথ-প্রদর্শক। যুগে যুগে তাঁহারাই জ্ঞানবর্ত্তিকা জ্বালিয়াছেন—ভ্রান্ত মানবকে সত্যের সন্ধান দিয়াছেন ও দিতেছেন। শুক্রগ্রহে, জীবনীশক্তি অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। সেখান হইতেও মহাপুরুষগণ পৃথিবীর সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছেন। যথাস্থানে তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

ব্যাপার সবই অলৌকিক। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, সময় সম্বন্ধে একটা জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা হয়। যুগ, কল্প, মন্বন্তর ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটী একটা জ্ঞান থাকিলে, ক্রম-বিকাশ-শক্তির ব্যাপকত্ব বুঝিতে সুবিধা হয়, সেজন্য পাদটীকায় উহার পরিচয় দেওয়া হইল। 'মন্বন্তর' বলিলে সাধারণতঃ ব্রহ্মার একদিন বুঝায়, তাহার পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ সৌর বৎসর। কখনও বা একমনুর রাজত্ব কাল বুঝায়, উহার পরিমাণ ৩০৮৪৪৮০০০ সৌর বৎসর।*

উপরিলিখিত বিষয় হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সৌর জগতে সাতটী কিম্বা কাহারও মতে দশটী ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র আছে। সাতটী গ্রহ বা জগৎ লইয়া এক একটী ক্ষেত্র। এই গ্রহগণের মধ্যে সকলেই স্থূল বা ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত নয়। জীবনতরঙ্গ সকল ক্ষেত্রেই চলিতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে সাতটী জগৎ আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে—একটীর পর আর একটীতে জীবন-প্রবাহ কাজ করিতে থাকে। ক, খ, মঙ্গল, পৃথিবী, বুধ, চ, ছ এই সাতটী জগৎ লইয়া একটী ক্ষেত্র। এইরূপ অন্য ক্ষেত্রের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মঙ্গল. পৃথিবী, বুধ—ভৌতিক জগৎ, বাকীগুলি অদৃশ্য। খ, ও চ সূক্ষ্মজগৎ, ক ও ছ মনোজগৎ। প্রত্যেক মন্বন্তরে প্রত্যেক ক্ষেত্রে জীবন-প্রবাহ সাতবার প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহ, প্রত্যেক ক্ষেত্রের প্রত্যেক জগতে যুগপৎ কাজ করে না। একটীতে কাজ শেষ হইলে অপরটীতে কাজ করে।

---

* Secret Doctrine Vol II P. 69

৩০ দিনে	একমাস	
১২ মাসে	এক বৎসর	
সত্য যুগ	১৭২৮০০০	বৎসর
ত্রেতাযুগ	১২৯৬০০০	,,
দ্বাপর যুগ	৮৬৪০০০	,,
কলিযুগ	৪৩২০০০	,,
মহাযুগ (ঐ চারি যুগের সমষ্টি)	৪৩২০০০০	,,
৭১টী মহাযুগ এক মনুর রাজত্ব কাল	৩০৬৭২০০০০	,,
চতুর্দ্দশ মনুর রাজত্বকাল অর্থাৎ ৯৯৪ মহাযুগ	৪২৯৪০৮০০০০	,,
মনুসন্ধি (Transition period) ৬ মহাযুগ	২৫৯২০০০০	,,
এককল্প অর্থাৎ ১০০০ মহাযুগ	৪৩২০০০০০০০	ব্রহ্মার এক দিবস
ব্রহ্মার একদিন (অহোরাত্র)	৮৬৪০০০০০০০	
ব্রহ্মার ৩৬০ দিন বা বৎসর	৩১১০৪০০০০০০০০	
ব্রহ্মার জীবন (শতবর্ষ) বা মহাকল্প	৩১১০৪০০০০০০০০০০	

মন্তব্য:—এই সকল অঙ্কগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ইহাদের গূঢ় অর্থ আছে।

পৃথিবী যে ক্ষেত্রের অন্তর্গত, তাহাতে বর্ত্তমান মন্বন্তরে জীবন-প্রবাহ তিনবার প্রদক্ষিণ-কার্য্য করিয়াছে। চতুর্থবার প্রদক্ষিণ-কার্য্য করিতেছে এবং চতুর্থ-জগৎ পৃথিবী ইহার কার্য্যক্ষেত্র। সাতবার কোন ক্ষেত্রকে প্রদক্ষিণ করিলে এক শৃঙ্খল-কাল বা মন্বন্তর হয়। বর্ত্তমানে চতুর্থ মন্বন্তর চলিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক জগতে প্রত্যেক মন্বন্তরে সাতবার জীবনীশক্তির বিকাশ হয়। পৃথিবীতে জীবন-প্রবাহ শেষ হইলে, উহা বুধ গ্রহে যাইবে। পৃথিবী তখন নিদ্রিত অবস্থায় থাকিবে—অর্থাৎ ইহাতে জীবনীশক্তির কোন চিহ্ন থাকিবে না, তবে গ্রহটী থাকিবে। এক মন্বন্তরের মধ্যে ছয়বার এইরূপ ঘটিবে, কিন্তু সপ্তমবার জীবন-প্রবাহ শেষ হইলে, গ্রহটী ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ পর পর সাতটী গ্রহ লয় প্রাপ্ত হইলে একটী মন্বন্তর শেষ হইবে। তখন প্রলয় অবস্থা উৎপন্ন হইবে। পরে নূতন মন্বন্তর আরম্ভ হইলে, এক একটী করিয়া সাতটী নূতন গ্রহ উৎপন্ন হইবে। নূতন "ক"-জগতের সহিত পুরাতন "ক"-জগতেরও সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে।

চতুর্থ মন্বন্তরে যে সাতটী জগতে পর পর জীবনীশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা লিখিত হইল। ইহা একটী ক্ষেত্র। এইরূপ সাত বা ততোধিক ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্রের অবস্থা তৃতীয় মন্বন্তরে অন্য প্রকার ছিল। চতুর্থ জগৎ ছিল চন্দ্র এবং মঙ্গল ও বুধের স্থানে দুইটী সূক্ষ্মজগৎ ছিল, এবং ক ও ছ ছিল মনোজগতের উচ্চস্তর এবং খ ও চ ছিল নিম্নস্তর। তৃতীয় মন্বন্তর শেষ হইলে, চন্দ্র ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইতেছে—ক্রমশঃ উহা নীহারিকারূপ জ্যোতির্ম্ময় বলয়ে পরিণত হইবে। (ট) চতুর্থ মন্বন্তর শেষ হইলে মঙ্গল, পৃথিবী ও বুধের সহিত অন্য চারিটী অদৃশ্য গ্রহ লয়প্রাপ্ত হইবে, এবং নূতন সাতটী গ্রহ উৎপন্ন হইবে। ইহারা তৃতীয় মন্বন্তরের গ্রহগুলির অনুরূপ হইবে। তখন যেমন চন্দ্র ছিল স্থূলগ্রহ, সেইরূপ পঞ্চম মন্বন্তরে একটী স্থূলগ্রহ হইবে। Asteroids গুলি মিলিত হইয়া ঐ গ্রহটী উৎপাদন করিবে। পৃথিবী তখন ঐ নূতন গ্রহের চন্দ্র-রূপে পরিণত হইবে।

শুক্রগ্রহে বর্ত্তমানে পঞ্চম মন্বন্তরের সপ্তম প্রদক্ষিণ-কার্য্য চলিতেছে, সুতরাং সেখানকার অবস্থা পৃথিবী হইতে উন্নত। উহা উন্নত শ্রেণীর জীব ও উন্নত শ্রেণীর জীবনীশক্তির আবাসভূমি। ইহা একটী পৃথক্ ক্ষেত্র। পৃথিবী-ক্ষেত্রে যখন চতুর্থ মন্বন্তর আরম্ভ হয়, ও চতুর্থবার জীবনীশক্তির বিকাশের সূত্রপাত হয়, তখন শুক্রগ্রহ হইতে উন্নত পুরুষগণ এই জীবনীশক্তির কার্য্য পরিচালনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এখনও রহিয়াছেন। তৃতীয় মন্বন্তরের কার্য্য শেষ হওয়ায় চন্দ্রলোকস্থিত জীবজন্তু উদ্ভিদাদি পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। পৃথিবীতে এখন পঞ্চম মূল জাতির (আর্য্য জাতি) বিস্তার হইতেছে। পরে আরও দুইটী মূল জাতি উৎপন্ন হইবে। ইহাদের অস্তিত্ব শেষ হইলে, পৃথিবীতে জীবনের লোপ হইবে ও জীবনীশক্তি বুধগ্রহে কার্য্য আরম্ভ করিবে। এই চতুর্থ মন্বন্তরে পৃথিবীতে আরও তিনবার জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইবে, এবং পৃথিবীতে উহার কার্য্য শেষ হইলে, পৃথিবী জীবনহীন হইবে, বুধগ্রহে জীবনীশক্তির কার্য্য আরম্ভ হইবে। মন্বন্তরের মধ্যে জগৎগুলি থাকিবে, কিন্তু নূতন মন্বন্তর আরম্ভ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সাতটী গ্রহের স্থানে নূতন সাতটী গ্রহ বা জগৎ উৎপন্ন হইবে। এইরূপে সাতটী বা ততোধিক মন্বন্তরে এক একটী ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ হইবে। সপ্তম মন্বন্তরের পরে কি অবস্থা হইবে, তাহা মানুষের জ্ঞানের অতীত। হয়ত সমুদায় সৌরজগৎ মৌলিক নীহারিকাপুঞ্জে বিলীন হইবে।

প্রত্যেক মন্বন্তরের পর নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়। এই পৃথিবীতে চতুর্থ মন্বন্তরে জীবনীশক্তির প্রথম আবির্ভাবে যে জীব-সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জীবগণ আকৃতিবিহীন ধোঁয়ার ন্যায় সূক্ষ্ম-কণিকাপুঞ্জ মাত্র। ক্রমশঃ উন্নত হইয়া তৃতীয়বার জীবনীশক্তির আবির্ভাবে, জীবদেহ মানুষের

(ট) ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আকার ধারণ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ হওয়ায় যৌনসম্বন্ধ দ্বারা বংশ-বিস্তার ঘটিতেছে। তৎপূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ ছিল না এবং নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে আমরা যেরূপ অযৌন আবর্ত্ত দ্বারা বংশ-প্রসার দেখিয়া থাকি, সেই সময়ে ঐ প্রকারে জীবের বংশ-বিস্তার সাধিত হইত। কেবল আত্মার নহে, ক্রমশঃ আকৃতিরও পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইতেছে। ক্রমশঃ আমরা দৃঢ়তর এবং ক্ষুদ্রতর হইতেছি, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

চতুর্থ জাতির অভ্যুদয়কালে শুক্রগ্রহ হইতে যে সকল মহাত্মগণ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের প্রভুত উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা অশরীরী দেবাত্মা। জীবন-শক্তির চতুর্থ-আবর্ত্তনে আমাদের বুদ্ধির বিকাশ হইবার কথা নহে। আমাদের কেবল নিম্নতর-বৃত্তি-আবেগপরবশ হইবার কথা। কিন্তু ঐ মহাত্মগণের কৃপায় আমরা বুদ্ধিবৃত্তির প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি। হয়ত সপ্তম জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান যুগের অনেক মানব, দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকৃতিরও উন্নতি হইতেছে। শুক্রগ্রহ হইতে যে সকল মহাত্মগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাদের উন্নতির কারণ। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও এই পৃথিবীতে আছেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই জগতের কার্য্য চলিতেছে। এই মন্বন্তর শেষ হইবার পূর্ব্বে যে সকল মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিবে, তাহারা নূতন মন্বন্তরের আবির্ভাবে জীব-সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত পরলোকে বাস করিবে। এই যে অন্ধতামিস্র, ইহাকে অনন্ত নরক নাম দেওয়া হয়। দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ বলিয়া অনন্ত নামের সার্থকতা আছে। বস্তুতঃ ইহাকে Aeonian Condemnation বলা উচিত।

বর্ত্তমান সৌরজগতে যে দশটী ক্রমবিকাশ-ক্ষেত্র আছে, তাহার মধ্যে তিনটী ক্ষেত্রে কোন স্থূল জগৎ নাই। সুতরাং সে তিনটীকে বাদ দিয়া, 'সাতটী ক্ষেত্র' মনে করিতে পারা যায়। ইহাদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবী এবং নেপচুন্-ক্ষেত্রে চতুর্থ মন্বন্তর চলিতেছে এবং শুক্রে পঞ্চম মন্বন্তরের সপ্তম আবর্ত্তন চলিতেছে। অন্য সর্ব্বক্ষেত্রে তৃতীয় মন্বন্তরের কার্য্য হইতেছে। নেপচুনের সঙ্গে আরও দুইটী স্থূল জগৎ আছে, একটী প্লুটো, উহা কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে. অন্যটী এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। উত্তাপের অভাব বা অন্য প্রাকৃতিক কারণে যদিও ঐ সকল ক্ষেত্রে মানুষের ন্যায় জীবের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে, তবুও সূক্ষ্মলোকের জীবগণ, সেখানে থাকিয়া ক্রমবিকাশ-পথে অগ্রসর হইতেছেন এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করিতেছেন। (১)

মানুষ ক্রমশঃই উন্নতির পথে চলিতেছে। ক্রমবিকাশের রীতি এই যে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতম এবং পরে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাথমিক অবস্থায় পরিণত হয়। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম লক্ষিত হয়। পৃথিবীই স্থূলতম জগৎ। চতুর্থ মূলজাতিই জড়বাদীর চরম ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান পঞ্চম জাতিতে আধ্যাত্মিকতা বিকশিত হইয়াছে। দুই এক শত বৎসর পরে মানুষের আরও উন্নতি হইবে। মহাত্মগণ স্থির করিয়াছেন যে, সাত আট শত বৎসর পরে ষষ্ঠমূল-জাতির অভ্যুদয় হইবে। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা যে উৎকর্ষ লাভ করিবেন, তাহা মানবজাতির পরম গৌরবের বিষয়।

অন্তর্জগতের শাসন-প্রণালী—

বহির্জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রাজা, রাজকর্ম্মচারী ও শাসন-প্রণালী দেখিতে পাই। কিন্তু বহির্জগতের অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর, সুবিশাল

(১) First Principles of Theosophy—Chapter IX,
Ancient Wisdom—Chapter XII,
A Text Book of Theosophy—Chap IX. দ্রষ্টব্য।

অন্তর্জগতের শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অনেক অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ নিযুক্ত আছেন। পৃথিবীতে জীবনীশক্তির বিকাশ হইলেই তাঁহারা অন্য জগৎ হইতে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারা জরা-মরণ-বর্জিত। পুরাণে, দর্শনে, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সনৎকুমার, সনক, সনন্দন প্রভৃতির নাম আমাদের শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। (ড) স্থানান্তরে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। ইঁহাদেরই বিধান মতে অদৃশ্য অন্তর্জগতের সমুদায় কার্য্য চলিতেছে। কর্ম্মের বীজ যত দিন ক্ষয়-প্রাপ্ত না হয়, তত দিন পুনর্জন্ম অনিবার্য্য। বাসনা হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব। বাসনা-ক্ষয়েই নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ হয়। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন যে, পুনর্জন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে, জীবন-তরঙ্গের দুই একবার প্রদক্ষিণ-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না—এই মাত্র বৈশিষ্ট্য। (ঢ) বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধ হইলেও ইহা অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ, সত্য-নির্ণয়ে আর্য্য ও অনার্য্য আপ্তগণের তুল্য মূল্য। (ণ)

পুনর্জন্মে পার্থিব সম্বন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে একটী প্রধান প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান জন্মের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধগুলি আবার পরজন্মে সংঘটিত হইবে কিনা, এবং কি কারণে জগতে আমরা এত নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ হই? ভালবাসা বা প্রেম, কিংবা স্নেহ প্রভৃতি ভাব অনন্ত হইতে উদ্ভূত, সুতরাং উহার উপর মরণ বা কালের আধিপত্য নাই। মানব-হৃদয়ের এই শাশ্বত ভাব, পরস্পরের মধ্যে যে অদৃশ্য-বন্ধন রচনা করে, দেহের নাশেও তাহার কোন ব্যত্যয় হয় না। বর্ত্তমান জগতের সম্বন্ধ, মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে প্রায় সহস্রাধিক বৎসর অনাবিল আনন্দের সঙ্গে

(ড) সনঃ সনৎসুজাতশ্চ সনকশ্চসনন্দনঃ
সনৎকুমারঃ কপিলঃ সপ্তমশ্চ সনাতনঃ
সপ্তৈতে মানসাঃ প্রোক্তাঃ ঋষয়োব্রহ্মণঃ সুতাঃ। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪১।৭২-৭৪
এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত ৯ম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সাংখ্যকারিকা প্রথম আকার—গৌড়পাদ-ভাষ্যেও এই সকল নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঢ) Death and After – Page 61
Secret Doctrine – vol. II – Page 80
Key to Theosophy…… P. 87

(ণ) "সাক্ষা... অর্থস্য আপ্তিঃ তয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যাপ্তঃ। ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্"—বাৎস্যায়নভাষ্য।
আর্য্য ম্লেচ্ছগণ সম্বন্ধে আপ্তলক্ষণ সমান।

ভোগ করিয়া, যদি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসিয়াও ভোগ করিবার বাসনা থাকে, তবে তাহাতে বাধা নাই। যত জন্ম ইচ্ছা—এই ভাব অনুসারে সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত যে সম্বন্ধ ছিল—তাহাই পুনঃ পুনঃ সংস্থাপিত হইবে—ইহা আশা করা যায় না। স্বামি-স্ত্রীর যে একাত্ম-সম্বন্ধ—তাহাও এক সহস্র বা বারশত বৎসর ভোগ করিবার পরে পরিবর্ত্তিত হইলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তবে পরস্পরের মধ্যে যদি ঐ ইচ্ছাই প্রবল থাকে, তবে পুনঃ পুনঃ ঐ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে। পরে হয়তঃ স্ত্রী হইবেন স্বামী, এবং স্বামী হইবেন স্ত্রী, কিম্বা স্বামী হইবেন পুত্র, স্ত্রী হইবেন মাতা—অর্থাৎ স্বামি-স্ত্রী-সম্বন্ধ মাতা-পুত্রের সম্বন্ধে পর্য্যবসিত হইতে পারে। ইহাতে ভালবাসার বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সামাজিক নিয়মে একটা বিপর্য্যয় দেখা যায় মাত্র। পুত্র যে স্বামী ও স্বামী যে পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করেন, আমাদের শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যাঁহারা কেবলমাত্র ভালবাসার দিক্ দিয়া দেখিতে চান না, তাঁহারা ইহা স্থির জানিতে পারেন যে, যত দিন তাঁহারা কোন এক সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে উভয়তঃ কামনা করিবেন, ততদিন পরজন্মে সেই সম্বন্ধই হইবে। (ত) কিন্তু, এই বন্ধন-রজ্জুর তার যত বেশী হয়, ততই কি বন্ধন দৃঢ় হয় না? স্বামী, স্ত্রী, মাতা-পুত্র, সহোদর ইত্যাদি ক্রমে দাম্পত্য-প্রেম, অপত্য-স্নেহ, সৌভ্রাত্র্য ইত্যাদির অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, দুইটী জীব, যখন বহু জন্মের পর প্রেমের মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া অনন্তের সম্মুখীন হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধন বর্ত্তমান থাকিবে, অনন্তে মিশিয়া গেলেও তাহা লয় প্রাপ্ত হইবে কি না, কে বলিতে পারে? পূর্ব্ব জীবনে যাহাদের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আমরা আবদ্ধ ছিলাম, স্বর্গে যাহাদের সহিত একসঙ্গে বাস করিয়াছি, তাহারাই স্বজনবর্গরূপে এই সংসারে আসিয়া নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। (থ) আমাদের কবিদের অনুভূতিতেও এই ভাবটী ধ্বনিত হইতেছে। (দ) সুনিশ্চলা

(ত) But those who object to this view, need not feel distressed, for they will enjoy the presence of their beloved in the one personal aspect held by him or her in the one incarnation they are conscious of, as long as the desire for that presence remains. Death and After P. 65.

(থ) Death and After—P. 68

(দ) সতীচ যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষপি। ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে। দিবাবসানে ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতেঃ। শকুন্তলা

প্রকৃতি ও সাধ্বী স্ত্রী, জন্ম জন্ম পুরুষের অনুগমন করে। চিরজীবী প্রেম, বিধির স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার-পত্র পাইয়া, চির অধিকার দাবী করে। মনে করিয়া থাকে, 'আমি যাহাকে ভালবাসি, সে কি কখন দূরে যাইতে পারে'? মৃত্যুর কোন ক্ষমতা নাই যে, সে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। পূর্ব্বজন্মের যে মধুর মিলন বর্ত্তমান জন্মে আবার সংঘটিত হইয়াছিল, যাহার মধুময় স্মৃতি অন্তরে বিচিত্র রাগিণী জাগাইয়া তুলিতেছে, তাহার জন্যেই—

"* * এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশ বন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে—
নিবিছে, জ্বলিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।"

পার্থিব সম্বন্ধের হেতু—

সুতরাং আমরা পৃথিবীতে যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলাম, স্বর্গে দীর্ঘকাল যাহাদের সঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছি, পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া আবার তাহাদের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থাপন করিব। এই সংসারে দেনা-পাওনার হিসাব মিটাইতে আসিতে হয়। কাহারও প্রতি যদি এমন ব্যবহার করিয়া থাকি যে, তাহাতে তাহার বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, কিম্বা তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হইলে এই দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য দুজনকে পরজন্মে কোনও প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হইবে। প্রেম, ভক্তি, স্নেহ-মমতার যেমন বন্ধন আছে, তেমনি দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি হইতেও বন্ধন উৎপন্ন হয়। কর্ম্মের গতি অতি বিচিত্র। কর্ম্মের ফল ভালই হউক্, আর মন্দই হউক্, ভোগ করিতেই হইবে। কর্ম্মের ফল খণ্ডন করিবার জন্যই ভোগের ব্যবস্থা, সুতরাং পার্থিব-জীবনের সম্বন্ধ স্থাপনের মূলেও কর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। (ধ)।

সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে জানা যায় যে, ভগবানই প্রেমের আকর। এই প্রেমই শতধা বিকীর্ণ হইয়া আমাদের সমাজবন্ধন সৃষ্টি করিয়াছে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির সহিত আমরা যে ভাববন্ধনে আবদ্ধ, তাহা ভগবৎ-প্রেমের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। পার্থিব-সম্বন্ধ হেতু আমরা যাহাকে যে ভাবে ভালবাসিনা কেন, তাহা ভগবদ্‌বিষয়ক রতি-ভাবের বিভিন্ন ব্যঞ্জনা। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর অসীম জলপ্রবাহ যেমন শত পথে

(ধ) A Text Book of Theosophy – P. 117

বিভক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছে, সেইরূপ মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র বিভিন্ন রসে অভিষিক্ত করিয়া, সেই সমুদ্রবাহিনী প্রেমধারা, অনন্তের দিকে ধাবিত হইয়াছে। রসই ঈশ্বর, সুতরাং রস হইতে উদ্ভূত 'প্রেম' পরমপবিত্র ঐশ পদার্থ। উহা যে পথেই প্রবাহিত হউক্ না কেন, উৎপত্তিস্থানই উহার চরম লক্ষ্য। দার্শনিকের চক্ষে দেখিলে আমরা বুঝিব যে, প্রিয়জনের পাঞ্চভৌতিক দেহটী আমাদের ভালবাসার বস্তু নহে, দেহাধিষ্ঠিত প্রতিবিম্বিত চৈতন্য-ই আমাদের ঈপ্সিত, অভিলষিত প্রিয়বস্তু। সর্ব্বদেহে একই চৈতন্য বিরাজিত, সুতরাং ব্যক্তিত্ব উপলক্ষ্য করিয়া, মানুষের প্রেম দ্বারা ভগবৎপ্রেম-ই দ্যোতিত হইতেছে। প্রিয়জনকে ভালবাসিয়া আমরা কূটস্থ চৈতন্যকেই ভালবাসিতেছি। জন্মে জন্মে আমরা প্রিয়জনকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ চৈতন্যকে ভালবাসিয়াছি এবং প্রিয়জনকে প্রীতি উপহার দিয়া ঐ কূটস্থ চৈতন্যেরই সম্বর্দ্ধনা করিয়াছি। আমরা বলিতে পারি যে

"তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।"

অন্তরের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি প্রদীপ্ত হওয়ায় অবিদ্যা-জনিত অন্ধকার দূরীভূত হইলে, জীবন-দেবতাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ-করিয়া তন্ময়, তচ্চিত্ত, তদ্গতপ্রাণ হইয়া আমরা দেখিব যে—

"নিখিলের সুখ, নিখিলের দুঃখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটী প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল দেশের সকল কবির গীতি।"

সৌভ্রাত্রে আমরা আনন্দিত, মাতৃস্নেহে আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত, পত্নী-প্রেমে আমরা আত্মহারা ও মুগ্ধ। অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ আমরা মনে করি—ইহারা বিভিন্ন ভাবের বিকাশ, কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই আমাদের আস্বাদিত 'রস' একই বস্তু। ভগবৎ-প্রেমে উদ্বেলিত হৃদয়ের মধ্যে যাবতীয় প্রেম নিমজ্জিত হইয়া যায়।

পুনর্জ্জন্মে জীবের লিঙ্গ-বিপর্য্যয় হয় কি না—

পরজন্মে জীবের লিঙ্গবিপর্য্যয় হয় কি না, এবং হইলে কি নিয়মে উহা নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহা পরিষ্কাররূপে জানা যায় নাই। তবে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ইহা বহু পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে। ক্রমবিকাশের মূলে আছে সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা-অর্জ্জন। পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যে প্রেমের যত প্রকার অভিব্যক্তি আছে, তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে, লিঙ্গবিপর্য্যয় অপরিহার্য্য। সাতটী জন্ম পর পর স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রচনা করিয়া, দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে, পরস্পরের মধ্যে যদি পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা জন্মে, তবে তাহা অস্বাভাবিক নহে

কাহারও বা ২।৪ জন্মের পরেই এরূপ কামনা জন্মিতে পারে। এইরূপে সমুদায় সম্বন্ধের মধ্যে যেটুকু ভালবাসার বন্ধন আছে, সেই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য, জীবকে কখন পিতা, কখন পুত্র, কখন স্বামী, কখন স্ত্রী, কখন মাতা, কখন ভগিনী, কখন বা অন্য নিকট আত্মীয়-রূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হয়। (ন) সমাজে আমরা স্ত্রী ও পুরুষ-জাতির মধ্যে অনেক উন্নতশ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাই। (প) স্ত্রীলোক-সুলভ পবিত্রতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-তৎপরতা, ভক্তি ও স্নেহপ্রবণতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতির সহিত, কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, পরোপচিকীর্ষা, স্বজনবাৎসল্য, স্বদেশপ্রেম, নির্ভীকতা, চিন্তাশীলতা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৃষ্টি মিলিত হইয়া, অপূর্ব্বমণিকাঞ্চনযোগ সংঘটিত হইয়াছে, ইহা আমরা অনেক স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দেখিতে পাই। ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, বহু পূর্ব্ব জন্ম হইতে নর ও নারী-দেহে যে সকল সংস্কার অর্জ্জিত হওয়ায়, কারণ-দেহ ক্রমশঃ সম্পৎশালী হইতেছিল, তাহাই বর্ত্তমান জন্মে বিকশিত হইয়া, জীবনকে দীপ্তিমান্ ও মহিমময় করিয়াছে। ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের ইহাই প্রধান লক্ষ্য। ইহা মানুষকে ক্রমশঃ এই উচ্চ আদর্শের পথে চালিত করে এবং এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য একই ব্যক্তি কখনও পুরুষ এবং কখনও নারীরূপে জন্মগ্রহণ করে ; এই লক্ষ্যই অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণের কারণ হয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এক একটা আদর্শ বিশেষভাবে ফুটিয়াছে—দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক্ জাতির মধ্যে দার্শনিকতা, রোমান্‌জাতির মধ্যে সাম্রাজ্য-প্রসারবৃত্তি, ইংরাজজাতির মধ্যে উপনিবেশ-স্থাপনবৃত্তি এবং সত্যনিষ্ঠা, ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা, জাপানে শিল্পকুশলতা, আরবজাতির ধর্ম্ম-প্রবণতা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সমুদায় উচ্চবৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষসাধনের জন্য জীবকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঋণ-শোধ করিবার জন্যও মানবজন্ম, দেশ ও কালের অপেক্ষা করে। দয়া বা হিংসা—যে কারণেই ঋণ উৎপন্ন হউক্ না কেন, তাহা শোধ করিতেই হইবে। পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণ একটী জটিল ও রহস্যময় ব্যাপার। জীবকে ইহার সমাধান করিতে হয় না। কর্ম্মদেবগণ ইহার ব্যবস্থা করেন।

(ন) Reincarnation—P. 46

(প) As the building up of the perfect humanity is the object of reincarnation and in this perfect humanity, positive and negative elements must find complete equilibrium, it is easy to see that the Ego must by experience develop these characteristics to the fullest. * * Ibid 46

প্রিয়জনের অকাল মৃত্যুতে লোকে শোকাচ্ছন্ন হয়, কিন্তু ইহাও একটী ঋণ-শোধের ব্যাপার। ভালবাসার বিশেষ আকর্ষণ না থাকিলে, স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ হয় না। কিন্তু অনেকস্থলে অন্য কারণেও নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। (ফ) সন্তানাদির অকালমৃত্যুতে এখনও লোকে মনে করে—'শত্রু এসেছিল দেনা শোধ করিতে, দেনা শোধ করিয়া চলিয়া গেল।' এই সম্বন্ধে 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর' নামক গ্রন্থে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। এক দস্যু, কোন নির্জ্জন গিরিসঙ্কটে এক বণিক্‌কে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়া, তাহার ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে ঐ অপুত্রক দস্যুর এক পুত্র হইলে, সে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া, প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিল এবং পুত্রের বিবাহ দিল। তাহার কিছুদিন পরে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শুইয়া পুত্র পিতাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া পরিচয় দিল যে, সে সেই বণিক্‌, পাওনা আদায় করিবার জন্য তাহার পুত্ররূপে জন্মিয়াছিল। এখন কার্য্য শেষ করিয়া চলিল। এই বলিয়াই সে মারা গেল। (ব) সব সময়েই যে এই প্রকার কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা নহে। অন্য অনেক প্রকার কারণও থাকিতে পারে।

মৃত শিশুদের পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

ছোট শিশুরা মারা গেলে, তাহারা খুব শীঘ্রই পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই একই পিতামাতার নিকট ফিরিয়া আসে। তাহাদের কোন কামনা না থাকায় কামলোকে বেশী দিন থাকিতে হয় না এবং কোন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করায় স্বর্গে যাইবার বা গেলেও অধিক সময় থাকিবার প্রয়োজন হয় না। (ভ) শোকার্ত্ত পিতামাতার ইহাই একটী প্রধান সান্ত্বনার বিষয়। অনেক শিশু এই অবস্থায় 'জাতিস্মর' হইয়া থাকে। বাল্যকালে অনেক শিশু পূর্ব্বজন্মের আভাস মনে করিতে পারে। কবিদের লেখার মধ্যেও এই প্রকার ভাবের অনুভূতি দেখা যায়। (ম) একটু বয়স বেশী হইলে এই ভাবটা চলিয়া যায়। (য)

(ফ) Ancient Wisdom—P. 222

(ব) কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর (হীরেন্দ্রনাথ) ৫৫ পৃ.

(ভ) First Principles of Theosophy—P. 160
To Those Who Mourn—P. 25
... ... See also Karma by Dr. Besant

(ম) Ode on the Intimation of Immortality

(য) Ancient Wisdom. P. 194

পুনর্জন্ম বিষয়টীর জটিলতা—

পুনর্জন্ম বিষয়টী অত্যন্ত জটিল, কিন্তু, ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে, আমরা তিনটী জিনিষ দেখিতে পাই। কোথায় জন্ম হইবে, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ-রূপে জন্ম হইবে এবং পার্থিব-বন্ধনে কাহাদের সঙ্গে আবদ্ধ হইতে হইবে—ইহার মীমাংসা করিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রেম, কর্ম্ম ও কামনা—এই তিনটীই প্রধান কারণ। প্রাণ যাহাকে চায়, মানস-লোকে চিন্তা দ্বারা যাহাকে আত্মার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে, যাহার সঙ্গে অপরিছিন্ন আনন্দে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করা হইয়াছে, তাহাকে পৃথিবীতে আসিয়া না পাওয়ার কোন কারণ নাই। সুতরাং, ভালবাসার আকর্ষণ থাকিলে, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদিকেও পুনরায় পার্থিব সম্বন্ধে আবদ্ধ করা যায়। কামনা দ্বারা লৌকিক জগতে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই—ব্যবসায়ে কোন কোন ব্যক্তি উন্নতি লাভ করেন। সামান্য মূলধন হইতে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন, কাহারও কৃষিকার্য্যে এমন সৌভাগ্য দেখা যায় যে, তাঁহার হাতে **'ক্ষেতে সোণা ফলে'**। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কামনা। আমি ধনী হইব, সুখভোগ করিব, আমি যশস্বী হইব—ইত্যাদি কামনার ফলে এই বিষয়ে তাহার সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়, (ব) এবং পরজন্মে সে ঐ সকল বিষয়ে সিদ্ধ-মনোরথ হয়। কর্ম্ম কিন্তু অলক্ষ্যে তাহার ভাগ্যসূত্র যোজনা করে। ধন, মান, যশ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, রূপ লাভ করিয়াও তাহার সুখ হইবে—এমন কথা বলা যায় না। কামনা করিয়াও সুখ লাভ করা যায় না। তাহার দেনা-পাওনার হিসাব কর্ম্মের খাতায় নির্ভুলরূপে লিখিত আছে। ঋণ-পরিশোধ করিতেই হইবে। পূর্ব্ব জন্মে কাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছ, কোন কর্ত্তব্য পালন কর নাই, এখন তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। এই কারণেই প্রধানতঃ পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়। শত্রু, নিকট আত্মীয় হইয়া জন্মগ্রহণ করে। মানুষ ইচ্ছা করিলে এ জগতে তাহার কর্ম্ম ক্ষয় করিতে না পারিলেও, যাহাতে নূতন কর্ম্ম সঞ্চিত না হয়, অন্ততঃ ঋণ না বাড়ে, এরূপ চেষ্টা করিতে পারে। জাগতিক নিয়মানুসারে যদি ঋণ না বাড়িতে পারে, তবে ক্রমশঃ সঞ্চিত ঋণ শোধ হইয়া যায়। কর্ম্মদেবগণ অতি নৈপুণ্য সহকারে এই ঋণপরিশোধ ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করেন। একেবারে বেশী পরিমাণ ঋণ শোধ করা কষ্টকর। লৌকিক জগতে আমরা উহা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। আর জীবনে যদি কিছু আয় না হয়,

(ব) Reincarnation—P. 45

তবে ঋণ শোধ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। সঞ্চিত মূলধন হইতে ক্রমাগতঃ ঋণ শোধ করিতে থাকিলে, ক্রমশঃ উহা অসহ্য হইয়া উঠে। সে জন্য সংসারে দুঃখের সহিত সুখ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, (ল) এবং কিস্তিবন্দী হিসাবে ঋণ শোধ করিতে হয়। অদ্য একদফা শোধ করার পর হয়ত ৮।১০ বৎসর পরে আবার শোধ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। মানুষ যাহাতে সহ্য করিতে পারে, এরূপ ভাবেই উহা স্থির করা হয়। আমরা যদি উহা ঠিক্ ভাবে বুঝিতে পারি, তবে কোন কষ্টের কারণ থাকে না। সংসারে দুঃখ কষ্ট অনুভূত হয় না। জামার ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিবার মত সংসারের দুঃখ কষ্ট ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি, (ব) দুঃখের হুলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু সে শিক্ষা—সে সাধনা কয়জনের আছে? এই প্রকার সাম্যে যাহার মন অধিষ্ঠিত, সে ত সৃষ্টি জয় করিতে পারে। (শ) কর্ম্মের নিয়ম বুঝিতে পারিলে, আমরা জীবনের সুখ দুঃখে বিচলিত হই না। আমরা বুঝিতে পারি, সে দুঃখের বোঝা আমার কৃত কর্ম্মের ফল। জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া আমরা ঋণমুক্ত হইতেছি। আমরা যেমন কাজ করিয়াছিলাম, তেমনি ফল ভোগ করিতেছি, অপরে তাহার জন্য দায়ী নহে। (ষ)

পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লোপ পায় কেন—

পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি লুপ্ত হইবার কারণ কি, এইরূপ প্রশ্ন সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মা, বুদ্ধি ও মন-যুক্ত কারণ-দেহই স্মৃতির আধার। বার বার জন্ম-গ্রহণের ফলে জীবের যত অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছে, স্বর্গ হইতে বিদায়-কালে প্রত্যেক বারই তাহা কারণদেহকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কারণ-দেহে সমুদায় স্মৃতি সঞ্চিত আছে। মানসলোকে—অর্থাৎ স্বর্গের নিম্নস্তরে আসিয়া, জীব, নূতন মানসদেহ ধারণ করেন, সুতরাং যে মানসদেহে পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলির স্মৃতি সঞ্চিত ছিল, এবং যে দেহ ত্যাগ করিয়া, জীব, স্বর্গের উচ্চস্তরে গিয়াছিলেন, তাহার সমুদায় উপকরণ লয়প্রাপ্ত হওয়ায় এবং নূতন

(ল) তে হ্লাদ-পরিতাপ-ফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ। পাতঞ্জল দর্শন ২।১৪
ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম, অস্তেয় (অচৌর্য্য), শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী এবং মৈত্রী, করুণা, পরোপকার, দান, এবং গৌড়পাদ-মতে যম, নিয়ম, দয়া ও দান পুণ্য কর্ম্ম। ক্রোধ, লোভ, মোহমূলক হিংসা, অসত্য, ইন্দ্রিয়-লৌল্য, প্রভৃতি পাপ কর্ম্ম।

(ব) Reincarnation – P. 13

(শ) ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতংমনঃ। গীতা ৫।১৯

(ষ) Ancient Wisdom. – P. 225

উপকরণে নূতন মানসদেহ উৎপন্ন হওয়ায়, এই দেহে পূর্ব্ব-স্মৃতি কিছুই থাকে না। তবে কারণদেহ চিরস্থায়ী, সেখানে সকল স্মৃতি সঞ্চিত থাকে ; কিন্তু জীব যখন নূতন দেহ ধারণ করেন, তখন সেই কারণ-দেহ শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও মানসদেহ ও মস্তিষ্ক নূতন হওয়ায় এবং জীবের জ্ঞান স্থূলে নিবদ্ধ হওয়ায়, অতি-সূক্ষ্ম কারণদেহের স্পন্দন তাহার মস্তিষ্কে কোন ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে না। সেজন্য কোন স্মৃতিই মনে উদিত হয় না। কোন কারণে স্থূল জগতের জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলে বা স্থূল জগতের জ্ঞান বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে কখন কখনও পূর্ব্বস্মৃতি মানুষের মনে জাগিয়া উঠে। বিকারের ঘোরে বা শৈশবে অনেক সময় এই প্রকার জ্ঞানের বিকাশ দেখা যায়। (হ) মানুষ যদি সাধনা-বলে বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া, চিত্তকে প্রশান্ত ও নির্ম্মল করিতে পারে, তবে কারণদেহের স্পন্দন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সে অবস্থায় পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠে। (ক্ষ) ইহার হেতু এই যে, কারণদেহ সর্ব্ব সংস্কারের আধার ; ইহা চিরস্থায়ী, লিঙ্গত্বহীন কিন্তু মানবাকৃতিবিশিষ্ট। (ক)

জন্মান্তরীণ সংস্কার আবর্ত্তিত হয়—

যে সকল সংস্কার লইয়া আমরা এজগতে আসিয়া থাকি, পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতা তাহার মূল। অনেক সময় আমরা অজ্ঞাতসারে ইহা অনুভব করিয়া থাকি। সুন্দর বস্তু, সুন্দর আকৃতি বা যে কোন পার্থিব সৌন্দর্য্য দেখিলে আমরা উন্মনা হই, ইহার অন্য কোন কারণ নাই। হৃদয়ে বদ্ধমূল পূর্ব্বজন্মের বাঞ্ছিত বস্তুর কথা ইহারা স্মরণ করাইয়া দেয়, সেজন্য এরূপ ঘটিয়া থাকে। কবিদের অনুভূতি ও দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত এবিষয়ে একই সত্য প্রকাশ করিতেছে। প্রমাণ হিসাবে কবিদের অনুভূতির মূল্য কি, তাহা জানা না গেলেও, ইহা যে তাহাদের অন্তরের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবের মনে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উদিত না হইলেও যেখানে প্রেমের প্রবল আকর্ষণ থাকে, সেখানে সংস্কার-বশে পূর্ব্বজন্মান্তর-সম্বন্ধ

(হ) Ancient Wisdom – P. 221. Reincarnation –
Key to Theosophy – P. 99. Ancient Wisdom P. 194

(ক্ষ) ইহা এক প্রকার যোগার্জ্জিত বিভূতি।
পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্। যোগদর্শন ৩।১৬
সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্। যোগদর্শন ৩।১৮

(ক) Causal body eternally the same.
First Principles of Theosophy P. 84
Form human but sexless Ibid……P. 63

জীব বুঝিতে পারেন। ইহাকে কেবল কবির কল্পনা বলা চলে না। ইহার মূলে সত্য নিহিত আছে। (খ) জাগতিক অভিজ্ঞতার ফলে ইহা আমরা অনেক সময় জানিতে পারি। দুদিনের পরিচয়ে কাহাকেও যেন কত কালের পরিচিত নিকট আত্মীয় বলিয়া মনে হয়, আবার কাহারও সঙ্গে আজীবন আলাপ করিয়াও তত ঘনিষ্ঠতা হয় না, ইহার অন্য কারণ কি থাকিতে পারে? চুম্বকধর্ম্মী প্রেম, সকল ব্যবধান অপসারিত করিয়া নিজের বস্তুকে চিনাইয়া দেয়।

এবিষয়ে কবিদের অনুভূতি অত্যন্ত গভীর। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইলেও অন্তরের চৈতন্য দ্বারা, সঞ্চিত সংস্কারপুঞ্জ, অবস্থাবিশেষে সন্ধুক্ষিত বা সঞ্জীবিত হয়, ইহা আমরা কখন কখন লক্ষ্য করিয়া থাকি। সংজ্ঞাহীন অস্থির রোগীকে প্রিয়জন-স্পর্শে যখন শান্তভাব ধারণ করিতে দেখি, তখন কবির মানস-প্রত্যক্ষের মহিমা আমরা বুঝিতে পারি। সংজ্ঞাহীন রামচন্দ্র, দ্বাদশ বৎসর বিচ্ছেদের পরেও সীতার করস্পর্শে যে সুখানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার অন্তরের অতিনিভৃত স্থানে যে সংস্কার সঞ্চিত ছিল, তাহাই জাগরিত হইয়াছিল। রাম তখন বলিয়াছিলেন, যে পাণিস্পর্শ স্নেহার্দ্র-শীতল মূর্ত্তপ্রসাদ, হরিচন্দনপল্লব-নিষ্পীড়িত মৃতসঞ্জীবনীসুধা, অভিতপ্ত হৃদয়ের চন্দ্রকিরণাঙ্কুর-নিঃসৃত 'অমৃতশীতল প্রসেক, নিয়ত কল্যাণের আকর, উহা অদ্যাপি আমাকে আনন্দ দান করিতেছে, কিন্তু আনন্দদায়িনী তুমি কোথায়? (গ) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধন, যে একাত্মবোধ—অঙ্গাঙ্গীভাব, জীবনে-মরণে জনমে-জনমে যাহার কোন ব্যত্যয় হয় না,

---

(খ) "And thus the sight of any earthly beauty in face or form thrills the genuine lover with unutterable awe and amazement, because it recalls the memory of the celestial beauty seen by him in the sphere of Eternal Being."

The Chariot of the Soul. *Collin's Plato P. 159*

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপিজন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ পঞ্চম অঙ্ক।
"মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্"॥ রঘুবংশ ৭।১৫

(গ) উত্তররামচরিত—ছায়া—অঙ্ক
প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যানন্দয়তি মাং ত্বং পুনঃ ক্কাসি নন্দিনি! ঐ ৩।১৪

কবি প্রতিভা তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। এই প্রেমের মূল ভগবানে নিবদ্ধ। ইহা অনন্ত হইতে উৎপন্ন এবং পরিণামে ইহা অনন্তেই বিলীন হইবে। দ্বেষ ও হিংসাও অনেক সময়ে সম্বন্ধের কারণ হয়। (ঘ) সেখানকার কথা স্বতন্ত্র। তাহার ফল সর্ব্বজন-বিদিত।

জন্মান্তরের প্রমাণ—

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এতকথা বলা হইতেছে, কিন্তু পুনর্জন্ম যে হয়, মৃত্যুর পরও মানুষের কিছু থাকে, তাহার 'প্রমাণ' আছে কিনা, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। এদেশে অন্ততঃ হিন্দুজাতির মধ্যে এই সংস্কার এরূপ বদ্ধমূল যে, কেহ উহার প্রমাণ আছে কিনা—তাহা জানিবার প্রয়োজন মনে করেন না। যিনি সন্দেহ করেন, তিনি কি প্রমাণ দেখিতে চান? অনুমানই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে কি? কিন্তু যিনি বুঝিতে চান না, তাঁহার অনুমানের উপর নির্ভর করা চলে না। নানা প্রকার প্রমাণ না হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাঁহার জন্য প্রমাণ-সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে।

জন্মান্তর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ—

শ্রুতি ও স্মৃতি-গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর বিষয়ে উপদেশ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গ্রীকযুগের দার্শনিকগণ সর্ব্বদাই পুনর্জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন। সক্রেটিস ও প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিক-গণের গ্রন্থে পুনর্জন্মের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটোর পরবর্ত্তী যুগেও এই মত প্রচারিত হইয়াছে। (ঙ) মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী সুফি-সম্প্রদায়ও এই মত সমর্থন করেন। ইজিপ্ট দেশেও সর্ব্বত্র এই মত প্রচলিত। ইটালীদেশের প্রাচীন আচার্য্যগণ পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন। বিখ্যাত জারম্যান্ পণ্ডিতগণ—সোপেনহার, লেসিং, হিগেল, লাইবনিজ, হার্ডার এবং ফিকটে, অতি আগ্রহের সঙ্গে এই মত প্রচার করিয়াছেন। ক্যাণ্ট ও সেলিংএর দর্শনেও এই মত প্রচারিত। প্রাচীন ইহুদিজাতির মধ্যে

(ঘ) রাগজ, দ্বেষজ ও মোহজ কর্মাশয়। পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ১৪ ও ১৫ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা শত প্রেমিকের মাঝে—
বিয়োগ-বিধুর নয়ন-সলিলে মিলন-মধুর লাজে
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।" রবীন্দ্রনাথ

(ঙ) Dialogues—Plato ; Chariot of the Soul and Timaeus—Plato

এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। মধ্যযুগে ধর্ম্মযাজকেরা এই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। (চ) কিন্তু আগুনকে ভস্মাচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহাদের কল্পিত অনন্ত নরকও ঐ প্রকারে উপহাসের বিষয় হইয়াছে।

জগতের বৈষম্যের কারণ জন্মান্তরীণ সঞ্চিত কর্ম্মফল—

কেবল মতের দোহাই না দিয়া বিচার-সাহায্যেও এই বিষয় সহজে প্রতিপন্ন করা যায়। জগতে যে বৈষম্য আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি? অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি, সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছে এবং পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, চোখের জলে পথ দেখিতেছেন না। ভগবান্ একজনকে সুখী, অন্যকে দুঃখী করিয়া, নিজের নিরপেক্ষত্ব বজায় রাখেন কি প্রকারে? ইহার সামঞ্জস্য করিতে হইলে, পুনর্জন্ম না স্বীকার করিলে উপায় নাই। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলই এই বৈষম্যের কারণ। তাহা হইলে ভগবান্‌কে নির্দ্দয় বা অবিচারক মনে করিবার হেতু থাকে না। নরকের ধারণাটাও অসঙ্গত। পূর্ব্ব-জন্মে পাপকার্য্য করিয়াছিল। তাহার ফলে পরলোকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। তবে এজন্মে তাহার আবার দুঃখ কেন? পাপের ক্ষালন জন্য কয়বার দণ্ডভোগ করিতে হইবে? নরকভোগ করে কে? বিদেহী জীবের শরীর কোথায়? তবে তার শারীরিক যন্ত্রণা-ভোগ হয় কি প্রকারে? এই জগতের বৈষম্য দেখিলেই মনে হয়, পুনর্জন্ম না মানিয়া উপায় নাই। যাঁহারা নিদ্রার ভান করেন, তাঁহাদিগকে জাগান যায় না।

বংশানুবর্ত্তিতার বিপর্য্যয়—

পিতামাতার সর্ব্ববিধ দৈহিক-লক্ষণ সন্তানে দেখিতে পাওয়া গেলেও, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি অনেকসময় সম্পূর্ণ নূতন আকারে বিকশিত হয়। যমজ ভ্রাতৃদ্বয় আকৃতি ও অবয়বে একই প্রকার হইলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের মনের উৎকর্ষ ও চরিত্রবল পৃথক্ হইয়া থাকে। জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ব্যতীত আর এই প্রকার বৈষম্যের কি কারণ থাকিতে পারে? সেক্সপিয়ারের পিতা কিম্বা পুত্রের পরিচয় লোকের নিকট অজ্ঞাত না হইলেও, তাহাতে কবিত্ব-শক্তির কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষকের পুত্র কৃষক, পশুচারণ ও ভূমি-কর্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন পাপিয়ার মত মধুর-সঙ্গীতে বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিল। বার্ণ্সের এই জগন্মোহিনী কবিত্বশক্তি পৈতৃক-সম্পত্তি নহে।

(চ) Reincarnation P. 5.

শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়া ইহা জানা গিয়াছে যে, পিতামাতা হইতে দেহের স্থূল উপকরণ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু যাহাদ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, সেই নৈতিক বা মানসিক উৎকর্ষ, স্বোপার্জ্জিত কারণ-দেহগত জন্মান্তরীণ সংস্কারের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য সংস্কারগত গুণানুযায়ী যে দেহ আবশ্যক হয়, তাহাতে পিতামাতার কর্ত্তৃত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় মাত্র। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর, তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া কলাবিদ্যাবিৎ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতার যে উপকরণ হইতে তাঁহার ভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইবে, তাহার যন্ত্রাদি, স্নায়ু, মস্তিষ্ক প্রভৃতি গ্রহণোপযোগী না হইলে, তাহার গভীর ও উচ্চ সংস্কার, অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। এরূপস্থলে এই প্রকার জীবকে, কর্ম্মদেবগণ, উপযুক্ত পিতামাতা সংগ্রহ করিয়া দেন। বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, মনে করিতে হইবে, যেন একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদ্যকুশল ব্যক্তি, একটী পর্দ্দাহীন ও সচ্ছিদ্র হারমোনিয়াম লইয়া গান করিতেছেন। তিনি যত বড়ই কলাবিৎ হউন না কেন, যন্ত্রে দোষ থাকায় তিনি কোন স্বর বাহির করিতে পারিবেন না। সেজন্য, উন্নত জীবও উপযুক্ত পিতামাতার নিকট আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমান-কালে বিবাহ-বিদ্বেষ, সকল সমাজে প্রবল হইতেছে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রুতি যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে যোষিৎ (স্ত্রী) অন্যতম। (ছ) পরাবিদ্যাবিৎ আচার্য্যগণ গার্হস্থ্যধর্ম্মের পক্ষপাতী। (জ) অনেক উন্নত জীব, উপর্য্যুক্ত পিতামাতার অভাবে, জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াও সুযোগ পাইতেছেন না। জগতের পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতির কারণ হইতেছে। (ঝ)

(ছ) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—অষ্টম-ত্রয়োদশ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

(জ) Middle path is the safest and indeed the only true path…
Masters and the Path P. 455 & 453

(ঝ) Many thousands of advanced souls are ready for incarnation * * * in order that they may help the World-Teacher, but the difficulties of finding appropriate bodies are very great. In consequence of foolish and wasteful ostentation, an evil tradition is growing up in the western world, that men and women cannot afford to marry and that large families are too expensive to be practically possible. Masters and the Path P. 411

see also গীতা

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। গীতা ৬।৪১

প্রতিভার কারণ কি—

কোন কোন ব্যক্তি শৈশবেই অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন। জন্মান্তরীণ সংস্কার ব্যতীত ইহার কি কারণ থাকিতে পারে? বর্ত্তমানকালে শ্রীযুক্ত সোমেশ চন্দ্র বসুর নাম অনেকের জানা থাকিতে পারে। তিনি বাল্য-কাল হইতেই বড় বড় গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অঙ্ক মনে মনে কষিতে পারিতেন। বড় হইয়া তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বহুস্থানে এই শক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। ৬০টী অঙ্ক-বিশিষ্ট সংখ্যাকে ঐরূপ আর একটী সংখ্যা দিয়া মনে মনে গুণ করিতে, তাঁহার পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আবশ্যক হয়। এ বিষয়ে সার উলিয়াম রাওয়ান্ হ্যামিণ্টান্ ও ডক্টার টমাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বাল্যকালেই অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। (ঞ) এই সকল বড় বড় দৃষ্টান্ত বাদ দিলেও, আমরা যে কোন স্কুল-কলেজে গেলেই ছাত্রগণের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য দেখিতে পাই। কোন বালককে একটু বলিলেই কঠিন বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলে, আবার এমন অনেক বালক আছে, যাহাকে অতি সহজ বিষয় পুনঃ পুনঃ বুঝাইলেও ধারণা করিতে পারে না। হয়ত এই ছেলেকে চিত্রবিদ্যা কিম্বা সঙ্গীত শিখিতে দিলে, সে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে।

পূর্ব্বজাতি-জ্ঞান—

কেহ মনে করিতে পারেন যে, যখন পৃথিবীতে অনেক ধর্ম্ম পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন না, তখন উহা একটা মত-বাদ মাত্র। 'জন্মান্তর' সত্য হইলে কি পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি একেবারে মন হইতে বিলুপ্ত হইত? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অনেকেই এখন ইহাতে আস্থাবান্ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই মতের দার্শনিক যুক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। মুসলমান্ধর্ম্মের স্থফিসম্প্রদায় মুক্তকণ্ঠে জন্মান্তরতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। (ট) পূর্ব্বস্মৃতি কেন বিলুপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। অনেক স্থলে যে, স্মৃতি বর্ত্তমান

(ঞ) Ancient Wisdom P. 218. 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' P. 251
Rowan Hamilton, Quaternion calculus আবিষ্কার করিয়াছেন।

(ট) I died from the animal and became a man
Wherefore then should I fear?

Masnavi Rumi.

থাকে, তাহারও প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব জাতিস্মর ছিলেন। (ঠ) বর্ত্তমান যুগেও অনেক সময় সংবাদ-পত্রে 'জাতিস্মর' বালক-বালিকার কথা পাঠ করা যায়। স্বর্গের নিম্নস্তরে যখন মানসদেহ নির্ম্মিত হয়, তখন যদি পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত মানস-দেহের কোন উপকরণ এই নূতন দেহে ব্যবহৃত হয়, তবে তাহার জাতিস্মর হইবার সম্ভাবনা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিলে, ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলোক আমরা দেখিতে পাই। আমরা ঐ সকল রঙীন রশ্মিগুলিকে উপযুক্ত আধার-সাহায্যে মিলিত করিতে পারিলে, সূর্য্যের প্রকৃত আলো পাইতে পারি। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন প্রকার মত থাকিলেও মূল সত্য সর্ব্বত্রই এক। (ড) আমরা বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিয়া লইব। অন্ধ-বিশ্বাসে রঙীন্ আলো দেখিয়া ভুল ধারণা করিব না।

জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধ মতের নিরসন—

যদি জন্মান্তর মানিয়া লই, তাহা হইলে, মানুষ মরিয়া পরলোকে যাইতেছে এবং তথায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া আবার জন্মগ্রহণ করিতেছে, এই প্রকার একটা ধারণা মনে আসে। মানুষের জীবিতকাল, পরলোকে স্থিতিকাল অপেক্ষা কম। তাহা হইলে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু, দেখা যায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার কারণ কি হইতে পারে। ইহার কারণ স্থির করিতে হইলে, প্রথমে মনে করা উচিত যে, সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা কোন দিন সূক্ষ্মভাবে স্থির করা হইয়াছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ জন্তুদেহ হইতে ক্রম-বিকাশ-শক্তিতে আত্মা মনুষ্যজন্ম লাভ করিতেছেন, কিন্তু তাহার হিসাব করা যায় না। পৃথিবীতে দেখা যায়, কোন কোন জাতির মধ্যে লোকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। কোন কোন জাতির মধ্যে কন্যার সংখ্যা কম। কোন

(ঠ) অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক! দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্খিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয়মজ্ঝগা। ধম্মপদ
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। গীতা

(ড) ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব। মহিম্নঃস্তোত্রম্।৭।

জাতির নারীগণ বন্ধ্যা—প্রায় তাহাদের সন্তানাদি হয় না, সুতরাং পৃথিবীর সমুদায় লোকসংখ্যা যে খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলা যায় না।

জন্মগত বৈষম্য হয় কেন?—

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি উন্নতশ্রেণীর জীব, তাহার উন্নতচরিত্রের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তবে অনেক ধার্ম্মিক-পরিবারে ঘৃণিত-চরিত্রের জীব জন্মগ্রহণ করে কেন? ইহাও দেখা গিয়াছে, পিতামাতা অতি ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে, অথচ সন্তান পরম ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র এবং মনস্বী। তাহা হইলে পুনর্জ্জন্মের 'নিয়মের শৃঙ্খলা' কোথায়? এই প্রকার যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, জন্মগ্রহণের মূল কারণ দুইটী 'দ্বেষ' ও 'ভালবাসা'। দ্বেষ ও হিংসা-জনিত 'ঋণ' শোধ করিবার জন্য, অনেক সময় এই প্রকার বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুনরাবর্ত্তন স্বীকার না করিলে সমস্যা—

যদি বলা যায়, নরমাংসভোজী অসভ্য বর্ব্বরজাতির লোক-সকল মৃত্যুর পর আর জন্মগ্রহণ করিবে না—এবং বুদ্ধ, চৈতন্য, সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ মৃত্যুর পর আর পুনরাবর্ত্তন করিবেন না, তাহা হইলে অনেকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক হইয়া পড়ে। বর্ব্বর লোকটীর এখানে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? জন্মগ্রহণ করায় তাহার কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছিল না। অথচ তাহার কুকার্য্যের জন্য তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অন্যদিকে সাধু সিদ্ধগণ পুণ্যফল ভোগ করিবেন। সুতরাং, ভগবানের এই প্রকার ব্যবস্থা নীতি-সঙ্গত হইতে পারে না। আবার ঐ দুই প্রকার জীবেরই পরিণাম যদি একই হয়, তবে পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, পাপপুণ্য প্রভৃতির বিচার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

জন্মমাত্রই সংস্কারগত প্রবৃত্তির বিকাশ—

জন্মমাত্রই শিশুগণের স্তন্যপান-প্রবৃত্তি কিম্বা ভয়াদি-চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সকল বিষয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের ফল ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সদ্যোজাত মুরগীর ছানাগুলি আকাশে উড্ডীয়মান পাখীর ছায়া দেখিলেই ভয়ে মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে, ইহার কারণও ঐ সংস্কার। (ঢ) এই সকল কারণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে হইলে এবং জগতের নানাপ্রকার বৈষম্যের সমাধান করিতে হইলে, জন্মান্তরতত্ত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

(ঢ) জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্তূনাং স্তন্যাভিলাষ-ভয়াদিদর্শনাচ্চ অতীতজন্মান্তরানুভূতস্তন্যপান-দুঃখানুভবস্মৃতিঃ গম্যতে। ছান্দোগ্য, শঙ্কর ভাষ্য ৬।১১।৩

কি প্রকারে জীব জন্মগ্রহণ করে—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জন্মগ্রহণের মূলে আছে 'কামনা'। জীব, কামলোকে আসিয়া, কামদেহ ধারণ করার পর, কর্ম্মদেবগণ, তাহার ভাবী জীবনের ভোগ্য কর্ম্ম স্থির করিয়া, উপযুক্ত পরিবারে তাহার জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। মাতার গর্ভাশয়ে তাঁহারা সূক্ষ্মভূতগণ দ্বারা একটী ইথিরীয় ছাচ বা mould স্থাপন করেন। পিতামাতার শুক্রশোণিত-জাত "কলল", এই ছাচের মধ্যে থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে। (ণ) শ্রুতি বলেন যে, জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জীব চন্দ্রলোকে যান। তথা হইতে মেঘ হইয়া জলধারা রূপে পতিত হন। সেই ক্ষীণকর্ম্মা জীব ধান্য, যব, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি রূপে এখানে জন্মধারণ করেন। তাঁহারা রেতঃসেকক্ষম প্রাণী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া, শুক্ররূপে স্ত্রীর গর্ভাশয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তদীয় আকৃতি প্রাপ্ত হন। (ত) জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে জীব যেখানেই যান না কেন, কর্ম্মদেবগণ তাঁহার সকল ব্যবস্থাই করেন। ফলে জীব যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মা-বুদ্ধি-মন-সমন্বিত পরিবর্দ্ধমান কারণ-দেহ তাঁহার চিরস্থায়ী। কর্ম্মানুরূপ মানস ও কাম দেহ লইয়া তিনি স্থূল দেহে আবির্ভূত হন।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার—

কর্ম্মদেবগণ জীবকে তাঁহার উন্নতির পরিমাণ অনুসারে স্বাধীনভাবে ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এই শক্তির পরিমাণ অত্যন্ত কমই থাকে। (থ) নতুবা ইচ্ছা-শক্তির অব্যাহত পরিচালনা দ্বারা, জীব, বহুপ্রকারে নিজের অনিষ্ট করিয়া ফেলেন। সেজন্য প্রাথমিক অবস্থায় জীব অদৃষ্টের অধীন। ক্রমশঃ জীব যত উন্নত হন, ততই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সিদ্ধ পুরুষগণ অদৃষ্টকে জয় করিয়া নিজেদের ভাগ্য-পথ নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং, এক হিসাবে মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিজেই প্রস্তুত করেন। স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করিতে

(ণ) **"The new etheric double, a copy of this is built within the mother's womb by the agency of an elemental, the thought of the Karmic lords being its motive power. Ancient Wisdom P. 193

(ত) অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, তদইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষাঃ ইতি জায়ন্তে। অতোবৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্, যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি। ছান্দোগ্য। ৫।১০।৬

(থ) A Text Book of Theosophy P. 114.

করিতে তিনি অদৃষ্টের উপর নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন। (দ) প্রাথমিক অবস্থায় জীবের কামনাই প্রবল থাকে এবং সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা নিজের কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয়। জীব কাম্যবস্তু পাইলেই গ্রহণ করেন, কিন্তু তখন বুঝিতে পারেন না যে, ইহা দুঃখের কারণ হইবে। এইরূপে যদি জন্ম জন্ম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর তাঁহার জ্ঞান নির্ভর করিত, তাহা হইলে কোটিকল্পেও তাঁহার জ্ঞান বিকশিত হইত না। সুতরাং, জ্ঞানের প্রসারের জন্য জীবকে সংযত করিয়া, সুপথে চালিত করিবার নিমিত্ত, প্রত্যেক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতশ্রেণীর জীব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা জগতে নীতির আদর্শ, পাপ-পুণ্যের বিচার প্রচলিত করিয়া, জীবের ক্রমবিকাশশক্তিকে সাহায্য করেন। এই প্রকারে জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকেন। ইহার ফলে তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি, জ্ঞান ও নৈতিক বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানসিক-শক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীব ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হন। পারিবারিক জীবনের স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন হইতে নৈতিক উন্নতি আরম্ভ হয়। স্ত্রী-পুত্র, মাতাপিতার প্রতি যে মমতা, তাহা হইতেই ক্রমে করুণা-নির্ঝর উৎসারিত হইয়া সমুদায় দেশকে প্লাবিত করে। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মগণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করেন নাই। সংসারে জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ অপরিহার্য্য দেখিয়া, প্রিয়জনকে ও জনসাধারণকে এই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকেই নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং প্রেমের বন্ধন যাহাতে কেবল পরস্পরের মধ্যে বর্ত্তমান না থাকিয়া বিশ্বমানবের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে, এরূপভাবে চরিত্র গঠন করিতে হইবে। সকল প্রাণীকে যিনি নিজের মত দেখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা। (ধ)

উন্নতির সহিত খাদ্য ও পানীয়ের সম্বন্ধ—

এ সম্বন্ধে খাদ্য একটী প্রধান বিচার্য্য বিষয়। মদ্যপান, মাংস-ভোজন প্রভৃতি সাত্ত্বিক-ভাব-উৎপাদনের অন্তরায়। (ন) যে সকল পদার্থের প্রাণ আছে, এমন দ্রব্যও মহাত্মারা ভক্ষণ করেন না। (প) বড় জন্তুর মাংস অপেক্ষা

(দ) A Text Book of Theosophy P. 114

(ধ) বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। গীতা ৭।১৯

(ন) Ancient Wisdom P. 207

(প) Masters and Their Path P.

পক্ষীর মাংস কম অপকারী এবং তাহা হইতে মৎস্য আরও কম অপকারী। সুতরাং, যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমিষ-ভোজন ত্যাগ করিলে, বেশী ফল লাভ করিবেন। আমিষের মধ্যে মাছই সর্ব্বাপেক্ষা কম অনিষ্টকারী। এই সকল বিষয় আমাদের শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ লিখিত হইয়াছে। সুতরাং, ইহাতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু দেখা যায় না। এই প্রকার পবিত্র-খাদ্য-ভোজনের ফলে শরীরে সূক্ষ্ম-উপকরণের ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং স্থূলদেহ কারণ-দেহের স্পন্দন কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

নৈতিক উন্নতির জন্য ত্রিবিধ তপস্যা—

কেবল খাদ্যই লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। ত্রিবিধ তপস্যা দ্বারা শরীর, মন ও বাক্যকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবে উপযুক্ত ফল পাইবার আশা করা যাইবে। (ফ) কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা দ্বারা নৈতিক বল লাভ করিতে পারিলে, এবং পবিত্র খাদ্যের দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

জীবের পরলোকে স্থিতিকাল—

বিভিন্ন প্রকার মানুষের পরলোকে স্থিতিকাল বিভিন্ন। মনুষ্য-সমাজের কুক্রিয়া-সক্ত অতি-নিম্নস্তরের ব্যসনী নিষ্ঠুর-প্রকৃতির লোক এবং বর্ব্বর-জাতি-গণের স্বর্গবাসের কোন কারণ নাই। তাহারা অল্পদিন—সাধারণতঃ ৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত, সূক্ষ্মলোকে বাস করিয়া, পুনরায় কর্ম্মানুরূপ ফলভোগের জন্য জন্ম-গ্রহণ করে। সাধারণতঃ শিল্পী, মিস্ত্রি ও কৃষক-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ প্রায় ৪০ বৎসর সূক্ষ্মলোকে এবং ১৫০ হইতে ২৬০ বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গের রূপলোকে বাস করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। সাধুব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ সূক্ষ্মলোকে পঁচিশ বৎসর এবং রূপস্বর্গে প্রায় পাঁচশত বৎসর বাস করেন। চিকিৎসকগণ রূপ-স্বর্গে প্রায় হাজার বৎসর বাস করেন। অরূপ-স্বর্গে স্থিতিকাল ইহাদের সামান্য। সাধারণ মানবগণ, শিক্ষিত ও সাধুবৃত্তিসম্পন্ন হইলে, পরলোকের স্থিতিকাল এইরূপ হইয়া থাকে। যাঁহারা আদর্শবাদী, পরহিতকর কার্য্য যাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাঁহাদের সূক্ষ্মলোকে স্থিতিকাল প্রায় পাঁচ বৎসর, রূপস্বর্গে প্রায় বার শত বৎসর এবং অরূপ-স্বর্গে পঞ্চাশ বৎসর।

(ফ) গীতা—১৭।১৪, ১৭।১৫, ১৭।১৬।

"দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণের পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা কায়িক তপস্যার বিষয়। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদপাঠ, বাচিক তপস্যা ; চিত্ত-প্রসন্নতা, অক্রূরতা, বাক্‌সংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সরল ব্যবহার—মানসিক তপস্যা"।

দীক্ষিত ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারী ব্যক্তিগণকে সূক্ষ্মজগতে আদৌ থাকিতে হয় না। রূপস্বর্গে তাঁহারা প্রায় একুশ শত বৎসর থাকেন এবং অরূপ-স্বর্গে থাকেন দেড় শত বৎসর। (ব)

জন্মান্তর-গ্রহণে স্বার্থত্যাগ—

এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের এবং সিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে অনেক সময় অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মহঃ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি লোকে কিম্বা স্বর্গের অরূপ-লোকে চিরকাল বাস করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে। কিন্তু, লোক-শিক্ষার্থে ইঁহারা সমুদায় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, অপূর্ব্ব স্বার্থ-ত্যাগের মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া, মৃত্যুর পরেই আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প সময় মাত্র কামলোকে অবস্থিতি করেন। কখনও বা ইঁহাদের দ্বারা দীক্ষিত উন্নতশ্রেণীর ছাত্রগণও সুদীর্ঘ কাল স্বর্গবাসের অধিকার ত্যাগ করিয়া, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের জন্মগ্রহণ কখনও বা অলৌকিক ব্যাপারে পর্য্যবসিত হয়। মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব, কৌমার, যৌবন-দশা প্রাপ্ত হইতে বহু সময় আবশ্যক, সেজন্য তাঁহাদের উপযুক্ত দেহ অনেক সময় প্রস্তুত থাকে। সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন কোন যুবকের মৃতদেহে কোনও মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলে, ঐ দেহ আবার জীবিত হইয়া উঠে। ইহাতে সময় নষ্ট হয় না। বর্ত্তমান যুগেও এইরূপ দুই একটী ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। (ভ)

পরলোক-পর্য্যবেক্ষণের উপায়—

ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জন করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ, চেষ্টা দ্বারা কামলোক ও মানস-লোক পরিদর্শন করিবার জন্য, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা এক প্রকার যোগের প্রক্রিয়া। পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতিপাদে নানাপ্রকার অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য-লাভের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ, উপযুক্ত গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া এবং প্রাক্তন কর্ম্মফলে সাধন-মার্গে অগ্রসর হইয়া, এই সকল বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্মজ্ঞান—এই প্রকার বিভূতির অন্যতম। মানুষের কারণ-দেহে সমুদায় সংস্কার সঞ্চিত থাকে। স্বর্গের অরূপ-লোকে জীবের নিত্যবসতি। জগতের যাবতীয় ঘটনা অরূপ-লোকের

(ব) First Principles of Theosophy, P. 158.

(ভ) The Masters and the Path, P. 54.
See শঙ্করদিগ্বিজয়.

আকাশ-পটে অঙ্কিত থাকে। (ম) ইহাকে প্রকৃতির স্মৃতিপট বলা যাইতে পারে। যে পরিদর্শনকারীর এই লোক পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি বিকশিত হইয়াছে, তিনি স্বর্গবাসী জীবের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারেন এবং ব্যক্তিগণের বহু পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের সংবাদও সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহা শুনিলে অলৌকিক ব্যাপার মনে হইবে, কিন্তু ব্যাপারটী অলৌকিক হইলেও অবাস্তব নহে। ইহার জন্য ব্যাসদেব বা বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইতে হয় না। এই বিংশ শতাব্দীর মানুষেই ইহা করিয়া থাকে। (য) এই পথই প্রশস্ত। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকার উপায় দ্বারাও এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। (র)

মৃতদেহে শঙ্করাচার্য্যের স্বীয় আত্মার সঞ্চালন—

'মৃতদেহে আত্ম-সঞ্চালন' ব্যাপার অলৌকিক মনে হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইলে, অন্তর্জগতের সম্রাট্ প্রভু সনৎকুমার, শুক্রগ্রহ হইতে আগত তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে এক জনকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ইনিই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-নামে প্রসিদ্ধ। খৃঃপূঃ প্রথম শতাব্দীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। (ল) ইনিই সমগ্র ভারত-বর্ষ ভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করেন এবং যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ইনিই বৌদ্ধধর্ম্ম নিরসন করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন—সে জন্য ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। শাস্ত্রবিচারে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে—তাঁহার এই পণ ছিল। শঙ্কর পরাজিত হইলে তিনি জেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, অপর পক্ষ পরাজিত হইলে তিনি শঙ্করের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন—এই নিয়মে বিচার করিয়া, সর্ব্বস্থানে স্বীয় ধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এবং প্রচারক শঙ্কর এক ব্যক্তি নহেন। ব্রহ্মচারী প্রচারক শঙ্কর, মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, স্বামীকে পরাজিত হইবার অবস্থায় উপনীত দেখিয়া, শারদাদেবী কৌশলে শঙ্করকে পরাজিত করিবার জন্য, কামশাস্ত্রের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মচারীর পক্ষে

(ম) First Principles of Theosophy, P. 67, 81.
The Devachanic Plane, P. 28.
Clairvoyance, P. 114.

(য) First Principles of Theosophy, P. 73.

(র) Clairvoyance, P. 131 & 125.

(ল) Masters and the Path, P. 430.

নারীরহস্য অবগত থাকা সম্ভবপর নহে, সেজন্য শঙ্কর পরাজিত হইবার ভয়ে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ছয়মাস সময় লইয়া, এক যুবক মৃত রাজার দেহে আত্ম-সঞ্চালন করিয়া, ছয় মাস বহু স্ত্রী-পরিবৃত থাকিয়া সমুদায় রহস্য অবগত হইয়া ঐ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর-দানে বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছিলেন। (ব) ভাষ্যকার শঙ্কর, উপনিষদের ভাষ্যে অনেক স্থলে যৌনবিজ্ঞানের এমন সকল কথা লিখিয়াছেন যে, তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত জানা যায় না। (শ) যোগবল দ্বারা জানা সম্ভব হইলে, শারদা দেবীর প্রশ্নের উত্তরের জন্য তাঁহাকে অলৌকিক কাণ্ড করিতে হইত না, সুতরাং মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভাষ্যকার এক ব্যক্তি না হইতে পারেন। ব্রহ্মবিদ্যা অলৌকিক-বিজ্ঞান, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা লিখিত এই বিষয়ে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কোন কারণ নাই।

বস্তুনিহিত সংস্কারের উদ্বোধন—

পরাবিদ্যানুশীলনকারী ব্যক্তিগণ অনেক ব্যক্তির বহু গতজীবনের তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিচিত না হইলে, লোকের জীবন অনুসন্ধান করা সহজ নয়। তাহার অঙ্গের কোন দ্রব্যের—চুল প্রভৃতির, কিম্বা সর্ব্বদা ব্যবহৃত কোন দ্রব্যের, যেমন—স্ত্রীলোকের হাতের চুড়ী প্রভৃতির সহিত, সেই সকল ব্যক্তির চুম্বক-শক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। যাহারা সাইকোমেট্রির (psychometry) চর্চ্চা করেন, তাঁহারা এই প্রকার কোন দ্রব্য পাইলেই তাহার জীবনের সকল ঘটনা দেখিতে পান। হাজার বৎসর পূর্ব্বে মৃত কোন ব্যক্তির অঙ্গ-সংশ্লিষ্ট এই সকল দ্রব্য পাইলেই, তাঁহারা সকল ঘটনা বলিতে পারেন। অধ্যাপক Buchanan (১৮৪১ খৃঃ অঃ) এই তত্ত্ব প্রচার করেন। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ শক্তি আছে যে, তাঁহারা বস্তু-নিহিত সংস্কারের উদ্বোধন করিতে সমর্থ। একগুচ্ছ কেশ, আংটী, চশমা প্রভৃতি পাইলে, উহা তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যে সংস্থাপিত

(ব) কলাঃ কিয়ত্যো বদ পুষ্পধন্বনঃ
কিমাত্মিকাঃ কিং চ পদং সমাশ্রিতাঃ
পূর্ব্বে চ পক্ষে কথমন্যথা স্থিতিঃ
কথং যুবত্যাং কথমেব পুরুষে॥—শঙ্করদিগ্‌বিজয়ে নবম ও দশম সর্গ।

"কামের কলা কি? কি পরিমাণে পুরুষ ও নারীদেহের কোন্ কোন্ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহাদের স্বরূপ কি? শুক্ল-কৃষ্ণ পক্ষভেদে তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কি না?" কামকলার অবস্থান অনুসারে সাম্প্রয়োগিক বিভিন্নতা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। 'অনঙ্গরঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 'রতিমঞ্জরীর' ১৪শ হইতে ১৭শ শ্লোকে, 'রতিরহস্যের' চন্দ্রকলাধিকারে, কামসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মচারীর পক্ষে এই রহস্য জানা সম্ভবপর নহে।

(শ) বৃহদারণ্যক প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ ব্রাহ্মণ এবং ছান্দোগ্য ৮ম অধ্যায় ১৪শ খণ্ড।

করিয়া, এই শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, ঐসকল বস্তু-নিহিত সংস্কার উদ্ধার করিতে পারেন। ব্যবহৃত বস্তু-নিচয় ফটোগ্রাফিক-পটের ন্যায়, গ্রামোফোনের রেকর্ডের ন্যায়, সর্ব্বদা উচ্চারিত শব্দ বা ঘটনাজনিত সংস্কার রক্ষা করিতেছে। এই শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ইজিপ্টের পিরামিডের একখণ্ড পাথর বা মামি-(Mummy) দেহের বস্ত্রখণ্ড পাইলে, তাহার যাবতীয় ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারেন। এই শক্তির দ্বারা তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল অতীত জীবনের সংবাদ পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু এই সকল বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তি পরলোকগত হইলেও তাহার সহিত সংস্কার-সূত্রে সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তির পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের সংবাদ লইতে হইলে, দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে এই প্রকারে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। পরে সেই সংস্কার অবলম্বন করিয়া, তাহার বহু অতীত জীবনের সংবাদ পাওয়া যায়। (য) এই প্রকারে অনেক ব্যক্তির অতীত জীবনের সংবাদ জানা গিয়াছে। (স)

কয়েক ব্যক্তির বহু অতীত জীবনের ইতিহাস—

পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ অনেক ব্যক্তির বহু অতীত জীবনের তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। (হ) দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী জীবনের ইতিহাস লিখিত হইল। খৃঃ পূঃ দশ সহস্র-বৎসর পর্য্যন্ত গৃহীত সংবাদ দেওয়া হইল। পঁচিশ হইতে ত্রিশ-জন্ম পর্য্যন্ত সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। (ক) (খ) প্রভৃতি পৃথক্ ব্যক্তি।

(ক)

জন্মবর্ষ খৃঃ পূঃ	জন্মস্থান	স্ত্রী বা পুরুষ	বয়স	পরলোকে স্থিতিকাল বৎসর
৯৭৭৫	চীনদেশ	পুরুষ	১৪	১৪৩
৯৬১৮	লুপ্ত-মহাদেশ	স্ত্রী	৫৪	১২৬২
৮৩০২	ইট্রুরিয়া	,,	৪৪	১২৪১
৭০১৭	ইজিপ্ট	পুরুষ	৬৮	১৩১৪
৫৬৩৫	ভারতবর্ষ	,,	৪৭	১৫৫১
৪০৩৭	ইজিপ্ট	পুরুষ	৭০	১১৪৩
২৮২৪	ক্রীট্	,,	৩৭	৮৩০
১৯০৭	আরব	,,	৪৫	১৩৩৮

(য) Clairvoyance, P. 125.
(স) See 'Lives of Alcyone'.
(হ) First Principles of Theosophy, P. 73 to 76.

জন্মবর্ষ	জন্মস্থান	স্ত্রী বা পুরুষ	বয়স	পরলোকে স্থিতকাল
খৃঃ পূঃ				
৫২৪	গ্রীস	পুরুষ	৭০	২৩০১
খৃঃ অঃ				
১৮৪৭	ইংল্যাণ্ড	,,	৮৭	—
(খ)				
খৃঃ পূঃ				
৮৩২৫	ইট্রুরিয়া	স্ত্রী	৬৫	১৫০২
৬৭৫৮	টারটারি	,,	৫২	১০০৭
৫৬২৯	ভারতবর্ষ	,,	৬২	১৫৫২
৪০১০	ইজিপ্ট	পুরুষ	৭১	১২০৮
২৭৩৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	,,	৪৮	৮০৯
১৮৭৯	পারস্য	,,	১৭	৩৪১
১৫২১	এসিয়া মাইনর	,,	৩১	৯৯১
৪৯৯	গ্রীস্	,,	৭৬	২০২১
খৃঃ অঃ				
১৫৯৭	ভিনিস্	,,	২৩	২৭৬
১৮৯৬	আমেরিকা যুক্তপ্রদেশ	,,	জীবিত	
(গ)				
খৃঃ পূঃ				
৫৯৬৪	ভারতবর্ষ	স্ত্রী	১৭	৩১২
৫৬৩৫	ভারতবর্ষ	স্ত্রী	৪৭	৬১৮
৪৯৭০	,,	,,	৬৯	৮৬৬
৪০৩৫	ইজিপ্ট	,,	৭৫	৯০১
৩০৫৯	ভারতবর্ষ	পুরুষ	৮১	৭৯৮
২১৮০	ভারতবর্ষ	,,	৫৬	৫৯৬
১৫২৮	পারস্য	,,	৮৭	৮১১
৬৩০	ভারতবর্ষ	,,	৭১	১১৮৩
খৃঃ অঃ				
৬২৪	,,	,,	৭০	১২০১
১৮৯৫	,,	,,	জীবিত।	

পূর্ব্বোক্ত ক, খ, গ নামক তিনটী ব্যক্তির মধ্যে আট জন্মে কি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা দেখান হইতেছে। "গ" ব্যক্তি বঙ্গদেশে অনেকের

ালকাতায় আসিয়াছিলেন। ব

কালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর

		ক	গ
		স্বামী	স্ত্রী
স্ত্রী	স্বামী	শ্যালক	ভগিনীপতি
পিতামহ	পৌত্র	ভাই	ভাই
—	—	যমজ ভাই	যমজ ভাই
—	—	স্ত্রী	স্বামী
পুত্র	মাতা	—	—
মাতা	পুত্র	স্বামী	স্ত্রী
বন্ধু	বন্ধু	ভ্রাতা	ভ্রাতা

এই তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "ক" ও "গ" এর মধ্যে ভাব-বন্ধন অত্যন্ত নিবিড়। ইঁহারা আট জন্মের মধ্যে তিন বার দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন। একবার যমজভ্রাতা, দুইবার সহোদর ভ্রাতা, অন্যান্য জন্মে পিতা-পুত্রী-সম্বন্ধও সংঘটিত হইয়াছে। (ক)

মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিত্র—

এই সকল তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীবের লিঙ্গত্ব পরিবর্ত্তিত হয়। পুরুষ, কয়েক জন্ম পুরুষ থাকিয়া, পরে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আবার যিনি স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি পুরুষ হইয়া জন্মলাভ করেন। দৈহিক সম্বন্ধটী ভাবরজ্জুর বন্ধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। আত্মার কোন লিঙ্গভেদ নাই। ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তির জন্য সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়, এবং কর্ম্ম ও ভাবের আকর্ষণে সম্বন্ধ স্থির হয়। পুনর্জন্মের রহস্য চিন্তা করিলে, মৃত্যুর জন্য কোন ভয় থাকে না। প্রিয় মৃত ব্যক্তিগণকে আমরা হারাই না। ইহলোকে পরলোকে এবং পুনরায় পর্য্যায়ক্রমে জীবনে-মরণে আমরা প্রিয়জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হই না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নিয়তির পথে হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, যখন সকল কার্য্যের অবসান হয়, সকল জীবনের শেষ হয়, সকল অভিজ্ঞতা-লাভ সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের সকল রস ভোগ করা হয়, মৃত্যুর অধিকার যখন ক্ষীণ হয়,

(ক) First Principles of Theosophy, Page 85.

তখন জীব পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন।* তখন আর তাঁহার উপর জন্মমৃত্যুর কোন অধিকার থাকে না। বহুজন্মের পর মানুষ এই পরম শ্রেয়ঃপদ-লাভের অধিকারী হন। (ক) মানুষমাত্রেই কালক্রমে এই পরম কাম্যপদ লাভ করিবেন। আত্মা ভগবানের অংশ। স্থূলদেহের উপর তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইতে বাধাবিঘ্ন থাকিলেও পরিশেষে তাঁহারই জয় হইবে। শত শত জন্মের অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, জীব, যখন স্বীয় মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া, সেই চির-প্রসিদ্ধ দুর্গম পথের পথিক হইবেন, তখন তিনি বিশ্বজয়ী। (খ) সমুদায় মানবজাতির ভবিষ্যৎ এই প্রকার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। কেহই এই পরম সুখলাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

* "নিখিলের সুখ নিখিলের দুঃখ নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটী প্রেমের মাঝারে মিশিছে সকল প্রেমের স্মৃতি ॥"

(ক) গীতা, ৭।১৯।

(খ) দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি। কঠোপনিষদ্, ৩।১।১৪।

পঞ্চম বল্লী

কর্ম্ম

কর্ম্ম কয় প্রকার—

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা যাহা কিছু করি তাহাই 'কর্ম্ম'। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা মানুষকে কর্ম্ম করিতে হয়। মন যখন ইন্দ্রিয়সকলের রাজা, তখন মনের যে কার্য্য, তাহাও কর্ম্ম, এবং প্রধান কর্ম্ম। মনের কার্য্য করিবার যে প্রবৃত্তি, তাহারও মধ্যে পার্থক্য আছে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়-সংযোগের যে ইচ্ছা তাহা 'কামনা'। (ক) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি উপভোগ করিবার যে প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই মানুষের মনে বর্ত্তমান থাকে, যাহা দ্বারা ভোগ্য বিষয়ে মানুষের আসক্তি জন্মে, তাহা কামনা-প্রসূত। এই কাম-প্রবৃত্তির ধর্ম্মের সঙ্গে যেখানে বিরোধ নাই, সেখানে ইহা নিন্দনীয় না হইলেও, কর্ম্মের মূল বলিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট ইহা আদরণীয় নহে। জগতে দেখা যায় এবং আত্মানুসন্ধান করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, ধর্ম্মের সঙ্গে এই সকল প্রবৃত্তির সর্ব্বদাই সংঘর্ষ হইতেছে। মানুষের যাহাতে ন্যায্য অধিকার নাই, তাহা পাইবার জন্য মানব-মন সতত চঞ্চল। বুদ্ধি, বিবেক, বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা মনের এই চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য শাস্ত্রোপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। (খ) মনের অন্য এক প্রকার প্রবৃত্তি আছে, যাহাতে কামনার কোন প্রভাব নাই ; বাসনা আছে এবং তাহার মূলে আছে আধ্যাত্মিক ভাব। "আমি চিত্ত-সংযম অভ্যাস করিব, চরিত্রের উন্নতিসাধন করিব, স্বার্থত্যাগ করিয়া পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিব, উৎসারিত প্রেম-প্রবাহে কেবল স্বজনবর্গ বন্ধু-বান্ধবগণকে নহে—সমুদায় দেশকে প্লাবিত করিয়া প্রেমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিব, অপরিসীম অহেতুকী দয়ার আবেষ্টনে সকলকে আবদ্ধ করিব, আমি জ্ঞান উপার্জ্জন করিব, শিক্ষার বিস্তার-সাধন করিব, সর্ব্বপ্রকার লোক-হিতকর কার্য্য আমার

(ক) Ancient Wisdom, P. 235 * স্থূল, সূক্ষ্ম ও মানসদেহের কর্ম্ম।

(খ) গীতা, ৬।৩৫।

অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। পাতঞ্জলদর্শন, ১।১২

জীবনের ব্রত হইবে"—ইত্যাদি প্রকার বাসনারও উৎপত্তি-স্থান 'মন'। এই সকল প্রকারে মনের কার্য্য প্রকাশিত হয়। (গ) সম্পাদন করা—না করা, দুইই 'কর্ম্ম'। 'কর্ম্ম' হিসাবে এই দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ফলে পার্থক্য থাকিতে পারে। ফল শুভ বা অশুভ যাহাই হউক্, কর্ম্মই উহার কারণ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন যখন ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ সাধন করেন, তখন আমাদের স্থূলদেহের কোন না কোন কর্ম্ম করা হয়। আবার যখন বিষয়-সংযোগ ব্যতীত কেবল কামনার সৃষ্টি করেন, তখনও মনের নিম্নস্তরের সহিত কামদেহের সংযোগে কামদেহের কর্ম্ম করা হয়। শুভ ও উচ্চশ্রেণীর চিন্তা মনে উদিত হইলে, আমাদের মানস-দেহের কর্ম্ম করা হয়। 'কর্ম্ম' বলিলে আমরা স্থূলদেহের কর্ম্মই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের আরও দুইটী দেহ আছে, তাহাদেরও কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে এবং সর্ব্বদাই তাহারা কর্ম্ম করিতেছে। আর একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীই আমাদের কর্ম্মভূমি। পার্থিব জীবনে আমরা স্থূল, সূক্ষ্ম ও মানসদেহের যে সকল কর্ম্ম করি না কেন, পরলোকে তাহার ফলভোগ করিব না। (ঘ) আবার পৃথিবীতে আসিয়া তবে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। যে সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসিয়া থাকি, তাহাই **প্রারব্ধ কর্ম্ম**। ফলদানে প্রবৃত্ত—এই সকল কর্ম্মের গতি নিরোধ করা যায় না। (ঙ) আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা যে সকল কর্ম্ম করি তাহা **ক্রিয়মাণ কর্ম্ম**। ভবিষ্যৎ জন্মেও ইহাদের ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যুগযুগান্তর-সঞ্চিত অনেক কর্ম্ম আছে, যাহার ফল এখনও ভোগ করা হয় নাই। জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে, ভাবী জীবনে ঐ সকল কর্ম্মের প্রভাব ভোগ করিতে হইবে। প্রথমে আমরা ক্রিয়মাণ কর্ম্মেরই আলোচনা করিব।

চিন্তাদ্বারা কর্ম্ম—

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমরা যে সকল কাজ করি, তাহাদের সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচার করিবার প্রয়োজন আছে। ইহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। অনেক সময়

(গ) Ancient Wisdom, P. 229.

(ঘ) Death is no more than sleep * * a long night of astral and of heavenly life to give us rest and refreshment and to help us on our way.—A Text Book of Theosophy, P. 154.

(ঙ) Ancient Wisdom, P. 240.

না বুঝিয়া বা পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া, মন্দ কার্য্য করিয়া, আমরা অনুতপ্ত হই। আবার কখনও বা বুঝিয়া, চিন্তা করিয়া, বিবেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াও প্রবৃত্তির বশে অন্যায় কার্য্য করি। কিন্তু চিন্তা দ্বারাই যে, কোন কার্য্য করা যায়, ইহা আমরা মনে করি না। চিন্তা যে প্রকারেরই হউক্ না কেন, উহার যে কোন কার্য্য করিবার শক্তি আছে, শারীরিক উদ্যম ব্যতীতও যে উহা ফলপ্রসূ হয়, তাহা আমরা বুঝিনা। চিন্তা মনের অবস্থা-বিশেষ মাত্র নহে। উহা বস্তু, এবং বস্তুর সকল ধর্ম্মই উহাতে বর্ত্তমান। (চ) উহা দ্বারা নিজের এবং পরের উপকার ও অপকার করা যায়। জড়বিজ্ঞান এখনও ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সেজন্য জনসমাজে চিন্তার কার্য্যকরী-শক্তি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। ঐকান্তিকভাবে চিন্তা করাই তপস্যা। তপস্যার ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট কিছুই দুর্লভ নহে। তপস্যা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়। (ছ) কিন্তু সাধারণ চিন্তাও নিষ্ফল হয় না। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যাইবে যে, আমাদের এই ভূলোকের সহিত সূক্ষ্ম ও স্বর্গ প্রভৃতি লোক ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। আমাদের দেহও স্থূল-সূক্ষ্ম প্রভৃতি ভেদে নানাবিধ। সূক্ষ্ম-দেহের জ্যোতির্ব্বিম্ব আমাদিগের স্থূলদেহকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রায় দেড় ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সূক্ষ্মদেহই আমাদের কামনার আধার। সেইজন্য ইহার নাম কামদেহ। মনের আবেগ বা কামের প্রভাবের তারতম্য অনুসারে এই জ্যোতির্বিম্বের বর্ণের পার্থক্য হয়। মনে যে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, তদনুরূপ বর্ণ-পরিবর্ত্তনের দ্বারা জ্যোতির্বিম্ব সূক্ষ্মজগৎ হইতে সূক্ষ্ম পরমাণু আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহা হইতে শত শত আজ্ঞাবহ **চিন্তামূর্ত্তি**-সৈন্যবাহিনী সৃষ্ট হয়। মানসিক জগতের নিম্নস্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সূক্ষ্ম উপকরণে নির্ম্মিত এই সকল পদার্থে কথঞ্চিৎ পরিমাণে চৈতন্যেরও সঞ্চার হয়। প্রবৃত্তির লক্ষ্যবস্তু নিকটে থাকিলে, তাহারা সেই বস্তুর নিকটে যাইয়া, তাহার সূক্ষ্মদেহে সেই প্রকার প্রবৃত্তির উন্মেষ করিতে চেষ্টা করে। প্রেরকের চিন্তা যত গাঢ় হইবে এবং যত বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে, এই সকল চিন্তা-প্রসূত জীবের অস্তিত্বও সেইরূপ স্থায়ী এবং ফলপ্রদ হইবে। সুতরাং, কাহারও সম্বন্ধে কুচিন্তা পোষণ করা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম। ইহাতে উভয়েরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কুক্রিয়া অপেক্ষা কুচিন্তার ফল অধিকতর

(চ) A Text Book of Theosophy, P. 166.

(ছ) পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতি পাদ।

নিন্দনীয় এবং ভয়ঙ্কর। (জ) মানুষের শারীরিক শক্তির একটা সীমা আছে, কিন্তু মানসিক শক্তি অসীম। শরীরজ পাপকর্ম্মের মাত্রা শারীরিক-শক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ। মনের গতি অপ্রতিহত এবং চিন্তাশক্তি অসীম। সুতরাং, মনের সাহায্যে যে পাপ করা যায়, সমুদায় জ্ঞাত জগৎ তাহার ক্ষেত্র এবং তাহার সংখ্যা অনন্ত। সে জন্য পাপ-চিন্তা দ্বারা যে কর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না এবং তাহার কুফল কল্পনার অতীত। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আমাদের শাস্ত্রে গার্হস্থ্যধর্ম্মেরও নিয়ম গঠিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ বা বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে যে সকল বৈদিক মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, শুভ ইচ্ছা উপযুক্তভাবে উচ্চারিত শব্দদ্বারা সূক্ষ্ম জগতে আজ্ঞাবহ **সচেতন মূর্ত্তি** সৃষ্টি করিবে। ঐ সকল মূর্ত্তি, কামলোকবাসী মৃত আত্মীয়ের অনুচররূপে তাহাদের প্রভূত উপকার সাধন করে। বিবাহে পঠিত মন্ত্রসকল নববধূর ভাবী মঙ্গলের কারণ হয়। বধূর শরীরে যদি এমন কোন শক্তি থাকে, যাহা দ্বারা স্বামীর অনিষ্ট হইতে পারে, তাহাও ইহা দ্বারা নিরাকৃত হয় এবং যদি কেহ ঐ বধূকে কুপথে চালিত করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার অমঙ্গল সাধিত হয়। গৃহ্যসূত্রে এই প্রকার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। (ঝ) চিন্তা-প্রসূত সূক্ষ্মজগদ্বিহারী জীবগণ কর্ত্তৃক এই সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে বলিয়া মন্ত্রশক্তির সার্থকতা প্রসিদ্ধ আছে।

ক্রিয়মাণ কর্ম্মের প্রাধান্য—

ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে ক্রিয়মাণ কর্ম্মেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ, ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণ করে। ভবিষ্যৎ অর্থে ভবিষ্যৎ জন্ম—অর্থাৎ ভাবী জীবন বুঝিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান জন্মে যাহা করিব, তাহা দ্বারা ভাবী জীবনের শুভাশুভ ব্যাপার সংঘটিত হইবে। সুতরাং আজ আমরা কর্ত্তা, কাল আমরা হইব দাস। (ঞ) মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার যদি কোন প্রভাব থাকে, তবে তাহা বর্ত্তমান জন্মে সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করিলে, আগামী জন্মের ভাগ্য গঠিত হইতে পারে। আমরা যে-কোন কাজ করি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, পুনঃ পুনঃ চিন্তার ফলে উহা সংঘটিত হইয়াছে।

(জ) Karma, P. 17.

(ঝ) তস্মাদেবং বিচ্ছোত্রিয়স্ত দারেণ...ইত্যাদি। ১।১১ পারস্কর গৃহ্যসূত্র।

(ঞ) যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে। হিতোপদেশ ১১ পৃঃ, ৩৪শ শ্লোক।

শুভ বা অশুভ, পুণ্যজনক বা পাপজনক যে-কোন প্রকার কর্মই হউক্ না কেন, উহার মূলে আছে কামনা। প্রবৃত্তির তাড়নায় কুচিন্তা মনে আসিতেছে। বিবেকবুদ্ধি প্রবল হইয়া বাধা দিতেছে বলিয়া ঐ কুচিন্তা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ চিন্তা করার ফলে মনে যে একটা ছাপ পড়িতেছে, উহা একদিন উপযুক্ত সুযোগ পাইলে, বিবেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে। অনেক সময়ে আমরা এই ভাবেই কুকর্ম্ম করিয়া পরে অনুতপ্ত হই।

পুরুষকারের প্রভাব—

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে আমাদের দেহ, স্বভাব, মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি, বিবেক এবং পারিপার্শ্বিক নির্ম্মিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কুকর্ম্মের ফলে কোন ব্যক্তি নীচস্বভাব কুক্রিয়াসক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার আধ্যাত্মিক ভাবের দৈন্য বশতঃ তাহার স্বভাব, মনোবৃত্তি, এমন কি মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত তাহার ঘৃণিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুরূপভাবে গঠিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াসক্তি, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি তাহার মজ্জাগত হইয়াছে। এহেন ব্যক্তিরও যে ক্ষীণ বিবেকশক্তি আছে, যদি তাহা ইচ্ছাদ্বারা প্রতিহত না হয়, তবে উহা ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিয়া, তাহাকে উন্নতির পথে চালিত করিতে পারে। (ট) এখানে তাহার ইচ্ছাও ভাগ্যের অধীন নহে। ভাগ্যফলে সে কতকগুলি হেয় ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে, কিন্তু এই সকলকে জয় করাই তাহার স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য বা পুরুষকার'। সে শক্তি মানুষের আছে। দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিলে, সে জীবনের উন্নতি সাধন করিয়া, পরজন্মের ভাগ্য সম্পদ্ সঞ্চয় করিতে পারে। (ঠ)

কর্ম্মসমষ্টিই ভাগ্য—

সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের ফল খণ্ডন করিবার কোন সাধ্যও আমাদের নাই। যে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাস করি, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। এই সকল কর্ম্মসমষ্টিই আমাদের ভাগ্য, আমাদের জীবন, বর্ত্তমান জীবনের সুখ ও দুঃখের নিদান। (ড) সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে এক জীবনে যে সকল কর্ম্ম ক্ষয় করা যায়, এবং যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল কর্ম্মের

(ট) Ancient Wisdom, P. 242.
(ঠ) Ibid, P. 243.
(ড) পাতঞ্জলদর্শন, ২।১৩।

বন্ধনে আবদ্ধ—তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র এবং জীবিতকাল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যদি এমন কোন কর্ম্ম থাকে, যাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, তবে তাহা এক জন্মে সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং কোন এক দেশে জন্মগ্রহণ করিলে যতগুলি কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে, সেই কর্ম্মসমষ্টি প্রারব্ধ-কর্ম্মরূপে জাত ব্যক্তির জীবনের ভাগ্য বিধান করে। সংসারের সুখ, দুঃখ, আয়ু প্রভৃতি এই প্রারব্ধকর্ম্মের ফল।

কর্ম্মের তিনটী প্রধান সূত্র—

চিন্তা বা **সংকল্প**, **কামনা** এবং **কার্য্য**—এই তিনটী কর্ম্মের বন্ধন-রজ্জু বা প্রধান সূত্র। এই তিনটী অবলম্বন করিয়া মানুষ নিজের ভাগ্য সৃজন করে। চিন্তার ক্ষমতা অসীম। মানসিক-শক্তি চিন্তা হইতে উদ্ভূত হয়। পূর্ব্বজন্মে যে, যে-পরিমাণে চিন্তার অনুশীলন করিয়াছে, বর্ত্তমান জন্মে সে তদনুরূপ মানসিক-শক্তি লাভ করিয়াছে। গাঢ় চিন্তাই ধ্যান-পদবাচ্য। যে অবস্থায় চিত্তবৃত্তি এক-বিষয়েই নিবদ্ধ থাকে, জ্ঞানবৃত্তির সেই একতানতাকেই ধ্যান বলে। (ঢ) প্রত্যহ অভ্যাস করিতে থাকিলে, ক্রমশঃ এই শক্তি লাভ করা যায়। সাধারণ মানুষ অল্প সময়ের জন্যও এক বিষয়ে মন স্থির রাখিতে পারে না। কিন্তু, জীবনের সমুদায় চিন্তার সমষ্টি করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে কোন না কোন বিষয় বা একাধিক বিষয় অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান লাভ করিয়াছে। মনের উচ্চতর স্তরে যে সকল চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সহিত কামনার সংস্রব থাকে না, সাধারণতঃ তাহাতে স্বার্থসিদ্ধির কোন কল্পনা নাই। এইরূপ উচ্চশ্রেণীর চিন্তা হইতে জীবের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষ সঙ্কল্প-প্রধান জীব। এ জগতে মানুষ যাহার জন্য অধ্যবসায়-সম্পন্ন হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পর ঐহিক সংকল্পানুসারে সে তদ্রূপ জন্মান্তর লাভ করে। (ণ) মনের নিম্নতরস্তরে যে সকল চিন্তার উদয় হয়, তাহার সহিত কামনার সংস্রব থাকে, এবং কামনার শুভাশুভ প্রকৃতি অনুসারে আমাদের সামাজিক বা পারিবারিক বন্ধন উৎপন্ন হয়, কারণ, ঐ সকল চিন্তা, কখন অপরের শুভকরী এবং কখনও তাহাদের অমঙ্গলের

(ঢ) তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। পাতঞ্জলদর্শন, ৩।২।

(ণ) অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিংল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্যভবতি।
—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১।
"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্"—গীতা।

কারণ হয়। এই উভয় কারণেই আমাদের পার্থিব বন্ধন সৃষ্টি হয়। জগতে আসিয়া যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছি, পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই তাহাদের উদ্দেশ্যে আমার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। (ত)

কামনানুরূপ জন্ম—

কামনার সহিত সর্ব্বদাই মনের সংযোগ থাকে। ইহা হইতে কামদেহ পুষ্টিলাভ করে কামনার শুচিতার উপর পরজন্মের কামদেহের উৎকর্ষ নির্ভর করে। মনে পাশববৃত্তি পোষণ করিলে, জীব বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিম্বা নানাবিধ কুৎসিত বংশানুক্রমিক রোগের বীজ শরীরে ধারণ করে। কখনও বা মানুষের কুলে রাক্ষসাকৃতি অস্বাভাবিক জীবও এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। মানুষ যেমন চায়, সেইরূপ জন্মগ্রহণ করে। তাহার কামনানুরূপ জন্ম হয়। (থ) জন্মের স্থান—অর্থাৎ মাতৃভূমি এই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্ম ও আচারের অনুশীলন জন্য তাহাকে উপযুক্ত জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কামনার অনুরূপ সংকল্প হয়, সে সংকল্পানুযায়ী জীব কর্ম্ম করেন এবং কর্ম্ম অনুসারে ফল লাভ করেন। (দ)

কামনা দ্বারা ঐহিক সম্বন্ধ—

সাধারণ মানুষের চিন্তা অপেক্ষা কামনা প্রবলতর। সুতরাং কামনা দ্বারা সাধারণতঃ আমরা ঐহিক সম্বন্ধ সৃষ্টি করি। যে যাহাকে চায়, স্বর্গে সে তাহাকে পায় এবং ভাব-বন্ধনের আকর্ষণে পরজন্মে তাহার সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। কামনার শুভাশুভ-প্রকৃতির উপর আমাদের শত্রু ও মিত্রের সম্বন্ধ নির্ভর করে। আমরা কর্ম্মের দোষগুণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি। কিন্তু, মনের চিন্তা বা কামনা, যাহা মনের মধ্যেই নিহিত থাকে, বাহিরে প্রকাশিত হয় না, তাহা দ্বারা যে কোন কর্ম্ম উৎপন্ন হয়—যাহার ফল আমরা ভোগ করিয়া থাকি, এরূপ ধারণা আমরা সহজে পোষণ করি না। কিন্তু উহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের শাস্ত্রে ঐ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রকার মানসিক পাপেরও ফল ভোগ করিতে হয়। চিন্তা ও কামনা সুপথে প্রবাহিত হইলে, আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়

(ত) Ancient Wisdom, P. 234

(থ) অথ খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামোভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে। বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫।

(দ) Ancient Wisdom, P. 235.

এবং মৈত্রী-ভাবের বিস্তার বশতঃ জন্মান্তর-গ্রহণে মিত্র-লাভ হইয়া পরম সুখের কারণ হয়।

চিন্তাই কর্ম্মের মূল—

মানুষ মনে করে, কর্ম্মই পাপ-পুণ্যের উৎপত্তির কারণ। সাধারণ ধারণা—গোপনে মনের মধ্যে চিন্তা করিলাম, তাহার জন্য ফলভোগ করিতে হইবে কেন? তাহাতে ত কাহারও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই? মনের ভাব মনেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আবার ফলাফল কি? সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই এই প্রকার ধারণার মূল। চিন্তা গাঢ় এবং পুনঃ পুনঃ উদিত হইলে তাহা অনেক সময় কার্য্যে পরিণত হয়, ইহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। চিন্তা সঙ্কল্পে পরিণত হয় এবং সঙ্কল্প, সুযোগের অপেক্ষা করে। সুযোগ পাইলেই ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়। সুতরাং, মনে কুচিন্তার স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। চিন্তাই কর্ম্মের মূল। এজন্য চিন্তা দ্বারাও কর্ম্ম সৃষ্টি হয়। ইহা ব্যতীত সূক্ষ্ম জগতে বা কামলোকে চিন্তা কি প্রকারে কার্য্যকরী হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সমাজে বাস করিতে গেলে, প্রলোভনের বস্তু সর্ব্বদা সম্মুখে উপস্থিত হয়। চিত্ত সংযত না হইলে, ঐ সকল বস্তুর প্রতি কামনা জন্মে। সেজন্য চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদনের নিমিত্ত নির্জ্জন স্থান আবশ্যক। কিন্তু সমুদায় দেশবাসী গ্রাম, নগর ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে পারে না, পারিলেও কোন লাভ নাই, কেননা, তাহা হইলে অরণ্য নগরে পরিণত হইয়া যায়। কামনা বর্জ্জন করাও শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত নহে, কামনা না থাকিলে জাতি বা সমাজ থাকিতে পারে না। সাংখ্যমতে তৈল ও সলিতার সাহায্যে যেমন প্রদীপশিখা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ রজঃ ও তমোগুণের সাহায্যে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া থাকে। প্রদীপের ন্যায় ইহাদের বৃত্তি। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গ সাধনের অবলম্বন। ধর্ম্মের সহিত বিরোধ না হয়, এরূপ ভাবে ইহাদের সেবা করিবে—ইহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে নহে, উচ্চশ্রেণীর কাব্য ও নাটকেও এই আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। আশ্রমপালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায়, তিনি আত্মনিগ্রহ করিয়া বলিয়াছিলেন 'ইনি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের পত্নী হইবার যোগ্যা, নতুবা আমার চিত্ত-বিকার হয় কেন?' (ধ) কিছুকাল পরে শকুন্তলা যখন স্বামিগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা দৈবনিগ্রহে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিয়াছিল যে, 'মেয়েটী দেখ্‌বার মতন বটে'। রাজা তাহাকে

(ধ) অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।—শকুন্তলা, প্রথম অঙ্ক।

তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'পরস্ত্রী আলোচনার বিষয় নহে'। (ন) এই সকল প্রসঙ্গ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, লালসার চক্ষে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ব্যভিচার করা হয়, এই প্রকার ধারণা চিরকালই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। সেজন্য আত্মনিগ্রহ মানসিক তপস্যার বিষয়। (প) অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানও ইহার অনুরূপ। (ফ)

চিন্তা ও কামনা সম্বন্ধে মানুষের স্বাধীনতা—

কর্ম্ম অপেক্ষা চিন্তা ও কামনার প্রভাব অধিকতর বলবান। কর্ম্মের সহিত অপরের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু যে করে, তাহার সহিত উহার প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধ বেশী নাই। (ব) বিষয়টী সাধারণজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া স্থিরভাবে প্রণিধানযোগ্য। চিন্তা ও কামনার ফল ঘনীভূত হইয়া কর্ম্মে পরিণত হয়। চিন্তা ও কামনা-বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা আছে। বিবেক দ্বারা চালিত হইলে, ইহারা শুভকর্ম্মের কারণ হয়। কিন্তু, যেখানে তাহা সম্ভবপর হয় না, এবং তাহার ফলে মানুষ গর্হিত কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, সেখানে সেই কর্ম্ম দ্বারা অশুভ কামনার ফল উৎপন্ন হওয়ায়, তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মের একটী কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইল বুঝিতে হইবে। যদি এই কর্ম্মের আনুসঙ্গিক নূতন কামনা বা চিন্তার উদয় হয় এবং তাহা যদি বিবেক দ্বারা সুপথে চালিত না হয়, তবে নূতন কুকর্ম্মের বীজ উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এ কথা মনে করা যাইতে পারে যে, কুকর্ম্মের জন্য যদি জীব দোষী বা দায়ী না হয়, তবে পাপ-পুণ্যের পার্থক্য কোথায়? ইহার উত্তরে দেখিতে হইবে যে, কর্ম্ম করিতে গেলে অপরের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘটে। কৃত কর্ম্মের ফল অপরের উপর যে ভাবে কার্য্য করিয়াছে, পরজন্মের পারিবারিক সম্বন্ধে তাহা প্রকটিত হইবে। কর্ম্ম দ্বারা যদি কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তবে পরজন্মে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার জন্য সে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে। যদি কেহ সুখী হইয়া থাকে, তবে সে পরজন্মে সুখের কারণ হইবে। সুতরাং কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মমূল কামনাই প্রধান। লৌকিক জ্ঞানে কর্ম্মই বিচার্য্য হইলেও দার্শনিক-বিচারে তন্মূলক কামনার জন্যই জীব অধিক পরিমাণে দোষী।

(ন) অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্। শকুন্তলা পঞ্চমাঙ্ক।

(প) মনঃপ্রসাদঃসৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। গীতা ১৬।১৬।

(ফ) Verily, I say unto you, that whosoever looketh at a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart." (Mathew V. 28)

(ব) Ancient Wisdom, p. 23—26.

জীবনের যাবতীয় ঘটনা প্রাক্তন কর্ম্মের ফল—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কামনা ও বাসনার ফলে শক্তি জন্মে ; পুনঃ পুনঃ চিন্তার পরিণাম সঙ্কল্প ; দৃঢ় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় ; অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান জন্মে এবং কষ্টলব্ধ অভিজ্ঞতাই বিবেকের উৎপত্তির কারণ। (ভ) আমাদের জীবন প্রারব্ধ কর্ম্মফলের সমষ্টি মাত্র। ফলোন্মুখ কর্ম্মকে জয় করা যায় না। কিন্তু এই জীবনে আমরা কামনা ও সঙ্কল্প দ্বারা নূতন কর্ম্মের বীজ বপন করি। ইহাদের দ্বারা আমাদের স্বভাব গঠিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফল খণ্ডন করা যায় না, কিম্বা প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হয় না, কিন্তু সঙ্কল্প-সৃজনে মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগে মানুষ শুভবিষয়ে সঙ্কল্প নিয়োজিত করিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রারব্ধ কর্ম্মফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কোন বৈজ্ঞানিক রোগ-নিবারণের জন্য ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। ফল-পরীক্ষার জন্য নিজের পুত্রের রোগোৎপাদন করিয়া, ঔষধ পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্রের মৃত্যু হইল। (ম) ঔষধের দোষ নহে। প্রাক্তন কর্ম্মফলে সাধারণ লোকের উপকারের জন্য কোন এক ব্যক্তি নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু যাহাদের জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল, তাহাদের প্রবঞ্চনা ও শঠতার ফলে ব্যাঙ্কটী নষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতাও নিঃসম্বল হইয়া পথের ভিখারী হইলেন। এই সকল স্থলে উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইল। এরূপ স্থলে তাঁহাদের কর্ম্মের ফল ব্যর্থ হইল না। ভবিষ্যৎ জন্মে এই সঙ্কল্প-প্রসূত কর্ম্ম, প্রারব্ধ কর্ম্মে পরিণত হইয়া, তাঁহাদের পরম সুখের কারণ হইবে। উদ্দেশ্যের উপর ফল নির্ভর করে। রাজকীয় সম্মান লাভ করিবার জন্য হাসপাতালের বা দুর্ভিক্ষের জন্য প্রচুর অর্থ দান করা অপেক্ষা নিঃস্বার্থ-ভাবে পরোপকার সাধন করা উত্তম, উহা অধিক সুফল প্রসব করে। সাত্ত্বিক দানের ইহাই লক্ষণ। (য) বলা যাইতে পারে, মানুষ সকল বিষয়ে ভাগ্যের অধীন নহে। ভাগ্য গঠন করিবারও স্বাধীনতা তাহার আছে। এই শক্তির অপব্যবহারের ফলে কর্ম্ম উৎপন্ন হইলে, তখন আমরা উহার দাস হইয়া পড়ি। তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কেহই প্রারব্ধ কর্ম্ম জয় করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি কামনা ও চিন্তা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে

(ভ) Karma by Dr. A. Besant, P. 42

(ম) Manson, Langerhan's প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবন-চরিত দ্রষ্টব্য।

(য) গীতা ১৭।২০।

পারেন যে, তৎফলপ্রসূত কর্ম্ম কেবল স্থায়ী মঙ্গলেরই কারণ হইবে। ক্রম-বিকাশের পথে জীব ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা ও বিবেক লাভ করে। তাহার ফলে তাহার কর্ম্মের বন্ধন আর কষ্টদায়ক হয় না, উহা ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। ত্যাগের দ্বারা মানুষ এই পরম শ্রেয়ঃ পদ লাভ করিতে পারে। মানুষের কর্ম্মজীবন ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাহার সংখ্যা অনন্ত। মৃত্যুর পরে জন্ম, জন্মের পরে মৃত্যু পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হইয়া ক্রমশঃ আত্মার উন্নতি সাধন করে। প্রত্যেক জীবনের সহিত তাহার পূর্ব্বজীবনের সম্বন্ধ আছে, এবং জীবনের প্রত্যেক ঘটনার সহিত অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং কোন ঘটনা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না। অজ্ঞতা-হেতু আমরা উহার কারণ বুঝিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জীবনের প্রত্যেক ঘটনার মূলে যে কারণ বিদ্যমান আছে, তাহা জানিতে পারেন। সেই কারণ অন্য কিছু নহে, জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম। এইটী ভালরূপে ধারণা করিতে পারিলে, সংসারের কোন দুঃখই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। আমরা ফলোন্মুখ-কর্ম্মের গতিরোধ করিতে পারি না বটে, কিন্তু, কামনা ও চিন্তা সংযত করিয়া, ভাবী জন্মে যে কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা যাহাতে সুফলপ্রসূ হয়—সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি।

কর্ম্মের বিচিত্র গতি—

কর্ম্মের গতি অতিশয় বিচিত্র এবং দুজ্ঞের্য়। (র) গীতায় কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে দেখিলে মনে হয়, যে কর্ম্ম করে, কৃত কর্ম্মের জন্য সে-ই দায়ী, কিন্তু কর্ম্মের আর একটা দিক্ চিন্তা করিবার আছে। ব্যক্তিগত কর্ম্ম ব্যতীত পারিবারিক-কর্ম্ম এবং জাতীয়-কর্ম্মের ফলও মানুষকে ভোগ করিতে হয়। অনেক পরিবারের মধ্যে এমন নিয়ম-শৃঙ্খলা, এরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম্মজীবন লাভ করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। অতিথি-সৎকার, প্রার্থীকে যথাসাধ্য সাহায্য-দান, জীবে দয়া, গুরুজনে ভক্তি, আশ্রিত জনের প্রতি উদার-ব্যবহার, ভোগে গর্ব্ব-পরিহার, দুঃখে স্থৈর্য্য, বিপদে ধৈর্য্য, ইত্যাদি সদ্‌গুণ যে সংসারে বিরাজিত, সেই পরিবার-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ একান্তই স্বাভাবিক। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ পবিত্র-স্বভাব ও ধনিপরিবারে জন্মগ্রহণ

(র) গহনা কর্ম্মণোগতিঃ। গীতা ৪।১৭

করেন (ল)। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বহু পরিমাণে তাহার চরিত্র গঠন করে, ও তাহার কর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। যে পরিবারে এই সকল ধর্ম্ম আচরিত হয় না, তাহার মধ্যে (যে-কোন কারণেই হউক) কোন জীবের জন্ম হইলে, তাহাকেও পারিবারিক কর্ম্মের ফলাধীন হইতে হয়। পরিবারবর্গের সকলেই যদি স্বার্থপর, নিষ্ঠুর-স্বভাব ও নির্দ্দয় হয়, তবে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলে, ঐ সকল দোষের প্রভাবে মানুষকে বাধ্য হইয়া তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। (ব) জীবনে যে সকল ধর্ম্ম বিকশিত হইবে, তাহার সাহায্য করিবার জন্য যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—তাহা স্থির করা হয়; কিন্তু রাগ ও দ্বেষ, পারিবারিক বন্ধনের কারণ। সুতরাং উন্নত-প্রকৃতি জীবেরও অসৎপরিবারে জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যে পরিবারের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব প্রবল, সেখানে যদি কোন অনুন্নত প্রকৃতির জীব জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার বিশেষ উপকার হয়।

জাতীয় জীবনে কর্ম্মের প্রভাব—

এই সকল যুক্তি সম্প্রসারিত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষের জাতীয়-জীবনেও সমষ্টিভুক্ত কর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। স্বাধীনতা-প্রিয় ইংরাজজাতি প্রচুর অর্থব্যয়ে পৃথিবী হইতে দাসত্ব প্রথা দূরীভূত করিয়াছে, তাহার ফলে ইংরাজ-রাজত্বে সূর্য্যাস্ত হয় না। মেক্সিকো এবং পেরু-দেশ-বাসিগণের প্রতি নৃশংসতার ফল আজিও স্পেন ভোগ করিতেছে। রোমসাম্রাজ্যের পতন ঐ কারণেই সংঘটিত হইয়াছে। ঐ একই কারণে লেমুরিয়া ও আটলান্টিক্-জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশব্যাপী মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি ভয়াবহ ব্যাপারের মূলে আছে পাপের ক্ষালন। (শ) বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তিও জাতীয় পাপে আক্রান্ত হইয়া এই প্রকারে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যাপারের তুলনায়, নৌকা বা জাহাজডুবিতে কিম্বা ট্রেণ-সংঘর্ষে যে লোক মারা যায়, তাহা অতি সামান্য ব্যাপার মাত্র। ব্যক্তিগত কর্ম্মই উহার কারণ। প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণীকৃত রেলগাড়ীর কামরায় বহু মৃত ব্যক্তির মধ্যে অক্ষত-দেহ জীবন্ত শিশুকেও দেখা গিয়াছে। ইহাদ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ব্যক্তি-গত কর্ম্ম ব্যতীত উহার অন্য কোন কারণ নাই। দেশ, পরিবার

(ল) শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। গীতা ৬।

(ব) A Study in Karma P. 55.

(শ) A Text-Book of Theosophy.
Ancient Wisdom P. 231, 245.

ও জাতিই জীবন-বিকাশের ক্ষেত্র। ক্ষেত্রজ কর্ম্মের ফল সেইজন্য সকলকেই ভোগ করিতে হয়।

কর্ম্মের হিসাব নিকাশ—

যখন আমরা মনে করি যে, মানুষ কামনা, চিন্তা ও সঙ্কল্প দ্বারা সর্ব্বদাই কর্ম্মের বীজ বপন করিতেছে এবং শুভ ও অশুভ নানাবিধ কার্য্য দ্বারা নিজের নিয়তি গঠিত করিতেছে, তখন কি প্রকারে এই সকল বিষয়ের হিসাব নিকাশ হয়—তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিনা। অপরিমেয় অসীম দৈবশক্তির প্রভাব মনে করিয়া, মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করি। কর্ম্মের নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে ইহা সত্য। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ইহা অভ্রান্ত, অখণ্ডনীয়। এই নিয়মের কোন ব্যভি-চার নাই। জ্ঞান আছে বলিয়া কেবলমাত্র মানুষেরই ফলপ্রসূ কর্ম্ম আছে। অন্য কোন জীব-জন্তুর তাদৃশ জ্ঞান নাই, সুতরাং কোন কর্ম্ম নাই। কোটি কোটি নর-নারী যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যত প্রকার কর্ম্ম সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা থাকিতে পারে এবং সূক্ষ্মভাবে তাহার যে হিসাব প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা মানুষের সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। কিন্তু, যাঁহারা দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা এই জটিল বিষয়েরও সুমীমাংসা করিয়াছেন।

কর্ম্মদেবগণ—

অন্তর্জগতের শাসন-ব্যাপার অতীব রহস্যময়। ইহার সামান্য অংশ—যাহা মানুষে জানিতে পারিয়াছে, তাহা অন্যত্র লিখিত হইল। অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন দেবগণ, শাসন-বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে লিপিকা বা কর্ম্মদেবগণের সহিত জীবমাত্রেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুদীর্ঘ কাল স্বর্গ-লোকে বাস করার পর, পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য, জীব যখন কামলোকে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহার জ্ঞানের অঙ্গীভূত মনঃকল্পিত মূর্ত্তিগুলি, কাম-জগৎ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কামদেহ গঠন করে। পার্থিব জীবনে তাঁহার যে সকল প্রবৃত্তি বিকশিত হইবে, সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও ভাবনিচয়ের আধার এই কামদেহ, তাঁহার নিজের সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত হয়। (ষ) এই দেহ-গঠন কাহারও পক্ষে সময়সাধ্য, আবার কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য। কৃত কর্ম্মের ফল হইতে উৎপন্ন এই কামদেহরূপ পোষাক পরিয়া, জীব, পৃথিবীতে আসিতে প্রস্তুত হইলে, কর্ম্মদেবগণ দিক্‌পতিগণকে স্থূলদেহের ছাঁচস্বরূপ পিণ্ডদেহ

(ষ) Karma—Manual No. 4, P. 44

(Etheric double) প্রদান করেন। চারিটী দিকে চারিজন দিক্‌পতির অধিকার। (স) তাঁহাদের অধীনে অগণিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। পিণ্ড-দেহাচ্ছাদিত জীবকে তাঁহারা উপযুক্ত ক্ষেত্রে লইয়া যান। মাতৃগর্ভে পিণ্ডদেহের যে ছাঁচ তাঁহারা রাখিয়া আসেন, তাহার সাহায্যে জীবের স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়। দেশ, কাল, পাত্র, জাতি, পরিবারবর্গ, সামাজিক আবেষ্টন ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, এই ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত হয়। যেখানে, যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার সঞ্চিত কর্ম্মের কতক অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে, যে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে পরস্পর কর্ম্মঋণ শোধ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া, এই ক্ষেত্র-নির্ব্বাচন করা হয়। (হ) যাহা চিন্তা করা হইয়াছে, যাহা চিন্তা দ্বারা জ্ঞানের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে, সেই সকল মনোজগতের অন্তর্নিহিত মূর্ত্তিগুলি, কামলোকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, কর্ম্মানুযায়ী কামদেহ নির্ম্মাণ করে। আত্মাই তাহাদিগকে বাহিরের উপকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট করেন। জীব যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহাই তিনি পান। তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী মানসদেহ সৃষ্ট হয়। জীব কামলোকে আসিলে, কামলোকের উপকরণ দ্বারা তাঁহার কামদেহ নির্ম্মিত হয়, ইহা তাঁহার চিন্তার ফল। যেখানে জ্ঞান নাই, চিন্তাশক্তি নাই, সেখানে কোন কর্ম্মফল-বিচার নাই, কোন কর্ম্মের ফল নাই। মনুষ্যেতর জন্তুর সেজন্য কোন কর্ম্মফল নাই। মানুষের পক্ষে সমুদয় কর্ম্মই তাহার সংকল্প-প্রসূত এবং সে তাহার জন্য দায়ী। সে কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, কর্ম্মফল ভোগ করিবার উপযোগী দেহও নির্ম্মাণ করে। কর্ম্মদেবগণ কেবল সংযোগ-সাধন জন্য দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক নির্ব্বাচন করিয়া দেন। সুতরাং আমাদের জীবনের যাবতীয় ঘটনার জন্য আমরা দায়ী। আমাদের গভীর চিন্তা, সঙ্কল্পে পরিণত হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম উৎপাদন করে। কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া আমরা তাহাতে গুটিপোকার মত আবদ্ধ হইয়া পড়ি। আবদ্ধ হইলে আমাদের ফলভোগ ব্যতীত আর কিছুই করিবার থাকে না, কিন্তু কর্ম্ম সৃষ্টি করা বিষয়ে মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা আছে। ইহা বুঝিয়া আমাদের জীবনকে এমন পথে চালিত করা উচিত, যাহাতে আমাদের কোন চিন্তা বা সঙ্কল্প কুপথগামী না হয়। রূপহীন স্বর্গলোকে সমুদয় ঘটনার এবং চিন্তার ছাপ পড়িয়া যায়। (ক) সাধারণ মানুষের নিকট এই সকল চিত্র গুপ্ত থাকে, কিন্তু

(স) Ibid, P. 45, 57

(হ) Ibid, P. 48

(ক) Ibid, P. 47, 45

যাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি আছে, তাঁহারা এই চিত্রগুপ্তের খাতা দেখিতে পারেন এবং ভূত-ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন। (খ) কর্ম্মদেবগণও এই গুপ্ত চিত্র দেখিয়া জীবের কর্ম্মফল সংগ্রহ করেন এবং তাহার যথাসম্ভব অংশ ভোগ করিবার জন্য জীবের পিণ্ড-দেহ নির্ম্মাণের অনুরূপ ছাঁচ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করেন (গ)। ইহাই কর্ম্মদেবগণের কার্য্য। কামনা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোভাব প্রভৃতির আধার কামদেহ, জীব নিজেই গঠন করিয়া লন।

প্রারব্ধ কর্ম্ম দৈবরূপে বলবান্—

অদৃষ্ট ও পুরুষকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার জন্য চিরদিনই চেষ্টা হইয়াছে এবং বহু প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোন কল্পনা আমার নাই। আমাদের মনের ভাব, ইচ্ছাশক্তি যে বাহিরের কোন কারণের অধীন এবং তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, উহাতে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা মনে করিলে, আমাদের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে না। আমি কাহাকেও ভালবাসি, কাহাকেও ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র মনে করি, ইহা বাধ্য হইয়া করি, তাহাতে আমার স্বাধীনতা নাই, ইহা গ্লানির বিষয়। আমি ধীমান্, শ্রীমান্, বিবেকবান্, উন্নত জীব, হঠাৎ কি করিয়া বসিলাম! সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া লালসার দাস হইলাম। বলবান্ অদৃষ্ট, আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তিকে অভিভূত করিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে হেয় করিয়া দিল। ইহাতে আমার স্বাধীনতা ছিল না। এই প্রকার সন্দেহও মনে উদিত হয়,—অর্থাৎ আমরা অদৃষ্টকেও অগ্রাহ্য করিতে পারিনা, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বও অস্বীকার করিতে চাইনা। (ঘ) গ্রীক্ সাহিত্যে হেলেনের দৃষ্টান্ত এই সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। অদৃষ্টই বলবান্, হেলেনের কোন দোষ ছিল না। (ঙ) এরূপ মত সমাজে গৃহীত হওয়ায় দীর্ঘ প্রবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া, হেলেন, অবাধে তাঁহার রাণীর কর্ত্তব্য করিয়াছিলেন—ইহা আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার সমাজ, তাঁহার আত্মীয়গণ, তাঁহার স্বামী কোন অপরাধ গ্রহণ করেন নাই। (চ) এখনও এদেশে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অনেক অপরাধ ক্ষমা করা হইয়া থাকে।

(খ) Ibid, P. 27
(গ) পিণ্ডদেহ Etheric double.—আতিবাহিক দেহ।
(ঘ) Nature of the Physical World—Eddington, P. 293.
(ঙ) The Weird she was doomed to dree—Collin's Iliad.
(চ) Odessey—

বৈজ্ঞানিক জগতেও অদৃষ্টবাদের প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। Newton, Galileo প্রভৃতি বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবান্ যে কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, সমুদায় ভবিষ্যৎও চিত্রিত করিয়াছেন। (ছ) নানা কারণে বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতে নানাবিধ মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় অদৃষ্টবাদের মহিমা কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানের কোন সিদ্ধান্তই চরম নহে। সুতরাং, আমরা বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত এই বিষয়ের সংশয়-নিরাকরণের চেষ্টা করিব।

অদৃষ্ট ও পুরুষকারের বিচার—

অদৃষ্ট ও পুরুষকারের বিবাদ-ভঞ্জন সহজ নহে, আবার তাহার সহিত যদি ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব বা সর্ব্বকর্তৃত্ব যোগ করা যায়, তবে তাহার মীমাংসা সম্ভবপর হয় না। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার করিলে, মানবের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা থাকে না, এবং পুরুষকারের গৌরবহানি হয়। সুতরাং আমরা মনে করিব, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বীজাঙ্কুর-বিষয়ে মেঘের ন্যায় কার্য্যকারী। একই মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হইলে, যেখানে যে প্রকারের বীজ থাকে তাহাই অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ যাহার যে প্রকার কর্ম্মবীজ ক্ষেত্রস্থ আছে, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল দান করেন। (জ) পুরুষকারের দ্বারা যাঁহারা অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে চান, কিম্বা অত্যুৎকট পাপ-পুণ্যের ফল ইহজগতে ভোগ করিতে হয়—ইহা প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারা যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করেন, তাহা দার্শনিক যুক্তি অনুসারে কি প্রকারে প্রমাণশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সাবিত্রীর অল্পায়ু স্বামী দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ধ্রুব উন্নত লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নহুষ ভীষণ পাপ কার্য্য করায় অজগরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নন্দীশ্বর পুণ্যফলে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। এই সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকা কোন্ যুক্তিবলে প্রমাণের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং আমরা বলিব, যোগ-বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল অখণ্ডনীয়। উহাই তাহার অদৃষ্ট, কিন্তু তাহার পুরুষকার ব্যর্থ নহে। প্রারব্ধ কর্ম্মের উপর উহার প্রভাব না থাকিলেও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের

(ছ) The act of creation had created not only the universe, but its whole future history. The Mysterious Universe—P. 16.

(জ) কৃত প্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থাদিভ্যঃ। বেদান্তদর্শন ২।৩।৪২
জীবকৃতধর্ম্মাধর্ম্মবৈষম্যাপেক্ষ এব তত্তৎফলানি বিষমং বিভজতে পর্জ্জন্যবদীশ্বরো নিমিত্তত্ব-মাত্রেণ। ঐ শঙ্করভাষ্য।

উপর উহার আধিপত্য আছে। চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ব্যাপারই কর্ম্ম (ঝ)। আমরা সর্ব্বদাই এই ত্রিবিধ উপায়ে কর্ম্ম করিতেছি। ইহাই ক্রিয়মাণ কর্ম্ম। সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয় ব্যাপার প্রভৃতি দ্বারা জীব শুভাশুভ কর্ম্ম করেন। (ঞ) আমরা জানি, চিন্তা, সঙ্কল্প প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা আছে। কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মমূল এই সকল বিষয়ের প্রভাব, আত্মার উপর অধিক পরিমাণে কার্য্যকারী। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগে চিন্তা ও মনের গতি সুপথে চালিত করিলে অমৃত লাভ করা যায়। মানুষ তখন অদৃষ্টকে জয় করিতে পারে।

শোক-হেতু কর্ম্মঋণ-পরিশোধ—

কর্ম্মের বিচিত্র গতি মানুষ বুঝিতে পারে না। প্রিয়তম শিশুসন্তানের মৃত্যুর পর শয্যার সেই শূন্যস্থান শোকার্ত্ত পিতা-মাতার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করে। সর্ব্বত্রগামী আনন্দের মধ্যে, পতিবিয়োগ-বিধুরা পত্নী, যখন তাঁহার নিরানন্দ শয়নগৃহে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, পার্শ্বস্থ শূন্যস্থানটীর দিকে হস্ত প্রসারিত করেন, তখন সেই শোকাগ্নিদগ্ধা, শয্যাকাশপ্রণিহিতভুজা নারীর মনের ভাব কে বর্ণনা করিতে পারে! কর্ম্মঋণ শোধ করা ব্যতীত ইহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল মনে করিলে শোকের লাঘব হয় বটে, কিন্তু মনকে শান্ত করা যায় না। কর্ম্মদেবগণের কিন্তু বিচারে কোন ত্রুটী হয় না। কেন এরূপ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু অনুমান করা কঠিন নহে। হয়ত কোন দুরবস্থাপন্ন আত্মীয়কে যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য ছিল তাহা করা হয় নাই। সে আজীবন কষ্টভোগ করার পরে পরলোক গমন করিয়া পুনর্জ্জন্মে পরম আদরের সন্তানরূপে আসিয়া অকাল মৃত্যুর ফলে কর্ম্মক্ষয় করিল এবং এই শোকাবহ ঘটনা দ্বারা পাওনা আদায় করিল—এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে (ট)। পত্নীর মৃত্যুতে স্বামী শোকানলে দগ্ধ হইতেছেন। তাঁহারা পরলোকে আবার স্নেহের বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ হইবেন। কিন্তু এজগতেও অনেক কর্ত্তব্য আছে। বরং স্ত্রীর প্রতি যে যত্ন, ভালবাসা প্রভৃতি দেখাইবার জন্য মন সর্ব্বদা ব্যাকুল হইত, এখন তাহা আত্মীয়স্বজনের প্রতি প্রযুক্ত হওয়ায় উপকার আছে। এখন

(ঝ) কর্ম্ম চিত্তেন্দ্রিয়প্রাণানাং ব্যাপারঃ। যোগদর্শন ভাস্বতী টীকা ২।১২

(ঞ) সংকল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে। শ্বেতাশ্বতর ৫।১১

(ট) Karma P. 52.

কোন কর্ত্তব্যের ক্রুটী না হইলে ভাবী জন্মে এরূপ ক্ষতি এবং শোক সহ্য করিতে হইবে না। বর্ত্তমান জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হইলে ভাবী জন্মে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে, সুতরাং যাঁহারা শোকানলে দগ্ধ হইতেছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, যাহাতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া এই প্রকারে কষ্টভোগ না করিতে হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে এই প্রকার নিয়ম পালন করিলে কর্ম্মের কুফল ভোগ করিতে হয় না। শরীর, বাক্য, মন দ্বারা যথাসাধ্য পরোপকার করা, পুস্তক-রচনা কিম্বা বক্তৃতা দ্বারা তত্ত্বকথা প্রচার করিয়া মানুষকে সত্যের সন্ধান দেওয়া, অজ্ঞান-তিমির-নাশের জন্য জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দেওয়া প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ নিজের অদৃষ্ট-সুখ সৃজন করিতে পারে। (ঠ)

শুভাশুভ কর্ম্মহেতু বন্ধন—

কর্ম্ম শুভই হউক্ কিম্বা অশুভ হউক্ উহা সর্ব্বদাই বন্ধনের কারণ। শৃঙ্খল সোণার বা লোহার হউক্, উহাতে বন্ধনের তারতম্য হয় না। নিম্নস্তরের কামনা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। অন্ন, স্ত্রী পানাদি ভোগ করিবার কামনা মানুষকে বারবার পৃথিবীতে আনয়ন করে। নিম্নস্তরের কামনা কখনও ভোগের দ্বারা শান্ত হয় না। ঘৃতসংযোগ করিতে থাকিলে আগুন নিবাইবার কোন আশা করা যায় না। (ড) যদি অভ্যাস ও চিত্তসংযমের দ্বারা এই সকল কামনার প্রভাব দমন করিয়া, মনে উচ্চ বাসনা জাগাইয়া, উন্নত হইতে চেষ্টা করা যায়, তবে তাহারও সার্থকতার জন্য পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন হয়। নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা, দরিদ্রের দুঃখ দূর করা প্রভৃতি কার্য্যের ক্ষেত্রও এই পৃথিবী। সুতরাং কর্ম্ম থাকিলেই পৃথিবীতে আসার আবশ্যক হয়, এবং জীবকে জন্মমৃত্যুর স্রোতে পড়িতে হয়। তাহা হইলে কর্ম্মবীজ ধ্বংশ করিবার উপায় কি? তুষ ছাড়াইয়া ফেলিলে কিম্বা অগ্নিদগ্ধ হইলে যেমন শস্যবীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেই প্রকার তৃষ্ণা বা কামনা দূর হইলে কিম্বা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মবীজ ভস্মসাৎ করিতে পারিলে, জীব মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারেন। (ঢ) সেই জন্য শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ এই প্রকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(ঠ) Karma p. 54.

(ড) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৯।১৪

(ঢ) যথাতুষাবনদ্ধাঃ শালিতণ্ডুলা অদগ্ধবীজভাবাঃ প্ররোহসমর্থা ভবন্তি, নাপনীতভুষা দগ্ধবীজভাবা বা তথা ক্লেশাবদ্ধঃ কর্ম্মাশয়ো বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশবীজভাবো বেতি। পাতঞ্জলদর্শন ভাষ্য ২।১৩।

অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে, সমুদায় কর্ম্ম যেন কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা বিহীন হইয়া কর্ম্ম করিবে, ইত্যাদি উপদেশ গীতাশাস্ত্রের বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। (ণ) কর্ম্ম বন্ধনের মূল, কামনা। যদি কামনা জয় করা যায়, তবে শুভ বা অশুভ কোন কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে বদ্ধমূল এই সংসার-রূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তি-রূপ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পরম পদলাভের চেষ্টা করিবে। (ত)

অনাসক্তি কর্ম্মবীজ নাশের উপায়—

অনাসক্তি-হেতু কর্ম্মবীজ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা হইতে যদি মনে করা যায় যে, হৃদয়ের বৃত্তি রুদ্ধ করিয়া, নিজকে পাষাণে পরিণত করিতে পারিলে, ভবক্লেশ দূর হইবে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এরূপ ধারণা অসঙ্গত। কারণ, অহেতুক মৈত্রীভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া, জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে সমুদায় মানুষকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া, অহিংসা ও দ্বেষ পরিহার করিয়া, নিজের অন্তরের মধ্যে স্বর্গ-জীবন বিকশিত করিতে পারিলে, মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাতে কোন কর্ম্ম তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং এই পরম শ্রেয়ঃপদ লাভ করিবার জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। ত্যাগ করিতে হইবে 'কামনা'। যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা জগতের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। মানুষকে ত্যাগ করিয়া, মানব-ধর্ম্মের উৎকর্ষ লাভ করিতে কেহই চেষ্টা করেন নাই। "অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ তাঁহারা লাভ করিয়াছেন।" মুক্তপুরুষগণও লোক-শিক্ষার জন্য অনন্ত-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, পৃথিবীতে জন্মমৃত্যুর প্রবাহ-মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন।

জাতীয় কর্ম্মসমষ্টির ফল—

জীবনের যাবতীয় ভোগের মূলীভূত কর্ম্মসমষ্টি লইয়া কর্ম্মদেবগণ যে পিণ্ডদেহ নির্ম্মাণ করেন, তাহাই জীবনের সকল ঘটনার আধার। ইহাকে কর্ম্মদেহ বলিলে সঙ্গত হয়। এই কর্ম্মসমষ্টির কোন না কোন কর্ম্ম যাহার কারণ নহে—এমন কোন ঘটনা জীবনে ঘটে না। (থ) কিন্তু তবুও

(ণ) গীতা ৩।১৯, ৪।১৯, ৪।২০, ৩।২১

(ত) গীতা ১৫।৩।

(থ) Karma P. 71.

পারিবারিক কিম্বা জাতীয় কর্ম্মসমষ্টির ফল অনেক সময় জীবকে ভোগ করিতে হয়—ইহা আমরা অবগত আছি। বহুলোকের বিদ্বেষাত্মক চিন্তামূর্ত্তি, দলবদ্ধ হইয়া সূক্ষ্মলোকে বৃহৎ বাহিনী সৃষ্টি করিলে, পৃথিবীতে তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। যুদ্ধ, বিদ্রোহ, সামাজিক বিপ্লব প্রভৃতি এই কারণেই উৎপন্ন হয়। সংক্রামক ব্যাধির নিদানও এই কর্ম্মসমষ্টির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। সূক্ষ্মলোকে কারণ সকল পুঞ্জীভূত না হইলে, এজগতে তাহাদের প্রভাব প্রকাশিত হয় না। (দ)

মানুষ নিজ ভাগ্যবিধাতা—

কর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কর্ম্মই আমাদের ভাগ্য বা অদৃষ্ট। মানুষের অদৃষ্ট সে নিজেই গঠন করে। অপর কেহ তাহার জন্য দায়ী নহে। প্রবাদবাক্য আছে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" ইহা একটী দার্শনিক সত্য। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্য নাই। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। ইহা সকল সত্যের সার, সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারিলে, জীবনের সকল দুঃখ অতিক্রম করা যায়। জগতের সকল বৈষম্যের সমাধান এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যে বীজ বপন করা হইয়াছে, তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। যত শীঘ্র এবং যত অধিক পরিমাণে ফল ভোগ করা যায়, ততই ভারের লাঘব হয়। (ধ) দৃঢ়ভাবে এই ধারণা করিতে পারিলে, সংসারের কোন অপ্রিয় ঘটনা আর কষ্টের কারণ হয় না; শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও প্রশান্তচিত্তে নির্ব্বিকার ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। যিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধন-মোচনের আর বিলম্ব নাই। কোন কর্ম্মই আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু, বিশ্বাসের দৃঢ়তা কার্য্যে প্রকাশিত হওয়া চাই। সমাজে এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক নাই, তবে যাঁহারা কর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে। বিধি যাঁহার বিধানের অধীন সেই কর্ম্ম আমাদের উপাস্য। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিব।*

(দ) Karma P. 75

(ধ) Karma P, 75.

* নমস্যামো দেবান্, ননু হতাবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতি নিয়ত কর্ম্মৈকফলপ্রদঃ
ফলংকর্ম্মায়ত্তং কিন্ অমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি। শান্তিশতকম্।

বিবর্ত্তনে সাহায্য করা মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য—

ভগবানের কার্য্যে সাহায্য করা মানুষের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। মানুষ যতই ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ জীবহউক্ না কেন, তাহার মধ্যে ঐশী শক্তির বিকাশ রহিয়াছে। জ্ঞানবুদ্ধি ও আত্মা দ্বারা সে অন্যান্য জীবজন্তু হইতে পৃথক্ হইয়াছে। সৃষ্টির নিয়মানুসারে সূক্ষ্ম মৌলিক উপকরণ হইতে খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্রমবিকাশ-শক্তিবলে উদ্ভিদ্, জন্তু এবং মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে। এক একটী মন্বন্তরে এক একটী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। (ন) সুতরাং দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিতে আমাদের ছয়টী মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। (প) যদি আমরা এই জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে না পারি, তবে তাহা অপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে? মহাত্মগণ এই জগতে ভগবানের প্রতীক। জীব-জগতে ক্রমবিকাশ-শক্তির কার্য্যে সাহায্য করা ইহাদের প্রধান কার্য্য। মানুষ মাত্রেই আত্মোন্নতির চেষ্টা করিবে, ইহা সাধারণ ঘটনা না হইলেও স্বাভাবিক, কিন্তু জন্তুগণের মধ্যেও যাহাতে উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়, তাহা করাও মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্য করা যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষের পক্ষে এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য করাও কঠিন নহে। জন্তুগণের পৃথক্ আত্মা নাই। তাহাদের কারণ-দেহ নাই। এই কারণ-দেহ উৎপন্ন হইলেই জন্তুগণ মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে। জন্তুগণের মধ্যে মানবধর্ম্মের বিকাশ হইলে, সহজেই এই ব্যাপার ঘটিতে পারে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই উন্নতশ্রেণীর জন্তুর মধ্যে মানবধর্ম্ম জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তাহার বিপরীত কার্য্যই করিয়া থাকি। হাতী, ঘোড়া, গোরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু, মানুষের সাহচর্য্যবশতঃ দয়া, মমতা, প্রভুভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা এই বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করিতে পারি। কিন্তু আমরা তাহাদের জান্তব ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিতেই চেষ্টা করি। আমরা চাই—ঘোড়া যাহাতে বাজী জয় করিতে পারে, কুকুর যাহাতে বুদ্ধির সঙ্গে শিকার ধরিতে পারে। বিড়াল ইঁদুর ধরিতে না পারিলে, আমরা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া থাকি। শিক্ষা দ্বারা, সদয় ব্যবহার দ্বারা, ইহারা যাহাতে মানুষের ন্যায় উচ্চবৃত্তিগুলি লাভ করিয়া

(ন) First principles of Theosophy P. 219.

(প) Ibid p. 210

মানবজন্ম গ্রহণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করি না। অথচ ধর্ম্মজীবনের ইহাও একটী সোপান। (ফ)

তিতিক্ষাই পরম পুরুষার্থের সাধন—

অনেকের জীবনে দুঃখের ভার অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। অনেক সময় ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে কর্ম্মক্ষয় করিয়া জীবকে শীঘ্রই উন্নতির সোপানে উত্তোলন করিবার কারণ হইয়া থাকে। জগতের হিতার্থে নিযুক্ত করিবার জন্য, গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সুযোগ দিবার জন্য, অন্তর্নিহিত ভগবৎ-শক্তির বিকাশের জন্য, বহু সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সেজন্যই কবি বলিয়াছেন "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"। মানুষের ইহাও একটী চরম পরীক্ষা। যাহার জন্য মানুষ জীবনকে মধুময় মনে করে, জীবনের সেই সকল আনন্দ, সুখ, সম্পদ্ যখন কর্ম্মের আঘাতে অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন যদি নির্ব্বিকার চিত্তে, প্রশান্তভাবে সেই আঘাত সহ্য করিয়া, মানুষ পর-হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, তবে তাহার জীবনে যে কল্যাণ-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, তাহা অমৃতের পথ দেখাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষের ইহা পরম পুরুষার্থের বিষয়, পরম কল্যাণের নিদান, সাধনার বিশিষ্ট ফল। (ব) স্নেহের আধার নয়নের মণি পুত্র-কন্যাগণ কোথায় চলিয়া গেল? জীবনসঙ্গিনী, অমৃত-ভাষিণী, প্রেমময়ী কল্যাণময়ী পত্নীকে হারাইলাম। জগতে আর রহিল কি? গৃহিণী, মন্ত্রী, শিষ্যা, সখী—যাঁহাকে লইয়া সংসার, তাঁহার অভাবে জীবনের মূল্য কি? এরূপভাব অনেকটা মনে উদিত হয়। স্বামীর জ্ঞান, স্ত্রীর বিশ্বাস, একের দূর প্রসারিত মনোবৃত্তি, অন্যের গৃহকর্ম্ম ও গার্হস্থ্যধর্ম্মে নিবদ্ধ চিত্ত, বুদ্ধি ব্যাপারে অবচ্ছিন্ন, প্রেমে অঙ্গাঙ্গীভূত, চিরসম্মিলিত, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দাম্পত্য জীবনে যখন বজ্রপাত হয়, তখন নর্ম্ম ও কর্ম্ম, ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইল মনে করিয়া, যিনি ইহাকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে পরিপূর্ণতা-লাভের বিলম্ব নাই। মানব-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথের অতীত নহে। ভগবান্ ভক্তকে এই প্রকারে পরীক্ষা করেন। মোহ বশতঃ আমরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া কাতর হইয়া পড়ি। আমাদের অন্তরে যে আলো চিরদিন জ্বলিতেছে, তাহা স্থূলের আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখি বলিয়া, তাহার দীপ্তি হইতে আমরা বঞ্চিত, আবরণ অপসারিত

(ফ) First Principles of Theosophy P. 184
ব) Ibid P. 331

করিয়া চিরভাস্বর সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে প্রকাশিত করাই মানব-জীবনের পরম পুরুষার্থ। দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে এই পরম শ্রেয়ঃপদ-লাভের উপায় কি, তাহা স্থানান্তরে লিখিত হইবে। শ্রুতিবাক্য স্মরণ করিতে হইবে, বহু শাস্ত্র পাঠ, ধীশক্তি প্রভৃতি দ্বারা এই সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় না। মানুষ যখন তচ্চিত্ত, তন্ময় হইয়া, ইহা পাইতে চেষ্টা করে, তখনই ইহা সে লাভ করিতে পারে। (ভ)

(ভ) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্। কঠোপনিষৎ ১।২।২৩

ষষ্ঠ বল্লী

শোক কেন ?

জীবের কল্যাণই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব—

জীবন-রহস্যের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে, কয়টী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক হয়। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করি, তাহার মূলে আছে স্বকৃত 'কর্ম্ম'। যে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি, তাহা ভোগ করিতেই হইবে। ইহাই আমাদের ভাগ্য। কিন্তু জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহকালে আমরা সর্ব্বদাই কামনা, বাসনা, চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নূতন যে কর্ম্ম সৃষ্টি করিতেছি, ভবিষ্যৎ জন্মের শুভাশুভ ফল, তাহার উপরই নির্ভর করে। এই নূতন-কর্ম্ম-সৃষ্টি বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছা করিলে আমরা শুভ সঙ্কল্প দ্বারা শুভ অদৃষ্ট গঠিত করিতে পারি। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে, এই সকল বিষয় সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। আরও একটী বিষয় আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই সেই উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু, ইহা যে কেবল ধর্ম্মের কথা বা নীতিবাক্য মাত্র নহে, ইহা যে বৈজ্ঞানিক সত্য, তাহা না বুঝিলে, জগতের বৈষম্যের কোন সমাধান হয় না। সৃষ্টির মূলে একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সমুদায় ঘটনাই সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ঘটিয়া থাকে। এই বিশ্বে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইয়া, আবর্ত্তক্রমে ক্রমবিকাশশক্তি কার্য্য করিতেছে। জীবের মঙ্গলই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। যে-কোন ঘটনা ঘটুক্ না কেন, তাহা মঙ্গলের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ক্রমাভিব্যক্তির উপর সৃষ্টির মূলতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই প্রচণ্ড শক্তির গতি অব্যাহত। জীবের কল্যাণ সাধনে ইহা সতত কার্য্য করিতেছে।

সাধারণ ভাবে চিন্তা করিতে গেলে মনে আসে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের রাজত্বে এত বৈষম্য কেন ? দুঃখ-শোকের এত প্রভাব মানুষে ভোগ করে কেন ? ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই ত জরা-মরণ, শোক-দুঃখ দূর করিয়া, জগতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিতেন। তাঁহার কি এই নিষ্ঠুর লীলা! মানুষের

চোখের জলের বিরাম নাই। বস্তুতঃ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবানের শক্তি, ক্রমবিকাশ-কার্য্যে সৃষ্টির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে মাত্র। অন্য বিষয়ে তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। আমরা যাহা বপন করিতেছি, এই শক্তি, মেঘের ন্যায় বারিবর্ষণ করিয়া, সেই বীজ অঙ্কুরিত করিতেছে। সুতরাং, ক্ষেত্রে শস্যের পরিবর্ত্তে ঘাস জঙ্গল জন্মিলে, যেমন মেঘের কোন দায়িত্ব থাকিতে পারে না, সেই রূপ জীবনক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ যে ভাবেই অঙ্কুরিত হউক্ না কেন, তাহাতে ঈশ্বরের কোন দায়িত্ব থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, দুঃখ না থাকিলে সুখের কোন অর্থই থাকিত না। প্রকৃত পক্ষে উহা কেবল তুলনামূলক মনের অবস্থা মাত্র। দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই একের দ্বারা অন্যের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। মৃত্যু না থাকিলে জীবন যে দুর্ব্বিষহ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ আমাদের জীবনের পরিমাণ অতিশয় দীর্ঘ। পৃথিবীতে অমরা যে কয় বৎসর বাস করি, তাহা অপেক্ষা কুড়ি গুণ সময় সূক্ষ্ম-লোকে এবং স্বর্লোকে বাস করি। এই সমুদায় সময়েই আমাদের পার্থিব স্মৃতি, স্বভাব, লিঙ্গত্ব, আকৃতি বজায় থাকে। পৃথিবীতে কয়েক বৎসর দুঃখে সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া সুদীর্ঘ কাল স্বর্লোকে পরম সুখে, শান্তিতে বাস করিয়া থাকি। সুতরাং পার্থিব জীবনের দুঃখ-কষ্ট কতটুকু সময় আমাদের অশান্তির কারণ হইতে পারে ?

মৃত প্রিয়জনের আত্মার সহিত বিচ্ছেদ হয় না—

প্রিয়-বিচ্ছেদে আমরা শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ হয় না। কারণ আত্মা চিরদিনই স্বর্গের উচ্চস্তরে বাস করেন। স্থূলভাবে দেখিলেও 'বিচ্ছেদ' কথার কোন অর্থ নাই। দেহটাই কেবল দেখিতে পাই না, কিন্তু মানুষটা ত সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে থাকে। পরলোকগত জীব পৃথিবীস্থ প্রিয়জনকে দিনের বেলায়ও দেখিতে পান। রাত্রে নিদ্রিত হইলে আমরা স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মলোকে মৃত আত্মীয়ের সঙ্গে মিলিত হই এবং জীবিত-কালে যেরূপ করিতাম, সেইরূপ ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারি, পরামর্শ করিতে পারি, মতামত জানিতে পারি। তবে সকাল-বেলায় ঘুম ভাঙ্গিলে অনেক সময় সে কথা মনে থাকে না। কিন্তু বহুসময়ে একটা তৃপ্তির ভাব, একটা শান্তির ভাব লইয়া আমরা জাগ্রত হই। অনেক সময় কোন বিষয়ে মত জানিবার জন্য যে আগ্রহ ছিল এবং কর্ত্তব্য স্থির করা সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল, তাহাও দূর হইয়া যায়। ইহার কারণ নিদ্রাকালে সূক্ষ্মদেহে ত প্রিয়

ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা। আলোচনার ফলে মীমাংসা হইলে, মতের মিল হইয়া যায়। তাই কবি লিখিয়াছেন—

"আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।"

ইহা যে কেবল কবির কল্পনা নয়, দার্শনিক সত্য, তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। আর বিচ্ছেদের কথা ভাবিলে দেখা যায় যে, তাহাও অল্পদিনের জন্য, পরলোকে সকলকেই যাইতে হইবে। সেখানে গেলেই আবার মিলিত হওয়া যাইবে।

জীবিত অবস্থায় যখন রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিতাম, তখন কেহ কাহারও অস্তিত্ব জানিতে পারিতাম না। এখন যিনি পরলোকে আছেন, তিনি সকল সময়েই পৃথিবীবাসী প্রিয়গণকে দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু জীবিত ব্যক্তিগণ, মৃতকে দেখিতে পাইতেছেন না। পূর্ব্বে জাগ্রৎ-অবস্থায় যেমন পরস্পরকে দেখিতে পাইতাম, এখন নিদ্রিত অবস্থায় ঠিক্ সেইরূপই দেখিতে পাই, কথাবার্ত্তা বলিতে পারি। সুতরাং প্রভেদ কোথায়? সূক্ষ্মলোকে যে মিলন হয়, তাহার স্মৃতি থাকে না। চেষ্টা করিলে তাহাও লাভ করা যায়। নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে যদি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া রাখি তবে, জাগরিত হইলেও কিছু কিছু কথা মনে থাকিতে পারে। উপর্য্যুপরি কয়েকদিন এইরূপ চেষ্টা করিলে, এ বিষয়ে সফলতা লাভ করা যায়। পূর্ব্বে আলোচিত হইলেও ধারণার দৃঢ়তার জন্য পুনরুক্তির প্রয়োজন। সেজন্য অলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে এই ত্রুটি দোষাবহ নহে।

আমরা অভ্যাস বশতঃ 'জীবিত' ও 'মৃত' শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু 'মৃত' শব্দটী অর্থহীন। আমরাই বরং স্থূল-দেহের ভারে কাতর। যাহাকে আমরা মৃত বলি, সে ত নিজকে কোন প্রকারেই মৃত মনে করে না। মৃত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বলেন, তাঁহারা অতিশয় স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন, বরং আমাদের এই স্থূলদেহ বহন করিতে হয় বলিয়া, তাঁহাদের মতে আমরা দয়ার পাত্র। (ক) এই স্থূলদেহ আমরা বহুবার ত্যাগ করিয়াছি, আবার করিব। করিলেই উন্নতির এক সোপান

(ক) See The Other Side of Death and A Text Book of Theosophy.

অতিক্রম করিব। সুতরাং, মরণকে উন্নতির সোপান বলা যাইতে পারে। মানুষকে শুনিয়া বা শাস্ত্র পড়িয়া এই সত্য উপলব্ধি করিতে হয় না। চেষ্টা করিলে প্রত্যেক মানুষই এমন শক্তি অর্জন করিতে পারেন যে, কেবল সূক্ষ্মলোক কেন, অন্যান্য উন্নত লোকও তিনি উন্মীলিত জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন এবং তত্তৎ স্থানের অধিবাসিগণের সঙ্গে সর্ব্বদা আলাপ করিতে পারেন। এই শক্তি প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে নিহিত আছে। এখন চেষ্টা দ্বারা এই শক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়। ভবিষ্যতে স্বভাবতঃই এই শক্তি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করিবে। এখনও অনেকে জন্ম হইতেই এই ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহকাল-পরকালে কোন প্রভেদ নাই। মৃত্যুর কোন প্রভাব নাই। পরলোক-গমন তাঁহাদের পক্ষে বিদেশ-গমনের ন্যায়।

কামনাই শোকের নিদান—

কিন্তু যাঁহাদের মনে কামনা প্রবল থাকে, মৃত ব্যক্তির অভাবে তাঁহাদের শোক অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। মৃত ব্যক্তিও কামনাধীন হইলে, তাঁহারও শান্তি-লাভ দুষ্কর হইয়া থাকে। কিন্তু, ভোগের অভাবে, কামনা ক্রমশঃ স্নেহে পরিণত হইয়া যায়। তখন মনে শান্তির উদয় হয়। 'অর্থ উপার্জ্জন করিব, ধনী হইব, পদমর্য্যাদা লাভ করিব' ইত্যাদি আসুর ভাব ত্যাগ করিয়া, কেবল জীবনে ভগবানের উদ্দেশ্য সফল করিব, দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলিব, দারিদ্র্যের গৌরবে, মনুষ্যত্বের মহত্ত্বে, জীবনকে মহিমময় করিব, পরার্থে আত্ম-নিয়োগ করিব, পরমার্থ লক্ষ্য করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইব' ইত্যাদি ভাব যাঁহার মনে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে, মৃত্যু তাঁহার নিকট ভয়ের কারণ নহে। পরলোকে তাঁহার অশান্তির কোন কারণ নাই। আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত পরলোকবাসীর বিচ্ছেদ হয় না, বরং জীবিত অবস্থায় আমরা পরস্পরকে সর্ব্বদা পাই না। কাজকর্ম্ম আছে, নিদ্রা আছে, বিদেশ-গমন আছে, সুতরাং সর্ব্বদা দেখা-শুনা বা মিলন এই জগতে সম্ভবপর নহে। পরলোকবাসী কিন্তু দিন-রাত্রির মধ্যে কোন সময়েও আত্মীয়গণের সহিত বিচ্ছেদ অনুভব করেন না। মনে যদি কামনা না থাকে, তবে তাঁহার অশান্তির কোন কারণ নাই। জীবিত আত্মীয়গণ যদি বুঝিতে পারেন যে, যাঁহার জন্য তাঁহারা শোকার্ত্ত, তাঁহার ত কোন দুঃখ নাই; তিনি সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, নিদ্রিত অবস্থায় সূক্ষ্মলোকে প্রত্যহই মিলিত হইতেছেন, তবে দুঃখের কারণ কি ? বরং জীবনকে সুন্দরভাবে চালিত করিয়া,

যাহাতে চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে সংকল্প করা কর্ত্তব্য।

জীবনের উদ্দেশ্য কি—

জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষ পৃথিবীতে আসে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, পৃথিবী আমাদের জন্মভূমি এবং কর্ম্মভূমি। পরলোক আমাদের বাড়ী-ঘর, বিশ্রামের স্থান, আনন্দের ক্ষেত্র। পৃথিবী বিদ্যামন্দির। এখানে আমরা কাজ করিতে আসি, শিক্ষালাভ করিতে আসি, চরিত্র গঠন করিতে আসি, আত্মার উন্নতি করিতে আসি। পূর্ব্বকৃত ঋণ কিয়ৎপরিমাণে শোধ করিয়া, কিছু সম্পদ্ অর্জন করিয়া, পরে বাড়ী ফিরিয়া যাই। সঞ্চিত ধন ভোগে ব্যয় করিবার পরে, মনে যখন কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, তখন আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি। এখন ইহাকে ত পুরাণের ভাষার 'নীতিবাক্য' বলা চলে না। শত শত ব্যক্তির এখন ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। ভবিষ্যতে প্রত্যেক মানুষেরই ইহা জ্ঞানের এবং প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে।

পৃথিবীতে দুঃখের সহিত আমাদের নিত্য পরিচয়। ইহা অতীত জীবনের চিন্তা এবং কর্ম্মের ফল। ইহা ভোগ করিতেই হইবে, ইহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের উপায় নাই। অনাগত দুঃখই পরিত্যাজ্য। (খ) তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নীরবে সহ্য করাই কর্ত্তব্য। (গ) এই প্রকারে কর্ম্ম-ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। সুতরাং, কোন অনিবার্য্য দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে, 'ঋণশোধ হইল' মনে করিয়া, প্রশান্ত চিত্তে তাহা সহ্য করা উচিত। (ঘ) আত্মীয়-বিয়োগে কিম্বা অন্যবিধ কারণে আমরা দুঃখ অনুভব করি। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের কামনাসকল পুষ্টিলাভের উপকরণ হইতে বঞ্চিত হইলে, কামদেহে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহাই দুঃখের কারণ। আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, পরলোকে যাহাদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়াছি, এজন্মে তাহাদের সঙ্গেই পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইলে, আবার পরলোকে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া

(খ) হেয়ং দুঃখমনাগতম্।—পাতঞ্জল দর্শন।

(গ) Practical Occultism, P. 117.

(ঘ) Complain not; what seem to be sufferings and obstacles, are often in reality the mysterious efforts of nature to help you in your work. Practical Occultism, P. 116.

দীর্ঘকাল বাস করিব। চুম্বকধর্ম্মী প্রেম কখনই এই বন্ধন ছিন্ন করিবে না। জন্ম হইতে পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে, স্বর্গের অনন্ত সুখে দীর্ঘকাল একত্র বাস করিবার সময় সে ক্ষণস্থায়ী দুঃখের স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যাইবে। পৃথিবীতে মানুষের স্থিতিকাল ৬০।৭০ বৎসর। স্বর্গলোকে সাধারণ মানুষ সহস্র বৎসর কিম্বা আরও বেশীদিন বাস করেন। সুতরাং পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ উভয়ই ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে আসিয়া যাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জীবনকে উন্নত করিতে পারি, সেই চেষ্টাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মৃতের জন্য একান্তিক প্রার্থনার অমোঘ ফল—

আমরা জানিতে পারিয়াছি, চিন্তা বস্তু-বিশেষ। ইহা দ্বারা উপকার ও অপকার দুইই সম্ভব। কাহারও সম্বন্ধে কুচিন্তা পোষণ করিলে, তাহারই যে কেবল অনিষ্ট হয় তাহা নহে, নিজেরও অমঙ্গল হয়। যে কর্ম্মের ফল আমরা ভোগ করি, তাহার অধিকাংশই কুচিন্তার ফল। শুভচিন্তা দ্বারা আমরা লোকের উপকার করিতে পারি। পরলোকগত আত্মীয়গণ সম্বন্ধে শুভচিন্তা, তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে। ঐকান্তিক প্রার্থনার ফল অমোঘ, সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। "হে ভগবন্, তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, তাহাকে চিরশান্তি দান কর, 'রাখ তারে আনন্দ-পাথারে'—অন্ধকার হইতে তাহাকে আলোকে লইয়া যাও, অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও।"—এইপ্রকার প্রার্থনা কখন নিষ্ফল হয় না। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের মূলেও এইপ্রকার সমাহিত চিত্তের প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃত শিশুর পরলোকে বাস—

পিতামাতার নিকট শিশু-সন্তানের মৃত্যু একটী নিদারুণ শোকাবহ ব্যাপার, কিন্তু শিশুদের মনে কামনার লেশ না থাকায়, তাহাদের পারলৌকিক জীবন পরমসুখে অতিবাহিত হয়। পরম আনন্দে সঙ্গিগণের সহিত খেলায় তাহাদের দিন কাটে। কচিদের জন্যও কোন চিন্তার কারণ নাই। পরলোকে অনেক সন্তান-হারা শোকার্ত্তা জননী আগ্রহের সঙ্গে তাহাদিগকে কোলে লইবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই সকল শিশুরা প্রায়ই অতি অল্পদিন পরেই একই পিতামাতার নিকট ফিরিয়া আসে। (৬) পৃথিবীতে আমরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক ব্যাপারেই সুনিয়ম, শৃঙ্খলা, কৌশল, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ও কল্যাণের ধারা দেখিতে পাই, সুতরাং অদৃশ্য জগতে ইহার বিপর্য্যয় চিন্তা করিবার কোন কারণই নাই।

---

(৬) To Those Who Mourn, P. 25.

সেখানেও আমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার কোন ত্রুটি নাই। জড়প্রকৃতি সৃষ্টির মূল কারণ নহে, প্রকৃতিরও একটী উৎপত্তি-কারণ আছে। সেই আদিকারণ হইতে জীবনের মঙ্গলের জন্য সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং জগতের কোন ঘটনার জন্য আমাদের দুঃখ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। ভগবানের বিধানের সহিত জীবনের সাম্য স্থাপন করিয়া, নিজের সুখ-সৌভাগ্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করাই মানুষের কর্ত্তব্য। সাধারণ মানুষ এই জীবনেই সিদ্ধি লাভ করিবে, এমন আশা করা যায় না। তবে চেষ্টা করিতে কাহারও বাধা নাই। পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিয়া যাহাতে ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করাই আবশ্যক।

দুঃখ ভগবানের আশীর্ব্বাদ—

সংসারে আসিয়া জীব অনেক দুঃখ ভোগ করেন। অর্থনাশ, ভাগ্য-বিপর্য্যয়, আত্মীয়-বিয়োগ, নানাবিধ পারিবারিক অশান্তি, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ, মানুষকে অভিভূত করিয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, দুঃখের কোন কারণই থাকে না। 'কর্ম্মফল ভোগ করিয়া ঋণ শোধ করিতেছি; জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইতেছে'—ইহা মনে দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে পারিলে, শান্তিলাভ করা যায়। 'এ জীবন অতি অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু ইহা শিক্ষার ক্ষেত্র। যদি জীবনকে সুপথে চালিত করিতে পারি, তবে অনন্ত সুখের অধিকারী হইব—' এই চিন্তাই আমাদের প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ যাহা পরলোকেও অনুগমন করে, ইহা সত্য, (চ) কিন্তু সংসারের শত প্রলোভনের মধ্যে আমাদের সে চিন্তার অবসর কোথায়? সেজন্য দারুণ শোকে যখন মানুষ একান্ত কাতর হইয়া পড়ে, তখন নিজের পুরুষকার ব্যর্থ মনে করিয়া, কখন কখন পরমার্থের অন্বেষণ করে। এই প্রকার শুভ মুহূর্ত্ত যখন আসে, তখন তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়। সাধারণ মানুষ শোকাবহ ব্যাপারকে ঈশ্বরের অভিসম্পাত মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ। আমাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া সৎসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার ইহাই প্রধান কারণ। 'ধর্ম্ম'-শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া, জীবনের পরম ধন লাভ করিবার যে সুযোগ আসে, তাহাকে আমরা ভগবানের অনুগ্রহ মনে করিব না কেন?

(চ) "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।"

কর্ম্মের মহিমা—

ধৃতি (বা সন্তোষ,) ক্ষমা, দম, অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। মৈত্রী, করুণা, যম, নিয়ম, দয়া ও দান ইহারাও ধর্ম্মের অঙ্গ। অভ্যাস করিলে মানুষ ইহা অর্জন করিতে পারে। কিন্তু, যুগধর্ম্ম এরূপভাবে মানবের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, মানুষ ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গিয়াছে। আপাত-মধুর স্বার্থসুখ ভিন্ন মানুষ আর কিছুই চিন্তা করে না। 'নীতিবাক্য' উপহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। উহা বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত নিরিন্দ্রিয় লোকের চিন্তনীয়, যৌবনোন্মত্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে উহার কোন মূল্যই নাই। এই সকল ধারণার বশে মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে। মানুষ বুঝিয়াছে যে, সজীব দেহটাই প্রকৃত মানুষ, তাহার ষোলআনা মন যোগাইয়া চলিতে পারাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তাহাই প্রকৃত কার্য্য। প্রকৃত মানুষের খোঁজ অনেকেই রাখে না। দেহটা যে দুদিন পরেই মাটিতে পরিণত হইবে, আর প্রকৃত মানুষটী যে অবিনশ্বর, কোটি কল্পেও তাহার বিনাশ নাই—এ বিষয়ে কাহারও চিন্তা নাই। দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবার ধৈর্য্য অনেকের নাই, কিন্তু কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করিতে চেষ্টা করা কাহারও পক্ষে কঠিন নহে। সেইজন্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত কয়েকটী শাশ্বত সত্যের বিষয় আলোচিত হইল। জীবনে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে, দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া, পরম শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। সংসারে দুঃখ শোক অনিবার্য্য। জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, শত দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও মন বিচলিত হয় না। শাস্ত্রবাক্য, মহাপুরুষগণের নীতিকথা একবার পড়িলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সঙ্কল্প, মনন, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি দ্বারা যখন উহা মনের উপর স্থায়ী অধিকার বিস্তার করে, তখন উহা নিজের স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। ভবিষ্যতে মানুষের মনে স্বতঃই এই ভাবের উদয় হইবে। বর্ত্তমানে জড়বাদের প্রাদুর্ভাবে মানুষের মন স্থূলের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। মানুষ চায় সুখ, স্বার্থ, সম্পদ্। আধ্যাত্মিকতা উপহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। রাগজ ও দ্বেষজ কর্ম্মই মানুষের কাম্য। সাত্ত্বিক কর্ম্মে কাহারও লক্ষ্য নাই। ভারতবর্ষ কর্ম্মকে কোনদিন ছোট মনে করে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মকে মহিমমণ্ডিত করিয়া বরং কর্ম্মেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। আমরা কর্ম্মের মহিমা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কর্ম্মই

মানুষের ভাগ্য। কর্ম্মসমষ্টিই জীবন। কর্ম্ম শেষ হইলেই আয়ু শেষ হয়। তখন আর পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন হয় না। (ছ)

দুঃখ-শোকের অগ্নিপরীক্ষায় মানুষের চিত্ত দগ্ধ হইয়া নির্ম্মল হয়। দুঃখের সময় আমরা তাহার পরিণাম চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ। ক্রমবিকশিত জীব জন্মে জন্মে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, মহৎ হইতে মহত্তর পদ লাভ করিতেছেন। পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই তাঁহার লক্ষ্য। ব্যক্তিত্ব লাভ করার পর হইতে তাঁহাকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইতেছে। দুঃখ-বিপদের মধ্যে তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হয়। জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত ফলানুবন্ধি কর্ম্ম সর্ব্বদাই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হয়।* দুঃখ-বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইয়া নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। সংসারে আর্ত্ত ক্লিষ্ট মানব যদি তাহার ভাবী সম্পদ্ বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে সে আনন্দের সহিত কষ্টের বোঝা মাথায় করিয়া লইত। কিন্তু, তমসাচ্ছন্ন, সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার দৃষ্টির অগোচর, সেজন্যই কারণ উপস্থিত হইলে সে মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করে। কাচের আলমারীর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত জ্যোতির্ম্ময় হীরকখণ্ড দেখিলে, আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কিন্তু কর্দ্দমাক্ত, মলিন, নিষ্প্রভ অঙ্গার-খণ্ডকে যখন করাত দিয়া কাটিয়া "পল" তুলিয়া, পালিশ-যন্ত্রে পালিশ করা হইয়াছিল, যদি তখন উহার অনুভূতি থাকিত, তবে সে আমাদের ন্যায় মনে করিত—"হে ভগবন্, কি অপরাধে আমাকে করাত দিয়া কাটিয়া আগুনে দগ্ধ করিতেছ।" সে বুঝিতে পারিত না যে, পরিণামে সে উজ্জ্বল দীপ্তিমান্ হীরক-খণ্ডে পরিণত হইয়া জ্যোতিশ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিবে। অরূপ-স্বর্গে কারণ-দেহাশ্রিত পুরুষের বর্ণনা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি এই উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

শরীর ধর্ম্মসাধনের উপায়—

শরীর সকল সুখের মূল, ধর্ম্মসাধনের সহায়, সুতরাং শরীর সুস্থ রাখা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রুতির প্রার্থনামন্ত্রে 'আমার শরীর কার্য্যক্ষম হউক্, জিহ্বা মধুমতী হউক্'—এরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শরীর সুস্থ

(ছ) "Since its going shows that the Lord has no longer any need for it."— Ancient Wisdom, P. 268.

* জন্মান্তরার্জ্জিতশুভাশুভকৃন্নরাণাং
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্ম ফলানুবন্ধি॥ শান্তিশতকম্ ৮২।

রাখা আবশ্যক, সুতরাং কখনও শরীরের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। (জ) অপ্রিয় বাক্য কখনও উচ্চারণ করিবে না। (ঝ)

গার্হস্থ্য নীতি—

শ্রুতিগ্রন্থে অন্নের বহু প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন, অন্নকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে উপাসনা করিবে। (ঞ) অন্নের নিন্দা করিবে না। (ট) অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। (ঠ) অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিবে না। অন্নদান করিবে। (ড) সেজন্য অন্ন সংগ্রহ করিবে। প্রার্থিত হইলে অল্প পদার্থও দান করিবে। (ণ) প্রার্থীকে প্রত্যাখান করিবে না। অন্ন বহু বিস্তৃত করিবে। (ত)

ভগবান্ মেঘধ্বনি দ্বারা মানুষকে জানাইতেছেন—"দান কর, প্রবৃত্তি দমন কর, দয়া কর'। হৃদয়-পুরে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত। হৃ ধাতুর অর্থ আহরণ করা। দ অর্থে দান, য়, অর্থে যম বা সংযম। শ্রুতি বলিতেছেন, জ্ঞাতিগণের জন্য আহরণ কর, দান কর, প্রবৃত্তি দমন কর,—ইহাই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। (দ)

গার্হস্থ্যধর্ম্মে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, পিতৃলোকের তর্পণ, হোম, পশুপক্ষিগণকে অন্নদান ও অতিথি-সেবা গৃহস্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য। (ধ) গার্হস্থ্য-আশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। জন্তুসকল যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ গার্হস্থ্য আশ্রম আশ্রয় করিয়া অন্যান্য সকল আশ্রমী জীবিত থাকে, সুতরাং অনাশ্রমী থাকা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-প্রতিপালনে ব্রতী হওয়াই কর্ত্তব্য।

(জ) জিহ্বা মে মধুমত্তমা। শরীরং মে বিচর্ষণম্। শিক্ষোপনিষৎ ৫।
শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। কুমারসম্ভবম্ পঞ্চম সর্গ। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।" কঠোপনিষৎ

(ঝ) গীতা ৬।১৬, ১৭, গীতা ১৭।১৫।

(ঞ) অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী ৪২।

(ট) অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। ঐ ৪৭।

(ঠ) অন্নং ন পরিচক্ষীত। ঐ ৪৮।

(ড) ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত ৩, ৫০।

(ণ) সচ্চং ভণে ন কুজ্ঝেয্য দজ্জাপ্পস্মিম্পি যাচিতো।
এতেহি তীহি ঠানেহি গজ্জে দেবান সন্তিকে। ধম্মপদ কোধব বগ্গো ৪।

(ত) অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী ৪৯।

(দ) স্তনয়িত্নু র্দ-দ-দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি। বৃহদারণ্যক ৫।২।৩।

(ধ) অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্। মনু ৩।৭০।৭৭

ত্যাগই অমৃতের দ্বার—

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে নীতিবাক্যের অভাব নাই। সাধারণভাবে দেখিয়া লোকে মনে করে, এই সকল উপদেশ বালকগণের শিক্ষার জন্য উপকারী; সংসারী লোকের পক্ষে এই প্রকার শত শত নীতিকথা মনে রাখিয়া, কর্ম্মজীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু, বিষয়টী যত কঠিন মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তত কঠিন নহে এবং উহাদের সংখ্যা যতই অধিক হউক্ না কেন, সমুদায় নীতিবাক্যের মূলে একটী জীবন্ত সত্য আছে, উহা বুঝিতে পারিলে, ঐ সত্য পালন করাও অসম্ভব হয় না। ধারণা দ্বারা ঐ সত্য যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন জীবনের অনেক বৈষম্য দূরীভূত হয়। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তখন আমরা এই গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, প্রত্যেক কার্য্যে আমরা ইহার মহিমা অনুভব করিতে পারি। এই প্রকারে সাম্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে, জগতের শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—আর কিছুতে নয়, কেবল ত্যাগের দ্বারা অমৃত ভোগ করা যায়। (ন) ত্যাগই অমৃতের দ্বার-স্বরূপ। আত্মা চায় ত্যাগ, দেহ চায় ভোগ। সমুদায় বৈষম্যের ইহাই মূল। ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সাম্য স্থাপন করাই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান কার্য্য। কর্ম্মের বিধি ও ত্যাগের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বিরাজিত। সুতরাং, ত্যাগের নিয়ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে, সংসারের অনেক দুঃখ প্রশমিত হয়।

ত্যাগের মহিমা—

সৃষ্টি-রহস্যের মূলে, সীমার মধ্যে অসীমের যে প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা অপেক্ষা ত্যাগের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। অনন্ত মহিমার আধার, আকৃতি গ্রহণ করিয়া, দেহিধর্ম্মাত্মক সুখ ও দুঃখের স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাহার ফলে বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক জীব-জন্তু উদ্ভিদের মধ্যে যে চৈতন্যশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, উহা অনন্তের আংশিক বিকাশ মাত্র এবং উহাদের প্রত্যেকটী হইতে মহিমার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। কিন্তু, অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত জন্মমৃত্যুর প্রবাহের ভিতর দিয়া জীবকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে চালিত করিয়া, অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির পূর্ণতা সম্পাদন করিতে কোটি কোটি বৎসর অতীত হইতেছে। অবিনাশী, অক্ষর, অনন্ত ব্রহ্ম, আংশিক বিকাশের আনুসঙ্গিক সর্ব্বপ্রকার

(ন) "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", কৈবল্য।"

অসম্পূর্ণতা ভোগ করিয়া, জগতের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেছেন। যিনি অনাদি, অনন্ত, তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই, কিন্তু সেই অসীম, অনন্ত শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া যে ত্যাগের মহামন্ত্র জগতে প্রচার করিতেছেন তাহাই 'কর্ম্ম'। (প) অনন্ত চৈতন্যশক্তির খণ্ডশঃ প্রকাশে অগণিত অসংখ্য চৈতন্যময় জীবের উদ্ভব হইয়াছে। চৈতন্যের ধর্ম্ম দান। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পদার্থ কিছুই নাই, যাহা ইহার গ্রহণীয় হইতে পারে। জড়ের ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ। ত্যাগের ধারণাই জড়ের পক্ষে দুঃখাবহ। সেইজন্য ত্যাগের কারণ উপস্থিত হইলে, জড় দুঃখ অনুভব করে। জড়, চৈতন্যের আধার হইলেও নিজের ধর্ম্ম বিস্মৃত হয় না। চৈতন্য সৎ, জড় অসৎ মায়াকল্পিত পদার্থ মাত্র। চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া ইহা আকৃতি গ্রহণ করে। গ্রহণ করাই ইহার আনন্দ, ত্যাগের কল্পনা ইহার নিকট মৃত্যুবৎ ভীতিপ্রদ।

জড় ও চৈতন্যের প্রকৃতি—

মূর্ত্তি থাকুক বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক্, চৈতন্যের তাহাতে কোন বিকার নাই। ত্যাগেই তাহার আনন্দ। "প্রাণ দিলে প্রাণ আসে"—নূতন মূর্ত্তিতে চৈতন্য আবির্ভূত হয়। মৃত্যু তাহার নিকট একটী পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নয়। দেহে যেমন যথাক্রমে কৌমার, যৌবন, জরা আধিপত্য বিস্তার করে, দেহান্তরপ্রাপ্তি তেমনি স্বাভাবিক পরিণাম। চৈতন্য তাহাতে দুঃখ বোধ করেন না, কিন্তু জড় যখন চৈতন্যকে বিদায় দেয়, তখন বিশেষ দুঃখ অনুভব করে। চৈতন্যময় জীব, নিজকে জড়ের সঙ্গে সমানধর্ম্মা মনে করিয়া, কাল্পনিক দুঃখ অনুভব করেন। মানুষ যখন ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া, স্বীয় প্রকৃতির উচ্চ ও নিম্ন স্তরের জ্ঞান লাভ করে, তখনও নিজকে নিম্ন-প্রকৃতির অধীন মনে করিয়া, ত্যাগে দুঃখ অনুভব করিলেও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, দুঃখকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু মন যখন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কেবল যে গুরুতর দুঃখেও অবিচলিত থাকে, তাহা নহে, ত্যাগের কারণ উপস্থিত হইলে তাহাতে আনন্দ বোধ করে। পরম শ্রেয়ঃপদ লাভ না করিলে, জীব দেহস্থিত চৈতন্যকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। মানুষ যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহার মন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা দ্বারা সে জগৎ জয় করিতে পারে। (ফ)

(প) ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। গীতা ৮।৩।

(ফ) ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। গীতা

ক্রমবিকাশ ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত—

ক্রমবিকাশ-রীতির সহিত ত্যাগের নিত্য সম্বন্ধ বিরাজিত। প্রকৃতি যে উন্নত হইতে উন্নততর, মহৎ হইতে মহীয়ান্, কোটি কোটি মূর্ত্তি সৃজন করিতেছে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের প্রত্যেক পর্ব্বে যে সৌন্দর্য্যের আভাস উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহার মূলে আছে 'বিসর্জ্জন'। মূর্ত্তি বিনাশ-প্রাপ্ত না হইলে, নূতন মূর্ত্তির সৃষ্টি হইত না। সৃষ্টির পারম্পর্য্য বিচার করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, খনিজ পদার্থ হইতে মানুষ-সৃষ্টি পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্যই ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। একের বিনাশে অন্যের উদ্ভবে—অধিকতর সুন্দর ভাবে মূর্ত্তিগ্রহণ সম্ভবপর হইয়াছে। অনন্ত চৈতন্য-শক্তি যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, খণ্ড চৈতন্য সেই অখণ্ড চৈতন্যের অনুকরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার আনন্দ, কিন্তু তাঁহার আধার যে জড়, সে ইহাতে দুঃখ বোধ করে। রোগে মরিবার ভয়, যুদ্ধে প্রাণহানির সম্ভবনা, হিংস্র জন্তু হইতে বিপদের আশঙ্কা 'জড়ের ধর্ম্ম'। মনই ইহার উৎপত্তিস্থান। জীবের কোন ভয় নাই, বিনাশ নাই, বিকার নাই। (ব) দুঃখ ও শোক মনের ধর্ম্ম, কামদেহের বৃত্তি। পতি, পত্নী ও পুত্র-বিয়োগে দুঃখ এই কারণে উৎপন্ন হয়। কামদেহের স্পন্দন দুঃখ ও শোক-রূপে অনুভূত হয়। চৈতন্যের অস্তিত্ব-হেতু অনুভূতি জন্মে, কিন্তু চৈতন্য উহার, আধার নহে। চৈতন্যের সত্তা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহার নিকট দুঃখ-শোক, মায়ার বিকার-জনিত অসৎ বস্তু, অলীক কল্পনা মাত্র। পত্নীবিয়োগে তুমি শোকার্ত্ত? কে বলিল, তোমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে? কে তোমার পত্নী? বালিকা—কিশোরী—যুবতী—প্রৌঢ়া—বৃদ্ধা-ভাবাপন্না স্ত্রীমূর্ত্তিই কি তোমার পত্নী? ভৌতিক দেহ ত পঞ্চভূতে বিলীন হইল। উহা হইতে যদি তাহার উদ্ভব হইয়াছিল, তবে রহিল কি? আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখ, জড় দেহটাই কি তোমার প্রাণে মধুর রাগিণীর সুর রচনা করিয়াছিল? সেই কি তোমার প্রেমময়ী স্ত্রী? না, স্নেহ, মমতা প্রেমভক্তির আধার, জন্মে জন্মে যে তোমার অনুগামিনী, সেই স্মৃতি-বুদ্ধি-ধৃতি-মেধা-লিঙ্গত্ব-সমন্বিত ভৌতিক দেহের অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট চৈতন্যময় সত্তা, জনমে জনমে, জীবনে মরণে, যাহার সহিত তোমার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেই তোমার স্ত্রী? তাহার ত বিনাশ নাই! অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, সনাতন, শাশ্বত সেই বস্তু ত নিত্য বর্ত্তমান, তবে দুঃখ কেন? যাহা দুঃখ, তাহা জড়ের ক্ষুধা, ত্যাগ-কৃচ্ছ্রতা, দান-কুণ্ঠা। মৃত্যু অপেক্ষা অলীক ব্যাপার জগতে

(ব) গীতা—২।২০—২৪।

আর নাই। জড়েরও মৃত্যু নাই, বিকার আছে। চৈতন্য নির্ব্বিকার। চেষ্টার দ্বারা চৈতন্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত কর, দুঃখ শোক অতিক্রম করিবে। তোমার কামদেহের যে ক্ষুধা, তাহাই দুঃখ। চৈতন্যের, বিরহ-বিচ্ছেদ, দুঃখ-শোক কিছুই নাই। সুতরাং মৃত্যুরূপ অলীক কল্পনার বশীভূত হইয়া, অকারণে দুঃখ পাওয়ার হেতু কি ?

সমুদায় সৃষ্টি-প্রকরণ ত্যাগের নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কঠিন খনিজ পদার্থ-সকল দৃশ্যতঃ জড়ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও চৈতন্যবিশিষ্ট। (ভ) উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। মৃত্তিকাই উদ্ভিজ্জগতের উৎপত্তির হেতু। প্রাণিগণ উদ্ভিদের ত্যাগধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করে। মানুষ প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ত্যাগ-ধর্ম্ম মানুষের নিত্য পালনীয়। সূক্ষ্মজগতের উন্নত আত্মাসমূহ উদ্ভিদ্‌গণের ফল-প্রসবিনী শক্তির নিয়ন্তা। মানুষের উপকারের জন্য ফল উৎপন্ন হয়। যজ্ঞাদি কার্য্যের দ্বারা মানুষ, এই সকল দেবতাগণের তৃপ্তিবিধান করিয়া, ত্যাগের উৎকর্ষ স্থাপন করিলে, কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। অন্যথা কর্ম্ম তাহাদের অপকর্ম্ম। (ম) সেইজন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম, যিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও বিধেয়। (য) এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইরূপে সংসারচক্রের যে অনুবর্ত্তন না করে তাহার জীবনই ব্যর্থ। (র)

উৎসর্গই ক্রম-বিকাশ-শক্তির মূল। উদ্ভিদ্‌গণের জীবন-উৎসর্গের ফলে প্রাণিজগতের উদ্ভব হইয়াছে। ভূ-বিজ্ঞানের খানিক-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, তৃণ গুল্ম শষ্প যতই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে, ততই প্রাণিজগৎ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। জুরাসিক যুগের যে সকল অতিকায় জন্তু খানিকরূপেও আমাদের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে, খাদ্যের প্রাচুর্য্যই তাহাদের উৎপত্তির কারণ। তৃণ-ভোজী জন্তু মাংসাশী জন্তুর খাদ্য, সুতরাং উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণ দলে দলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া ক্রমশঃ প্রাণিজগতের উন্নতি সাধন করিয়াছে। তাহার ফলে হইয়াছে মানুষের আবির্ভাব। মানুষ জীবন-ধারণ করিবার জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ মানুষের নীচ-প্রকৃতি নিজের স্বার্থই বুঝিত। ত্যাগের মহিমা তাহার অজ্ঞাত ছিল। ক্ষুধায় কাতর হইয়া, নিজের স্ত্রীকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া, আগুনে দগ্ধ করিয়া

(ভ) Ancient Wisdom, P. 229, পাতঞ্জল দর্শন।
(ম) গীতা, ৩।১২। (য) গীতা, ১৮।৫। (র) গীতা, ৩।১৬।

ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। এই ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, সমুদায় পৃথিবী একটী সুবৃহৎ কসাইখানা। কিন্তু, আমরা যদি বুঝি যে, প্রাণের বিনিময়ে উন্নততর প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে, প্রাণ দিয়া প্রাণের সৃষ্টি হইতেছে,—(x) তখন আমরা ত্যাগের যে অপার মহিমা বিশ্বসৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান—তাহা বুঝিতে পারি। মানুষ হয়ত কোটি কোটি জন্মের পর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিত, কিন্তু যুগে যুগে উপদেষ্টৃগণ ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়া, মানুষের উন্নত-প্রকৃতি-গঠনে সাহায্য করিয়াছেন। তাই আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন নীচ ও উচ্চ-প্রকৃতির সমাবেশ দেখিতে পাই। মানুষ শত শত প্রকারে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতেছে। মানুষের জীবনে যেখানে সাম্য সংস্থাপিত হইয়াছে, সেখানে নীচ প্রকৃতির কোন চিহ্ন নাই। সেখানে ত্যাগে আনন্দ দেখিতে পাই। চৈতন্য সেখানে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জড়কে অভিভূত করিয়াছেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নির্য্যাতনের ইতিহাস পাঠ করিলে, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। (y) ত্যাগের দ্বারা মানুষ প্রথমতঃ পার্থিব উন্নতির আশা করিত। ক্রমশঃ জ্ঞান জন্মিল যে, ত্যাগই পরলোকে অনন্ত সুখ-লাভের উপায়। তখন অদৃশ্য জগৎ তাহার নিকট বাস্তবে পরিণত হইল, আর দৃশ্যমান জগৎ হইল মায়াময় অধ্যাস মাত্র।

নিষ্কাম কর্ম্ম, মুক্তির সোপান—

ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবৃত্তি মানুষের মনে জাগিয়া উঠিল। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহকালে বা পরকালে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষায় নয়। (ল) আরও উন্নত স্তরে যখন বুদ্ধি বিকশিত হয়, তখন মানুষের ভেদজ্ঞান থাকে না। পাপ-পুণ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য-বোধ থাকে

(x) "প্রাণ দিলে প্রাণ আসে কোথা সেই অনন্ত জীবন"। রবীন্দ্রনাথ।

(y) "হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য উপহারে।
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তাঁ'রে॥
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ" রবীন্দ্রনাথ।

লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধা অষ্টাদশবর্ষীয়া একটী যুবতী ১৬ দিন মৃদু আগুনের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মমত ত্যাগ করেন নাই।

Story of Nations Series—Japan,

Bruno প্রভৃতি ঐ কারণে আগুনে দগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জন করেন—ইহা চিরপ্রসিদ্ধ।

(ল) গীতা ২।৪৭

না। তখন দেহাত্মবোধ লোপ পায়, তখন ধারণা হয়—"**সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্**"। তখন ত্যাগে আনন্দ, ভোগে অনাসক্তি তাঁহার জীবনে অভিব্যক্ত হয়। সমুদায় জীবন ভগবানে উৎসর্গ করিয়া, যিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তিনি সুখ-দুঃখে সমান-জ্ঞানসম্পন্ন, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও কাঞ্চনে তুল্যজ্ঞান-বিশিষ্ট। (ব) যাহা পাওয়া যায় তাহা ভগবানের দান। যাহা যায় তাহাও তাঁহার ইচ্ছায়। এজগতে তাহার প্রয়োজন নাই সেজন্য ভগবান্ উহা লইলেন। (শ) দুঃখে তিনি কাতর হন না। উহা কর্ম্মজনিত ঋণশোধ মনে করিয়া তিনি সুখী হন। মানুষের জীবনে ত্যাগধর্ম্ম অর্জ্জন করিবার অসংখ্য সুযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি এই ধর্ম্মে দীক্ষিত, তাঁহার জীবন সুখময়। সংসারে দুঃখ জয় করিতে হইলে, এই দীক্ষা সকলকেই গ্রহণ করিতে হয়। "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্"—এই মন্ত্রের উপাসক, শোক জয় করিতে পারেন। 'যিনি দিয়াছিলেন, তিনি লইলেন,' ইহাতে দুঃখের কারণ কি ? গচ্ছিত দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে কষ্ট-বোধ কেন ? আনন্দের সঙ্গে উহা করাই উচিত।

অকাল-মৃত্যুর কারণ কি—

শিশু-সন্তান মারা গেলে পিতামাতার শোকের অবধি থাকে না। স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে, স্ত্রী শোকে কাতর হইলেও আঘাত সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু বিধবা নারীর পক্ষে এই শোক বজ্রাঘাত অপেক্ষাও গুরুতর। সেই বিছানা, সেই সকল খেলনা, সেই জামা-কাপড় বই ইত্যাদি জননীর হৃদয়ে তুষানল জ্বালিয়া দেয়। বিধবার পক্ষে নবজাত পতিশোক একান্ত দুর্ব্বিসহ। কিন্তু, চিন্তা করিয়া দেখিলে, মৃত্যু যে অলীক, তজ্জনিত শোক যে মায়ার বিকার মাত্র, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যুতে সব শেষ হইয়া যায় না, জড়দেহ ব্যতীত কিছুরই বিনাশ হয় না, পূর্ব্বে সে সকল কথা বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনা অন্যান্য সকল ঘটনার ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল। 'মৃত্যু' উন্নতির সোপানের একটী ধাপ মাত্র। শিশুর মৃত্যুতে কিন্তু এই কথা মনে আসে যে, এতটুকু সময় তাহাকে জীবিত রাখিয়া কি কার্য্য সাধিত হইল ? 'সন্ধ্যা হইলে সে আমার নিকট হইতে কোথায়ও যাইতে পারিত না, এখন কোন্ অজানা দেশে কোথায় কি করিতেছে,' অনেক শোকার্ত্তা জননী এইরূপ চিন্তা করিয়া কষ্ট পান। কিন্তু কষ্টের কোন হেতু নাই। কামলোকে শিশুদের যথেষ্ট সঙ্গী আছে, উপদেষ্টা আছেন, নিজের

(ব) গীতা ১৪।২৪
(শ) Ancient Wisdom, P, 268

পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনগণ আছেন, সন্তান-হারা জননী আছেন, যাঁহারা সদ্যোমৃত শিশুকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেখানে পরম আনন্দে ঐ শিশুদের দিন কাটে, সুতরাং তাহাদের জন্য চিন্তা করিবার কিছু নাই। (ষ) চিন্তা না থাকুক, কিন্তু তাহাতে এইরূপ অকাল মৃত্যুর উদ্দেশ্য কি, তাহা জানা গেল না। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা এবং ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতি পার্থিব সম্বন্ধের হেতু। দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রচুর ভালবাসা। একজন সাধারণ কাজকর্ম্ম করেন, অন্য ভাই কলাবিদ্যায় পারদর্শী। এক্ষেত্রে স্বর্গে স্থিতিকাল দু'জনের সমান হইতে পারে না। ভালবাসার আকর্ষণে দুই ভাই পরজন্মে আবার নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন। কিন্তু, একজনের যখন জন্মগ্রহণের সময় উপস্থিত হইল, তখন অপর ভ্রাতার স্বর্গ-জীবন শেষ হইবার অনেক কাল বাকী। এরূপ অবস্থায় কিছু দিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া, পরলোকে গমন করিলে, দুই ভাই পরে একসঙ্গে পৃথিবীতে আবার মিলিত হইতে পারিবে। এরূপ অনেকগুলি ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা গিয়াছে। (স) পিতামাতার কর্ম্মও তাঁহাদের এই প্রকার শোকের কারণ। (হ)

অদৃশ্য জগতে শাসন-শৃঙ্খলা—

এই সকল বিষয় হইতে বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্যমান জগতের কার্য্য যেমন সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হয়, অদৃশ্য জগতের কার্য্যেও সেই প্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলা, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। আকস্মিক ভাবে খেয়ালের উপর কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না। জড়বাদিগণ যাহাই মনে করুন না কেন, তাহাতে কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। জগতের যাবতীয় ঘটনা নিয়মের অধীন, আমাদের মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ঘটনা ঘটে না। আমাদের কর্ত্তব্য, সেই অদৃশ্য শাসনকার্য্যে সহায়তা করা। অজ্ঞতা বশতঃ আমরা অনেক সময়ে ইহার বিপরীত কাজ করি এবং নিজের আত্মীয়গণের ক্ষতির কারণ উৎপাদন করি। মৃত্যুতে জীব যে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দময় জীবন যাপন করিতেছেন, ইহা না বুঝিয়া আমরা শোক করি। ইহাতে দেহ-মুক্ত জীবাত্মার ক্ষতি হয়, তাঁহার কামলোকের স্থিতিকাল সুদীর্ঘ হয়। (ক্ষ) সুতরাং আমরা বিচ্ছেদের কষ্ট

(ষ) The Other Side of Death P. 311
(স) Ibid Page 305
(হ) Ibid P. 302
(ক্ষ) The Hidden Side of Things P. 249

ভুলিয়া আমার স্নেহের পাত্র যে সুখে আছে, তাহা মনে করিয়া, নিঃস্বার্থভাবে তাহার সুখ-শান্তির জন্য গভীর ভাবে চিন্তা করিব, ধ্যান করিব—উপাসনা করিব।

প্রার্থনার উপকারিতা—

'উপাসনা' মঙ্গলময় বাসনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার মধ্যে স্বার্থের লেশ নাই, কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা নাই। আমাদের চরিত্রের উন্নত স্তর হইতেই এই প্রকার নিঃস্বার্থ শুভ ইচ্ছার উদ্ভব হয়। গভীরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিলে, ইহা কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমরা জানি—চিন্তা মাত্রই বস্তু। কুচিন্তাও চিন্তার বস্তুর নিকট যাইয়া ফল প্রসব করে। স্বার্থহীন, কামনাহীন কল্যাণ-চিন্তা যে অব্যর্থভাবে চিন্তার বস্তুর নিকটে পৌছিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুকর্মের ফলেই পরলোকবাসী জীব, নিকট আত্মীয়-বন্ধু লাভ করেন। তাঁহারা জীবিত থাকিয়া, উপাসনা দ্বারা তাঁহার পরম উপকার সাধন করিতে পারেন। সুকৃতি ব্যতীত এইরূপ সৌভাগ্য ঘটে না। সে জন্য স্বামী, পুত্র রাখিয়া পরলোকে যাওয়া প্রত্যেক নারীই পরম সৌভাগ্য মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা যদি কেবল শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া যান, আর কোন প্রকার মঙ্গল-কামনা না করেন, তবে নিয়ম-রক্ষা হয়, মৃতের তাহাতে সুখবৃদ্ধির বিশেষ কোন সাহায্য হয় না। যাহার জন্য কেহই চিন্তা করে না, যাহার কল্যাণ-চিন্তা করিবার কোন লোক নাই, তাহার পরম দুর্ভাগ্য। সকল ধর্ম্মেই মৃতের উদ্দেশ্যে উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহার মূল কারণ, পরলোকগত জীবের সন্তোষ বিধান করা। "চিরশান্তি দাও তাঁরে, রাখ তারে আনন্দ-পাথারে," অতি প্রাচীন কথা। দৈনিক কয়েকবার স্থিরচিত্তে মৃতের কল্যাণ-চিন্তা করায় তাহার বিশেষ মঙ্গল হয়। যিনি যে ভাবে ইচ্ছা করেন সেই ভাবে মঙ্গল চিন্তা করিতে পারেন। কেবল তাহাতে যেন কোন স্বার্থ জড়িত না থাকে, কোন প্রত্যাশা না থাকে। "এস, ফিরে এস, দেখা দাও, আদর কর"—ইত্যাদি ভাব স্বার্থজড়িত। সুতরাং ইহাতে মৃতের ক্ষতি হয়, তাহার উন্নতির পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, মৃত্যু যে প্রশস্ততর, উজ্জলতর, আনন্দময়, মহিমময় জীবনের দ্বার-স্বরূপ, সেই জীবন লাভ করিতে বিলম্বের কারণ হয়। বৈঠকে আত্মা আনিয়া তাহাকে মূর্ত্তি গ্রহণ করানও এই জন্য বিশেষ নিন্দনীয়। ইহাতে অনেক সময় ঠকিতে হয় এবং যেখানে প্রকৃতই আত্মাকে আনা যায়, সেখানে তাহার প্রভূত ক্ষতির কারণ উৎপাদন করা হয়। প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে হইলে, তন্ময় চিত্তে প্রত্যহ মৃতের জন্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। সাধারণ পাঠক-পাঠিকার সুবিধার জন্য নিম্নে একটী

উপাসনামন্ত্র লিখিত হইল। যিনি যে ভাষায় উহা পড়িতে চান, তাহাই করিতে পারেন। তবে মন্ত্রটী মনে মনে আবৃত্তি না করিয়া পাঠ করিলে ভাল হয়। (ক)

প্রার্থনা-মন্ত্র

"ঈশো দিশতু কল্যাণং সর্ব্বাশুভনিবর্ত্তকম্
নির্ম্মলানন্দসন্দোহং শাশ্বতং তে প্রযচ্ছতু ॥
শান্তির্নির্ব্বাণপরমা ব্রহ্মসংস্থা সদাস্তু তে।
ভূয়াৎ চিরন্তনীতৃপ্তিঃ প্রীতিরৈকান্তিকী পরা ॥
সৎকৃপাবারিবর্ষৈস্তে ত্রিতাপানলসঞ্চয়াঃ
চিরায় প্রশমং যান্তু মাঙ্গল্যমিদমর্থয়ে ॥

"প্রভু পরমেশ করুন কল্যাণ অমঙ্গলরাশি করিয়া দূর,
চির দিন তরে করুন বিধান আনন্দ নির্ম্মল অতি প্রচুর ॥
পরম নির্ব্বাণ শান্তি সুখময় ব্রহ্মে বাস যেন বিহিত হয়,
তৃপ্তি চিরন্তনী পরাপ্রীতি যেন চিরদিন ধরি তোমার রয় ॥
বিভু-কৃপাবারি-বরষে তোমার পাপ তাপ যত অনল-সম,
চিরকাল তরে হো'ক প্রশমিত, ইহাই মঙ্গল প্রার্থনা মম ॥"

এই প্রকার প্রার্থনায় কেবল মঙ্গলবাসনা প্রেরণ করা ব্যতীত অন্য কোন ভাব নাই এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীই এই প্রার্থনা করিতে পারেন। বৃথা শোক না করিয়া, মৃতের মূর্ত্তি মনে কল্পনা করিয়া, মৃতের জন্য ঐকান্তিকভাবে এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, তাহার বিশেষ উপকার করা হইবে।

মৃতের পক্ষে 'প্রার্থনা' পরম উপভোগ্য—

কেহ হয়ত মনে করেন যে, শুভ-চিন্তাই হউক্, কিম্বা উপাসনাই হউক্, যে মৃত, তাহার তাহাতে কি আসে যায়? তবে, যে এই সকল কাজ করে, তাহার একটু শান্তি-লাভ হয়। এরূপ ধারণা, জ্ঞানের অভাব ব্যতীত আর কোন কারণে উৎপন্ন হইতে পারেনা। জীবিত ও মৃত—এই দুইটী শব্দ প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন। কেননা, জীব কখন মরেন না, অবস্থা-বিশেষে স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি শরীর ধারণ করেন মাত্র। (খ) স্থূল শরীর ধারণ করিলে তখন আমরা বলি 'জীবিত' এবং ঐ শরীরটী ত্যাগ করিলে তাঁহাকে 'মৃত' মনে করি, কিন্তু তখনও তাঁহার পূর্ব্ব স্থূল-শরীর ব্যতীত আর কিছুই লয়প্রাপ্ত হয় না। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনিই থাকেন। ওভার কোট খুলিয়া রাখিয়া, কেবল কোট পরিয়া থাকিলে কি আমরা প্রিয়জনকে

(ক) On the Other Side of Death—P. 35.
(খ) স্থূলানি সূক্ষ্মানি বহূনিচৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি। শ্বেতাশ্বতর ৫।১২

ভুলিয়া যাই, না তাহাকে চিনিতে কষ্ট হয়? তথাকথিত 'মৃত্যু' দ্বারা স্থূল পোষাক পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। জীবিত প্রিয়জনের নিকট মধুর বচন, ভালবাসার কথা, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি যেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আদরের বস্তু, মৃতের পক্ষে পার্থিব প্রিয়জনের প্রেমাত্মিকা চিন্তাও সেইরূপ উপাদেয়, গ্রহণীয় ও উপভোগ্য—তাহাতে সন্দেহ নাই। (গ) পৃথিবীতে যাহার প্রিয়জন কেহ নাই, এরূপ মৃত ব্যক্তির নিতান্তই দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। উহা তাহারই কর্ম্মের ফল। শুভ-চিন্তা যতই গভীর, ঐকান্তিক এবং সমবেত মানসশক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট হইবে, ততই উহা অধিক ফলবতী হইবে। সুতরাং মৃত প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে পার্থিব আত্মীয়স্বজনগণ, এক সঙ্গে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, প্রত্যহ এক বা ততোধিকবার শুভ-চিন্তা প্রেরণ করিলে, তাহার বিশেষ আনন্দ হয় এবং তাহার উন্নতির পথে সাহায্য করা হয়। অবস্থা অনুসারে একসঙ্গে মিলিত হইতে না পারিলেও, সময় স্থির থাকিলে, একই সময়ে দূরে থাকিয়াও এই প্রকার শুভানুষ্ঠান করা যাইতে পারে। ধ্রুবতারার ন্যায় যে সর্ব্বদা জীবনতরীকে লক্ষ্যের পথে চালিত করিয়াছে, সূর্য্য-কিরণের ন্যায় যে জীবন-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, চন্দ্রকিরণের ন্যায় যাহার স্পর্শে তাপিত অঙ্গ শীতল হইয়াছে, বিহঙ্গ-কূজনধ্বনির ন্যায় যাহার কণ্ঠস্বরে জীবনকুঞ্জে মধুর রাগিণী বাজিয়াছে, চন্দন-প্রলেপের ন্যায় যাহার সাহচর্য্যে মুহ্যমান অন্তঃকরণে সঞ্জীবনী শক্তি প্রবেশ করিয়াছে, পরলোকে বাসকালেও যে তাহাকে আদর যত্ন করা যায়, তাহার উন্নতির পথে সাহায্য করা যায়, ইহা অপেক্ষা বিয়োগ-বিধুর শোক-সন্তপ্ত অন্তরের আর কি কাম্য থাকিতে পারে? ইহা অপেক্ষা সুসমাচার আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং, আমরা চিন্তার এই শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে কখন ত্রুটি করিব না। কেবল প্রিয়জন কেন, পরলোকবাসী সমুদায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পরিচিত ব্যক্তির জন্যও প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই প্রকার শুভ-চিন্তা প্রেরণ করিব। তীর্থশ্রাদ্ধের ষোড়শী-মন্ত্রগুলি এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে। দাস, ভৃত্য, আশ্রিত, সেবক, পালিত, পশু, বৃক্ষ পর্য্যন্তকে

(গ) In the world into which those freed from the physical body have gone, a loving thought is as palpable to the senses as is here a loving word or tender caress. Everyone who passes over should therefore be followed by thoughts of love and peace, by aspirations for his swift passage onwards through the valley of death to the bright land beyond." Thought Power, P. 129

উদ্দেশ করিয়া "তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি", "তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্ত অক্ষয্য-মুপতিষ্ঠতাম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করার আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।

মৃতের উদ্দেশে কামনা গর্হিত—

কামনা ও বাসনা একজাতীয় বৃত্তি নহে। কামনা দ্বারা মৃতকে পার্থিব-বন্ধনে বাঁধিতে চেষ্টা করা গর্হিত কার্য্য। স্থুলদেহের অভাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তি অন্তর্মুখী হয়, সে অবস্থায় কামনা দ্বারা তাহাকে পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ রাখিলে তাহার যন্ত্রণা বর্দ্ধিত হয়, কারণ কামদেহের ক্ষুধাপূরণ করিবার কোন উপায় তাহার নাই এবং সূক্ষ্মদেহে থাকিয়া স্থুলদেহধারীর সহিত কোন দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনও ঘটিতে পারেনা। সুতরাং পবিত্র চিন্তা দ্বারা তাহার শান্তি ও উন্নতি কামনা করা ব্যতীত আর কিছু করণীয় নাই। চিত্তের প্রসন্নতা স্থির রাখিয়া ভক্তি-উপহার প্রেরণ করিতে হইবে—ইহা মনে রাখা উচিত।

মৃতের জন্য শোক-শান্তির উপায়—

প্রকৃতপক্ষে শোকের কোন কারণ নাই, এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, শোকের সহিত স্বার্থের সংস্রব আছে। প্রিয়-বিচ্ছেদে মানুষের যে চিরন্তন চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখিতে পাই, উহা অজ্ঞতা হইতে উদ্ভুত। প্রথমেই দেখা যায় যে, সংস্কার বশতঃ মানুষের একটা ভুল ধারণা জন্মিয়াছে যে, এত স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভক্তি ভালবাসা জীবনের সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বুঝি না, যে, স্থুলদেহ ত্যাগ করিলেই জীবন শেষ হয় না। নূতন ভাবে, উচ্চতরভাবে পার্থিব জীবন পরলোকে বিকশিত হইয়া উঠে। পরম সুখ-শান্তির মধ্যে সেই জীবন অতিবাহিত হয়। মৃত ব্যক্তির পার্থিব আত্মীয়-স্বজনের সহিত বিচ্ছেদ হয় না। সত্য-সঙ্কল্পতা-হেতু মানসলোকবাসী জীব, সেন্দ্রিয় ও সাত্মক সকল আত্মীয়-বন্ধুগণকে সেখানে দেখিতে পান এবং তাহাদের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে পারেন।(ঘ) মৃত প্রিয়জন যদি সুখে থাকে, তবে তাহার জন্য শোকার্ত্ত হওয়ার কোন কারণ থাকে না। পুত্র দূরদেশে মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তির সহিত বাস

(ঘ) "প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি"। বেদান্তদর্শন ৪।৪।১৫

"একমনোঽনুবৃত্তানি সমনস্কান্যেব পরাণি শরীরাণি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ স্রক্ষ্যতি। সৃষ্টেষু চ তে উপাধিভেদাদাত্মনোঽপি ভেদেনাধিষ্ঠাতৃত্বং যোক্ষ্যতে।" ঐ শঙ্করভাষ্য। ছান্দোগ্যশ্রুতি অষ্টম প্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বেদান্ত আত্মজ্ঞানীরই সত্যসঙ্কল্পতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু পরাবিদ্যাবিদ্গণ বলে মানসলোকবাসী জীবগণের সকলেরই ঐ প্রকার ক্ষমতা-লাভ হয়।

করিতেছে, পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে—জানিলে, জননী, শান্তি-লাভ করেন। তাঁহার মনে যেটুকু অশান্তি থাকে, সেটুকুর সঙ্গে স্বার্থ জড়িত। পুত্রকে দেখিতে পান না, তাহার সঙ্গে কথা বলিতে পারেন না, তাহাকে যত্ন করিতে পারেন না, তাহাতে নিজের যে সুখের অভাব, তাহাই তাঁহার অশান্তির কারণ। নেপোলিয়ান্ যখন সমগ্র ইউরোপের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার জননী, ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বাস করিয়া, পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। ভয় ছিল, তাঁহার পুত্রের পতন হইতে পারে। সে আশঙ্কা একদিন কার্য্যে পরিণতও হইয়াছিল। পতির সহিত পত্নীর সম্বন্ধে আরও অধিক পরিমাণে স্বার্থ জড়িত আছে, সেজন্য এরূপস্থলে পত্নীর মনে অশান্তির মাত্রা অনেক অধিক হইয়া থাকে। পরলোকবাসী স্বামী সুখে আছেন—জানিলেও পত্নীর শোক দূর হয় না। কারণ, তাহাতে নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না। কিন্তু তিনি মনে করিতে পারেন যে, স্বামী সুখে আছেন, ইহা আনন্দের বিষয় এবং স্বার্থহানি-জনিত যে মনের ক্ষোভ—তাহাও মঙ্গলের নিদান। ইহাতে একটী গুরুতর কর্ম্মঋণ-শোধ হইয়াছে এবং ভোগের অবসানে মনকে ত্যাগের পথে চালিত করিবার সুযোগ আসিয়াছে। পতি, পত্নী, জননী, ভগিনী—সকলেই শোকের কারণ উপস্থিত হইলে, এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া, শান্তি লাভ করিতে পারেন। আর একটী প্রধান চিন্তার বিষয় এই যে, মৃত্যুর সঙ্গে জীবন শেষ হয় না এবং মৃত্যুর পর বহুশত বৎসর পরে জীব পুনর্জন্ম লাভ করেন। সুতরাং, আকর্ষণ প্রবল থাকিলে, পরলোকে সকলেই আবার মিলিত হইতে পারেন। মৃত আত্মীয়গণের এবং মৃত্যুর পর আমাদের পরলোকে বাসের সময় যাহাতে সুখ ও শান্তির সহিত অতিবাহিত হয়, আমাদের প্রত্যেকেরই সেই ভাবে জীবনকে চালিত করা উচিত।

পরাবিদ্যাজ্ঞান মৃতের পক্ষে উপকারী—

পার্থিব জীবনে আমরা প্রত্যহ আমাদের কামদেহ গঠন করিতেছি। আমরা যে প্রকার কাজ করি, যে প্রকার চিন্তা করি, মনের বৃত্তি যে দিকে চালিত করি, তাহা হইতে কামদেহ-নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করি ও উহার পরিপুষ্টি সাধন করি। প্রবল ইন্দ্রিয়-সুখ, বিষয়-ভোগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি জঘন্য বৃত্তিনিচয়ের চরিতার্থতায় যাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, মৃত্যুর পর কামলোকের অতি নিম্নস্তরে অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাকে অনেক দিন বাস করিতে হয়। অতিশয় হেয় উপকরণের দ্বারা নির্ম্মিত তাহার কামদেহ, পরলোকে যতদিন ক্ষয়প্রাপ্ত না

হয়, ততদিন তাহার মানসলোকের অনির্ব্বচনীয় সুখের আস্বাদ পাইবার অধিকার হয় না। মৃতব্যক্তির পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবও অনেক সময় তাহার বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। পার্থিব দেহটা ধ্বংস হইতে সাধারণতঃ ৬০।৭০ বৎসর সময় লাগে, এবং কুড়ি বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ কাম-দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুকৃতিশালী জীবের পক্ষে অনেক স্থলে মৃত্যুর কয়েকমাস মধ্যেই মানসলোকের মহিমময় জীবনের অনুভূতি আরম্ভ হয় দেখা যায়। (ঙ)জীবের জানা উচিত যে, যখন পরলোকে প্রবৃত্তি-নিচয় ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হইয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত বাসস্থানের দিকে লইয়া যায়, তখন পার্থিব বিষয় হইতে মনকে ব্যাবৃত্ত করিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিযুক্ত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। ইহাতে শীঘ্রই তাঁহার কামদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তিনি স্বর্গসুখ-ভোগের অধিকারী হইতে পারেন। পার্থিব বিষয়ে মন নিবদ্ধ থাকিলে, কামলোকে স্থিতিকাল বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং অশান্তির কারণ উপস্থিত হয়। পার্থিব-জীবনে কৃতকার্য্যের ফলে যে কাম-দেহ নির্মিত হইয়াছে, পরলোকে যাইয়া কামনার সাহায্যে তাহাকে আরও পরিপুষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। জীব আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে, পৃথিবীস্থ আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলপ্রার্থনা দ্বারা তাঁহার শীঘ্রই উন্নতি হয়। মৃতের উদ্দেশে প্রার্থনা করার ইহাই পরম উপযোগিতা—তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, পুরুষ সংকল্পময়। ইহলোকে যেরূপ সংকল্প করে, পরলোকে সেইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং পুরুষ উত্তম সংকল্প করিবে। (চ) কুচিন্তা কখন মনে স্থান দিবে না। চিন্তা ও কার্য্য অন্বর্থ, ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

স্বর্গে মিলনের কোন বাধা নাই—

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি স্বর্গবাসকালে জীব আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেন এবং তাঁহার পার্থিব সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে পরলোকে মিলিত

(ঙ) মৃত্যুর তিন মাস পরেই মানসলোকের জ্ঞান বিকশিত হইতেছে—এরূপ ঘটনা জানা গিয়াছে। কোন বিখ্যাত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষের কথাই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। তাঁহার কথা আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। এই প্রিয়জনের জীবনের শেষ দশবৎসর তাঁহার সমুদায় প্রবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়াছিল। ভোগে সম্পূর্ণ অনাসক্তি ও কঠোর ত্যাগ—এই সময়ে তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। আধ্যাত্মিক ভাব প্রবলরূপে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল। সমুদায় সাংসারিক চিন্তা দূরে রাখিয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, নীরবে, পরম শান্তির সহিত তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

(চ) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ; অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। স ক্রতুং কুর্ব্বীত।
(তজ্জলান্—তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ জায়তে, তস্মিন্ লীয়তে তেন চ অনিতি প্রাণান্ ধারয়তি ইতি তজ্জলান্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু তজ্জংচ তল্লংচ তদনংচ ইতি অবয়বলোপশ্ছান্দসঃ। ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

হইবার কোন আশা থাকেনা, সেই হেতু 'মৃত্যু' শোকাবহ ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, নিঃস্বার্থ ভালবাসার অমেয় শক্তির কোথায়ও পরাভব হয় না এবং এইপ্রকার সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক জীবনের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে রাগরঞ্জিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান, মানসলোকে তাহাতে কামনার কোন সংস্রব থাকে না, সেখানে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। আত্মার অর্দ্ধেক অংশ যে স্ত্রী, অপর অর্দ্ধেক অংশের প্রতি তিনি উদাসীন থাকেন না। (ছ) পরন্তু পবিত্র ভাববন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শান্তিময় জীবন যাপন করেন। যদি দুইএর মধ্যে কেহ নরলোকে বর্ত্তমান থাকেন, তবে তিনি উন্নতলোকবাসী স্বীয় আত্মার অপর অর্দ্ধাংশের উদ্দেশে স্থিরচিত্তে ভক্তি উপহার প্রেরণ করিলে তাহা গৃহীত হয় এবং প্রত্যর্পিত হয়। মনের মধ্যে উহার প্রভাব বিস্তৃত না হইলেও অন্তঃকরণে উহা প্রতিফলিত হয়। (জ)

জীবিতগণ মৃত আত্মীয়কে সুখী করিতে পারেন—

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, শোকের কি কারণ থাকিতে পারে ? (ঝ) প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে মৃত্যু সংঘটিত হয়, সুতরাং তাহা অনিবার্য্য। মৃত ব্যক্তিকে সুখী করা বা না করার ভার জীবিত আত্মীয়গণের উপর ন্যস্ত আছে। অনর্থক শোক দ্বারা মৃত ব্যক্তির উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া, প্রশান্তচিত্তে প্রত্যহ তাহার কল্যাণ-কামনায় প্রার্থনাদি কার্য্যে মনোযোগ দেওয়াই সকলের কর্ত্তব্য। 'কারণ' না থাকিলে 'কার্য্য' হয় না। যখন শোকের কোন কারণ নাই, তখন শোক করিব কেন ? যে-কোন আত্মীয়-স্বজন সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করুন না কেন, আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, এই বিচ্ছেদ ক্ষণকালের জন্য ; চুম্বকধর্ম্মী প্রেমের আকর্ষণ যেখানে বলবান্, সেখানে বিচ্ছেদের কোন কারণ নাই, এই জগতে

(ছ) যস্মদাত্মনঃ এবার্দ্ধঃ পৃথগ্‌ভূতঃ যেয়ংস্ত্রী। বৃঃ আঃ ভাষ্য ১।৪।৩

(জ) "Try to lift yourself up to her present level. Sit down in quiet meditation and build an image of her with the most beautiful memories you have of her, offer your worship to that image as an embodiment of God. Let it be pure '*Bhakti*' asking nothing, Then some response will come to you, not so much to your mind as to your highest nature. In that way you will always be in spiritual communion with her.

Extract from a letter from C. Jinarajadasa to a bereaved husband, Dated ,London 17th May, 1940.

(ঝ) গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ। গীতা ২।১১

বর্ত্তমান থাকিয়াও মৃতের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে এবং সূক্ষ্মদেহে প্রতিদিনই মৃতের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে, তবে মৃতের উন্নতির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিব কেন? তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্যই করিব। সুপথে নিজের জীবনকে চালিত করিয়া, যাহাতে দেহান্তে মানসলোকে তাহার সহিত মিলিত হইতে পারি, সেরূপ চেষ্টাই বা কেন না করিব? পরস্পরের আত্মার মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ হয় না—ইহা আমরা বুঝিয়াছি, দেহের সম্বন্ধটা ছিন্ন হয় মাত্র। কিন্তু, দেহটা ত একান্তই অসৎ। বহু বার আমরা এই অসৎ বস্তুটী পরিহার করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়াছি, আবার করিব। আত্মার উন্নতিই ইহার লক্ষ্য। সুতরাং 'মৃত্যু' শোকের বিষয় নহে।

বিষয়টী একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে মনে আসে যে, মৃত ব্যক্তিটী কে এবং মৃত্যুই বা কি, ইহা না বুঝিয়া, শোক করি কেন? স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী শোকে অভিভূতা। কিন্তু, তাঁহার স্বামী কে? 'মানুষের আত্মা আছে', না বলিয়া, 'মানুষের দেহ আছে', ইহাই বলা কি উচিত নয়? দেহটী ত আমার প্রিয়জন নহে। তাই যদি সত্য হয়, তবে দেহটীকে রক্ষা করা যাইতে পারে। বরফের মধ্যে দীর্ঘকাল রাখিলেও উহা বিকৃত হইবে না, কিন্তু তাহাতে কি সুখী হইব? অবশ্য দেহটা আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু উহা আমাদের সত্তা নহে। সমুদায় জীবধর্ম্মের আধার চৈতন্যময় সত্তার আবরণটীকে আমরা দেহ বলিয়া মনে করি। জন্মে জন্মে উহার পরিবর্ত্তন হয়। প্রকৃত মানুষটী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা উন্নতই হইতে থাকে। কোটি কোটি জন্মেও উহার বিনাশ হয় না। (এ) দেহটী প্রকৃত মানুষের একটী আবরণ মাত্র। এরূপ আবরণ বা পোষাক প্রকৃত মানুষের আরও আছে। তাহা আমরা অবগত হইয়াছি।

সূক্ষ্ম জগতের অনুভূতি—

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, আমরা যে প্রকার পদার্থের সহিত পরিচিত, তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ জগতে বর্ত্তমান আছে। আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, তাহার অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। স্পন্দনের দ্বারা আমাদের বস্তু-জ্ঞান জন্মে। বায়ুর স্পন্দনে আমরা পরস্পরের কথা শুনিতে পাই। ইথারের স্পন্দনে আমরা বস্তু দেখিতে পাই। বিজ্ঞান এই

(এ) On the Other Side of Death, P. 15

বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ

ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে। শ্বেতাশ্বতর ৫।৯

সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু ইথার অপেক্ষা সূক্ষ্মতর যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের স্পন্দন আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়সকল, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যেও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। তবুও মানুষ ঐ সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, মানুষের মধ্যেও ঐ প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানুষের তৎসম্বন্ধীয় অনুভূতিকে জাগ্রত করিতে পারিলে, ঐ সকল পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ ঘটিতে পারে। এই সূক্ষ্ম পদার্থের নানা প্রকার শ্রেণী-বিভাগ আছে। পরেরটী পূর্ব্বটী অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, এই প্রকারে এই সূক্ষ্ম পদার্থ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। মানুষের মধ্যেও এই ছয় প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যমান আছে। সুতরাং, যাহার অনুভূতি যত অধিক শক্তিসম্পন্ন, তিনি তত অধিক সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে এই ছয়টী সূক্ষ্ম পদার্থময় জগৎ বর্ত্তমান আছে। যেমন জলচর মৎস্যাদি জন্তু, খেচর পক্ষিগণকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ সূক্ষ্মজগতের অধিবাসিগণ, অপর সূক্ষ্মজগতের অধিবাসিগণকে দেখিতে পান না, কিম্বা তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান-লাভ করিতে পারেন না। মানুষের অনুভব যতই শক্তিশালী হয়, ততই মানুষ জানিতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র জড় জগৎ অপেক্ষা বৃহত্তর, উজ্জ্বলতর জগৎ, আমাদের আবাসস্থল ক্ষুদ্র জড় ও স্থূল জগতের সহিত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দূরত্বসূচক কোন ব্যবধান নাই, কিন্তু প্রকৃতিগত দুরতিক্রম্য ব্যবধান বর্ত্তমান আছে।

ত্রিধর্ম্মাত্মক চৈতন্যই জীব—

অখণ্ড চৈতন্যের যে সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা মানুষ অনুপ্রাণিত হইয়াছে, তাহাকে অণু—একক (Monad) বলা হয়। স্তিমিত অবস্থা হইতে দীপ্যমান ও নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে ক্রিয়াশীল হইয়া, ক্রমশঃ বিকশিত হওয়া ইহার ধর্ম্ম। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সমধর্ম্মাক্রান্ত। মানুষকে সেজন্য ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড (microcosm) বলা হয়। অব্যক্ত হইতে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবার জন্য এই অণু-চৈতন্য ক্রমশঃ স্থূলতর জগতের দিকে অগ্রসর হয়। ইহার তিনটী ধর্ম্ম আছে। চৈতন্য একটী ধর্ম্ম, উহা সর্ব্বদাই উচ্চস্তরে অবস্থিত। স্বভাবজাত জ্ঞান ও বুদ্ধি নামে (Intuition, Intelligence) আরও দুইটী ধর্ম্ম আছে, তাহারা ক্রমশঃ নিম্নতর জগতে ক্রিয়াশীল। এই ত্রিধর্ম্মাত্মক চৈতন্যই জীব নামে অভিহিত এবং মানব-জনমে ইনিই প্রকৃত মানুষ। ইনি যড়্ বিকারশূন্য, জন্মেন না, মরেন না, জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, সুতরাং

অস্তিত্বাদি-বিকার-রহিত। (ট) 'আত্মা' বলিলে সাধারণ ভাবে এই জীবকে বুঝায়। ইঁহার দেহ বা আবরণগুলির গুরুত্ব বিভিন্ন। ভৌতিক দেহ, ভৌতিক-জগতের কার্য্যোপযোগী। সূক্ষ্ম ও মনোময় দেহ, তত্তৎ জগতের জ্ঞান-লাভ করিতে সক্ষম। মনোলোকের উচ্চস্তরে ইঁহার প্রকৃত আবাসস্থল। সেখানে ইনি কারণ-দেহে বাস করেন।

শোক-জয়—

পতিশোকাতুরা নারী, স্বর্গীয় প্রেমের অংশ লইয়া যাহার দাম্পত্য জীবন গঠিত হইয়াছিল, (ঠ) কাহার জন্য মর্ম্মাহতা হইয়াছেন? পুত্রহারা জননীর করুণ বিলাপ কিসের জন্য? দেহটাত মানুষ নয়। পুত্রের গায়ের জামাটী পুড়িয়া গেলে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু পুত্রকে অক্ষতদেহ দেখিলে, আনন্দ হয় না কি? তবে মৃত্যুকে ভয় করিবার কি কারণ আছে? মৃত্যুর এমন ক্ষমতা নাই যে, সে কোন মানুষকে বিনষ্ট করিতে পারে। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যে এই প্রকার কয়েকটী পোষাক বিনাশ-প্রাপ্ত হয় মাত্র। জীবিত মানুষের মধ্যেও স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণযুক্ত জীব বাস করেন। ইহা তাঁহার আংশিক প্রকাশ মাত্র। মানসলোকের উচ্চস্তরে ইঁহার প্রকৃত বাসস্থান। যাঁহাদের সহিত পৃথিবীতে আমরা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহারা জীবিত বা মৃত হউন না কেন, তাঁহাদের সকলেরই জীব বা আত্মা মানসলোকের উচ্চস্তরে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, সুতরাং জীবনে বা মরণে প্রিয়গণের মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ হয় না। পৃথিবীবাসী ব্যক্তিগণ প্রিয়-বিয়োগে যে দুঃখ অনুভব করেন, তাহাও তাঁহাদের কাম-দেহের ধর্ম্ম। অন্তরের জীব সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার শান্ত। তিনি কখনও বিচ্ছেদ অনুভব করেন না, দুঃখও বোধ করেন না। কাম-দেহটী প্রিয়-বিয়োগে ভীষণভাবে স্পন্দিত হয় এবং তাহাতে দুঃখানুভূতি জন্মে। এই কামদেহটী কামনার উপকরণ লইয়া গঠিত ও রাগ, দ্বেষ হিংসা—মনোবৃত্তি আবেগ প্রভৃতির আধার। জড়দেহ—যাহা আমাদের সর্ব্বদা পরিচিত, যাহা লইয়া আমাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, তাহা কেবল জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আধার, কামদেহোৎপন্ন বৃত্তিগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার কলকব্জা-সমন্বিত যন্ত্র-বিশেষ।' জীবিত অবস্থায় সাধনা দ্বারা যাঁহার কামদেহ বশীভূত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, নিন্দা স্তুতি সকলই সমান।

(ট) গীতা ২।২০

(ঠ) আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।

মৃত্যুজনিত শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যুতে জড় দেহটী নষ্ট হইলে, ভোগের অভাবে কামদেহটী শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জীবিত অবস্থাতেও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ কামদেহের ধর্ম্ম লোপ পায় এবং মানুষ পরম শান্তিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে। পৃথিবীতে বাসকালে কামদেহের প্রভাব জয় করা সুকঠিন ব্যাপার। যিনি যত পরিমাণে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তিনি শোকের প্রভাব সেই পরিমাণে দমন করিতে পারেন। অতিশয় বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, যখন প্রবৃত্তি সকল ভোগের বস্তু ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হয়, সে অবস্থায় শোকের আঘাত বিশেষ গুরুতর হয় না। আর যিনি বুদ্ধি-বলে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, জন্ম মৃত্যু তাঁহার নিকট রহস্যময় নহে ; মৃত্যুতে তিনি বিচলিত হন না। শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীবের সঙ্গে জীবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রিয়গণের আত্মার মধ্যে কখন বিচ্ছেদ হয় না। ইহা যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শোক পরাজিত। শক্তি অর্জ্জন করিয়া অদৃশ্য জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলেও শোকের কারণ থাকে না। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সকল বিষয় আলোচিত হইবে।

সপ্তম বল্লী

অদৃশ্য জগৎ

সপ্তলোক বা ব্যাহৃতি—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগতের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত—অথচ ভৌতিক জগতের সীমার বাহিরেও বহুদূর-বিস্তৃত আরও অনেকগুলি জগৎ বর্ত্তমান আছে। জড়বিজ্ঞান তাহার অস্তিত্ব অবগত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। এইরূপ শক্তি-শালী লোক পূর্ব্বকালে ছিলেন, এখনও বর্ত্তমান আছেন। যে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা এই শক্তি লাভ করিতে পারেন। এই সকল জগতের নামের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। ভূ, ভুবঃ, স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য লোকের নাম আমরা হিন্দুশাস্ত্রের অনেকস্থানে দেখিতে পাই। সূক্ষ্মদর্শী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ এই সকল জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের বিষয় প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এই পরাবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞান, গুরুর নিকট লাভ করিবার উপদেশ ব্যতীত, আর বিশেষ কোন উপদেশ পাওয়া যায় নাই। পুত্র বা শিষ্যও উপযুক্ত না হইলে, এই জ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতেন না। (ক) সুতরাং এই গূঢ়তত্ত্ব সাধারণের নিকট যে অব্যক্ত থাকিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? বর্ত্তমান যুগের পরাবিদ্যাবিদ্‌গণের অনুসন্ধানের ফলে, আমরা জানিতে পারিয়াছি, যে, জীব সাধারণতঃ ভূ, ভুবঃ ও স্বর্গলোকেই যাতায়াত করেন। উপরিতন সূক্ষ্মতর লোকে যাওয়ার সৌভাগ্য সাধারণ লোকের ঘটে না। যোগ-প্রভাবসম্পন্ন উন্নত শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই উহা সম্ভব। বর্ত্তমান যুগে পরাতত্ত্ববিদ্‌গণ শেষ চারিটী লোকের স্থানে বুদ্ধি ও নির্ব্বাণলোক কল্পনা করেন। এ সকল বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রথম তিনটী লোকই আমাদের মত সাধারণ মানুষের বিহার-ভূমি। সেই জন্য এই তিনটী লোক সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

(ক) * বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায় শিষ্যায় বা পুনঃ। শ্বেতাশ্বতর ৬।২২
যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। ঐ ৬। ২৩।

এখন আর একটু বিস্তৃত ভাবে ঐ লোকের মধ্যে ভুবঃ ও স্বর্গ-লোক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

ভুবর্লোকের অন্য নাম কামলোক বা সূক্ষ্মলোক। স্বর্গলোকের নাম মানস-লোক। আমরা সাধারণতঃ এই সকল লোকের পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি না বলিয়া, উহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করা চলে না। পক্ষী ও মৎস্যগণ এই পৃথিবীর জীব। কিন্তু তাহারা পৃথিবীর সকল অংশের সংবাদ জানে না। মানুষ স্থলচর জন্তু হইলেও বুদ্ধিবলে আকাশ ও সমুদ্রের অনেক সংবাদ অবগত আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নহে। সেইরূপ স্থূল জগতের সঙ্গে সূক্ষ্ম জগৎ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত থাকিলেও, স্থূলজগদ্বাসী সাধারণ মানুষের পক্ষে সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর জগতের সংবাদ অবগত হওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু, মানুষের মধ্যে শক্তিশালী এমন লোক আছেন, যাঁহাদের নিকট ঐ সকল জগৎ সুপরিচিত। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে যাহা জানা গিয়াছে তাহা লিখিত হইতেছে।

মানুষ সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত। সকল মানুষের পক্ষে অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তি জাগ্রত করিয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করার সুযোগ-সুবিধা নাই। কিন্তু ঐ শক্তি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল অবগত হওয়ার কোন বাধা নাই।

অবসর সময়ে তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই সকল রহস্য অবগত হইতে পারেন। জগতে সুখ-দুঃখের মূলে স্থূল দৃষ্টিতে কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দেখা যায় না, তবে বহু প্রকার বৈষম্য সংঘটিত হইতেছে দেখিয়া মনে নানা প্রকার সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়। জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? ইহার কি কোন স্রষ্টা আছেন? যদি থাকেন, তবে এত বৈষম্যের কারণ কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই সকল প্রশ্ন মনে উদিত হয়। এই সকল রহস্যের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য মানুষ চেষ্টা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহা এখন সাধারণ জ্ঞানের বিষয় না হওয়ার কোন কারণ নাই। এই সকল বিষয় বুঝিতে হইলে, আমাদের অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে যে সকল গূঢ় ব্যাপার অহর্নিশ ঘটিতেছে, তাহা জানার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। আমরা যেমন নিজ নিজ চিন্তা ও কার্য্য দ্বারা পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছি, তেমনি অপরের দ্বারাও আমরা অভিভূত হইতেছি। জগৎকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং জীবনকে সার্থক করিতে হইলে দেখিতে হইবে, যেন, কোন প্রকারে সেই উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত না ঘটে।

বিশ্ব-পরিবার—

মুমুক্ষু ব্যক্তি, ত্যাগের বীজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, মায়ার বন্ধন অতিক্রম করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ আমরা সর্ব্বদা পাঠ করি। কিন্তু লোকে উহার যে অর্থ গ্রহণ করে, তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। এই সংসার একটি বিশাল পান্থশালা, কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, ঘটনাক্রমে কিছু সময়ের জন্য সকলে একত্র থাকে বটে, কিন্তু সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত এবং কে কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা নাই, এই সকল কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার গূঢ় অর্থ সকলে বুঝিতে চেষ্টা করে না। চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই বিশ্বসংসার,—এই সমগ্র পথিবী একটী বিশাল পরিবারের বাসভূমি। সমগ্র মানবজাতি, জীবজন্তু, তরুলতা, হ্রদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি এই পরিবার-ভুক্ত এবং সমুদায় স্থাবর-জঙ্গম পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ। মানুষ এই পরিবারে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। কেবল স্বীয় জাতির মধ্যে নহে, সমুদায় প্রাণী ও উদ্ভিদের সহিত মানুষ বন্ধন-সূত্রে আবদ্ধ। নিয়তই সকলে পরস্পরের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং তাহার ফলও ভোগ করিতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা তাহা অনেক সময় দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জড় পদার্থের যে শক্তি আছে উহা কেবল আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ধর্মাত্মিকা অন্ধ শক্তি নহে, উহা চৈতন্যের সমধর্মাক্রান্ত শক্তি। মানুষের জীবন-মরণের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, ভাবের আদান-প্রদান, সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রভৃতি যাহার লক্ষণ, বিজ্ঞান তাহার অস্তিত্ব না জানিলেও পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ তাহার বিষয় অবগত আছেন। কেবল দৃশ্যমান চেতন-অচেতন পদার্থের সহিত আমরা সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছি তাহা নহে, অদৃশ্য জগতের অদৃশ্য সত্তাগণের প্রভাবও আমরা অনুভব করিতেছি।

সূর্য্য ও পৃথিবীর স্বরূপ বর্ণনা—

প্রাকৃতিক জগতে সূর্য্য মহাজ্যোতিষ্মান্ মহিমময় পদার্থ। বিজ্ঞানের চক্ষে উহা উত্তপ্ত তেজোময় জড়পিণ্ড মাত্র, দর্শনশাস্ত্রে উহা বিরাট্‌পুরুষের প্রতীক—ব্রহ্মের প্রকাশ-(Epiphany) রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উহা যে সমুদায় সৌর-জগতের প্রাণস্বরূপ, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। তাপ ও আলোক না থাকিলে পথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হইত না, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করিয়া সূর্য্য যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন এবং কালক্রমে

লয় প্রাপ্ত হইবেন, বিজ্ঞানের এই মত পরাবিদ্যা স্বীকার করেন না। সৌর-জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে নূতন সৌরজগৎ উৎপন্ন হইবে। পৃথিবীতে জীবজন্তু প্রভৃতির অস্তিত্ব লোপ হইলেও অন্য গ্রহে জীবনের সঞ্চার হইবে এবং সৃষ্টির অনন্তত্ব বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পৃথিবীও একটি বর্ত্তুলাকার বৃহৎ জড় পদার্থ নহে। ইহা একটি চৈতন্যময় সত্তার আধার। জীবজন্তু উদ্ভিদাদির উৎপত্তির কারণ বলিয়া তাহাদের জননী-স্বরূপা। অন্যান্য চেতন পদার্থের ন্যায় একদিন ইহার স্থূল-দেহ ধ্বংশ হইয়া যাইবে। পথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ ইহার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ।

সমুদ্র, পর্ব্বত, অরণ্য, জলপ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের পিণ্ডদেহ (etheric double) এবং সূক্ষ্মদেহ (astral) বর্ত্তমান আছে। ইহারাও মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। এই সকল স্থানে গমন করিলে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহার কারণ অন্য কিছু নহে। কবিগণের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে ইহা সহজেই প্রতিভাত হয়। যাহাদের অন্তঃকরণ, ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ইমারসন্ প্রভৃতির নিকট উদ্ভিজ্জগৎ চৈতন্যবিশিষ্ট-সত্তার আধার ও ভাবের আদান-প্রদান করিতে সক্ষম। সুবৃহৎ বনস্পতির প্রভাব সাধারণের নিকট সুপরিচিত। জগতের সমুদায় বিভূতিমৎ পদার্থ ভগবৎ প্রভাবের অংশ-সম্ভূত।

দৈব সর্গের বিবরণ—

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, দৈবসর্গ আট প্রকার। (খ) সকল সৃষ্ট জীব মানব চক্ষুর গোচরীভূত নহে। দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির নাম পুরাণাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহারা কাল্পনিক পদার্থ। লোকশিক্ষার জন্য যে সকল উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাদের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতা—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দৈব-সর্গের বিষয় অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে দেখিতে পান, ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। পার্থিব প্রাণিজগতের ন্যায় অদৃশ্য প্রাণিজগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথায় এই শ্রেণীর বহু প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীস্থ প্রাণিজগতের ন্যায় তাহাদেরও উৎপত্তি-স্থিতি-লয় আছে। বিরাট্ পুরুষ

(খ) সাংখ্য কারিকা

হইতে তাহাদের উৎপত্তি। তাহাদের মধ্যে অনেক উন্নত-শ্রেণীর জীব আছেন। সৃষ্টির ক্রমবিকাশ-কার্য্যে তাঁহারা সাহায্য করেন।

অদৃশ্য জগতের প্রাণীর কথা শুনিলেই প্রথমে মনে হয়, ভূতের গল্প শুনিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয়। জন্তু মরিলে জন্তুভূত হয় এবং ঐ ভৌতিক জগতে যে সকল জীবের জন্ম ও স্থিতি, তাহারাও ভূতযোনি-বিশেষ। তাহাদের মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছুই নাই। প্রকৃতিগত নূতনত্ব আছে বটে। পথিবীস্থ প্রাণিজগতে মানুষের হিতকারী ও অহিতকারী জীবজন্তু অনেক আছে ; অদৃশ্য জগতেও সেই প্রকার জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল দেহ না থাকায় তাহাদের উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব চলে না। কিন্তু মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। নানা কারণে মানুষের সংস্পর্শ তাহাদের নিকট অপ্রীতিকর, সেজন্য তাহারা জনপূর্ণ নগর বা গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে বিচরণ করে। প্রধানতঃ তাহাদের তিনটী বিভাগ আছে। দেবদূত-স্থানীয় উন্নত শ্রেণী জীবের 'মানস-দেহ' আছে। তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর সূক্ষ্মদেহ এবং সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর কেবল মাত্র 'পিণ্ডদেহ' (etheric) বর্ত্তমান। এই সকল দেহের সূক্ষ্মত্ব-হেতু তাহারা ইচ্ছানুসারে যে-কোনও রূপ ধারণ করিতে পারে। ইচ্ছার প্রভাব কম হইলেই আবার তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। দৈহিক উপকরণের সূক্ষ্মত্ব-হেতু ইহারা পর্ব্বতের মধ্যে, পাথরের মধ্যে যে আণবিক অবকাশ আছে, তাহার মধ্যেও বাস করিতে পারে। ইহারা জড় উপকরণ গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তি ধারণ করিলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আমাদের দর্শনশক্তি উন্নত হইলে, আমরা তাহাদিগকে স্বরূপে দেখিতে পারি। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর জীব আছে, তাহারা স্থলপ্রদেশে বিচরণ করিতে ভালবাসে। দেশভেদে তাহাদের বর্ণচ্ছটার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন পাখী ও প্রজাপতির বর্ণচ্ছটা দেশভেদে বিভিন্ন, ইহাদেরও সেইরূপ। গোরস্থানে কিম্বা অন্যান্য কুৎসিত স্থানে এক প্রকার ভীষণাকৃতি রক্তলোলুপ জীব বাস করে। তাহারা সর্ব্বদা ঐ সকল পূতিগন্ধ বা কুৎসিত কার্য্যকলাপ ভাল বাসে, তাহাদের দ্বারা মানুষের অনিষ্ট সাধিত হয়।

পরীর গল্প বাল্যকাল হইতে শুনিতেছি। নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট এই শ্রেণীর জীব দেশে দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও ইহারা মানুষের মত কাপড়-চোপড় পরিতে ভালবাসে। সঙ্কল্প-শক্তিদ্বারা ইহারা পোষাক তৈয়ারী করিয়া লয়। ইহাদেরও জন্মমৃত্যু আছে। ইহাদের দেহে কোন প্রকার

কঠিন পদার্থ নাই। কুয়াশার ন্যায় পদার্থে ইহাদের দেহ গঠিত। সূক্ষ্ম (astral) উপকরণ ইথারিক উপকরণ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। সুতরাং শেষোক্ত উপকরণে গঠিত দেবযোনি শীঘ্রই আকার পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত astral উপকরণে নির্ম্মিত দেহ নিমেষে অন্য আকার ধারণ করিতে পারে।

যদিও ইচ্ছানুসারে ইহারা আকারের পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তবুও ইহাদের একটী স্বাভাবিক আকার আছে। ক্ষুদ্র পাখীর ন্যায় অনেক পরী ফুলবাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা। আবার অনেক অতিকায় দেবযোনিও দেখিতে পাওয়া যায়। জলবিহারী দেবযোনিগণ সাধারণতঃ বৃহৎ-আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা নদী-হ্রদ-সমুদ্রে বাস করে। জলচর জন্তুর ন্যায় তাহারা কখন উপরে উঠে, কখনও বা জলের নীচে ডুব দেয়। ঢেউএর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে খেলিয়া বেড়ান তাহাদের কাজ। ইংরাজীভাষায় এই সকল দেবযোনির নানা শ্রেণী-বিভাগ আছে; তাহাদের সাধারণ নাম Nature Spirits, কিন্তু Gnomes, Sylphs, Angels, Nereids, Elfs, Goblins, Pixies, Undines, Kobles প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে তাহারা বিভক্ত। ইহা ব্যতীত Salamander নামক আর এক শ্রেণী আছে, তাহারা আগুনে বাস করিতে ভালবাসে। কোন স্থানে আগুন জ্বলিলে, তাহারা দলে দলে আসিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং আগুনের শিখার সহিত আকাশে উঠিয়া যায় এবং পুনরায় আসিয়া আগুনে প্রবেশ করে। ইহারা আনন্দে কাল যাপন করার পর ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাতে তাহাদের কোন কষ্ট নাই। ইহাই তাহাদের মৃত্যু। আমাদের পৃথিবীর ইতর জন্তু যেমন মৃত্যুর পর তাহাদের মূল আত্মার সহিত মিশিয়া যায়, ইহাদের পক্ষেও সেই নিয়ম। মানুষের সূক্ষ্মদেহে অবস্থানকালে যে অবস্থা, তাহার সহিত ইহাদের পার্থক্য আছে। মানুষের আত্মা ব্যষ্টিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনেক উন্নত। ইহাদের আত্মার সমষ্টিত্ব ইহাদের অনুন্নত অবস্থার পরিচায়ক। ইংরাজী ভাষায় spook, pixy প্রভৃতি যে সকল ছায়ামূর্ত্তির নাম দেখা যায়, উহা সূক্ষ্মদেহধারী মানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। জলচর ও স্থলচর দেবযোনি ব্যতীত মেঘচর দেবযোনিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই মানুষের স্বভাবের জন্য মানুষকে ঘৃণা করে। মদ, তামাক ইহাদের নিকট বিষ-তুল্য। সেজন্য ইহারা লোকালয়ে বাস করে না। মানুষকে ভুলান বা ধাঁধা লাগান কার্য্যে ইহারা বিশেষ পারদর্শী। সেজন্য অনেক যাদুকর ইহাদের সাহায্যে ভোজবাজী দেখাইয়া থাকে। হিপ্‌নোটিজম্ বা মেসমেরিজম্ ব্যাপারটী

এই শক্তির একটী সামান্য অংশ মাত্র। ভূত আনার বৈঠকে অনেক সময় ইহারা আসিয়া উপদ্রব করে। গুপ্তবিদ্যাবিদ্‌গণ কিম্বা সিদ্ধ-পুরুষগণ অনেক সময় ইহাদের দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করিয়া থাকেন।

এই প্রকার প্রাকৃতিকসর্গ-শ্রেণীভুক্ত সত্তার বিষয় কিম্বদন্তীরূপে স্মরণাতীত যুগ হইতে মানব-সমাজে প্রচলিত আছে। ভূলোক ও ভুবর্লোকের সীমান্তদেশে ইহাদের বাসস্থান বলিয়া ইহারা উভয়-লোকের ধর্ম্মাক্রান্ত এবং অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রাণী বলিয়া ইহাদের সাহায্যে দুর্ব্বৃত্তগণ অনেক কুকার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে এই প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইত। তাৎকালিক সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। * বর্ত্তমান যুগেও অনেক দেশের অসভ্যজাতির মধ্যে যাদুবিদ্যা-নামে এই সকল প্রথা প্রচলিত আছে। দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায়, ভারতবর্ষে এমন অনেক অনুন্নত জাতি আছে, যাহারা অলৌকিক সাহায্য দ্বারা যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। দুষ্ট লোকের হাতে এই ক্ষমতা ভয়াবহ ফল প্রসব করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। নরমাংস দ্বারা হোম করিয়া গুপ্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আহ্বান করিলে এই সকল অপদেবতা উপস্থিত হইয়া ঐ যজ্ঞধূম গ্রহণ করেন এবং প্রীত হইয়া আহ্বানকারীর সহিত সর্ত্তে আবদ্ধ হন এরূপ শোনা যায়। পরে নিয়মিতভাবে পশুমাংস দ্বারা হোম করিয়া এই সদ্ভাব বজায় রাখিতে হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর অপদেবতা এরূপস্থলে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় নির্ব্বিচারে যাদুকরের ইচ্ছা পূর্ণ করে। নিজের এবং বন্ধুগণের লালসা ও ইন্দ্রিয়ের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা এই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই অপদেবতা যেখানে অপেক্ষাকৃত উন্নতশ্রেণীভুক্ত, সেখানে সাধারণের অহিতকর কোন কার্য্য তাহাদের দ্বারা করান যায় না। ইহাদের সংখ্যা ও শ্রেণীর ইয়ত্তা

* Faust নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে এই অপদেবতার সহিত এই প্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ হওয়ার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। রূপক ব্যাখ্যা থাকিলেও তদ্দেশমূলক প্রাচীন কিম্বদন্তী হইতে ইহার মূল আখ্যান গৃহীত।

বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতাল-নামক শিষ্যদ্বয়ও এই শ্রেণীভুক্ত।

ওডেসী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে রক্তদ্বারা প্রেতলোকবাসিগণের তৃপ্তিসাধনের ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গ্রীস্ দেশীয় কিম্বদন্তীমূলক।

আরব্যোপন্যাসে বহুস্থানে এই প্রকার অপদেবতার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেমিটিক-জাতির মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে ইহা গৃহীত।

ইজিপ্ট দেশীয় Hermite দর্শনের মধ্যে বহুস্থানে এই প্রকার গুপ্তবিদ্যা ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

করা যায় না। ইহাদিগকে ভুবর্লোকের জন্তুশ্রেণীভুক্ত বলা যায়। কিন্তু ইহারা সূক্ষ্মলোকবাসী মৃতজন্তু নহে।

পরাতত্ত্ববিদ্ লেড্‌বিটার সাহেব লিখিয়াছেন যে, এদেশে পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে তিনি এই প্রকার ক্ষমতাপন্ন একটী লোক দেখিয়াছিলেন। উন্নতশ্রেণীর কোন অপদেবতার সহিত তাহার এই প্রকার সর্ত্ত ছিল। এই যাদুকরকে সঙ্গে লইয়া তিনি কয়েক মাইল দূরে একটী দোকানে গিয়া কমলালেবু প্রভৃতি কিনিয়া, দ্রব্যাদি দোকানে রাখিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া, ছাদের উপর বসিয়া যাদুকরকে ঐ সকল দ্রব্যের মধ্য হইতে পর পর যে সকল দ্রব্য আনিতে বলেন, তখনই তাহা যেন আকাশ হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল, এবং দ্রব্যগুলি নিঃশেষ হইলে আর কোন দ্রব্য আসিল না। যাদুকরের পরিধানে একখানি কৌপীন মাত্র ছিল। সুতরাং কোন প্রকার প্রতারণার সম্ভাবনা ছিল না। * অনেক যাদুকর যে আমের আঁটি হইতে গাছ জন্মাইয়া ফল জন্মায়, তাহা অনেক সময় হাতের কসরত্ নহে। ঐ প্রকার অপদেবতার সাহায্যে চোখে ধাঁধা লাগাইয়া ইহা করা হয়। **

প্রেমের অব্যাহত শক্তির বিকাশ এই শ্রেণীর জীবের মধ্যেও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্যে, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড্ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় যে, এক প্রকার দেবযোনির সহিত মানুষের মিলনের ফলে সন্তান জন্মিয়াছে। ইহা কাল্পনিক ঘটনা নহে। অনেক সময় এই সকল দেবযোনি মানুষের প্রতি প্রবল অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া জন্ম জন্ম তাহার সাহচর্য্য প্রার্থনা করে। ইহাদের পৃথক্ আত্মা না থাকায় মৃত্যুর পর সমষ্টি আত্মায় (group-soul) মিশিয়া যায়। কিন্তু প্রেমের আকর্ষণে আত্মা ব্যষ্টিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সঙ্কল্পবশে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনোনীত নরনারীর সহিত ঈপ্সিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, জন্ম জন্ম সাহচর্য্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে। আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। (গ) ইহাদের হৃদয় স্নেহ-প্রবণ হয়। মন হয়, কামনার অধীন এবং জীবের প্রকৃত বস্তু আত্মা, বুদ্ধি ও স্বাভাবিক জ্ঞান (intuition) পরিপুষ্টি-লাভ না করায় ইহারা দায়িত্বহীন হইয়া থাকে। কখন কখন ইহারা জোর করিয়া মৃত শিশুর দেহে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করে। মনে হয়, যেন শিশুটী আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল। গৃহপালিত জন্তু সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার

* Some Glimpses of Occultism by Bishop Leadbeater ২১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য

** Paul Brunton এর Secret India নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(গ) Hidden Side of Things P. 123

করার ফলে যদি তাহাদের ভালবাসা প্রবল হয়, তবে তাহাদের আত্মা ব্যষ্টিত্ব লাভ করিয়া শীঘ্রই নরকুলে জন্মগ্রহণ করে। মানুষের যত প্রকার সৎকার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। পশু বা পক্ষিজন্ম হইতে নরজন্ম-লাভে সাহায্য করা অপেক্ষা সাধু কর্ম্ম অধিক নাই। প্রাকৃতিক জগতে Cuvier ও Linnaeus যেমন সমুদয় জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদির শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন, সেইরূপে পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ একত্রে কাজ করিলে অদৃশ্য জগতের জীব-জন্তুর শ্রেণী-বিভাগ করিতে পারিবেন।

প্রকৃতির সহিত মানুষের যেমন নিত্য সম্বন্ধ, এই সকল প্রাকৃতিক দেবযোনির সহিতও মানুষের সেই প্রকার সম্বন্ধ আছে। ক্ষেত্রের শস্য, গাছের ফল, মেঘের বৃষ্টি মানুষের প্রয়োজন সাধন করে, এই সকল দেবযোনি সর্ব্বদাই প্রাকৃতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া তাহার পরিপোষক হইয়া থাকেন।

তীর্থ-মাহাত্ম্য বা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব—

মানুষের যত প্রকার শক্তি আছে, তন্মধ্যে চিন্তাশক্তি সর্ব্বপ্রধান। এই শক্তির দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে—অসাধ্য সাধন করিতে পারে এবং সর্ব্বজয়ী হইতে পারে। চিন্তার গভীরতা এবং ঐকান্তিকতার উপর তাহার ফলাফল নির্ভর করে। পুনঃ পুনঃ ঐ শক্তির ব্যবহার দ্বারা ফল স্থায়িত্ব লাভ করে এবং অন্য লোকের উপর তাহার প্রভাব বিস্তারিত হয়। জগতে আমরা ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অতি প্রাচীনকালে যে সকল দেউল বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের সান্নিধ্য এখনও আমাদের মনে ভক্তি, বিস্ময় ও আনন্দ উৎপন্ন করে। কোন ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে যে কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে এবং শত শত বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের চিন্তা-শক্তি, স্থাপয়িতার চিন্তার ধারার সহিত মিশ্রিত হওয়ায় ঐসকল পদার্থ ও স্থান প্রবল শক্তির আধার রূপে পরিণত হইয়াছে। কাল-সহকারে ঐ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অতি প্রাচীন মন্দির সমূহ এই কারণে পবিত্রতার আকর। তীর্থ-মাহাত্ম্যেরও ইহাই কারণ। পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই উপাসনা-মন্দির প্রভৃতির প্রভাব সকলে অনুভব করিয়া থাকেন। গয়ার বিষ্ণুপাদমন্দির, কিম্বা বুদ্ধগয়ার রাজা অশোকের বিরাট কীর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভগবান বুদ্ধ যে বৃক্ষমূলে সমাধিস্থ হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী বটবৃক্ষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান-মাহাত্ম্য মনকে অভিভূত করে। সেই বোধিদ্রুম লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরের তখন অস্তিত্ব

ছিল না। কিন্তু যে আকাশে বোধিসত্ত্বের অঙ্গ-নিঃসৃত অক্ষয্য চুম্বকশক্তি ব্যাপৃত হইয়াছিল, তাহা আজিও তুল্যপ্রভাবসম্পন্ন রহিয়াছে। সেখানে গেলেই যেন মনে হয়—

"বিসংখারং জাতং চিত্তংতন্হাণং খয়মজ্ঝগা"

অর্থাৎ তৃষ্ণার ক্ষয় ক্ষওয়ায় চিত্ত বিশুদ্ধ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে।

অন্যান্য প্রসিদ্ধ তীর্থের ন্যায় ফল্গুতীর্থ মানব-ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বিকীর্ণ করে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সংস্কারবশতঃ মানুষ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে এখানে পিণ্ডদান করিয়া আসিতেছে। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে অপরপক্ষে ভারতবর্ষের সকল দেশের লোক এখানে সমবেত হয়। প্রেতলোকবাসী স্বজনবর্গের নামে পিণ্ডদান-প্রথা এখানে চির প্রচলিত। যতপ্রকার অবস্থা এবং সম্বন্ধ কল্পনা করা সম্ভব—তাহার উল্লেখ করিয়া, পিতৃ-মাতৃ-স্ত্রী-ষোড়শী সম্পাদন জন্য অষ্টাদশবার "তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্ত অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্"—মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর যখন পিণ্ডদাতা উপসংহার-কালে

ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতাঃ
মাতৃস্তথা-বংশভবা মদীয়াঃ।
কুলদ্বয়ে যে মমদাসভূতাঃ
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতসেবকাশ্চ॥
মিত্রাণি সর্ব্বে পশবশ্চ বৃক্ষাঃ
দৃষ্টা অদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ
জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাশ্চ
তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ড মহংদদামি॥

এই চরম মন্ত্র পাঠ করেন, তখন ইহকাল পরকাল এক হইয়া যায়, সমগ্র পৃথিবী এক ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তিন চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া দৈনিক শত শত লোক যেখানে এই প্রকার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেছে, সেই শক্তিকেন্দ্রের প্রভাব কত মহান্, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতবর্ষ মন্দিরের দেশ। ভারতের সর্ব্বত্রই সুবৃহৎ কারুকার্য্য-খচিত মন্দিরসকল, ভক্তির নিদর্শনরূপে আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া মেঘ স্পর্শ করিতেছে। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণের উদ্দেশে মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি স্থানে যে সকল দেউল নির্মিত হইয়াছে, তাহাদের তুলনা

জগতে নাই। বৈষ্ণব নৃপতিগণের এই সকল অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অক্ষয্য শক্তির আধার। (ঘ)

অনেক স্থানে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির কেন্দ্র বলিয়া ইহারাও মানুষের মনে ভাবান্তর উৎপাদন করে। বহুকাল অতীত হইলেও তাহাদের শক্তির প্রভাব লুপ্ত হয় নাই।

সূক্ষ্মদর্শিগণের নিকট সকল পদার্থের সূক্ষ্মভাব প্রতিভাত হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, সাধারণ লোকও পদার্থসকলের সূক্ষ্ম-ভাব বোধ করিতে পারেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত কারাগার সমূহে যে অমানুষিক অত্যাচার হইত, তাহার প্রভাব ঐ সকল স্থানে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এসকল স্থানে গমন করিলে মানুষের মনে একটা গভীর বিষাদের ছায়া পতিত হয়। সমাধিক্ষেত্রও শোক-পরিতাপের প্রভাবদ্বারা আক্রান্ত। সেজন্য ঐসকল স্থানে সর্ব্বদা ভ্রমণ করা সমীচীন নহে।

প্রাকৃতিক পদার্থে শক্তিসঞ্চয়—

অনেক প্রাকৃতিক পদার্থও চুম্বক-শক্তির আধার। ভগীরথ যে উদ্দেশ্যে গঙ্গা-প্রবাহের অস্তিত্বের কারণ হইয়াছেন, তাহা আলোচনা না করিলেও দেখা যায়, সংস্কারবশতঃ ভারতবাসী উহাতে দেবত্ব আরোপ করিয়াছে, এবং স্মরণাতীত যুগ হইতে মানুষ সেই ধারণাবশে এই নদীকে পূজা করিয়া আসিতেছে। কোটি

(ঘ) ত্রিচিনপল্লী সহর হইতে ২½ মাইল উত্তরে কাবেরীনদীর পরপারে অবস্থিত শ্রীরঙ্গম্ মন্দির অসম্পূর্ণ। ১৩শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহা নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অনেকগুলি চক্। বাহিরের চক ২৮৬৫ × ২৫২১ ফিট্। ১৭টি গোপুরম্ আছে। প্রথমেই ১০০০ স্তম্ভ বিশিষ্ট ৫০০′ × ১৩৮′ একটি হল্ ঘর। বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ এবং প্রাচীর দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। গোপুরম্‌গুলির মধ্যে কোন কোনটি ১৫০ ফিট্ উচ্চ।

মাদুরা মন্দির:—দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। মন্দিরের আয়তন ৮৫২ × ৭২৯ ফিট্। এখানেও সহস্র-স্তম্ভ-শোভিত সুবৃহৎ hall আছে। ৭টি গোপুরম্, তন্মধ্যে ৪টি বড়। তুলনার জন্য বলা যাইতে পারে যে, ইজিপ্টের পিরামিডের আয়তন ৭৫৫′ × ৭৫৫′ × ৪৮১′ ফিট্।

ইহা ব্যতীত টাঞ্জোর, কুম্ভকোণম্, টিনেভেলি, চিদম্বরম্, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভূষিত বহু মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা দ্রাবিড়জাতির স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন।

বুদ্ধগয়ার মন্দির ১৮২ ফিট্ উচ্চ। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের উচ্চতা ১৯২ ফিট্। বাহিরের আয়তন ৬৭০ × ৬৪০ ফিট্। পুরী হইতে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত কনরাক (কণার্ক) মন্দির বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যতীত প্রত্যেক তীর্থস্থানে অসংখ্য মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

কোটি লোকের ইচ্ছাশক্তির বলে এই জলপ্রবাহ প্রচণ্ডশক্তির আধার হইয়াছে। অর্দ্ধোদয় কিংবা চূড়ামণিযোগে, হরিদ্বার, এলাহাবাদ, কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা স্নানঘাটের দৃশ্য দেখিয়াছেন এবং ভাবাবেশ-স্তিমিতনয়না, সদ্যস্নান-সিক্তবসনা, অগণিত নারীকণ্ঠে স্নানমন্ত্র আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। নাস্তিক জড়বাদীকেও ঐ সঙ্গে তখন স্বর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

গাঙ্গংবারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥

সূক্ষ্মজগতে উপাসনাদির প্রভাব—

পূজা বা উপাসনার সময় বহু লোকের মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐসকল স্থানে ভক্তির লক্ষণাক্রান্ত নীলবর্ণ কুয়াসা দেখিতে পান। সেখানে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, উপাসনায় যোগদান না করিলেও তাঁহাদের মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি, গীতিবাদ্য প্রভৃতি মন্দিরের বাহিরে বহুদূর পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়া ঐ শক্তি বিকিরণ করে। যাঁহারা ঐ শক্তির সীমার সংস্পর্শে আসেন, তাঁহাদের মন পবিত্র হয় এবং মনে শান্তভাবের উদয় হয়। সূক্ষ্মদেহধারী জীবেরও ইহা শান্তির কারণ হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যে মন্ত্রপাঠ এবং বিহিত অনুষ্ঠানেরও এই উদ্দেশ্য। ধূপ, দীপ অর্ঘ্য, মন্ত্র, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ কখনও ব্যর্থ হয় না। চিত্তের একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা এবং মন্ত্রশক্তি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। প্রার্থনাও কখনও বিফল হয় না। দ্যুলোক ভূলোক প্রার্থনা-বলে মধুময় হইয়াছে। (৬)

সূক্ষ্মজগতের উপর স্বরের প্রভাব—

গীতিবাদ্য প্রকার-ভেদে মানুষের সূক্ষ্মদেহের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যুদ্ধের বাজনা সৈন্যগণের কামদেহকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করে। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি সকলের নিকট সুপরিচিত। কুকুর-বিড়ালের ডাকেরও একটী প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। কোকিলের কুহুধ্বনি ও কপোত-কূজন মনে যে ভাব উৎপাদন করে, তাহা কবি-সমাজে সুপরিচিত।

গৃহে কলহ-বিবাদের বিষময় ফল—

কেবল ইতরপ্রাণী নহে, মানুষেরও স্বর-বৈশিষ্ট্য যে ভাব উৎপাদন করে, তাহা আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয়। যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা চঞ্চলরসনা,

(৬) মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ইত্যাদি বৃঃআ ৬।৩।৫

অপ্রিয়বাদিনী, কটুভাষিণী, কলহপ্রিয়া, সেখানে লক্ষ্মী থাকিতে পারেন না—এইরূপ প্রবাদ আছে। দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ প্রকৃতির রমণী-গণের জ্যোতির্বিম্ব এরূপ বাদামীরঙের কুৎসিত কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত যে, কোন উচ্চভাবের প্রভাব, তাহা ভেদ করিয়া মানসদেহে পৌঁছিতে পারে না। ইহা যে কত অনিষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

শ্রোতৃবর্গের সহানুভূতি বক্তার প্রেরণার হেতু—

সাধারণ সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাঁহারা জানেন যে, যদি শ্রোতৃবর্গ একমনে বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং যদি সভায় এই শ্রেণীর বহু লোক উপস্থিত থাকেন, তবে বক্তার অন্তরে যেন প্রেরণার আবির্ভাব হয়। ইহার কারণ এই যে, বহু সমানধর্ম্মা ব্যক্তিগণের চিন্তার ফলে, বক্তার কাম ও মানসদেহ স্পন্দিত হইয়া উঠে। যেখানে পরাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সেখানে অনেক অশরীরী পরাতত্ত্ববিৎ উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা নানাপ্রকারে বক্তাকে সাহায্য করেন। বক্তা যদি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে পান, নতুবা মনে করেন, বিষয়-গৌরবে তাঁহার হৃদয়-নির্ঝর উৎসারিত হইতেছে। কামলোক-বাসী সত্ত্বাগণ কখন কখনও নবীন লেখককে গল্পের মূল বিষয়, চরিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করেন। (চ) যদি বক্তৃতা-সভায় বিরুদ্ধমতাবলম্বী নির্দয় সমালোচকগণ উপস্থিত থাকেন, তবে বক্তৃতা জমে না। লেখকেরও উত্তেজনা বৃদ্ধি হওয়ার কারণ অন্যায়-সমালোচনা। (ছ)

চিন্তাশক্তি অঙ্গত্রাণের কাজ করে—

এই সকল আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে যে, নানা প্রকারে আমরা পরতঃ প্রভাবাক্রান্ত হইতেছি। প্রভাব যেখানে কুফল প্রদান করিতে পারে, সেখানে আমরা থাকিব না—মনে করিলেও বাধ্য হইয়া হয়ত অনেক সময় থাকি। সে সকল স্থলে আত্মরক্ষার উপায় কি? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, মানসিক-বল-প্রয়োগে আত্মরক্ষা করা বিধেয়। কিন্তু কি প্রকারে সেই বল প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা আমরা জানি না, সেজন্য সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিতে পারি না। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন যে, চিন্তাশক্তি-প্রয়োগে কাম ও মানস উপকরণ-নির্ম্মিত

(চ) Hidden Side of Things p. 252

(ছ) শ্লোকঃসুশ্লোকতাং ধাতি বক্তরি শ্রোতরি স্থিরে
স্থিরোবক্তা নতুশ্রোতা লকার স্তত্র লুপ্যতে। উদ্ভট
যথায় প্রেম নাই বোবার সভা, তথায় গান নাহি জাগে। কাশীনাথ
জানন্তিতে কিমপি তান্ প্রতিনৈষ যত্নঃ। মালতীমাধব

অঙ্গত্রাণ আমরা গঠন করিতে পারি। চিন্তা যত গাঢ় হইবে, এই আবরণ তত সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হইবে। উহা ভেদ করিয়া কোন মন্দ প্রভাব শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যোগিঋষিগণ এই শক্তিবলে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান যুগের অনেক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইয়া এই শক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। হঠযোগিদের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য ব্যাপার। বৃষ্টিতে বেড়াইবার জন্য আমরা যেমন 'বর্ষাতি' ব্যবহার করি, তাঁহারা সেইরূপ সকল সময়ে আত্মরক্ষার জন্য ঐ প্রকার চিন্তা-প্রসূত আবরণ ধারণ করিয়া থাকেন। দৃঢ় চিন্তার ফল ব্যতীত উহা আর কিছুই নহে। সুতরাং সাধারণ মানুষ অভ্যাস করিলে ঐ ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারেন।

মানুষ নিজেই নিজের শত্রু—

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, মানুষ নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের মিত্র। (জ) বাহিরের শত্রু-মিত্র বিশেষভাবে চিন্তার যোগ্য নহে। প্রতিদিন আমরা বহু প্রকারে নিজের অনিষ্ট সাধন করিতেছি। ইচ্ছা করিলে আমরা আত্মোন্নতি করিতে পারি, কিন্তু কালধর্ম্মানুসারে আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এমন সকল কার্য্য করিতেছি, যাহা আমাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে, অথচ সে দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। আমাদের খাদ্য, আমোদ-প্রমোদ, স্বভাব, রীতিনীতি, এমন কি বসনভূষণ পর্য্যন্ত উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। এই সকল বিষয়ে যে গুপ্ত রহস্য বিদ্যমান আছে, তাহা জানা থাকিলে আমাদের এত অধঃপতন হইত না।

আহার বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা ও নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা সম্বন্ধে সূক্ষ্মতত্ত্ব—

খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রধান ধারণা এই যে, আমিষ-ভোজন বলবীর্য্য-বৃদ্ধির সহায়তা করে। ঐ প্রকার খাদ্য আবার পাচকের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া আমাদের আহারোপযোগী হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মৃতদেহ ভোজন করা কখন সমীচীন নহে। দয়া-ধর্ম্মের কথা মনে না করিলেও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, নিরামিষ খাদ্য হইতে শরীরের সকল শক্তি বর্দ্ধিত করিবার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। হারবার্ট স্পেন্সার্ প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে চুম্বকশক্তি বর্ত্তমান

(জ) আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। গীতা ৬।৫

আছে। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, এমন ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিবে, ইহা কখন যুক্তিযুক্ত নহে। এই কথা শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, উত্তাপ-সংস্পর্শে সব দোষ দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু এখানে বীজাণু বা অপরিচ্ছন্নতার কথা বলা হইতেছে না। অতিশয় কলুষিতচিত্ত পাচক অত্যন্ত পবিত্রভাবে রন্ধন-পরিবেশন করিলেও তাহাতে তাহার মনের প্রভাব, দূষিত স্বভাবের প্রভাব প্রসারিত হয়। উত্তাপের তীব্রতা তাহা দূর করিতে পারে না। জীব-জন্তুর স্বাভাবিক যে ধর্ম্ম, রন্ধন করিলেও তাহাদের মাংসে সেই প্রভাব লুপ্ত হয় না। শরীরের উত্তেজনা-সৃষ্টি ও পাশবিক শক্তির বিকাশই উহার প্রধান কার্য্য। তাহার উপর যদি দূষিত-স্বভাব পাচকের প্রভাব উহার উপর সংক্রমিত হয়, তবে তাহার ফল সহজে অনুমেয়। সুতরাং সাত্ত্বিকভাবের বিকাশের জন্য, নিরামিষ খাদ্যই প্রশস্ত এবং পাচক যাহাতে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ না করে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। অন্ততঃ পরিবেশন-কার্য্য মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যাগণ দ্বারা যাহাতে নির্ব্বাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রাচীনকালে বড় বড় রাজার বাড়ীতেও স্ত্রী প্রভৃতি নিকট আত্মীয়াগণ পরিবেশন করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (ঝ)

ধূমপান মদ্যপান প্রভৃতি জনিত বিষময় ফলের সূক্ষ্মতত্ত্ব—

ধূমপান ও মদ্যপান উভয়েই সাত্ত্বিক উন্নতির হন্তারক। উহারা যে শারীরিক ব্যাধির উৎপত্তিরও হেতু, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। সর্ব্বপ্রকার তামাক-জাতীয় দ্রব্য এই কারণে বর্জনীয়। কিন্তু চুরুট, সিগারেট, বিড়ি. জরদা, দোক্তা, সূর্ত্তি, জিন্‌তান্ আজকাল সমাজে সমাদৃত। ইহার সঙ্গে মৃতদেহ-ভক্ষণ ও মদ্য-পান একত্রে সংঘটিত হইয়া কামদেহের যে পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে, সূক্ষ্মলোকে সেই দেহ ক্ষয় করিতে বহু সময় কষ্টে অতিবাহিত হইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ভদ্রমহিলাগণ মাংসের দোকানে যাইয়া মাংস কিনিয়া তদানুসঙ্গিক মদ ও তামাক-জাতীয় দ্রব্য ক্রয় করেন। ঐ সকল স্থানে সূক্ষ্মজগতের যে সকল ভয়াবহ সূক্ষ্মদেহধারী জীব দলে দলে বিচরণ করে, তাহাদের বর্ণনা পাঠ করিলে, কোন মহিলা ঐ স্থানের নিকটে যাইতে সাহস করিতেন না। (ঞ)

(ঝ) ভুক্তানন্তু নবং নিম্বং পরিবেবিষতী মধৌ। নৈষধ ২০।৯০
স্মর-শার্করমাস্বাদ্য ত্বয়া রাদ্ধমিতি স্তুবন্। নৈষধ ২০।৯১
পতত্যাবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা। বল্লাল চরিত

(ঞ) Hidden Side of Things—p. 363

পোষাক প্রভৃতির সূক্ষ্মতত্ত্ব—

সভ্যজগতের পোষাক এবং রীতিনীতির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উটের লোমের মাথার ব্রাস, শূকর বা ঘোড়ার লোমের টুথ্‌ব্রাস, বিভারের (Beaver) লোমের মাফ্‌লার, ভেড়ার লোমের জামা, পাইথনের (অজগর সর্প) চামড়ার সখের জুতা, কুমীরের চামড়ার স্যুটকেশ, সাময়ের (chamois) চামড়ার দস্তানা, হাতীর দাঁতের চিরুণী আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য। আবার অঙ্গে ব্যবহৃত জামা প্রভৃতির ধূসরবর্ণই রুচিসঙ্গত কারণ, উহাতে ধূলা ময়লা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আমরা ভুলিয়া যাই যে, অঙ্গে ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য ছাপ পড়ে, আর আমরা কতকগুলি ভীষণ হিংস্র ও কতকগুলি নিরীহ নির্ব্বোধ প্রাণীর শরীরের অংশ সর্ব্বদা ব্যবহার করি। উদ্ভিজ্জাত পদার্থ হইতে নির্ম্মিত দ্রব্যাদি পোষাকরূপে ব্যবহার করিলে এবং ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আসবাবরূপে ব্যবহার করিলে, এই সকল দোষ থাকে না। পাঠক হয়ত মনে করিতেছেন যে, লেখক কি সমুদায় লোককে মহাত্মশ্রেণীতে পরিণত করিতে চান? তদুত্তরে বলা চলে যে, পরিণত না হউন, পরিণত হইতে চেষ্টা করিতে হানি কি? এই সকল পদার্থের অনেকগুলি কি ত্যাগ করা যায় না? তূলা, রেশম, সাটিন্ কি দুষ্প্রাপ্য? পোষাকের জন্য ইহা ব্যবহার করা কঠিন নহে।

শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত ব্যায়ামও কামদেহের উন্নতি সাধনে একান্ত প্রয়োজন। এখানে উন্নতি অর্থে সুদৃঢ় করা নহে। কামদেহকে অধিকতর তরল ও ক্ষণ-ভঙ্গুর করাই উন্নতির লক্ষ্য। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির মনে কুচিন্তা স্থান পায় না, সুতরাং কামদেহ পুষ্ট হয় না। শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও কামদেহের তরলতা ও স্বচ্ছতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

পুস্তক-পাঠের ফল বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব—

পুস্তকপাঠেরও একটী গুপ্ত রহস্য আছে, তাহা উপেক্ষা করা চলে না। বর্ত্তমান রুচি অনুসারে অনেক উচ্চশ্রেণীস্থ, এমন কি নোবেল-প্রাইজপ্রাপ্ত লেখক, সাহিত্যে যে পঙ্কিল পূতিগন্ধময় সলিলধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার নৈতিক ফল বিচার না করিলেও উহা দ্বারা মানুষের, বিশেষতঃ তরুণ-তরুণীগণের কামদেহ যে সুদৃঢ় ও কামনা-তুষ্ট হইতেছে, এই জীবনেই তাহার ফল দৈনিক সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পুস্তক বাঙ্গালা ও ইংরাজী-সাহিত্যে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তরুণ-সঙ্ঘ দেশের গৌরব, ভাবী আশাস্থল। এই সকল বিকাশোন্মুখ গোলাপ-কলিকা কি নর্দ্দমার রস পান করিয়া প্রস্ফুটিত

হইবে? অন্য পুস্তকের প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেও নভেলের মধ্যেও বিশুদ্ধ প্রেম-রসাত্মক পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের আদর নাই। Channings Mrs. Haliburton's Troubles, Roland York, Jane Eyre প্রভৃতি পারিবারিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে Tales of Two Cities প্রভৃতি এবং অলোকপন্থী উপন্যাসের মধ্যে Haggard প্রভৃতির মনীষিগণের পুস্তকের উচ্চ স্থান লাভ করা উচিত। কিন্তু তাহা সচরাচর ঘটে না। বাঙ্গালা-সাহিত্যও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। বাঙ্গালাদেশেও প্রখ্যাতনামা লেখকগণ যেরূপ গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল ভাষা কলুষিত হইতেছে তাহা নহে, সমাজের নৈতিক আদর্শও পাতালে প্রবেশ করিতেছে। চতুরাশ্রম-বিধি অমান্য করার ফল হাতে হাতে ফলিতেছে। কাল্পনিক অপরাধে সক্রেটিশকে বিষপান করান হইয়াছিল। কিন্তু সময় পরিবর্ত্তনশীল। কবি বড় দুঃখেই Locksley Hall, Sixty Years After লিখিয়াছেন। (ট) খ্যাতনামা লেখকগণের প্রতিভা অন্যভাবে প্রকাশিত হইলে জগতের উপকার হইত। Ovid এর যুগ চলিয়া যায় নাই, তাই কবির আক্ষেপ। পবিত্র প্রেমের কাহিনী পাঠ করিলে কুচিন্তা বলবতী হয় না, সুতরাং ঐ প্রকার পুস্তক পাঠ করায় কোন হানি নাই, বরং মন উন্নত হয়। উত্তম কাব্য,ইতিহাস,বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মনকে উন্নত করিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কেবল উপন্যাসপাঠই জীবনের অবলম্বন হওয়া উচিত নহে। কুৎসিতগ্রন্থপাঠে কুচিন্তা মনে উদিত হইয়া কামদেহকে এরূপ সুদৃঢ় করে, যে, তাহা ভেদ করিয়া কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা ধর্ম্মভাব, মানস-দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার শোচনীয় পরিণাম অনুমান করা কঠিন নহে। কামনা ক্ষয় করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে, এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। (ট) কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিক্ দিয়া বিচার করিলেও এই

(ট) Authors—essayist, athiest, novelist, realist, rhymester, play your part,
Paint the mortal shame of nature with the living hues of art.
Rip your brothers' vices open, strip your own foul passions bare,
Down with Reticence, down with Reverence, forward, naked, let them stare.
Feed the budding rose of boyhood with the drainage of your sewer"

(ট) And may there be no moaning of the bar,
When I put out to sea. Crossing of the Bar

সকল শিল্প সম্মানলাভের যোগ্য নহে। আদর্শ ও বাস্তবের সম্মিলনে সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয়। Plato হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত খ্যাতনামা মনীষিগণের ইহাই মত। (ঠ)

সুচিন্তার ফল বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব—

কুচিন্তা যেমন উন্নতির পথে অন্তরায়, তেমনি সুচিন্তা উন্নতির সোপান। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কোন পবিত্র বিষয়ে মন স্থির করিয়া সাংসারিক বিষয় একেবারে পরিহার করিয়া সেই চিন্তা করিতে হইবে। কেহ বা গুরুদেবের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, কেহও বা কোন দেব-দেবীর ধ্যান করেন, কেহ বা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন। যিনি যাহাই করুন না কেন, চিত্তের একাগ্রতালাভই ইহার উদ্দেশ্য। নিয়মিতরূপে এই প্রকার কার্য্য করিলে, অনেক উন্নতি লাভ করা যায়। অভ্যাসকারী বুঝিতে না পারিলেও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেখিতে পান যে, তাঁহার মানসদেহ ও কামদেহ, বিশৃঙ্খলা হইতে ক্রমশঃ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইতেছে এবং ভূলোক এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই প্রকার কার্য্যে নিয়মিতরূপে চিত্তনিবেশ করিলে, সুফল লাভ করা যায়। যোগমার্গে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা অন্তরে জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া থাকেন। (ড)

কামদেহের উপর বহির্জগতের প্রভাব—

বাহিরের বস্তুও আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঘর-বাড়ী, খাট-বিছানা, রাস্তা, প্রতিবেশী, ঘরের আসবাবপত্র সকলেরই ভালমন্দ সংঘটন করিবার শক্তি আছে। কুৎসিতপল্লীস্থ গৃহ, বাসের অযোগ্য। ভাড়া বাড়ীতে পূর্ব্বে যে সকল অধিবাসী ছিল, গৃহের ভিতর তাহাদের কৃত কার্য্যের ছাপ রহিয়াছে। কে কি প্রকৃতির লোক ছিল, খাট-বিছানা কে কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা জানা সম্ভবপর নহে, সুতরাং পরের বাড়ীতে পরের বিছানায় শোওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। বাজার হইতে পুরাতন আসবাবপত্র ক্রয় করাও এই কারণে যুক্তিবিরুদ্ধ। দুই বাড়ীর মধ্যে একটী সাধারণ দেওয়াল থাকাও এই কারণে আপত্তিজনক। আমরা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছি না। বিজ্ঞান-সম্মত পরিশোধন-প্রণালী সে ময়লা বা গ্লানি দূর করিতে পারে না।

(ঠ) "See The True, The Beautiful, The Good. Victor Cousin.

(ড) শ্বেতাশ্বর উপনিষদ্ ১।৫১

যে ছাপ, জড়্ বিজ্ঞানের অধিকারের বহির্ভূত, তাহা হইতে যে বিপদ আসিতে পারে, তাহারই কথা বলা হইতেছে। এসকল বিষয়ের দৃষ্টান্ত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া এখানে লিখিত হইল না, কিন্তু মনে ধারণা করা কঠিন নহে।

বর্ত্তমান যুগের ধর্ম অনুসারে ঘরের দেওয়ালে যে সকল ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আপত্তিজনক। মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য, পবিত্র প্রেমের অভিব্যঞ্জক চিত্র, দেব-দেবী, সিদ্ধপুরুষগণের চিত্র, কিম্বা রাজ্যাভিষেকের শোভাযাত্রা প্রভৃতির চিত্রই ঘরে রাখিবার উপযুক্ত। যাহাতে মনে উচ্চবৃত্তির বিকাশ হয়, এরূপ চিত্রই প্রশংসার যোগ্য।

রুদ্রাক্ষ ও তুলসীমালা বা ইষ্টকবচও প্রবল চুম্বক-শক্তির আধার। উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা শক্তিপূর্ণ করিতে পারিলে, উহা দ্বারা অনেক বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

পুরাতন অলঙ্কার ক্রয় করা বিপজ্জনক। সমুদায় দ্রব্য অপেক্ষা স্বর্ণ, রৌপ্য ও পাথর, রত্ন প্রভৃতি অধিক শক্তির আধার-রূপে কার্য্যকারী হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বামিনীর চরিত্রের ছাপ, অনেক সময় ভীষণ পাপের কলুষিত শক্তি উহার মধ্যে নিহিত থাকে। অনেক বিখ্যাত রত্নের সহিত নরহত্যা, ইন্দ্রিয়-লালসা জড়িত থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত পাপের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক শোধন-প্রণালীতে উহাদের দোষ দূর হয় না।

প্রিয়জনের উপহার রক্ষা-কবচের কাজ করে—

প্রিয়জন-দত্ত উপহার অনেক সময় রক্ষাকবচের কাজ করে। পত্নী কর্ত্তৃক প্রস্তুত পোষাক কিম্বা মাতৃদত্ত ঘড়ী প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া কুকার্য্য করা কিম্বা মনে কুপ্রবৃত্তি পোষণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। অনেকে এই প্রকারে জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, এরূপ জানা গিয়াছে। এই শ্রেণীর উপহার যদি মণি-রত্ন-জাতীয় হয়, তবে তাহাতে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। রত্নরাজি প্রবল চুম্বক-শক্তির আধার। গ্রহগণের উপর তাহাদের প্রভাব আছে। ঐসকল দ্রব্য অঙ্গে ধারণ করিলে, গ্রহ-প্রকোপ শান্ত হয়। উপযুক্তরূপে শক্তিপূর্ণ হইলে উহারা সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করে।

(ঢ) History of Crimes কিম্বা Notable Trial Series দ্রষ্টব্য।

(ণ) তন্ত্র এবং গ্রহযামল প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কুচিন্তা আত্মোন্নতির অন্তরায়—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের চিন্তা ও ভাবের দ্বারা মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়। যে বিষয়ের চিন্তা বা ভাব মনে উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের উপকরণ লইয়া ঐ সকল মূর্ত্তি গঠিত হয়। চিন্তা যদি পরের উদ্দেশে ধাবিত হয়, তবে ঐ সকল মূর্ত্তিও সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত মিশিয়া যায়। আত্মচিন্তা দ্বারা ঐ সকল চিন্তামূর্ত্তি নিজের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ রচনা করে। যেখানে বসিয়া, যে ঘরে থাকিয়া, পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা যায়, সেই আসন, সেই ঘরের দেওয়াল ঐ সকল চিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। পূজার ঘরে আসনে বসিলে মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। বাগানবাড়ীর কুচিত্র-শোভিত প্রকোষ্ঠগুলির প্রভাব উল্লেখ-যোগ্য নহে কি? অনেকের বাড়ীতেও এমন স্থান ও শয্যাসন আছে, যেখানে বসিলে মনের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। বিখ্যাত বত্রিশসিংহাসনের গল্প বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত। আত্মরক্ষার্থে আমরা নিজের চিন্তা ও হৃদয়ের ভাব সংযত করিতে চেষ্টা করিব। অনেক সময় অপরের চিন্তা ও ভাব দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই। কিন্তু সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া, যাহাতে আমাদের নিজের চিন্তাকে সুপথে চালিত করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একই দিকে চিন্তা পুনঃ পুনঃ ধাবিত হইতে থাকিলে, মনে সংস্কার জন্মিয়া থাকে। অনেক সময় কুচিন্তার ফল কুসংস্কারে পরিণত হইয়া আত্মোন্নতির অন্তরায় হয়।

যৌন সম্বন্ধের গূঢ় রহস্য—

যৌন সম্বন্ধের মধ্যেও অনেক গূঢ় রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টিমাত্রই কখনও যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় সঞ্চার হইতে দেখা যায়। মন পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে। (ত) কিন্তু সাধারণতঃ পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয়-সূত্রে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। যদি দুই একবার দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার পর আর দেখা না হইত, তাহা হইলে কিছু দিন পরে পরস্পরের মন হইতে উভয়ের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সর্ব্বদা সংসর্গের ফলে পরস্পরের মন, ক্রমশঃ পরস্পরের চিন্তাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে ক্রমে প্রেমের উদয় হয়। সমাজের প্রথা, নীতির বন্ধন, ভবিষ্যতের কল্যাণ-কামনা কিছুই এই শক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না। তবে যদি উভয়ের চিন্তাধারা একই পথে প্রবাহিত না হয় এবং কাহারও চিন্তা

(ত) মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্।

বিপরীতপথগামিনী হয়, তবে সেখানে যৌন-প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত না হইলেও প্রগাঢ় ভালবাসার উদ্ভব হইতে পারে। বয়সের ব্যবধান বা বয়সের অপরিণতি এই প্রবাহ রোধ করিতে পারে না। (থ) প্রেম যেখানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, সেখানে সহস্র তুল্যগুণবিশিষ্ট নরনারী বর্ত্তমান থাকিলেও প্রণয়িযুগল পরস্পরকে চিন্তাশক্তির সাহায্যে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া আনন্দ বোধ করে। (*x*) ইহাকে সাধারণ লোকে প্রেমের ধাঁধা মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহা প্রকৃত সত্যস্বরূপের উপলব্ধি। তাঁহাদের দেখার বা বিচারশক্তির ত্রুটি ইহাতে নাই। প্রেম মানসদৃষ্টিতে দেখে, চক্ষু দ্বারা দেখে না। (দ) মানসদৃষ্টিতে পরস্পরের অন্তরস্থ ভগবানের সৌন্দর্য্য ও গুণ তাঁহারা দেখিতে পান। যিনি সকল গুণ ও সৌন্দর্য্যের আধার, তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাইলে, তাহাতে আর কিসের অভাব ত্রুটি অনুভূত হয়? বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীকে বলিতেছেন "নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি"—পতির কামের জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হন না, পরন্তু আত্ম প্রীতির জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। অন্য লোকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখে সেজন্য প্রণয়ী যুগলের মধ্যে হয়ত অনেক অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি অনুভব করে, এবং প্রণয়ী যুগলের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হয়। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দেখার কোন ভুল হয় না। তাহারা অন্তরের মানুষটীকে দেখে এবং তাহাতে কোন বিষয়ের অভাব বা অসম্পূর্ণতা বা দৈন্য নাই বলিয়া তাহারা আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই সম্বন্ধ-স্থাপন কোন সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে, আ

(থ) Dante ও Beatrice এর সম্বন্ধ ও বাল্যজীবন আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ৯।১০ বৎসর বয়স্কা বালিকার উপর ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকের যে মনোভাব জন্মিয়াছিল তাহা হইতে জগৎ লাভ করিয়াছে Divine Comedy

(*x*) কবির অনুভূতি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন :

* * "নিত্য মোরে আছে ঢাকি'
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে ?
তব স্পর্শ, তব প্রেম রেখেছি যতনে
তব সুধাকণ্ঠবাণী—তোমার চুম্বন
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্বদেহমন
পূর্ণ করি, * *

(দ) Love sees, not with the eyes but with the mind.
Therefore the Cupid is painted blind—

Mid Summer Night's Dream

কোন সমাজে বিবাহের পরে সংঘটিত হয় এবং জন্মান্তরীণ সম্বন্ধের সংস্কার মনকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের মধ্যে মধুর ভাবের উন্মেষ সৃষ্টি করে। তখন সমুদায় জগৎ তাহাদের চক্ষে মধুময় হইয়া উঠে। পরস্পরের প্রতি স্ব স্ব ভাব স্থির রাখিবার প্রয়াসের দ্বারা তাহারা উন্নত হইতে চেষ্টা করে এবং অনেক সময় তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়। (ধ)

পরাবিদ্যানুশীলন ও বিবাহ—

পরাবিদ্যার অনুশীলনকারী বিবাহ করিবেন কি না? এই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, পরাবিদ্যার দশটী বিভাগ আছে, তন্মধ্যে গুপ্ততত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধান একটী বিভাগ। (ন) ইহা দ্বারা দিব্যদৃষ্টি প্রভৃতি বিভূতি লাভ করা যায়। বিবাহ করিলে ঐ সকল বিভূতি ও যোগশক্তি অর্জ্জন করা কঠিন হইয়া পড়ে। মুনি ঋষিগণ গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতেন; সমাবর্ত্তনের পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও সংযতভাবে জীবন যাপন করিতেন। বর্ত্তমান যুগে মানুষের পক্ষে ঐ প্রকার রীতির অনুসরণ করা সহজ নহে। ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিতে না পারিলে বিভূতি লাভ করা সম্ভবপর হয় না। (প) সুতরাং তাহাই যাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাঁহারা বিবাহ করিবেন না এবং চরিত্র সংযত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। কিন্তু পরাবিদ্যার আরও নয়টী বিভাগ আছে। সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করিলে ঐ সকল বিভাগে উন্নতির বাধা হয় না। এই অবস্থায় বিবাহ করা সঙ্গত। সংযতভাবে দাম্পত্য-জীবন যাপন করিলে, কেবল যে পরাবিদ্যা-অর্জ্জনের পথ সুগম হয় তাহা নহে, বরং উচ্চশ্রেণীর জীবের জন্মগ্রহণ করার পথ প্রশস্ত হয়। উপযুক্ত পিতামাতার অভাবে অনেক উন্নত জীব জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। (ফ) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যৌন-প্রবৃত্তির আধার বা কেন্দ্র বর্ত্তমান

(ধ) বিবাহের পরে দেখা যায় অনেকের স্বভাবের বিশেষ উন্নতিসূচক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার কারণ পরস্পরের প্রতি অনুরাগ।

(ন) What Membership means and How Membership helps p. 66-71.

(প) During human life, the greatest impediment in the way of spiritual development and especially to the acquirement of Yoga powers is the activity of our physiological senses, sexual action being closely connected by interaction with the spinal cord and grey matter of the brain; it is useless to give longer explanation.
—Secret Doctrine, vol. II, p. 296

(ফ) Hidden Side of Things, p. 436.

আছে, মানুষের লুপ্ত চক্ষু (শিবনেত্র) pineal gland রূপে পরিণত হইয়া ঐ স্থানে অবস্থিত। দিব্যদৃষ্টি উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, ঐ ক্ষুদ্র নালীবিহীন গ্রন্থির ক্রিয়া বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। যৌন-প্রবৃত্তির চর্চ্চা করিলে এই উদ্দেশ্য সফল হওয়া অসম্ভব হয় এবং অনেক সময় উহার প্রতিবন্ধকতা ঘটে। কি উপায়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা যায়, তাহা পরে লিখিত হইবে। দ্রব্যগুণ দ্বারা কিম্বা বিকারের ঘোরে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইলে কখনও কখনও ঐ শক্তি জাগরিত হইয়া থাকে। (ব)

আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব—

আমোদ-প্রমোদের নামে যে সকল কুৎসিত কাজ করা হয়, তাহাও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। পাখী-শিকার, মাছধরা প্রভৃতি সভ্যতার অঙ্গরূপে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু নিরীহ প্রাণিবধ করিয়া উদর পূরণ বা রসনার তৃপ্তি-সাধন উন্নতির পথে অন্তরায়। অনেক সময় দেবতার উদ্দেশে বলিদান করা হইয়া থাকে, তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে বা জুয়ার আড্ডায় যে সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তাহাতে মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তির উত্তেজনা জন্মে এবং সেই স্থান কলুষিত হয়। মুক্তিকামী ব্যক্তি কিম্বা যিনি আত্মোন্নতি সাধন করিতে চান, তিনি এই সকল স্থানে যেন কখন না যান।

থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে সুরুচি ও সুনীতিপূর্ণ নাটকের অভিনয় দর্শন করা অসঙ্গত না হইলেও, অনেক সময় অভিনেত্রীগণের প্রতি দর্শকবৃন্দের লালসা উদ্দীপ্ত হয় ও ঐ স্থান কলুষিত হয়। উপন্যাসশ্রেণীর মধ্যে যাহাতে কুৎসিত ভাব নাই, এমন পুস্তক পাঠ করিলে, নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়। ঐ সকল পুস্তক নাটকাকারে অভিনীত হইলে কিম্বা উচ্চশ্রেণীর পৌরাণিক নাটক প্রভৃতির অভিনয়ে কোন কুফল প্রসব করে না। যাহাতে দেশাত্মবোধ, নির্ভীকতা, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ নাটকের অভিনয়-দর্শন অমঙ্গলের কারণ নহে।

সমগ্র মানবসমাজ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ—

সমগ্র মানব-সমাজ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। আমি ভাল বা মন্দ হইলে কাহারও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, এরূপ কথা বলা চলে না। আমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাধু-সন্ন্যাসী, মুনি-ঋষিগণ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতেছেন, এই ধারণা অভ্রান্ত

(ব) Ibid p. 439

নহে। তাঁহারা নিজের উন্নতির সঙ্গে বিশ্বের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রগাঢ় চিন্তাশক্তির প্রভাবে জনসাধারণ উপকৃত হইতেছে, কিন্তু তবুও সংসারে এত দুঃখ কেন?

সুখ ও দুঃখ মনের অবস্থা মাত্র—

সুখ ও দুঃখ মনের অবস্থা মাত্র। ভগবান্ মানুষকে সুখী করিতে চান। মানুষ তাঁহার ব্যবস্থা বুঝিতে না পারিয়া দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেই দুঃখ অনুভব করে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, দুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ চিরশান্তি-লাভের অধিকারী হয়। ভগবান দয়ালু, ন্যায়পর এবং প্রেমের আধার। সুতরাং যাহা দুঃখ বলিয়া অনুভব করিতেছি, তাহা আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল এবং তাহার উদ্দেশ্য মঙ্গল-সাধন। কামনাই দুঃখের প্রধান কারণ। 'আমি ধনী হইব, সুখী হইব, যশস্বী হইব' এইরূপ কামনা হইতে দুঃখ জন্মে। যখন দেখিতে পাই, নিজের আর্থিক উন্নতি হইল না, অন্য এক জনের প্রচুর অর্থাগম হইল, তখন হয়ত ঈর্ষা জন্মে। প্রিয়-বিচ্ছেদে গভীর দুঃখ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্বর চির-দিনের জন্য নিস্তব্ধ হইয়াছে, যে স্নেহার্দ্র-শীতল কর-স্পর্শ আর অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহার অভাবই দুঃখের একটী প্রধান কারণ, ইহাও কামনামূলক। কামদেহের আর ক্ষুধা-পূরণ হইবে না, সেজন্য কামদেহের তীব্র স্পন্দনই এই শোকের হেতু। ইহাকে ভ্রান্তিমূলকও বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালে লোকে অনিশ্চিত ধারণার বশীভূত হইয়া কোন কুয়াসাচ্ছন্ন প্রেতলোকে, কোন সুদূর ভবিষ্যতে, কোন অকল্পনীয়, অভাবনীয় অবস্থার মধ্যে দৃষ্টির অন্তরালগত প্রিয়-জনের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় সন্দিগ্ধ-চিত্তে জীবন যাপন করিত, এখন বিজ্ঞানা-লোকে এই অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। মৃত্যু এখন আর রহস্যময় ব্যাপার নহে—একঘর হইতে অন্যঘরে যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রিয়জনকে আমরা হারাই নাই। দেহটী দেখিতেছি না মাত্র। আর কোন অংশ নষ্ট হয় নাই। কিন্তু দেহটীত মানুষ নহে, উহা একটী পোষাক মাত্র। মৃত্যু এই পোষাকটী নষ্ট করে এবং মানুষকে উজ্জ্বলতর, মহিমময় লোকে লইয়া যায়। এই বিংশ শতাব্দীতে এই বৈজ্ঞানিক সত্য যিনি অবগত নহেন, তিনি নিজে এই ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। তজ্জন্য অপর কেহ দোষী নহে।

সুখ-লাভের উপায়—

জগতের সকল ব্যাপার যখন মঙ্গলের জন্যই ঘটে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভ-ক্ষতির ব্যাপার লইয়া আমরা অশান্তি ভোগ করিব কেন? আর মৃত্যু যখন মঙ্গলের

দ্বার-স্বরূপ, তখন তাহার জন্য ভীত হইব কেন? আমাদের যত কিছু অশান্তি, যত দুঃখ, যত ভয়, সকলেরই মূল কারণ অবিদ্যা, অজ্ঞান, কামনা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ও বিয়োগ সর্ব্ব দুঃখের মূল।* কিন্তু ইহার জন্য দোষ আমাদের, অপরের নহে। আমাদের শত্রু-মিত্র আমরা নিজেরাই। (ভ) ইচ্ছা করিলেই আমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারি, অভ্যাসদ্বারা উহা স্বভাবে পরিণত করিতে পারি। কামনা দগ্ধ করিয়া, সর্ব্বতঃপ্রসারী ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া, সুখ লাভ করিতে পারি। পার্থিব বিষয়ে অনাসক্ত হইলে দুঃখ থাকিতে পারে না। প্রিয়জনের দেহটা আমরা চিন্তা করি, উহাতে আসক্ত হই, কিন্তু উহা যে ক্ষণভঙ্গুর তাহা মনে করিনা। অন্তরের মানুষটী কল্পান্তস্থায়ী, সুতরাং প্রকৃত মানুষটী কখনই নষ্ট হইতে পারেনা। স্নেহ, মমতা, স্মৃতি, বুদ্ধি, দোষগুণ সম্বন্ধে যে মানুষটীকে মৃত্যুর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মৃত্যুর পরেও তাহার ব্যত্যয় হয় না। পরলোকে আমরা সেই ভাবেই তাহাকে দেখি; সুতরাং স্বরূপ বুঝিলে দুঃখের কারণ থাকে না।

কামনা জয় করিলে বিশ্ব জয় করা যায়—

কাল্পনিক অভাব সৃষ্টি করা দুঃখের অন্যতম কারণ। স্বাচ্ছন্দ্যই যথেষ্ট, কিন্তু সুখেও আমরা সন্তুষ্ট হইনা। চাই বিলাসিতা। সুতরাং শান্তি-লাভ দুর্লভ হইয়া উঠে। আয়বৃদ্ধি করা অপেক্ষা অভাব খর্ব্ব করা সহজ। কামনা জয় করিতে পারিলে, সমুদায় জগৎ জয় করা যায়। (ম)

চিন্তাশক্তির প্রভাব—

চিন্তাশক্তির প্রভাব যোগশাস্ত্রে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। (য) চিত্তের একতানতা না ঘটিলেও একাগ্রচিত্তে কোন বিষয়ে চিন্তা করিলে তাহার ফল কামলোকে ও মানসলোকেও কার্য্যকারী হয়। মনের বৃত্তি—চিন্তা করা, উহাদ্বারা কামনার উদ্রেক হয়, কামনার স্পন্দন দ্বারা কাম ও মানসদেহে স্পন্দন উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক চিন্তা কিম্বা নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব মনে উদিত হইলে,

* যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। গীতা ৫।২২

(ভ) আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। গীতা ৬।৫

(ম) "Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by zero will give infinity. Make thy claim of wages zero, then thou hast the world under thy feet. It is only with renunciation that life, properly speaking, can be said to begin."

—Sartor Resartus P. 173

C/ also ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।—কৈবল্যোপনিষদ্।

(য) পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদ দ্রষ্টব্য।

তাহাদ্বারা কারণ-দেহও পুষ্টিলাভ করে। কামনা যদি স্বার্থযুক্ত হয়, তবে উহা উন্নত-স্তরে যাইতে পারে না। উহাদ্বারা কামদেহের পুষ্টি হয় মাত্র। সাধারণতঃ চিন্তা দ্বারা আমরা জড়দেহধারী জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারি না, কিন্তু কামলোক-বাসী ও মানসলোকবাসী জীবের উপর যে ঐকান্তিক চিন্তার প্রভাব নাই, ইহা কল্পনা করা যায় না। দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিলে, পরলোকগত জীবের সন্তোষ বিধান করা যাইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অভ্যাসবলে এই শক্তি এরূপ প্রবলতা লাভ করিতে পারে যে, জীবিত ও মৃত সকল লোকের উপরই উহা কার্য্যকরী হয়। সুতরাং শোকার্ত্ত ব্যক্তির উদ্দেশে শান্তির প্রার্থনা কিম্বা পরলোকগত আত্মীয়ের কল্যাণ কামনার জন্য উপাসনা কখনও ব্যর্থ হয় না।

লোকশিক্ষা মহৎ কার্য্য—

স্বকৃতকার্য্যের দ্বারা আমরা অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারি। অনেকস্থলে ইহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। সাধারণের কাজের জন্য অনেক ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে, অনেক ব্যক্তিকে এই কার্য্যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়া প্রশংসাভাজন হইতে দেখা যায়। স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের উপকার করা মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়, এরূপ কার্য্য আরও মহৎ। যিনি লেখনী বা মৌখিক আলোচনা দ্বারা এই কার্য্য করিতে পারেন, তিনি অন্য কাজ ত্যাগ করিয়া এই বিষয়ে মনোযোগ দিলেই ভাল হয়। দানের মধ্যে পরাবিদ্যার প্রচার বা এই জ্ঞানের বিস্তার প্রকৃষ্ট দান। নিঃস্বার্থভাবে এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক আচার ব্যবহার দ্বারা শরীর ও মন পবিত্র করিয়া এই বিষয়ে ব্রতী হইতে হয়। ছোট বড় সকল কার্য্য সুন্দরভাবে করিবার অভ্যাসও আয়ত্ত করা উচিত। এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, এক-খানি চিঠি লিখিতে হইলেও তাহা অস্পষ্টভাবে লিখিয়া অন্যের কষ্টের কারণ হওয়া নীতিবিরুদ্ধ। 'মনঃপূতং সমাচরেৎ' ইহা অতি সত্যবাণী। (র)

সূক্ষ্মজগতের সহিত ভাবের আদান-প্রদান—

জাগ্রত অবস্থায় আমরা যত লোকের সঙ্গে আলাপ-ব্যবহার করি, নিদ্রিত অবস্থায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে পারি এবং অনেক অধিক বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি। সূক্ষ্মদেহে আমরা কেবল

(র) Hidden Side of Things, P. 497

জীবিত নহে, পরন্তু বহু পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিয়া সুখ-দুঃখের কথাও বলিতে পারি। অনেক ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে পারি। আমরা এই প্রকারে অনেক সময় উপদেশ লাভও করিতে পারি। জানা যায়, অনেক চিকিৎসক এই অবস্থায় রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে সূক্ষ্মশরীরে বিচরণকালীন কৃত কার্য্য প্রভৃতি মনে থাকে না। কিন্তু চেষ্টা করিলে, এই অভাব পূরণ করা যায়। অনেক সময় ঐ সকল বিষয় মনে করিয়া রাখা যায়। (ল) আমরা সর্ব্বদাই সূক্ষ্মদেহধারী জীবিত ও মৃত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকি। চেষ্টা করিলে আমরা তাহাদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারি।

পরাবিদ্যা সমিতির প্রভাব—

পরাবিদ্যা-সমিতি সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। যে সমাজের মধ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, অজ্ঞাতসারে তাহার মধ্যে কল্যাণস্রোত প্রবাহিত হয়। চিন্তার শক্তি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় প্রভূত মঙ্গলের কারণ হয়, ঐশ্বরিক জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া সকলকে পরিবেষ্টন করে। সমিতির সমবেত চিন্তার ফলে এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। দিব্যদৃষ্টি থাকিলে বর্ণের বিচিত্র আভা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য মহামঙ্গলের নিদান-স্বরূপ ঐ বর্ণচ্ছটা নিকটবর্ত্তী স্থানকে প্লাবিত করিয়া ফেলে।

পিতামাতার কর্ত্তব্য—

সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানমতে ষোড়শ বর্ষ বয়সের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশ ঘটিয়া থাকে। জ্ঞান-বিকাশের সময় সমুদায় পার্থিব জীবন। বালকগণের স্থূলদেহের সহিত কামদেহ ও মানসদেহ পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। পিতামাতার কর্ত্তব্য উপযুক্ত খাদ্যদ্বারা ঐ সকল দেহের উপযুক্ত পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা করা। পবিত্র ভাব ও উচ্চ মনোবৃত্তির উপকরণ দ্বারা শিশুর ভবিষ্যৎজীবন গঠন করা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য।

দিব্যদৃষ্টি লাভের উপায়—

দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা কিপ্রকারে লাভ করা যায় এবং ইহাতে লাভের বা ক্ষতির কারণ উৎপন্ন হয় কিনা, এই প্রকার প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে। পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতিপাদে এই সম্বন্ধে

(ল) Hidden Side of Things, P. 418
লেখকের জীবনে এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে।

অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। যৌগিক বিভূতিসমূহের মধ্যে দিব্যদৃষ্টি একটী বিষয় মাত্র। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ এবং একতানতা ধ্যান; অভ্যাসদ্বারা ইহা অর্জ্জন করিতে হয়। চেষ্টা করিলে সমুদায় যোগৈশ্বর্য্য লাভ করা যায়, কিন্তু প্রকৃত শান্তিলাভই জীবনের প্রধান লক্ষ্য; বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। অন্যান্য বিভূতির বিষয় আলোচনা না করিয়া আমরা কেবল দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভূবাদিলোক এই পৃথিবীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিলেও ঐ সকল লোক সম্বন্ধে মানুষের সাধারণতঃ কোন জ্ঞান নাই। ইহা যে অসম্ভব নহে, একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আমরা বুঝিতে পারি। বায়ুমণ্ডল, জল ও জল-নিমগ্নস্থ পৃথিবী এই জগতেরই অংশ এবং কতকটা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। ব্যোমচারী পক্ষিগণ ও জলবিহারী জন্তুগণ এবং সমুদ্র বা হ্রদের তলদেশস্থ মৃত্তিকা-বাসী কীটগণ কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। কেহ কাহারও অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত নহে। মানুষ কিন্তু সকল বিভাগের পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম। সেইরূপ সাধারণ মানুষ সূক্ষ্ম কিম্বা অন্য জগৎগুলির কোন সংবাদ রাখে না। কিন্তু যদি কেহ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন, তবে তিনি ঐ সকল জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন। সাধারণ মানুষের ক্ষমতার অতীত বলিয়া তাহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করা চলে না। পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে আলোক ও শব্দের তরঙ্গ অনুভব করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। সাধারণ মানুষের ক্ষমতার অতীত হইলে, ঐ তরঙ্গ তাহারা অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং অলৌকিক জগতের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিবার শক্তি জাগরিত করাই দিব্যদৃষ্টি লাভের লক্ষ্য। এই দৃষ্টিরও প্রকারভেদ আছে। যাহা দ্বারা কেবল সূক্ষ্মাদি জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা এবং তত্তৎজগদ্বাসী জীবগণের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করার সামর্থ্য সম্ভব হয় তাহাই সাধারণ দিব্যদৃষ্টি। ইহা দ্বারা দূরের দ্রব্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিম্বা অতীত ও অনাগত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা যায় না। এই দুইটী ব্যাপারের জন্য ঐ দৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই শক্তি নিহিত আছে। চর্চ্চাদ্বারা ঐ শক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে এই অলৌকিক বিভূতি আবির্ভূত হয়।

স্থূলদেহকে অভিভূত করিতে পারিলেই সূক্ষ্মদেহ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করিতে পারে। নিদ্রিত থাকার সময় প্রত্যহই এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। ক্লোরো-ফর্মের বা ভাঙ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের সাহায্যে সূক্ষ্ম দেহকে শরীর হইতে বিমুক্ত করা

যায়। যদি কেহ দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা সূক্ষ্মদেহাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণকে জাগরিত করিতে চেষ্টা করেন, তবে তিনি ঐ অবস্থায় যাহা কিছু করেন বা দেখেন, তাহার কতক অংশ, প্রকৃতিস্থ হইলেও তাহার মনে থাকে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা ইহা স্বভাবে পরিণত হয়। অনেক ঔষধের ধোঁয়া আঘ্রাণ করিলে এই প্রকার শক্তি উৎপন্ন হয়। (ব) অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। উন্মত্ত ভাবে নৃত্য করার ফলে মস্তকঘূর্ণনে অজ্ঞানতা প্রাপ্তি হইলেও এই প্রকার শক্তির উন্মেষ হয়। ভক্তের 'দশা প্রাপ্ত হওয়া' ব্যাপারটী যেখানে অকৃত্রিম, সেখানেও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। নিগ্রোজাতির মধ্যে অনেক দলপতি, এই প্রকার প্রথার অনুসরণ করে। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে এবং ইহার ফলও স্থায়ী হয় না।

কবি টেনিসন্ লিখিয়াছেন যে, নীরবে নিজের নাম বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার এক প্রকার দশার ভাব আসিত, যাহা হইতে তিনি উন্নত জগৎ মানসলোক প্রভৃতি দেখিতে পারিতেন। (শ) ইহা সাধারণ লোকের আচরণীয় নহে।

ভারতবর্ষে প্রাণায়াম-প্রথা প্রসিদ্ধ। শ্বাসের ক্রিয়া নিয়মিত করিয়া চিত্ত স্থির করিতে পারিলে তাহার ফলে এই শক্তি লাভ করা যায়। উপযুক্ত গুরুর নিকট বিশেষভাবে উপদিষ্ট না হইয়া, এই প্রথা অবলম্বন করিলে বিপদ্ সুনিশ্চিত। ইহাতে হয়ত কিছু শক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু শরীর ও মন সাংঘাতিকরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কদাচিৎ কেহ কেহ ইহাতে উপকার পাইতে পারেন, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাই অনেক বেশী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত বলিতেছি যে, আমি এক ব্যক্তিকে এই অভ্যাসের ফলে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইতে দেখিয়াছি এবং এই কার্য্যের ফলে আমি যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহার তুলনা নাই। দুঃখময় সংসারেও ইহার অধিক দুঃখ কল্পনা করা যায় না। সেজন্য আমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, কেহ যেন এই প্রকারে নিজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত না করেন। পরাবিদ্যাও এই পদ্ধতির অনুমোদন করেন না। (ষ) উপনিষদ্ গ্রন্থেও এই প্রকার উপদেশ দেখা যায়। (স)

(ব) Rider Haggard প্রণীত Ivory Child এবং The Other Side of Death, P. 111 দ্রষ্টব্য।

(শ) The Other Side of Death, P. 114.

(ষ) Ibid, Page 115

(স) হিক্কা শ্বাসশ্চ কাশশ্চ শিরঃ কর্ণাদি বেদনম্। ভবন্তি বিবিধা দোষাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ।
—অমৃতবিন্দু উপনিষদ, নারায়ণী ভাষ্য, মন্ত্র সংখ্যা ২১।

এই শক্তিলাভের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে আত্মানুসন্ধান করা উচিত। মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ না করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। হয়ত ইহাতে ক্ষমতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব উন্নত না হওয়ায়, এই নবজাত শক্তি দ্বারা কুকার্য্যের প্রবৃত্তি বলবতী হইতে পারে, এবং তাহা হইতে ভীষণ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। সুতরাং বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে কার্য্য করা উচিত। চরিত্র উন্নত না হইলে এই কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত নহে।

যাঁহারা গণিত-বিজ্ঞানে পারদর্শী তাঁহারা হিণ্টন-প্রণীত পুস্তক (হ) হইতে এই বিষয়ের উপদেশ পাইতে পারেন। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম জগতের বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে, ঐ শক্তির উন্মেষ হয়। সাধারণের জন্য এই পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা যায় না।

চির-প্রচলিত প্রথা ধ্যান। চিত্তের একতানতা, অর্থাৎ এক বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা ধ্যান। ধ্যান ও ধারণা যোগের অঙ্গ। কাহারও পক্ষে ইহা করিতে বাধা নাই। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নির্জ্জনে স্থিরভাবে বসিয়া, অনন্যচিত্ত হইয়া এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। মনে যাহাতে অন্য কোন চিন্তা না আসিতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে। পাঁচ মিনিট সময় এইরূপে অতিবাহিত করা কত কঠিন, অভ্যাস আরম্ভ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই প্রকারে একাগ্রতা অভ্যাস করার পর ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে। কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শের বিষয় কিম্বা যাহাতে কোন উচ্চভাবের বিকাশ হয়, এরূপ বিষয়ের চিন্তা করা আবশ্যক। একাগ্রচিত্তে ইহার অভ্যাস করাই ধ্যান। ধারণা করার জন্য গুরুদেবের মূর্ত্তি কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতির মূর্ত্তি মনে মনে অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে চিত্তাভিনিবেশ করা যাইতে পারে।

কেহ যদি মনে করেন যে, জগতে কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে, আর এই বিষয়টী চেষ্টা করিলেও আয়ত্ত হইবে না, ইহার কারণ কি—তবে তাঁহাকে দোষী করা যায় না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে চেষ্টার মতন চেষ্টা হওয়া চাই। পাঁচ সাত বৎসর নিয়মিতরূপে চেষ্টা করিলে ফল লাভ হইতে পারে। কিন্তু সকল চেষ্টার পূর্ব্বে চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে। প্রিয় কুকার্য্যগুলি ও নিত্যসহচর কুচিন্তা, কুঅভ্যাসগুলি যত্নপূর্ব্বক দূরে রাখিয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে অভিনিবেশ করিতে হইবে। গীতায় যে সকল উপদেশ আছে, তাহাদ্বারা, এই বিষয়ে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করা যায়। (ক্ষ) কিন্তু গুরুর নিকট হইতে বিশেষ

(হ) The Fourth Dimension
(ক্ষ) গীতা ৫।২৭, ৬।১১—৬।১৫

সাহায্য না পাইলে, ঐ সকল আসন প্রাণায়ামাদি ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া নিরাপদ্ নহে। যোগদর্শনে এই সকল বিষয়ের অনেক উপদেশ লিখিত আছে, কিন্তু উপদেষ্টার অভাব।

যোগবিভূতি ও যোগাঙ্গ—

চিত্তে কোন ভাব হইলে তাহার যে অনুরূপ স্থিতিভাব হয় তাহাই সংস্কার। সংস্কার সবীজ ও নির্বীজ দুই প্রকারই হইতে পারে। ক্লেশমূলক সবীজ সংস্কারের নাম কর্ম্মাশয়। কর্ম্মাশয়ের ফল জাতি, আয়ু ও ভোগ। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একত্রে 'সংযম' নামে অভিহিত। সংস্কারে সংযম করিলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয় (ক) এবং ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে অতীত অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়। (খ) ইহা এক প্রকার যোগ-বিভূতি; দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে, এই সকল অলৌকিক বিভূতি জন্মে। 'প্রত্যয়ে' সংযম করিলে পরচিত্ত-জ্ঞান জন্মে। শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়ের পরস্পর অধ্যাসবশতঃ অভিন্ন জ্ঞান হয়। তাহার অর্থভেদ ব্যবস্থায় সংযম করিলে সর্ব্বপ্রাণীর উচ্চারিত শব্দের জ্ঞান হয়। (গ) শরীর রূপে সংযম করিলে যোগীর অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হয়। (ঘ) পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতিপাদে এইরূপ নানাপ্রকার যৌগিক বিভূতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের নিকট এই সকল দুর্ব্বোধ ব্যাপার অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উপনিষদ্, যোগশাস্ত্র ও তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে উহার অতিবিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। (ঙ) দার্শনিক ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য দার্শনিক ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। উহাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে।

ধ্যান, ধারণা, সমাধি, ধর্ম্ম, লক্ষণ, অবস্থা, প্রত্যয় ইত্যাদি শব্দের গভীর অর্থ আছে। ধারণা অর্থে চিত্তের একাগ্রতা। যে অবস্থায় মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা আসিতে না পারে, সেই রূপ তন্ময়তা। ইহা প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে অভ্যাস না করিলে, কোন ফল হইবে না। (চ) তালবৃক্ষ যেমন কালে ফল প্রসব করে,

(ক) সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্। পাতঞ্জল দর্শন ৩।১৮

(খ) পরিণামত্রয় সংযমাদতীতানাগত জ্ঞানম্। ঐ ৩।১৬

(গ) যোগদর্শন ৩।১৭

(ঘ) ঐ ৩।২১

(ঙ) ধ্যানবিন্দু, নাদবিন্দু, অমৃতবিন্দু, তেজোবিন্দু প্রভৃতি উপনিষদে আহার, বিহার, যম নিয়ম, প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পাতঞ্জলদর্শন ব্যবহারিক জগতে কার্য্যকারী করিবার জন্য এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ততঃ ২৫।২৬ খানি ভাষ্য গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

(চ) তাল মাত্রা তথা যোগো ধারণা যোজনস্তথা।
দ্বাদশ মাত্রো যোগস্তু কালতো নিয়তঃ স্মৃত। অমৃতবিন্দু। ১৯।

যোগাভ্যাসও সেইরূপ যথাকালে ফল প্রদান করে। কোন দিন অধিক, কোন দিন অল্প পরিমাণে যোগাভ্যাস করিলে সহস্র যুগেও কোন ফল হয় না। প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে এবং ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে সময় বৃদ্ধি করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হয়। (ছ) যোগের ছয়টী অঙ্গ আছে। প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, তর্ক, সমাধি ও প্রাণায়াম। (জ) শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ও চঞ্চল মন ইহাদিগকে আত্মরূপ-ভাস্করের রশ্মি স্বরূপ চিন্তা করার নাম প্রত্যাহার। (ঝ) সমাধি ধ্যানের চরম উৎকর্ষ। প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মন। (ঞ) ইহা ব্যতীত যম নিয়ম ও আসন ও যোগের বহিরঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বাদশবিধ; সম, শৌচ, জপ, তপঃ, হোম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি নিয়ম একাদশ প্রকার; পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন ও সিদ্ধাসন প্রভৃতি চতুরশীতি প্রকার আসন। রেচক, পূরক ও কুম্ভক-ভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ। নিয়মানুসারে যোগাভ্যাস করিলে তিন মাস হইতে ছয় মাসের মধ্যে কৈবল্যপদ প্রাপ্তি হয়। (ট)

পরচিত্ত-জ্ঞান—

প্রত্যয় শব্দের অর্থ স্বচিত্ত ও পরচিত্ত। সঙ্কল্পবলে নিজের চিত্তকে শূন্যবৎ করিলে তথায় পরচিত্তের যে ভাব আসে, তাহা গ্রহণ করা যায়। ইহা জন্মজ সিদ্ধি হইতে পারে। এরূপ স্বভাবসিদ্ধ পরচিত্তজ্ঞ (Thought-Reader) অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তা ইথরিক্ স্রোতের ন্যায় সাবকাশ স্থানে সহজেই প্রবেশ লাভ করে।

সর্ব্বভূতরুত জ্ঞান বা সকল প্রাণীর কথা বুঝিতে পারা—

ভাবনা-কুশল যোগী যে কোন শব্দ শুনিতে পাইলেই ঐ শব্দমাত্রে সংযম করিয়া তদুচ্চারক বাগ্‌যন্ত্রে নিজের জ্ঞান বা Consciousnessকে লইয়া যান। তথায় উপনীত জ্ঞানশক্তি পৃথক্ ভাবে প্রত্যয়ে সংযম করার ফলে উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্রের প্রযোজক যে মন তাহাতে যাইতে পারে। তদনন্তর অর্থে সংযমের ফলে প্রযোজক মন যে অর্থে ঐ বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে, সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। (ঠ)

(ছ) অমৃতবিন্দু উপনিষৎ নারায়ণী ভাষা টীকা দ্রষ্টব্য। "অন্যথা কল্পপর্য্যন্তং ভূবিবরে ভবতি।"

(জ) অমৃতবিন্দু উপনিষৎ ৬।

(ঝ) ঐ ৫।

(ঞ) অমৃতবিন্দু উপনিষদে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। গুরু-সাহায্য ভিন্ন অভ্যাসনীয় নহে।

(ট) ঐ ২৮।২৯ "ইচ্ছয়াপ্নোতি কৈবল্যং ষষ্ঠে মাসি ন সংশয়ঃ। ঐ ২৯।

(ঠ) পাতঞ্জল দর্শন, ৩।১৭ সূত্রের কাপিলাশ্রমীয় টীকা।

পূর্ব্ব জাতি ও অতীত অনাগত জ্ঞান—

গুণের অতিব্যাপক অর্থে ধর্ম্ম-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিন কালের নাম লক্ষণ। অবস্থা পরিণামত্রয়ের মধ্যে অন্যতম। ধর্ম্ম ও কাল উভয়েই পরিণাম। ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা কোন পদার্থ কালক্রমে অবস্থান্তর বশতঃ কি গুণ লাভ করিবে বা করিয়াছিল তাহা জানা যায়। বর্ত্তমানের সহিত অতীত ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধ থাকায়* বর্ত্তমান কালের গুণ ও অবস্থা হইতে অন্য দুই কালের গুণ ও অবস্থা জানা যায়। এই যুক্তি দ্রব্যাদি ও ঘটনা উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। এইরূপে সংস্কার বা চিত্তের স্থিতিভাবের স্মরণ-জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বজন্মের বিষয় অবগত হওয়া যায়। কারণ-দেহগত সংস্কার চিরস্থায়ী, জ্ঞানশক্তি সেখানে প্রেরণ করিতে পারিলে পূর্ব্বজন্মের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভগবান জৈগীষব্যের সংস্কার সাক্ষাৎকার হইতে দশ মহাসর্গের সমুদায় জন্মপরিণাম ক্রমে জ্ঞানগোচর হইয়া পরে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল। (ড) বর্ত্তমান যুগেও পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ কয়েকটী ব্যক্তির উনপঞ্চাশটী পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। (ঢ) এই সকল ব্যক্তিগণের কেহ কেহ আমাদের সুপরিচিত এবং এখন জীবিত রহিয়াছেন।

যোগবিভূতি লাভ বহু প্রয়াস-সাপেক্ষ—

এই সকল রহস্যময় ব্যাপার সম্বন্ধে কেহ হয়ত মনে করিবেন যে, ছয় মাসের মধ্যে কৈবল্য লাভ এবং অন্তর্দ্ধানশক্তি, পরচিত্তজ্ঞান, পূর্ব্বজাতি-জ্ঞান, অতীত-অনাগত-জ্ঞান, সর্ব্ব প্রাণীর ভাষাজ্ঞান অর্জ্জন করিবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার জন্য অকরণীয় কি আছে? কোন কষ্টই এই শক্তি লাভের জন্য বেশী মনে করা যায় না। মানুষ মেরু প্রদেশ আবিষ্কার করে, আগ্নেয়গিরির গহ্বরে প্রবেশ করে, সমুদ্রের মধ্যে বাস করে, আর নিরামিষ ভোজন করিয়া ছয়মাস ধ্যান ধারণা করা এমন কি কঠিন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, চেষ্টা করিয়া না দেখিলে, ব্যাপারটী ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করা দুষ্কর। পাঁচ মিনিট কাল কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে দেখা যাইবে, তাহার মধ্যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা মনের ভিতর প্রবেশ করে। গণিত ও বিজ্ঞানের আলোচনা কিম্বা প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি কার্য্য যাঁহারা করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে

---

* See Creative Evolution, P. 40.

(ড) ঐ ৩।১৮ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(ঢ) Lives of Alcyone by Leadbeater & Mrs. Besant.
Man, Whence, How and Whither by Leadbeater & Besant.

স্থিরচিত্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা অন্য বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। বহুদিন অভ্যাস না করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। অতঃপর চরিত্র সংশোধন, কুচিন্তা বর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যও সুকঠিন। প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি ব্যাপারেও উপদেষ্টার সাহায্য আবশ্যক। বহুদিন অভ্যাস করিলে তবে যোগমার্গে স্থিতি লাভ করা যায়। সাংসারিক ব্যাপারে যাঁহারা জড়িত, তাঁহাদের পক্ষে এই সকল বিষয় দুরধিগম্য। আবার বিপদেরও আশঙ্কা আছে। সুতরাং আপাততঃ যত সহজ মনে করা যায়, কার্য্যতঃ তত সহজ নহে। যে পথ ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে সুগম, সেই পথে অগ্রসর হইলে, ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করা যায়। ধ্যান, ধারণা, সমাধি এবং চরিত্র সংশোধন ব্যতীত এই বিষয়ে অন্য পথ নাই। অধিকন্তু উপদেষ্টার সাহায্য আবশ্যক।

বিভূতিকামীর কর্ত্তব্য—

যোগবল লাভ করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। চিত্তের প্রসারণ ও চিত্তের আধার দেহের পরিশোধন। নিরামিষ ভোজন, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শুচিতা সম্পাদন, ব্রহ্মচর্য্য পালন, অহিংসা প্রভৃতি কায়িক-তপশ্চরণ বিভূতিকামী ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। দেহ পরিশোধনের ইহাই উপায়। মাংসভোজীর, পুষ্টি সাধন জন্য যেমন ক্রমশঃ অধিক প্রয়াসসাধ্য ব্যায়াম আবশ্যক, মানস-শক্তি লাভের জন্য সেইরূপ ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ আবশ্যক। সেজন্য আধ্যাত্মিক ভাব যাহাতে জাগরিত হয়, এমন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অভ্যাস করা উচিত। ধর্ম্মগ্রন্থে এরূপ ভাবব্যঞ্জক বর্ণনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকার বাক্যের অভাব নাই। "যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন এবং আমাতে ভূতমাত্রকে দেখেন" 'সমস্ত জগৎ আমার এক অংশ দ্বারা ধারণ করিয়া আছি" ইত্যাদি ভাব দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিতে করিতে যোগসিদ্ধি লাভ করা যায়।* কৈবল্য উপনিষদে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরুদ্ধ করিয়া হৃৎকমলের মধ্যস্থলে, বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য, রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, দুঃখাদিদোষ-রহিত, আনন্দ-পূরিত-হৃদয় বিরাট পুরুষকে ধ্যান করিবে।* কঠোপনিষদ আত্মৈকত্ব প্রতিপাদন জন্য পুনঃপুনঃ বলিতেছেন যে, একই অগ্নি যেমন জগতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিভিন্ন দাহ্য পদার্থানুসারে তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক

* গীতা ৬।৩০, ১০।৪১, [illegible]।৪

* কৈবল্য ১।৫

হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুসারে পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইয়াও একই থাকেন।* এই সকল গভীর তত্ত্বের যে কোন একটী স্থিরভাবে ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়তা উপস্থিত হইলে ঐশ্বরিক জ্ঞানের বিকাশ হয়।* তীরস্থ তড়াগাদির সহিত সমুদ্রের সংযোগের ন্যায় তখন সাধকের চিত্ত ভগবানের চিত্তাকাশের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন অতীত, অনাগত, দৃষ্ট, অদৃষ্ট কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে না। ইহাই যোগৈশ্বর্য্য নামে পরিচিত।*

দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। দূরের দ্রব্য দেখিতে পাওয়া এবং দূর হইতে সংবাদ লইয়া আসা, অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান প্রভৃতি বিভূতি ইহার অঙ্গ। সূক্ষ্মদেহে মানুষ এই সকল কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু দূরে যাইয়া পার্থিব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, সূক্ষ্মদেহে দূরে যাইয়া, সেখানে মূর্ত্তি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। (ণ) উপদেষ্টাগণের সাহায্য ব্যতীত এই সকল বিষয়ে অধিকার জন্মে না। উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিলে, মানুষ নিদ্রিত অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়েও সূক্ষ্ম দেহে বিচরণ করিতে পারেন, এবং কেবল সূক্ষ্মজগতে নহে, মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া স্থূল জগতেও অনেক কাজ করিতে পারেন। (ত)

মহাত্ম-সংঘ—

পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন, মানুষকে উন্নতির পথে চালিত করিবার জন্য একটী মহাত্মসংঘ আছেন। যুগে যুগে তাঁহারা জগতের হিতার্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এই যুগেও তাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের কেহ রক্তমাংস-গঠিত স্থূল-দেহধারী ব্যক্তি, আর কেহ বা সূক্ষ্মদেহধারী। উপযুক্ত মেধাবী ছাত্র পাইলে তাঁহারা সর্ব্বদা শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হন। ছাত্র যেখানে প্রস্তুত, সেখানে শিক্ষকের অভাব নাই। ইঁহাদের অনেকেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং ইঁহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করেন। হিমালয় পর্ব্বতেও ইঁহাদের কাহারও কাহারও আশ্রম আছে। উপযুক্ত গুণ না থাকিলে ইঁহাদের সাহায্য পাওয়া যায় না। ইঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ কঠিন ব্যাপার এবং ঐ পথ অতি দুর্গম। (থ)

---

* কঠোপনিষদ্ ২।২।৯ ২।২।১০ ২।২।১১

* See Study in Conciousness P. 180.

* Science of Seership—Hodson, page 188-194.

(ণ) Clairvoyance, P. 76 & 84.

(ত) Invisible Helpers—chapter VIII, P. 52.

(থ) উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তদ্ কবয়ো বদন্তি।—কঠোপনিষদ্।

সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় লইয়া আলোচনা অনেক সময় নিষ্ফল হয়। কিন্তু, তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সংঘবদ্ধ পঞ্চাশ ষাট জন স্থূল ও সূক্ষ্মদেহধারী মহাত্মা জগতের হিতের জন্য অসীম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই জগতে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলের মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত আছেন, ইহা যে সকলে বিশ্বাস করিবেন তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু সত্য কাহারও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। এই বিষয়টী সত্য এবং অনেক ব্যক্তির প্রত্যক্ষীভূত। ইঁহারা পৃথিবীর নানা দেশে বাস করেন, হিমালয়, নীলগিরি, সিরিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে ইঁহাদের আশ্রম। ইঁহাদের কেহ কেহ ভারতে সুপরিচিত। ঋষি মৈত্রেয়, কুথুমি প্রভৃতি মহাত্মগণের নাম অনেকেই জানেন। সাম বেদের কৌথুম শাখার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের আদিপুরুষ কুথুমি, পূর্ব্ব জন্মে গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস ছিলেন; এজন্মে কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণ। হিমালয় পর্ব্বতের নির্জ্জন স্থানে আশ্রমে বাস করিতেছেন। ইনি নানা ভাষাবিদ্, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন। (দ) মৈত্রেয় ঋষি ইউরোপে কেল্টিক জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এখন জ্ঞানগুরু রূপে হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। (ধ) এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় অনেক মহাত্মা এই সংঘভুক্ত আছেন। প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমাতে ইঁহারা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরসানুপ্রদেশে মিলিত হইয়া বোধিসত্ত্বের উৎসবে যোগদান করেন। ইঁহাদের অনেকেই সূক্ষ্ম দেহে আসিয়া শরীর ধারণ করেন এবং তীর্থযাত্রিগণের দৃষ্টিগোচর হন। (ন)

পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন যে, অতি প্রাচীন কালে যখন গোবি মরুভূমি সুবৃহৎ সমুদ্র ছিল, তখন সনৎকুমার প্রভৃতি চারিজন কুমার তত্রত্য সম্বালা নামক দ্বীপে আসিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে ইহা শ্বেতদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। সনৎকুমারই এই পৃথিবীর অধীশ্বর। সম্বালা দ্বীপ এখন নাই, কিন্তু ঐ স্থান আছে এবং ওখানে থাকিয়া তাঁহারা এই জগতের সমুদায় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহারা সূক্ষ্মদেহধারী, জরামরণ-রহিত এবং দেবতারূপে পূজিত। (প) ৬৫ লক্ষ বৎসর

(দ) Masters and the Path—Page 52, 46.

(ধ) Do — Do P. 45

Great Plan — P. 76 and 99

(ন) Masters and the Path, P. 431

(প) First Principles of Theosophy, P. 321

পূর্ব্বে তাঁহারা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (ফ) মহাত্মসংঘ ইঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত। পরাবিদ্যাসমিতি মহাত্ম-সংঘের দুইজন ঋষি কর্ত্তৃক স্থাপিত।

এই সকল ঐতিহাসিক আলোচনায় বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে জ্ঞান তাঁহারা প্রচার করিতেছেন, তাহাই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। মানুষকে ক্রমোন্নতির পথে চালিত করিবার জন্য পরাবিদ্যাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং পরাবিদ্যার আলোচনাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

জন্মান্তরবাদের সমন্বয়—

এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বযুগে যাঁহারা উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহারাই এ যুগে উপদেশ প্রচার করিতেছেন। সকল তত্ত্বই কালক্রমে সংশোধিত হয়। সুতরাং আমরা যদি পরাবিদ্যার উপদেশের সহিত কোন কোন স্থলে শাস্ত্রের বিরোধ দেখিতে পাই, তাহা হইলে বিস্মিত হইব না। সকল জ্ঞানের তত্ত্ব ক্রমশঃ সংশোধিত হয়। জড় বিজ্ঞানের সর্ব্বত্র আমরা এই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্রুতির মধ্যেও পরস্পর মতের মিল নাই। গীতা বলিতেছেন যে, মানুষ যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করে, সে মরণান্তে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। (ব) মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, গুল্ম, বৃক্ষাদি অন্তঃসংজ্ঞাসমন্বিত; বহু তামস কর্ম্মের ফলে উদ্ভিদ্-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। (ভ) কঠোপনিষদে দেখা যায় যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে মানুষ প্রাণি জগতে জন্মগ্রহণ করে, কিম্বা স্থানুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। (ম) ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন, জীব আমরণ যে ভাব পোষণ করে, বার বার সেই ভাবেই আবির্ভূত হয়। (য) বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন, যে পুরুষ ইহলোকে যে কোন শুভাশুভ কার্য্য করে, লোকান্তরে সেই কর্ম্মের ফলভোগ শেষ করিয়া

(ফ) মহাত্মসংঘ এবং কুমার চতুষ্টয়ের বিষয় যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা The Masters and the Path, The Great Plan, The Masters and the Way to Them প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিবেন। হিউম্, ওয়েজউড্, শ্রীমতী বেসাণ্ট্, সিনেট্, কর্ণেল অলকট্ প্রভৃতি মনীষিগণ এবং সুভারাও, রামস্বামী আয়াম্ প্রভৃতি দেশীয় সাধুগণ মহাত্মসঙ্ঘের অনেকের সহিত পরিচিত।

(ব) "যং যং ভাবং স্মরন্ বাপি" গীতা ৮।৬

(ভ) "তমসা বহুরূপেন বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।" মনু সং ১।৪৯

(ম) কঠোপনিষদ্ ২।২।৭৩ "যোনিমন্যে প্রপদন্তে"—ইত্যাদি

(য) ছান্দোগ্য ৬।৯।২-৩ অপিচ ৩।১৪।১১

পুনরায় কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত ইহলোকে প্রত্যাগমন করে। (র) পরলোকে শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় ইহলোকে আসিলে শূকর-যোনি বা গুল্মত্ব প্রাপ্ত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? আমি শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইব, কৃমিকীট হইব, মহাপাপী যে, সেও এই ভাব পোষণ করে না। মানুষ বরং চায় দেবতা হইতে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিও অন্ততঃ ধনী হইয়া জন্মলাভ করিয়া, কুপ্রবৃত্তির যদৃচ্ছা পরিচালনা করিতে পারিব এইরূপ কামনা করে। ইতর জন্তু হইব এরূপ কামনা কোন মানুষ করিতে পারে না। এক অপরাধে পরলোকে নরক-বাস এবং ইহলোকে ইতর-যোনিপ্রাপ্তিরূপ দুইবার দণ্ড হওয়ার প্রথাও কল্পনা করা যায় না। সুতরাং মানুষ পুনর্জন্মে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৈত্রেয় ঋষি উপনিষদে যাহা বলিয়াছেন, এখন যদি তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিতে চান, তবে সে অধিকার তাঁহার না থাকিবে কেন? সুতরাং মহাত্মগণ পরাবিদ্যা প্রচার করিয়া পূর্ব্বের ত্রুটি সংশোধন করিতেছেন, ইহা মনে করিতে ক্ষতি কি? জন্মান্তরবাদ এখন আর 'বাদ' নহে, প্রত্যক্ষ সত্য, সুতরাং এই বিষয় লইয়া অধিক তর্ক করা চলে না।

জগন্মাতা জগদম্বা—

অদৃশ্য জগতে জগন্মাতৃস্বরূপিণী মঙ্গলময়ী কল্যাণকর্ত্রী দেবী আছেন। জগদম্বারূপে তিনি ভারতে পূজিতা। নারীজাতির সর্ব্ববিধ মঙ্গল নিয়ন্ত্রণ করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। সন্তান-প্রসব-কালে সূতিকাগৃহে অরিষ্টশয্যায় প্রসূতির পার্শ্বে, তিনি কিম্বা তাঁহার সহচরীগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন। গর্ভাবস্থায় নারী-জাতিকে সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতে ত্রাণ করাই তাঁহাদের ব্রত। দোহদ-পীড়া দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাবে স্বচ্ছন্দে সন্তান-প্রসব-কার্য্য সম্পাদনে তাঁহারা সাহায্য করেন। নারীমঙ্গল, শিশুমঙ্গল ও প্রসূতির মঙ্গলকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তাঁহারা জাতীয় জীবন গঠন করিতেছেন এবং মানুষকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে চালিত করিতেছেন। কিন্তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মের ফলে মানুষের যে দুঃখ-কষ্ট-ভোগ হয়, তাহা অনিবার্য্য। আটল্যান্টিক্ মহাসাগর পূর্ব্বযুগে সুবিশাল মহাদেশ ছিল। তথায় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে অনেক প্রকার যাদুবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। উহার ফলে সেই জনপদের অধিবাসিগণ পাশবিক-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন

(র) প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহকরোত্যয়ম্। তস্মাৎ লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণঃ। বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।৬

তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কোন মানুষের চিহ্ন পৃথিবীতে পাওয়া যায় নাই।

যে সকল অচিন্তনীয় কুকার্য্য করিয়াছিল, তাহারই ফলে ঐ মহাদেশ সমুদ্রের গর্ভে নিমজ্জিত হয়, এবং সমুদায় জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটে। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর অনেক স্থানে ঐ সকল সঞ্চিত-কর্ম্ম জীবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহাদের পাপের ক্ষালন করিতেছে। (ল) সুতরাং দেবদেবীর শতচেষ্টা সত্ত্বেও দুঃখ-কষ্ট নিবারিত হয় না।

চিন্তাশক্তির পরিণাম যোগবিভূতি-লাভ—

বিরাট্ পুরুষের চিন্তাশক্তি-বলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। চৈতন্যের আধার জীবেরও চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান। স্থূল আবরণের দ্বারা চৈতন্যের জ্যোতি-রশ্মি ব্যাহত হয় বলিয়া, আমরা চিন্তাকে একটা শরীরক্ষয়কারী মনের অবস্থা বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহার শক্তি যে ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতে পারে, তাহা অজ্ঞানতা-বশতঃ আমরা ভুলিয়া যাই। কি সূক্ষ্মজগতে, কি ভৌতিক জগতে, কোথায়ও চিন্তাশক্তির অসাধ্য কোন কার্য্য নাই। যোগৈশ্বর্য্য চিন্তাশক্তির পরিণাম। কিন্তু 'বিভূতি অর্জ্জন করিব' মনে করিয়া, যোগের পথ অবলম্বন করা উচিত নহে। 'চরিত্রের উন্নতি করিব, মানসিক-শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিব, জগতে অজাত-শত্রুরূপে প্রেমের রাজত্ব স্থাপন করিব, পরহিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব' ইত্যাদি প্রকার সংকল্প করিয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি বিভূতি জন্মে তাহাতে ক্ষতি নাই, আর না জন্মিলেও তাহাতে ক্ষোভ নাই। যিনি এইরূপ ভাবে ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, তিনিই প্রকৃত সমাধিসিদ্ধি-লাভের যোগ্য ব্যক্তি।

দিব্যদৃষ্টিলাভ সুদুর্লভ নহে—

যোগসিদ্ধি সুদুর্লভ ও বহুপ্রযত্ন-সাপেক্ষ, কিন্তু দিব্যদৃষ্টি লাভ করা তাদৃশ কঠিন ব্যাপার নহে। অনেক ব্যক্তির ইহা স্বভাবজাত শক্তি। (ব) চেষ্টা করিলে ইহা লাভ করা অসম্ভব হয় না। ইহার প্রথম লক্ষণ এই যে, ইহা দ্বারা সকল দ্রব্য স্বচ্ছ বোধ হয়, লোহার সিন্দুকের মধ্যে কি দ্রব্য আছে, তাহা বাহির হইতে দেখা যায়। পৃথিবীর উপরিভাগ স্বচ্ছ বোধ হয়। মাটীর অনেক নীচে কোন জন্তু থাকিলেও তাহা দেখা যায়। ক্রমশঃ সূক্ষ্মজগত পর্য্যবেক্ষণের শক্তি জন্মে। যাঁহারা ইহার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা মনে করেন—যেন সকল সময় কাহারা তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। (শ) তাঁহাদের পক্ষে নির্জনতা অর্থহীন হইয়া পড়ে। এ অবস্থা উৎপন্ন

(ল) Man Whence, How, Whither – p. 114-124

(ব) First Principle of Theosophy—p. 123

(শ) Clairvoyance—Chapter II

হইলে বুঝিতে হইবে—তাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি উন্মেষিত হইতেছে। কারণ, তাহা না হইলে, তাঁহারা সূক্ষ্মদেহধারী জীবগণের সান্নিধ্য বুঝিতে পারিতেন না। সূক্ষ্ম-জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্যও তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন। যোগসিদ্ধির পূর্ব্বলক্ষণ অন্তরে জ্যোতিঃ দর্শন। (ষ) আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা এই সকল বিভূতি জন্মে। চিন্তাশক্তির একাগ্রতা বা একতানতা দ্বারা এই পথে অগ্রসর হওয়া যায়। চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, সেজন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে দমন করিতে হয়। (স) প্রত্যহ নিয়মিতরূপে চিত্ত স্থির করিয়া, কোন উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সেই ভাবে তন্ময় হইতে হইবে। প্রত্যহ পাঁচ মিনিট কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ২।৩ ঘণ্টা এই প্রকারে মনকে ভাবৈকরস করিতে হইবে। এক দিনের অনভ্যাসের ক্ষতি দশ দিনেও পূরণ হইবে না। যিনি ২।৩ ঘণ্টাকাল এইরূপে চিত্তকে স্থির রাখিতে পারেন, তাঁহার সিদ্ধি-লাভের সময় নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে।

উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্য পাইবার সুযোগ-সুবিধা সকলের নাই। আবার নিজে উপযুক্ত না হইলে শিক্ষকের সাহায্য পাইবারও কোন আশা নাই। নিজকে অমৃতের পথে চালিত করিবার জন্য অপরের নিকট উপদেশ লইবার আবশ্যক হয় না। এই পথে চলিতে আরম্ভ করিলে শিক্ষক মিলিবে, সিদ্ধি আয়ত্ত হইবে, সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। এই পথ অতিশয় দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ। দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতীত এই পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। (হ) পরাবিদ্যার প্রধান আচার্য্যগণ এই সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নীতিরত্নমালার মধ্যে কৌস্তভমণি সদৃশ উজ্জ্বল এবং অমৃতের পথপ্রদর্শক। (ক্ষ)

(ষ) নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে—শ্বেতাশ্বতর ৬।১১

(স) গীতা ৬।৩৫

(হ) দুর্গং পথস্তৎকবয়োবদন্তি। কঠোপ ১।৩।১৪

(ক্ষ) মহাত্মা লেড্‌বিটার চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক Alcyoneকে লইয়া সূক্ষ্মশরীরে প্রত্যহ Adyar হইতে হিমালয় পর্ব্বতস্থ প্রভু কুথুমির আশ্রমে যাইয়া তাঁহার উপদেশ লইতেন। ঐ বালক প্রাতে উঠিয়া নিদ্রাকালীন অভ্যস্ত পাঠগুলি লিখিয়া রাখিতেন। লেখা সম্পূর্ণ হইলে type করিয়া লেড্‌বিটার সাহেব, প্রভু কুথুমি ও মৈত্রেয়কে দেখাইয়া সংশোধিত করিয়া উহা ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। "At the Feet of the Master" পরাবিদ্যা-সাহিত্যের মধ্যমণি। ২৭টী ভাষায় এই পুস্তিকা অনূদিত হইয়াছে।—The Masters and the Path —P. 78

বিবেকের উৎপত্তি ও তাহার কার্য্য—

জন্ম-জন্ম দুঃখের অভিঘাতে মানুষের বিবেক উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা আমরা ভালমন্দ বিচার করিতে পারি। ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমরা বিবেক-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করি। কিন্তু এই শক্তি সম্যগ্-রূপে প্রয়োগ করিয়া লাভবান্ হইতে হইলে, বস্তুতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। এই বিষয়ে জ্ঞানের অভাব বশতঃ আমাদের বিবেকশক্তি কার্য্যকরী হয় না। মানুষ সর্ব্বদাই নানাবিধ কাম্য বস্তুর জন্য লালায়িত। ধন চাই, যশ চাই, রূপ চাই। কামনার অন্ত নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু এই সকল পদার্থ অস্থায়ী। পার্থিব-জীবন শেষ হইলে ইহাদের কোন মূল্য নাই। জন্ম জন্ম যে সকল বস্তু আমরা ভোগ করিতে পারি, তাহাই সৎ, তাহাই পরম কাম্য বলিয়া মনে করা উচিত। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা আমরা শ্রেয়ঃ অনুসন্ধান করিতে পারি। বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরের একটী পরিকল্পনা আছে। সকল জ্ঞানের মধ্যে এই বিষয়ক জ্ঞানই শ্রেয়ঃ। জীবকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাওয়া এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন ও এই কার্য্যে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা চেষ্টাবান্ থাকেন, তিনি ভগবানের অনুগ্রহলাভ হইতে বঞ্চিত হন না। মানুষ কিন্তু প্রেয়কে অবজ্ঞা করিয়া শ্রেয়ের অনুসরণ করে। বিবেকশক্তি দ্বারা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণীয় তাহা বিচার করিতে পারা যায়।

এই সকল ব্যাপারের মূল বুঝিতে হইলে প্রথমে মানুষ ও তাহার দেহ—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণ লোকে মনে করে, দেহটাই প্রকৃত মানুষ, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত ধারণা। দেহটী একটী পোষাক মাত্র। কেবল স্থূল দেহ নহে, কামদেহ, মানসদেহও ভিন্ন ভিন্ন পোষাক মাত্র; উহারা প্রকৃত মানুষ নহে। প্রকৃত মানুষটী চিরস্থায়ী, কল্পান্তেও তাহার বিনাশ হয় না, বরং ক্রমশঃ উন্নতি হয়। আর এই সকল পোষাকগুলি প্রতি জন্মেই ফেলিয়া দিতে হয়। কিন্তু আমরা এই সকল দেহের যে 'অভাব', তাহাকে আমার 'নিজের অভাব' মনে করিয়া যত বৈষম্যের সৃষ্টি করি। সর্ব্বদা আমাদের মনে রাখা উচিত, আমি সৎ, আমি মহান্, আমি প্রভু, আমার দেহগুলির অভাব আমার অভাব নহে। আমি চৈতন্য, আমি জড়ের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন কেন করিব? দেহগুলি সর্ব্বদাই মনে করে বটে যে, তাহারাই 'আমি', কিন্তু 'আমি' তাহারা নয়। এই চিন্তা, এই ধ্যান, এই জ্ঞান মানুষকে শ্রেয়ঃপথে চালিত করে।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়—

দেহ আমার বাহন 'রথ' এবং আমি 'রথী' এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। (ক) এই কর্ম্মভূমিতে রথের সর্ব্বদা প্রয়োজন। তাহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, তাহার কলকব্জার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহার শ্রম ও বিশ্রামের সাম্যরক্ষা করিতে হইবে, তাহাকে উপযুক্ত খাদ্য দিতে হইবে, কিন্তু সে আমার প্রয়োজন-সিদ্ধির সাধন, এই বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমি তাহাকে সংযত রাখিব, তবে মঙ্গল হইবে। সে যদি আমাকে চালিত করে, তবে বিপদ্ অনিবার্য্য। সূক্ষ্ম ও মানসদেহ সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। কামদেহ কামনার আধার। কাম, ইন্দ্রিয়াসক্তি, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি বিষয়ে স্বতঃই তাহার লক্ষ্য। ইহাই তাহার ধর্ম্ম। আমি ইহা চাই না। অনাসক্তি আমার শ্রেয়ঃ। সুতরাং আমি কি চাই, আর আমার দেহ কি চায়, তাহা বুঝিতে হইবে। মানসদেহেরও ক্ষুধা আছে। জ্ঞানলাভ করিব, আত্মোন্নতি করিব—এই প্রকার ভাব তাহাতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। কিন্তু ইহা দ্বারা যদি বিশ্বের মঙ্গল সাধিত না হয়, তবে এই আত্মম্ভরিতা আমার বৃত্তি হইতে পারে না।

চরিত্র-সংগঠন ও সংযম—

ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার মধ্যে কখন আপোষ হইতে পারে না। যাহা অন্যায়, শত অসুবিধা হইলেও তাহা করণীয় নহে। যাহা মিথ্যা শত সুবিধা বা লাভের কারণ হইলেও তাহা আচরণীয় নহে। সুকর্ম্মের মধ্যেও বিচার করিবার বিষয় আছে। দরিদ্র-ভোজন প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহাদের আত্মার উন্নতির চেষ্টা প্রশস্যতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাল বা মন্দ বিচার করিয়া, চিন্তা করিয়া স্থির করিবে। 'লোকে বলে', 'যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে', এ সকল যুক্তি অপেক্ষা, বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রশংসনীয়। (খ) সহস্র অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য অপেক্ষা চক্ষুষ্মান্ একটী ব্যক্তির সাক্ষ্যের মূল্য আছে।

অপরের সম্বন্ধে কুভাব পোষণ করা অনুচিত। যাহা নিজে জানি না তাহা লইয়া আলোচনা করিব না। কাহারও সম্বন্ধে কুৎসিত বিষয় জানিলেও তাহা আলোচ্য নহে। বাক্‌সংযম একটী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অনাবশ্যক কথা বলিতে গেলেই

(ক) আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ। কঠোপ ১।৩৩
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ঐ ১।৩।৪

(খ) সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।—মালবিকাগ্নিমিত্রম্

অসত্যের আবির্ভাব অনিবার্য্য। কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা শুনিলে তাহা অপরের নিকট আলোচনা করার অনেক দোষ আছে। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এই প্রবৃত্তি সমধিক বলবতী, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় বিষয় হইলে ত কথাই নাই। (গ) কার্য্যেও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যাহা নই—তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব কেন? স্বার্থের বিসর্জ্জন ও পরার্থে আত্ম-নিয়োগ জীবনের ব্রত হওয়া কর্ত্তব্য। (ঘ) সর্ব্বজীবে ঈশ্বর আছেন। অতিশয় কুক্রিয়াশীল ব্যক্তির হৃদয়েও ঈশ্বর বাস করেন। তাহার মধ্যে এই ঐশী সত্তাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলে আপনিই নিস্বার্থভাব আসিয়া পড়িবে। মনে করিতে হইবে, আমারই ত্রুটি বশতঃ তাহার এই দুরবস্থা। তাহার হাত ধরিয়া পাপপঙ্ক হইতে তাহাকে তীরে উঠাইব। ভ্রাতৃজ্ঞানে তাহাকে প্রেমভক্তি দ্বারা স্রক্-চন্দন-চর্চ্চিত করিব।

আত্মকামের সৎসম্পত্তি বৈরাগ্য—

বিষয়ে অনাসক্তি বা বৈরাগ্য আত্মোন্নতির প্রথম সোপান। কিন্তু কেহ কেহ পার্থিব বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, স্বর্গলাভের জন্য কিম্বা মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তৎপর হইয়া থাকেন। কেহ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কৃতকর্ম্মের ফল দেখিবার জন্য উৎসুক হন। ইহাতে কামনা ত্যাগ করা হয় না। যে-কোন প্রকার কামনা হউক্ না কেন উহা বন্ধনের হেতু। কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্ম যেন ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত না হয়। (ঙ) বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ফলের জন্য কোন প্রত্যাশা থাকিবে না। নিষ্কামকর্ম্মই পরম শ্রেয়ঃ।

যোগ-সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টাও কামনা। ইহার প্রতি আকিঞ্চন থাকা উচিত নহে। শিক্ষকগণ যদি মনে করেন, এই শক্তি-লাভ করিলে, তোমার উপকার হইবে, কিম্বা পরের উপকার করিতে পারিবে, তবে যথাসময়ে এই শক্তি উৎপন্ন হইবে। আত্মোৎকর্ষে মন দিলে এই শক্তি জন্মিবে। না জন্মিলেও ক্ষতি নাই। প্রক্রিয়াদ্বারা এই শক্তি লাভ করা নিরাপদ্ নহে। শিক্ষক যদি ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই যাহাতে এই শক্তি জন্মে, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু তাহার জন্য উদ্বেগ থাকা উচিৎ নহে।

(গ) যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ। ভবভূতি।

(ঘ) গীতা ১৫।৫

(ঙ) কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। গীতা।

নিজকে বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন আগ্রহ থাকা উচিত নহে। যাহাতে উপকার না হয়, এমন কথা বলারও প্রয়োজন নাই। বাচংযমী উন্নতির সোপানে আরূঢ়। অন্যের কথা শোনা ভাল, কিন্তু অনাবশ্যক কথা বলিয়া সময় কাটান কিম্বা মজলিস্ জমান অতীব নিন্দনীয়।

অন্যের কার্য্যের সমালোচনা, কিম্বা তাহাতে হস্তক্ষেপ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে গর্হিত এবং তাঁহার উন্নতির পথে অন্তরায়। বালক, বালিকা, নারী বা পশুর প্রতি অত্যাচার করিতে দেখিলে সাধ্যানুসারে তাহার প্রতীকার করিবে। আইনভঙ্গ করিতে দেখিলে, তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিবে।

আত্মসংযম অভ্যাস করা অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। কামনা দমন ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ে সংযম আবশ্যক। ক্রোধ সিদ্ধিলাভের প্রবল বিঘ্নকারী শত্রু। সুতরাং মুক্তিকাম ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। সংসারে প্রায় প্রতিদিনই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হয়। প্রশান্তচিত্তে নির্ভীকতার সহিত দুঃখের ভার বহন করিতে হইবে। উহা প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, সুতরাং ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ক্রিয়মান কর্ম্ম এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে পরজন্মে দুঃখের ভার লাঘব হয়।

দুঃখের অভিঘাতে মোহপ্রাপ্ত না হইয়া প্রফুল্লচিত্তে উহা কর্ম্মফল মনে করিয়া নির্ব্বিকার থাকিতে হইবে। মনে সর্ব্বদাই শুভচিন্তা পোষণ করিবে। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী প্রভৃতির কল্যাণ-কামনায় সময় অতিবাহিত করিবে। কখনও অহঙ্কারকে মনে স্থান দিবে না। সুচারুরূপে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। সকলের প্রতি সমভাব রক্ষা করিতে হইবে এবং কুসংস্কার ও গোঁড়ামি ত্যাগ করিতে হইবে।

যাঁহারা এই দুর্গম পথের পথিক, তাঁহাদিগকে অনেক দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়। অনেক জন্মের পর যে সঞ্চিত কর্ম্মফল ক্ষয় হইত, তাহা এক জন্মে ক্ষয় করিতে হইলে, দুঃখের মাত্রা স্বভাবতঃই বেশী হইয়া পড়ে, আনন্দের সঙ্গে তাহা সহ্য করিতে হইবে। স্ব-স্বামিভাব একেবারে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। 'আমার স্ত্রী, আমার পুত্র' এইপ্রকার ভাব যেন কখনও মনে না আসে। কারণ দুরতিক্রম্য কর্ম্ম কখন এই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিবে তাহার স্থিরতা নাই।

শিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবে এবং তাঁহার উপদিষ্ট কার্য্য অনন্যকর্ম্মা হইয়া করিবে। যদি তাঁহাকে দেখার সৌভাগ্য কখনও না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। তাঁহার অস্তিত্বে আস্থাবান্ হইয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিতে হইবে।

তিনি যে কাজে নিযুক্ত করেন, তাহা করিতে হইবে। আত্মনির্ভরশীল হওয়া একটী প্রধান ধর্ম্ম। (x)

প্রেমের অব্যাহত শক্তি—

আত্মোৎকর্ষের প্রধান অবলম্বন প্রেম। যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, বিষমবস্তুতেও সমজ্ঞান-সম্পন্ন, সমুদয় প্রাণীর সুখ বা দুঃখকে যিনি নিজের সুখ-দুঃখের ন্যায় অনুভব করেন, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী। ভগবান্ই প্রেমের আকর। বিশ্বের সমুদয় বস্তু যাঁহার প্রিয়, তিনি ভগবানের সহিত মিলিত হইবার যোগ্য। তিনিই প্রকৃত মুমুক্ষু এবং প্রেমিক। এই প্রকার প্রেম যখন হৃদয়কে অধিকার করে, তখন স্বার্থ পরার্থে পরিণত হয়। জীবে দয়া এবং পরোপচিকীর্ষা তখন স্বভাবে পরিণত হয়। এ অবস্থায় মানুষ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি দোষ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়। অন্যের সম্বন্ধে কুচিন্তাদ্বারা নিজের ও পরের বিশেষ অনিষ্ট হয়। যে প্রকৃতই মন্দ, চিন্তাশক্তির প্রভাবে সে আরও মন্দ হয়। কুচিন্তা দ্বারা নিজেরও অবনতি হয়। জীব-হিংসা সর্ব্বদাই নিন্দনীয় এবং মহাপাপের কারণ। আমোদের জন্য 'শিকার' করা কিম্বা ধর্ম্মের নামে বলিদান করা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। বাক্যের দ্বারাও অনেক সময়ে লোককে ব্যথিত করা যায়। সুতরাং এবিষয়েও সংযম আবশ্যক। কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের দ্বার-স্বরূপ, সুতরাং মুক্তিকাম এই তিনটী পরিহার করিবে। কেবল পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলে চলিবে না, শুভকার্য্যের, মঙ্গলের অনুষ্ঠান করাও চাই। (চ) এক কথায় বলিতে গেলে, পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া জীবজন্তু, এমন কি উদ্ভিদাদিরও সেবায় সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। পরোপকারের সুযোগ উপস্থিত হইলে, সাদরে উহার সদ্ব্যবহার করিবে।

উপযুক্ত ছাত্রের গুরুলাভ সহজ—

এই সকল উপদেশ পালন করিলে মহাত্মসঙ্ঘের পদাঙ্ক অনুসরণ করা যাইবে—ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। যিনি যোগমার্গে উন্নত হইতে চান, তাঁহার পক্ষে এই

(x) "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্র ফলভোগ-বিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ।"—শারীরক ভাষ্য।

এই কয়টী ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর সাধনসম্পৎ।

(চ) সব্বো পাপস্স অকরণম্
কুশলস্য উপসম্পদা।
সচ্চিত্তো পরিয়দোপনং
এতং বুদ্ধানুশাসনম্॥

সকল নিয়ম অবশ্য পালনীয়। যিনি যোগারূঢ়, তিনি কর্ম্মসংন্যাস করিতে পারেন। আত্মশুদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে নিয়মসকল পালন করিলে এমন অবস্থায় উপস্থিত হওয়া যায়, যখন সমুদায় জগতের সঙ্গে মৈত্রীভাব স্থাপিত হয়। এই অবস্থা যোগসিদ্ধিলাভের অনুকূল। এই পথে চলিতে আরম্ভ করিলে, আর ফিরিবার আশঙ্কা থাকে না। জন্মান্তরেও পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মের ফল জীবকে আশ্রয় করে। আচার্য্যগণ যখন মনে করেন যে, ছাত্র উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তাহাকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন। এক জীবনে যতটুকু উন্নতি লাভ করা যায়, মৃত্যুতে তাহার নাশ হয় না। (ছ) প্রক্রিয়াদ্বারা বিভূতি লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু চরিত্র গঠিত না হইলে, ঐ ক্ষমতা নিজের উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। (জ) শারীরিক বিপদেরও আশঙ্কা আছে, সেকথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের উপায়। শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, অত্যাশ্রমস্থ যোগী সমুদায় জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত দুঃখাদি-দোষ-রহিত পুরুষকে বিশেষভাবে চিন্তা করিবে, হৃৎপদ্মে বিশুদ্ধ শোকদুঃখ-বর্জ্জিত, আনন্দের আধার পুরুষকে ধ্যান করিবে। (ঝ) পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ভিন্ন কেহ অল্পদিন চেষ্টার দ্বারা যোগবিভূতি লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু চেষ্টা না করিলে, শতজন্মেও কোন উন্নতির আশা নাই। মানুষকে এই বিষয়ে প্রযত্ন-শীল করিবার জন্য, সংসারে দুঃখের উপকারিতা আছে।

(ছ) নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। গীতা ২।

(জ) Man—How, Whence Whither ; Lives of Alcyone দ্রষ্টব্য।

(ঝ) অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি
নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্।—কৈবল্যোপনিষদ্ ১।৫

অষ্টম বল্লী

মৃততত্ত্ব বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক জগতে আলোচনা—

অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ বিদেহী জীবকে সাধারণ লোকে 'ভূত' ও 'প্রেত'-নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই দুইটী শব্দ চলিত অর্থে পরলোকবাসী জীবকে বুঝায়। ঐ সকল জীব নানাবিধ অনিষ্ট ও অশিবের নিদান, এরূপ ধারণাও চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এই শব্দগুলি ভাষার দৈন্য বশতঃ অপপ্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষ মরিলে সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করে। সে অবস্থায় তাহাকে 'ভূত' 'প্রেত' বলিলে, প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করা হয় না। (ক) আমরা জানি, মৃত ব্যক্তির স্থূলদেহ থাকে না। ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন পরিবর্ত্তনই হয় না। যেমন মানুষ তেমনিই থাকে। অথচ এই দুইটী গ্রাম্যত্বদোষদুষ্ট শব্দ দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তাহার সহিত নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, হিংসা প্রভৃতি দোষসকল সংশ্লিষ্ট থাকে। অপ্রযুক্ত শব্দ ব্যবহার করার ফলে পরম রমণীয়, অলৌকিক রহস্যময় বিজ্ঞান জনসমাজে অনাদৃত ও উপহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। যিনি পরাবিদ্যার একখানি পুস্তকও পাঠ করেন নাই, তিনিও প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, গভীর জ্ঞান-বিস্ফারিত চক্ষে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-জাত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন এবং উপসংহারে উহা যে কয়েকটী বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির মনের বিকার মাত্র—এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে যাঁহারা বিদ্বৎসমাজে অগ্রণী, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের এরূপ ব্যক্তিগণ বায়ুরোগাক্রান্ত, এবং তাঁহারা অনুচিত প্রশংসা লাভ করিবার জন্য অলীক উপন্যাস রচনা করিয়া প্রচার করিতেছেন, কোন প্রকৃতিস্থ

(ক) সংস্কৃতভাষায় 'প্রেত' অর্থে বিদ্রোহী জীবকে বুঝায়। কিন্তু যে ভাষা আমরা লিখিতেছি, তাহার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে 'বিদেহী জীব' অর্থে 'প্রেত' শব্দ ব্যবহার করা যায় না। কারণ বাঙ্গালাভাষায় প্রেত শব্দে পরলোকবাসী অতিশয় নিম্নশ্রেণীর জীবকে বুঝায়। বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার করিলে অতীব অশ্লীল ও গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট হয়—এমন অনেক শব্দ সংস্কৃতভাষায় সাধু প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

ব্যক্তি এরূপ মনে করিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জগতে এই প্রকার লোকের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুগে যুগে যে মহাত্মগণ মৌলিক জ্ঞানের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত ও অপমানিত হইয়াছেন। সক্রেটিশ, গ্যালিলিও, ব্রুনো প্রভৃতি মনীষিগণের জীবন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অনেক শিক্ষিত লোকের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত তাঁহারা কোন তত্ত্ব বিশ্বাস করেন না। ইহা এক প্রকার আত্ম-বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারা আপ্তবাক্যে নির্ভরশীল, কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চান। অথচ ইহা রাজবিদ্যা রাজগুহ্য নামে আখ্যাত। প্রবল কুয়াসা দ্বারা যেমন সূর্য্যালোক নিষ্প্রভ হইয়া যায়, পরতত্ত্ব-বিজ্ঞানও সেই প্রকার জড়বাদের কুয়াসা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিও অনেকের নাই, অথচ জড়-বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ডারউইন্, ওয়ালেস্, লিনিয়াস্, কুভিয়ার, আগাসিজ্ প্রভৃতি মনীষিগণ যে প্রকার অমানুষিক অধ্যবসায় ও ধীশক্তিবলে প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার আংশিক প্রয়োগের প্রবৃত্তি অনেকেরই নাই, অথচ তাঁহারা এই গম্ভীর তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন। পঞ্চাশ মাইল রেলপথের দ্বারা সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে যাহা না ঘটে, তাহা তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচর। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, 'কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।' অলৌকিক অসামান্য বিষয় যদি কাশকুসুমের মত প্রত্যেকের গৃহ-প্রাঙ্গণে দেখা যাইত, তবে তাহাদের অলৌকিকত্ব থাকিত কি প্রকারে? কিন্তু প্রত্যেকের বাড়ীতে প্রত্যহ ঘটে না বলিয়া, পৃথিবীর কোন স্থানে কখন ঘটে নাই, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা পৃথিবীর সকল দেশেই সকল সময়েই এই প্রকার ঘটনা দেখিতে পান। এই বিষয়ক মাসিকপত্রিকা প্রভৃতিতেও তাহাদের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পরাবিদ্যাসমিতির কার্য্য-বিবরণী সমূহের মধ্যে এই প্রকার বিষয় বহুবার আলোচিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ ও বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্গণ মৃততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। অনুমান একটী প্রধান শ্রেণীর প্রমাণ। সুতরাং যে সকল বিষয় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমানের সাহায্যে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অলিভার লজ, ক্রুক্স্, ফ্লামেরিয়ান্ ষ্টেড্, কনান্ ডয়েল, ব্যাল্ফোর প্রভৃতি মনীষিগণ ভ্রান্ত কিম্বা প্রতারক, অতি-মানব ভিন্ন অপর কেহ এরূপ ধারণা করিতে পারেন না।

বিদেহী জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ—

বিদেহীজীবের অস্তিত্ব আছে কিনা, থাকিলেও তাহাদের স্মৃতি, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি থাকে কিনা, এই বিংশ শতাব্দীতে এইরূপ সন্দেহ মনে থাকিলেও তাহা দূর করা কঠিন নহে। (খ) দূরদেশে অতীতকালে কি ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিবার এখানে অবসর নাই এবং লিখিলেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি, এই প্রকার কুতর্ক উঠিতে পারে। সুতরাং আমাদের এই দেশে যে সকল ব্যাপার ঘটে ও যে সকল ব্যাপারের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্রব আছে এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই সঙ্কলিত হইতেছে। (গ) ইহার পরেও যদি কাহারও অবিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহাকে স্বরূপ উপলব্ধির জন্য বিদেহ-অবস্থা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। ঐ অবস্থায় তাঁহার সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিবে না।

'ব্রহ্মবিদ্যা'-নামক মাসিক পত্রিকায় পারলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু সত্য ঘটনা প্রকাশিত হয়। কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে উহা সংগৃহীত। সুতরাং ইচ্ছা করিলে, সকলেই ঐ সকল ঘটনার সত্যতা নির্ণয় করিতে পারেন। ঐ প্রকার কয়েকটী ঘটনা দ্বারাই, অনুমান-প্রয়োগে দেহমুক্ত জীবের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। আমাদের দেশের ব্যক্তিগণের সকল বিষয় গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি সমধিক বলবতী। তাঁহাদের বাড়ীতে কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন না। সুতরাং নাম-ধাম পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হইলে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিষ্কাররূপে

(খ) পরিশিষ্টে গ্রন্থের তালিকা দ্রষ্টব্য।

(গ) বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র পরিচিত এবং উচ্চপদস্থ জনৈক রাজকর্ম্মচারী যখন পাবনায় কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার কাটোয়াস্থিত একজন বন্ধুকে স্বপ্নে দেখিতে পান। বন্ধু বলিতেছেন, যাওয়ার সময় একবার দেখা করিতে আসিয়াছি। ঠিক ঐ দিনই অন্যস্থানবাসী অপর একজন বন্ধুও সেই স্বপ্ন দেখেন। পরে দুইজনেই স্বপ্ন মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন, সেইরাত্রে কাটোয়াবাসী বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছিল।

কলিকাতাবাসী একজন প্রসিদ্ধ উকিলের স্ত্রী আজন্ম অলৌকিকশক্তিসম্পন্না ছিলেন। বহু দূরের সংবাদ তিনি ঘরে বসিয়া বলিতে পারিতেন। শক্তিবলে তিনি ইথরিক উপকরণ হইতে পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। একজন 'spirit guide দ্বারা তিনি সর্ব্বদাই পরিচালিত হইতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই ক্ষমতা অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইলেও এখনও তাঁহার যে ক্ষমতা আছে, তাহা সাধারণ যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

বাড়ীতে বিনা কারণে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে এবং গয়ায় পিণ্ডদান করিলে তাহা নিবারিত হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়

পরাবিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিত ৺হীরেন্দ্র বাবুর 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর'-নামক গ্রন্থে পূর্ব্বজাতিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

আলোচনার ইহাও একটী অন্তরায়। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কলিকাতার পরাবিদ্যা-সমিতির নিকট সংবাদ লইতে পারেন, কিম্বা গ্রন্থকারকে লিখিয়া সকল সংবাদ জানিতে পারেন।

Thesophy এবং Spiritualism, সূক্ষ্মভাবে বলিলে Spiritism সম্বন্ধে অনেকের পরিষ্কার ধারণার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। Theosophy শব্দটী 'Theos'—ঈশ্বর এবং Sophia—'জ্ঞান' এই দুইটী গ্রীক্ শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ ইহার অর্থ Wisdom of God বা ঐশ্বরিক জ্ঞান। ইহা অপূর্ব্ব সৃষ্টি-রহস্যের দ্বার-স্বরূপ। জীবের জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, সুখদুঃখ, পরলোকে বাস, জীবের ভিন্ন ভিন্ন দেহ, বিভিন্ন লোক, তাহাদের শাসনপ্রণালী, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব পরাবিদ্যা প্রচার করিতেছেন। ইহা একটী অলৌকিক বিজ্ঞান। Spiritualism অর্থে মৃত্যুর পরে জীবের যে অস্তিত্ব থাকে তাহার আলোচনা এবং কামলোকবাসী জীবের অবস্থা এবং তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা এবং আনুসঙ্গিক প্রমাণ সংগ্রহ। সুতরাং ইহা পরাবিজ্ঞানের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু ইহার একটী মূল্য আছে। বিদেহী জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগে ইহা যুক্তিবাদ দ্বারা পরলোক-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পরাবিদ্যা অনুমান ও আপ্তবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মৃততত্ত্ব বা spiritism সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বহু মনীষী লেখকের পুস্তকে, মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং সমিতির কার্য্য-বিবরণী সকলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃত ভৌতিক ঘটনার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাসকল তুলনা করিয়া পণ্ডিতগণ অনেক বিশ্লেষণ ও কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মৃততত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রচার :—

যে প্রকারে মৃততত্ত্ববিজ্ঞান জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা একটী পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। যেখানে এখন আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগর বর্ত্তমান রহিয়াছে, পূর্ব্বযুগে ঐ স্থানে সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাদেশ অবস্থিত ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে উহা ক্রমশঃ ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। উহার ফলে ৬॥ কোটি লোক জলমগ্ন হইয়া মারা যায়। (ঘ) ঐ মহাদেশে মানব-সমাজ অনেক উন্নতি লাভ

(ঘ) Astral Plane, P. 107
এই প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার সংঘটিত হইয়াছে। Geology বিজ্ঞানের Architectonic অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিল। কিন্তু কালের গতিতে দেশে দুইটী দল উৎপন্ন হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে। এক সম্প্রদায়ের নেত অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া প্রেতলোক হইতে অনুচর সংগ্রহ করিয়া দেশে মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। মানুষিক রীতি অনুসা ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা যথেষ্ট মনে না হওয়ায়, শক্তিবলে সাধারণ মানুষবে তন্দ্রাভিভূত করিয়া তাহার সূক্ষ্ম শরীরকে হিংস্র জন্তুতে পরিণতকরিয়া পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে রাত্রিকালে মনুষ্য রীতি অনুসারে ইন্দ্রিয়বৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতার চরম ফল লাভ করিয়াও কামা নরনারী অলৌকিক শক্তি বলে জন্তুদেহ ধারণ করিয়া বহির্জগতে নৈশ অভিযা বাহির হইয়া কুক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা সম্পাদনের পর শেষ রাত্রে স্বীয় স্বীয় দে ফিরিয়া আসিত। (ঙ) এই প্রকারে দেশের সাধারণ লোককে পাপের প্রলোভ বশ করিবার জন্য এই সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলম্বিত হইত। পরে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ন্যায় মহাযুদ্ধে পাপি-সম্প্রদায় ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়কে পরাজিত করিয়া দে পাপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পরেই উক্ত প্রকার ভীষণ প্রকৃতি-বিপর্য্য সংঘটিত হয়। এই সকল বিষয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণে লিখিত হইয়াছে। (চ ধার্ম্মিকদল পূর্ব্বেই এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা অনে আমেরিকায় গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এই ঘটনা খৃষ্টজন্মের বহু সহস্র পূ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ ও গুপ্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আমেরিকার কোন স্থানে এখনও এই সম্প্রদায়ে বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইঁহারা মৃততত্ত্ব জগতে প্রচার করিবার জন্য গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। ইঁহারা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কোন পরিচি মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম দেহকে বিশেষ ভাবে জাগরিত করিয়া তাহাকে গুপ্তচক্রে সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিতেন। এই প্রকারে অনেকগুলি গুপ্ত চক্র প্রতিষ্ঠি হইলে ইঁহাদের অলৌকিক কার্য্যের বিষয় জগতে প্রচারিত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমা পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে উহা প্রচারিত হইয়াছে এবং বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এ ব্যাপারে যোগদান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন এবং অনেক নূত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই মূল সমিতি এখনও বর্ত্তমান আছে এব

(ঙ) Man—Whence, How & Whither P. 122

(চ) বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বাইবেল দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের মধ্যে এখনও সেই বার সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ভাষা ও রীতি-নীতি গোপনে প্রচলিত আছে। (ছ)

বিদেহী জীবের আত্মপ্রকাশ—

পরলোকবাসী জীব অনেক প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার। এক প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা স্বভাবতঃই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ দুই শ্রেণীর মানুষই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। ইঁহাদিগকে মধ্যস্থ বা Medium বলে। ইঁহাদের শরীরের বৈশিষ্ট্য এই যে, নিদ্রাকালে যেমন সকলের সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ হইতে বাহিরে আসিয়া থাকে, ইঁহাদের সূক্ষ্মদেহ সেইরূপ সহজেই স্থূলদেহকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মলোকবাসী জীবকে ঐ শূন্য স্থান অধিকার করিবার সুযোগ দিতে পারে। যেখানে সম্পূর্ণরূপে স্থূলদেহটী মৃত ব্যক্তির অধিকার ভুক্ত হয়, সেখানে 'মধ্যস্থ তন্দ্রাভিভূত থাকিয়া যাহা বলেন বা করেন, তাহা সেই মৃত ব্যক্তির কৃত কার্য্য' বলিয়া মনে করিতে হয়। অন্যথায় মধ্যস্থ হয়ত নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও মৃতব্যক্তি-অধিকৃত হাত দুখানি দ্বারা লেখা প্রভৃতি কাজ করিতে পারেন। এঅবস্থায় লেখা, বলা, ছবি আঁকা, প্লানচেট্ প্রভৃতি দ্বারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে। অবশ্য বাগ্‌যন্ত্র অধিকৃত না হইলে, মৃত ব্যক্তির কথা বলার অধিকার জন্মে না।

যেখানে মৃত ব্যক্তি, মধ্যস্থের সম্পূর্ণ শরীরটী অধিকার করিতে পারেন, সেখানে সেই আবিষ্ট মধ্যস্থ, সূক্ষ্মলোকবাসীর অনেক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। কোন পুস্তকের কোন্ পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে তাহা বলা, বাক্সের মধ্যে বন্ধ রহিয়াছে এমন চিঠি পত্র পড়া, কোন জিনিষ হারাইলে তাহার খোঁজ করা, দূরের সংবাদ আনিয়া দেওয়া—প্রভৃতি কার্য্য এঅবস্থায় সম্ভব হয়।

মৃত ব্যক্তির আংশিক মূর্ত্তিগ্রহণও অনেক সময় সম্ভব হয়। দৃষ্টিগোচর না হইলেও টেবিলে শব্দ করা, টেবিল উল্টান, জিনিষপত্র সরান, শ্লেটে লেখা, মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত মৃতব্যক্তির হস্তস্পর্শ, কণ্ঠস্বর প্রভৃতিও এঅবস্থায় অনুভব করা যায়। কখনও বা কেবল একখানি হাত বা মস্তক মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়।

(ছ) Astral Plane, P. 108.

নানা প্রকার আলোক সৃষ্টি করা কিম্বা দূর হইতে কোন দ্রব্য আনিয়া বৈঠকের ঘরে দেওয়া, কিম্বা ঐঘরেই কোন দ্রব্য উৎপন্ন করা, কিম্বা দরজা জানালা বন্ধ থাকিলেও বাহির হইতে কোন দ্রব্য ঐ ঘরে প্রবেশ করান প্রভৃতি কার্য্যে সূক্ষ্ম-জগতের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু অভিজ্ঞ মৃত ব্যক্তি এই সকল কার্য্যও অনেক সময় করিয়া থাকেন।

সম্পূর্ণ মূর্ত্তি গ্রহণ এবং জীবিতের ন্যায় আচরণও এই প্রকার বৈঠকে সম্ভব হয়। জগতের নানা স্থানে বহুদিন ধরিয়া এই সকল কার্য্য চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের বিবরণ পাঠ করিলে, এই সকল অলৌকিক বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যস্থ সংগ্রহ করাই কঠিন। উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যস্থগণ এই প্রকারে যথেষ্ট অর্থ উপাৰ্জ্জন করিতে পারেন, এবং অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় অনেক স্থলে প্রতারণা বর্ত্তমান থাকে। তাহার ফলে এই বিষয় সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছে। কিন্তু নকলের মধ্যে আসলেরও অভাব নাই। সুতরাং মূল বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। অনেক সময় নিজদেহ অপর কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হওয়ায় মধ্যস্থগণ কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া থাকেন। (জ) সুতরাং যাঁহার ক্ষমতা আছে, তিনিও নিরাপদে এই সকল কার্য্য দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে পারেন না। (ঝ)

চক্রে প্রতারণার আশঙ্কা—

বৈঠকে বা চক্রে বসিলেই যে ঈপ্সিত আত্মা সেখানে আবির্ভূত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। কামলোকে যে সকল ক্রূরপ্রকৃতির জীব বাস করে, তাহারা অনেক সময় ঐ কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সেজন্য এই সকল চক্রের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, এক একজন উন্নত প্রকৃতির কামলোক-বাসী জীব, তন্দ্রাভিভূত মিডিয়ামের দেহে যাহাতে দুষ্টাত্মা প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য প্রহরীর কার্য্য করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেক সময় দুর্দ্দান্ত পিশাচ-প্রকৃতির জীব, মিডিয়ামকে আশ্রয় করে এবং নানা অনর্থের সৃষ্টি করে।

(জ) Key to Theosophy—p 150. বড় বড় নামজাদা মধ্যস্থগণ, কেহ উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, কাহারও বা মৃগীরোগ, কাহারও মেরুদণ্ডে মজ্জাগত পীড়া। দীর্ঘকাল এই কার্য্য করার ফলে প্রায়ই বিপদ ঘটিতে দেখা যায়।

(ঝ) কলিকাতায় জনৈক মহিলা এই প্রকার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই ক্ষমতা এখন কমিয়া গিয়াছে। অন্য একটী বিশিষ্ট ভদ্রলোক, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইলেও পীড়াগ্রস্ত হইয়া এই কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন।

কামলোকে এক প্রকার প্রকৃতি-সত্তা বা Elemental থাকে। (ঞ) তাহারা কোন মানুষের সূক্ষ্মদেহধারী জীব নহে। প্রকৃতি হইতে তাহারা জন্মে। আবার মানুষের সূক্ষ্মদেহ লয়প্রাপ্ত হইবার সময়, মনের উপকরণ-সম্বলিত সূক্ষ্মদেহের কিয়দংশও কামলোকে বর্ত্তমান থাকে, ইহারাও সত্তা। ইহা ব্যতীত নানাবিধ অপদেবতা ঐ লোকে বাস করে। নানা প্রকার ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণা করিতে ইহারা আনন্দ বোধ করে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই চক্রে যে-সকল ঘটনা ঘটে বা সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা এই প্রকার শঠতা হইতে উদ্ভূত। মূর্ত্তি ধারণ বিষয়েও এই প্রকার প্রবঞ্চনা অসম্ভব নহে। সুতরাং চক্রে বসিয়াই যে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হওয়া যাইবে, প্রিয়জনের অঙ্গ স্পর্শ করা বা কণ্ঠস্বর শোনা বা মূর্ত্তি দেখা যাইবে, তাহা আশা করা যায় না। এই সকল ঘটনা ঘটিলেও, অনেক সময় তাহা ধূর্ত্ত অপদেবতাগণের প্রতারণামূলক হইয়া থাকে এরূপ জানা গিয়াছে। (ট) ভালবাসার বিশেষ আকর্ষণ থাকিলে এবং জীব মানসলোকে যাইবার পূর্ব্বে, উপযুক্ত মিডিয়ামের সহিত গোপন-চক্রে বসিলে, কখন কখনও প্রিয়জনকে ক্ষণেকের জন্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে আনন্দ অপেক্ষা শোকের তীব্রতা বর্দ্ধিত হয় এবং মৃত ব্যক্তির অপকার করা হয়। পার্থিব বিষয় হইতে তাঁহার জ্ঞান যত শীঘ্র মানসলোকের দিকে প্রসারিত হয়, ততই তাঁহার কল্যাণ লাভ হয়। পার্থিব বিষয়ের দিকে তাঁহার কামনা ও বাসনা ধাবিত হইলে তাঁহার উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মে। চক্রের বিবরণীতে অনেক সময় ভীষণ বলশালী সত্তার আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। কখনও বা প্রবল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তির বর্ণনা দেখা যায়। এই সকল স্থলে Elemental কিম্বা প্রকৃত হিংসা-পরায়ণ জীবের আবির্ভাব অসম্ভব নহে।

চক্রে প্রকাশিত অদ্ভুত ঘটনাবলী—

R. D. Owen লিখিয়াছেন যে, তিনি Slaten দ্বীপে, তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে একটী গোপন-চক্রে যোগদান করিয়াছিলেন। গৃহস্বামীর পুত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে মিডিয়ামের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে নিকট আত্মীয় দুই জনকে লইয়া, চারিজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঘরে আলোক ছিল না। হঠাৎ ১২।১৪ সের ওজনের একখানি টেবিল ভীষণভাবে নড়িয়া উঠিল এবং ভীষণ বেগে এদিকে ওদিকে যাইতে লাগিল। পরে কে যেন নীচের দিক্ হইতে

(ঞ) ইহারাই জিন্ নামে পরিচিত।
(ট) The Key to Theosophy, P. 148.

সজোরে ধাক্কা দিয়া টেবিলের মাথাটা খুলিয়া ফেলিল; সজোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ইহা ৭।৮ ফিট্ উপরে উঠিয়া আন্দোলিত হইতে লাগিল। উহাতে যে প্রকার ভীষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে Mr. Owen বলিয়াছেন যে, ঐ প্রকার একটী আঘাতে তাঁহারা যে কেহ মারা যাইতেন। (ঠ)

আচার্য্য লেড্‌বিটার এই প্রকার শক্তির বিষয়-সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "ঘরের সমুদায় আসবাব-পত্র, বড় বড় দেরাজ, আলমারী, পিয়ানো, সোফা যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সজীব হইয়া উঠিল এবং ভীষণভাবে ইতস্ততঃ চলিতে আরম্ভ করিল। আঘাত লাগিবার ভয়ে তাঁহারা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।" (ড) কখন'কখন হিংসাপরায়ণ প্রেতযোনি, তাহার শত্রু উপস্থিত থাকিলে, মিডিয়ামের সাহায্যে, প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। 'After Death' নামক পুস্তকে এই বিষয়ে একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাসে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

চক্রে আবির্ভূত বিদেহী জীবের বৈরনির্য্যাতন-চেষ্টা—

Flammarion লিখিয়াছেন যে বৈঠকে পাঁচ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথম হইতেই মিডিয়ামের চঞ্চল ভাব দেখা গিয়াছিল। যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে তাহার স্বভাবের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। অন্য দিন তাহার পিতার আত্মা উপস্থিত থাকিতেন, আজ তাঁহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মিডিয়াম ভীতিব্যঞ্জক-নেত্রে ঘরের কোণের দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "যাও, চলে যাও, আমাকে বাঁচাও"। উপস্থিত ব্যক্তিগণ কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া একাগ্রচিত্তে মিডিয়ামের পিতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সুফল ফলিল। মিডিয়াম শান্ত হইল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল, কি পৈশাচিক চেহারা!" পরক্ষণেই মিডিয়ামের পিতা, মিডিয়ামকে দিয়া বলাইলেন, "আজ এই ঘরে একটী পিশাচ-প্রকৃতির আত্মা আসিয়াছে, উপস্থিত কোন এক ব্যক্তির প্রতি তাহার ক্রোধ আছে, এই যে আবার আসিয়াছে, আমার দ্বারা আর কোন সাহায্য হইবে না। বন্ধ কর—"

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সেই পৈশাচিক আত্মা মিডিয়ামকে পাইয়া বসিল। মিডিয়াম তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বাঘের মত লাফ দিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জনের গলা চাপিয়া ধরিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল

(ঠ) The Debatable Land, P. 286.

(ড) On the Other Side of Death, P. 597.

যে, "আমি রাজকীয় নৌবহরের সৈন্যদলভুক্ত ছিলাম। কাপুরুষ, আমাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছিস্, আজ তোকে কে রক্ষা করে, দেখি।" উপস্থিত অপর চারিজন বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু ঘরের আসবাব-পত্র সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, আক্রান্ত লোকটী নৌ-বহরের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং প্রেতাত্মা জনৈক সৈন্য তাঁহার অধীনে কাজ করিত। এক বন্দরে জাহাজ লাগান হইলে, সেখানে একদিন ঐ কর্ম্মচারী সহরে বেড়াইবার সময় দেখেন যে, কয়টী লোক মাতাল হইয়া ঝগড়া করিতেছে। তাহার মধ্যে ঐ মৃত ব্যক্তি ছিল। তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলায়, সে ঐ কর্ম্মচারীকে অপমান করিতে উদ্যত হয়, তখন তিনি তরবারি দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করেন, তাহার ফলে সে মারা যায়। বিচারে ঐ কর্ম্মচারীর চাকুরী যায়। সুতরাং এখানে প্রতিহিংসা উদ্দেশ্য লইয়া ঐ মৃত ব্যক্তি, মিডিয়ামের দেহে প্রবেশ করিয়া সেই পদচ্যুত কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করিয়াছিল। (চ)

চক্রে পরলোকগতা পত্নীর আবির্ভাব—

সংসারে যত প্রকার বন্ধন আছে, তন্মধ্যে প্রেমের বন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়। প্রেমের আকর্ষণে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে, যাহা সচরাচর ঘটিতে দেখা যায় না। এই প্রকার অসাধারণ ঘটনা অনেক সময় নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের কারণ হয়। Robert Dale Owen তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এইরূপ একটী সত্য ঘটনার বিষয় লিখিয়াছেন।

মিঃ লিভারমোর গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নিউইয়র্কে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কোন প্রিয়জনের (স্ত্রীর) মৃত্যু হয়। (a) মৃত্যু আসন্ন হইলে স্বামীকে মর্ম্মাহত দেখিয়া স্ত্রী আশ্বাস দেন যে, যদি সম্ভব হয়, তবে মৃত্যুর পরও তিনি যে থাকিবেন তাহার প্রমাণ দিবেন। স্বামী, ইহা স্ত্রীর ভালবাসার নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন নাই। তিনি পরলোক, আত্মা প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ে কিছুমাত্রও আস্থাবান ছিলেন না। মৃত্যুর পর মর্ম্মান্তিক দুঃখে তিনি জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি তাঁহাদের সুবিজ্ঞ পারিবারিক চিকিৎসকের নিকট মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলে, চিকিৎসক চক্রে বসিবার ইঙ্গিত করেন। প্রথমে

(চ) After Death, P. 100.
(a) History of Spiritualism, Vol. I. 94.

উপহাস করিলেও শেষে চিকিৎসকের উপদেশ মত মিস্ ফক্স্ নাম্নী কোন মিডিয়ামের সাহায্যে চক্রে বসিতে আরম্ভ করেন।

১৮৬১ সালের ২৩শে জানুয়ারী প্রথম চক্রের অধিবেশন হয়। তাহাতে ঠক্ ঠক্ শব্দ ব্যতীত আর অদ্ভুত কিছু পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী ১০।১২টী অধিবেশনে, অদৃশ্যহস্তস্পর্শ, পরলোকের সংবাদ, ভারী দ্রব্যাদির চলন এবং কাগজে লেখা প্রভৃতি সাধারণ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। দ্বাদশ অধিবেশনে তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, তিনি দেখা দিবেন। পরবর্ত্তী বারটী অধিবেশনে ক্রমশঃ নূতনতর ঘটনা ঘটিতে লাগিল। জোনাকির আলোকের মত আলোক ঘরের ভিতর আসা যাওয়া করিতে লাগিল। চতুর্ব্বিংশতি অধিবেশনে সংবাদ আসিল, "আমি কাল দেখা দিব। ঘরের জানালা দরজা বিশেষভাবে সুরক্ষিত করিবে, এবং সুচারুরূপে পরীক্ষা করিবে, যেন সন্দেহের লেশ না থাকে।"

পরদিন যথানিয়মে অধিবেশন হইলে স্বামী শুনিলেন, "আমি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি।" পরে একটী পিণ্ডাকৃতি আলো দেখা গেল, উহা মস্তকে পরিণত হইলে স্বামী স্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন, পরে ঘরের অলৌকিক আলোকবিন্দু-সকল দ্বারা স্ত্রীর সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিলেন। ঠক্ ঠক্ শব্দ কি প্রকারে হয় তাহাও দেখিলেন। একটী গোলাকৃতি আলোর গায়ে যেন একটী বোঁটা লাগান। উহা টেবিলের উপর নিয়মিত ভাবে লাফাইতেছে এবং টেবিলে আঘাত করিলেই ঠক্ করিয়া শব্দ হইতেছে।

ঐ বৎসর ১৮ই এপ্রিল তারিখে পুনর্ব্বার অধিবেশন হয়। পূর্ব্বের মত সতর্কতার সহিত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া, বহুক্ষণ বসিয়া থাকার পর ভীষণ শব্দ শোনা গেল এবং ঘরের সমুদায় আসবাবপত্র যেন চলিতে আরম্ভ করিল। দরজা জানালা সব যেন খুলিয়া আবার বন্ধ হইতে লাগিল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নানাস্থান হইতে উত্তর আসিতে লাগিল। সেই সময় স্বামীর পশ্চাৎ দিকে ঘরের মেজ হইতে জ্যোতির্ম্ময় আলোর মত একটী পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার সম্মুখের দিকে আসিল। নানা প্রকার বৈদ্যুতিক শব্দ হইতে লাগিল এবং পরে ঐ জালবৎ পদার্থ একটী মানুষের মাথায় পরিণত হইল। মাথাটী জাল দ্বারা আবৃত ছিল। উহা একবার স্বামীর দিকে আসিতে লাগিল, একবার দূরে যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ একটী চক্ষু দেখা দিল। পরে ঐ জ্যোতির্ম্ময় জাল আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা গেল

মুখের নীচের দিক্‌টা তখনও আবৃত ছিল। কিন্তু মুখের উপরের দিক্‌টা দেখিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন। তখনই একদল অদৃশ্য দর্শক যেন ঘরের সর্ব্বস্থান হইতে ঠিক্ ঠিক্ শব্দ করিয়া উঠিল।

ঐ মূর্ত্তি কয়েকবার দৃশ্য ও অদৃশ্য হওয়ার পরে একবার নিকটে আসিয়া তাহার মাথাটী স্বামীর মাথার উপরে রাখিলে, তাহার নিবিড় কেশরাশি স্বামীর মুখের উপর পড়িল। স্বামী ও মিডিয়াম, দেওয়াল হইতে দশ ফিট্ দূরে বসিয়াছিলেন। অলৌকিক আলোটী দেওয়ালের দিকে কিছু দূরে সরিয়া গেলে, বৈদ্যুতিক শব্দ (ণ) বৰ্দ্ধিত হইল, দেওয়ালটী সমধিক পরিমাণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং একটী স্ত্রীলোকের পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি দেখা গেল। আধ ঘণ্টা সেই মূর্ত্তি স্থির থাকিবার পর সংবাদ আসিল (ত) "আমি উপরে উঠিতেছি দেখ" এবং তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার অলৌকিক বৈদ্যুতিক আলোতে দেখা গেল যে, ঐ মূর্ত্তি ছাদের তলা পর্য্যন্ত উঠিল এবং ধীরে ধীরে নামিয়া মেজেতে আসিয়া অদৃশ্য হইল। কিছুক্ষণ পরে ঐ মূর্ত্তি একখানা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলে আয়নায় তাহার পরিষ্কার প্রতিকৃতি দেখা গেল। এই সময় বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল। তখন সংবাদ আসিল, "আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন **আমি মূর্ত্তিকে বজায় রাখিতে পারি না।**" দুই দিন পরের অধিবেশনে খবর পাওয়া গেল "আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ। ভগবানের নিকট হইতে এই শক্তি লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতায় হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে। তোমার অন্তরের অন্ধকার আমি দেখিয়াছি, এখন উহা আনন্দে উচ্ছ্বসিত। সুখী হও, ভয় করিও না। শান্তি লাভ কর।"

এই সংবাদ পাওয়ার পরদিন সন্ধ্যাবেলায় যে অধিবেশন হয়, তাহাতে নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক শব্দ ও আলো দেখা দেওয়ার পর, একটী জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার পদার্থ দেখা গেল এবং উহা হইতে ক্রমশঃ স্ত্রীর সম্পূর্ণ মস্তকটী প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক লাইন, প্রত্যেক অংশ সেই চিরপরিচিত, মধুময়

(ণ) বৈদ্যুতিক শব্দটী অল্পাধিক slow discharge এর মত চিট্ চিট্ শব্দ কখনও বা বেশী কখনও বা কম; রুম্‌কর্ফ কয়েল্ প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন।

(ত) সংবাদ সর্ব্বদাই মিডিয়ামের লেখা দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল। কখনও বা ডান হাত, কখনও বা বাম হাতের উল্টা লেখা। ছাপা খানার হরফ যেমন সেইরূপ। আলোর নিকট না ধরিলে তাহা সাধারণ লোকে পড়িতে পারে না। খবরের বিষয় এমন ছিল যে, তাহা মিডিয়ামের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত।

স্মৃতির আধার। নিপুণতার সহিত কেশ বিন্যস্ত, একটী শ্বেত গোলাপ বামদিকের চুলে বসান আছে। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত সেই মুখখানি কয়েকবার দৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া স্বামীর মাথার উপর রাখিলে, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত কেশদাম তাঁহার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল। স্বামী অভিভূতের মত সেই কেশরাশি হাতে ধরিলে প্রথমে উহা স্ত্রীলোকের কেশ বলিয়া মনে হইল, কিন্তু ক্রমশঃ উহা যেন ক্ষীণ হইয়া পরে অদৃশ্য হইল।

১৮৬১ খৃঃ অঃ ২রা জুন ৬৬নং অধিবেশনে, পূর্ব্ববৎ বৈদ্যুতিক শব্দ ও আলো প্রকাশিত হওয়ার পর, কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল এবং একটী মূর্ত্তি স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মূর্ত্তির জ্যোতির্ম্ময় আবেষ্টনমণ্ডল স্বামীর সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া যেন তাঁহার অন্তরটী দেখিয়া লইল। পরে পশ্চাৎদিকে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো প্রকাশিত হইল এবং সেই মূর্ত্তি স্বামীর কাঁধের উপর হাত রাখিলেন এবং পরে মাথা নীচু করিয়া তাঁহার কপাল চুম্বন করিলেন। পরে পরিষ্কাররূপে অনুভূত একটী দেহ যেন স্বামীর শরীরের উপর দিয়া আলিঙ্গিত-ভাবে অতিক্রম করিয়া শূন্যে উঠিল। স্বামী, স্ত্রীর স্বর্গীয় জ্যোতিঃবিচ্ছুরিত পরমানন্দোদ্ভাসিত মুখখানি দেখিলেন। সেই চিরপরিচয়ভরা চোখ দুইটী হইতে যেন প্রেমের উৎস উৎসারিত হইতেছে। কয়েকবার এই প্রকার ঘটিবার পর স্বামীর নিকট হইতে একখানি কার্ড কে যেন লইল এবং কিছুক্ষণ পরে উহা ফিরাইয়া দিল। উহাতে ফরাসীভাষায় সংবাদ লেখা ছিল। বলা বাহুল্য, এই সকল অধিবেশনকালে ঘরের জানালা দরজা রীতিমতভাবে বন্ধ এবং শীল-মোহর করা হইত এবং মিডিয়ামের হাত দুখানি স্বামীর হাতের মধ্যে ধরা থাকিত, আর এই সকল অধিবেশন কখন স্বামীর বাড়ীতে, কখন মিডিয়ামের বাড়ীতে হইত।

৮১ নং অধিবেশনে সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল। মাথায় সূক্ষ্ম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ কোন পদার্থ-নির্মিত ভেল (veil)। স্বামী বলিলেন, "হাত উঁচু কর", মূর্ত্তি অপূর্ব্ব ভঙ্গীর সঙ্গে হাত উঁচু করিলেন। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আলোকিত মুখখানি, অন্তরের পরম আনন্দ ও শান্তির চিহ্ন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়াছিল। চুলে সেই শ্বেত গোলাপফুলটী বসান ছিল।

এইখানে যদি এই আখ্যায়িকা শেষ করা যায়, তবে ইহা অগ্রাহ্য করিবার বা লৌকিক উপায়ে ব্যাখ্যা করিবার ইহাতে কি থাকিতে পারে? কিন্তু ইহার পরে ৪।৫ বৎসর ধরিয়া তিনশত অধিবেশনে এই স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল এবং

স্বামী ব্যতীত অন্য অনেক বিচক্ষণ সাক্ষী সেই সকল অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

৯৩নং অধিবেশন ১৮৬১ খৃঃ অঃ ১৭ই জুলাই হইয়াছিল। প্রত্যেক অধিবেশনে পর পর অধিকতর পরিস্ফুটভাবে মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল। এই দিন স্ত্রীর মূর্ত্তির চারিদিকে চক্‌চকে সাদা জালের আবেষ্টন ছিল, হাতে একটী ফুলের তোড়া, বুকে ও কণ্ঠে ফুলের আচ্ছাদন, যেন "ফুলরাণী"। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল কোথায় পাও"? উত্তর হইল—"আমাদের জগৎ তোমাদের জগতের ঠিক অনুরূপ। তোমাদের জগতে যাহা আছে, এখানেও সেই সব আছে। সেই বাগান, গাছ, ফুল প্রভৃতি প্রচুর আছে।" (থ)

১১৬নং অধিবেশন—১৯শে আগষ্ট। স্ত্রীমূর্ত্তি পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়াছিল। চিনিতে কোন কষ্ট হয় নাই। মুখের ও কণ্ঠদেশের নিকট উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক অলৌকিক আলো ছিল, তাহাতে ঐ সকল স্থান স্পষ্ট দেখার কোন বাধা ছিল না। সুদীর্ঘ কেশরাশি বার বার মুখের উপর পড়িতেছিল। জীবিত মানুষের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তিনি হাত দিয়া ঐ সকল কেশদাম সরাইতেছিলেন। অতি পরিপাটীভাবে কেশরাশি বিন্যস্ত ছিল এবং গোলাপ ও ভায়লেট্ ফুলসকল সুন্দর ভাবে চুলের উপর বসান ছিল। এ অবস্থায় তাঁহাকে ঠিক জীবিত স্থূলদেহ-ধারিণী প্রসাধিকা রমণীর ন্যায় দেখাইতেছিল। উহা যে সর্ব্বাংশে তাঁহার স্বর্গতা স্ত্রীর মূর্ত্তি তাহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহার পার্শ্বে পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত অন্য একটী মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল। অত্যন্ত গরম অনুভব করায় একখানি হাতপাখা স্বামী সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন। স্ত্রী টেবিলের উপর হইতে পাখাখানি লইলেন এবং নানা প্রকারে উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ধরিতেছিলেন। ঐ দিন দেড় ঘণ্টা ঐ মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল। তাঁহার যে পোষাক পরা ছিল, তাহা স্পর্শযোগ্য।

১৩৯নং অধিবেশন, ৪ঠা অক্টোবর। স্ত্রী দেখা দিয়াছিলেন, ঘরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক আলো দেখা গিয়াছিল। স্ত্রী শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছিলেন। তাঁহার কাপড় লাগিয়া টেবিলের উপরিস্থিত পেন্সিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্রব্য সকল ঘরের মেজেতে পড়িয়া গিয়াছিল।

১৬২ নং অধিবেশন, ১১ই নভেম্বর। ১১৬ নং অধিবেশনে যাঁহার সজ্জিত মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল, তিনি আসিয়াছিলেন। অপর কেহ, একটী আলো তাঁহার

(থ) See also Raymond.

মুখের নিকট ধরিয়া মুখখানিকে পরিষ্কার দেখিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্ক্লিন্‌কে (দ) চিনিতে কাহারও কষ্ট হইল না। সেই মুখ, কাণের নিকটে কিছু কিছু পাকা চুল, সেই জ্ঞানজ্যোতিরুদ্ভাসিত মুখমণ্ডল, সেই আধ্যাত্মিকতা ও সেই বিশ্বপ্রেমের আধার মুখখানি। পরদিন তিনি আবার আসিলেন ; ঘরে অন্য একখানি চেয়ার ছিল, তাহাতে তিনি বসিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানগম্ভীর মূর্ত্তি। স্বামী তাঁহাকে একটু সরিয়া আসিতে বলায়—তিনি চেয়ার সমেত সরিয়া আসিলেন। অলৌকিক আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল, তাঁহার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।

১৭৫ নং অধিবেশন স্বামীর বাড়ীতে হইয়াছিল। পূর্ব্ববৎ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক দরজা জানালা বন্ধ ও শীলমোহর করিবার পর, ঘরের আলো নিবাইয়া দিলে কে যেন বলিল, দিয়াশলাই দাও। স্বামী টেবিলের উপর মিডিয়ামের হাত ধরিয়া বসিয়াছিলেন। একহাত দিয়া দিয়াশলাই দিলে, কে যেন উহা লইল এবং কয়েকবার চেষ্টা করিয়া একটী কাঠি জ্বালিল। স্বামী দেখিলেন,— ফ্রাঙ্কলিন দাঁড়াইয়া আছেন। কাঠিটা নিবিয়া গেলে তিনি অদৃশ্য হইলেন। ৮।১০ বার এই প্রকারে দিয়াশলাইএর আলোকে তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল। একবার স্বামীর টুপিটা তাঁহার মাথায় ছিল এবং চাহিবামাত্র তিনি উহা স্বামীর মাথায় পরাইয়া দিলেন। স্ত্রীকেও একবার ফ্রাঙ্ক্লিনের কাঁধের উপর হাত দিয়া দাঁড়াইতে দেখা গিয়াছিল। পরে সংবাদ আসিল, "অনেক দিন ইহা আমরা চেষ্টা করিয়াছি, চেষ্টা সফল হইয়াছে, এখন পার্থিব আলোতে তোমরা আমাদিগকে দেখিলে। বেন্‌জামিন্ ফ্রাঙ্ক্লিন্"।

১৭৯ নং অধিবেশন, স্বামীর নিজ গৃহে। দরজা জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া একটী dark লণ্ঠন টেবিলের উপর রাখিলে, আলোটী শূন্যে উঠিল এবং জানালার দিকে যাইতে লাগিল। জানালার নিকটে একখানি চেয়ার ছিল। সেখানে যাইয়া আলোটী ৫।৬ ফিট উচ্চে স্থির রহিল। তাহার আলোতে দেখা গেল ফ্রাঙ্ক্লিন্ বসিয়া আছেন। নিখুঁত রক্ত মাংসের শরীর, গায়ের লোমাবলিসকল পরিষ্কার দেখা গিয়াছিল। কখন কখনও আলোটী কমান, বাড়ানর জন্য অনুরোধ আসিতেছিল এবং সে দিন এক ঘণ্টা এই প্রকারে অধিবেশন হইয়াছিল। পরে

(দ) ১৭৯০ খৃঃ অব্দে তিনি ৮৪ বৎসর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর প্রায় ৭০ বৎসর পরে তিনি এই অধিবেশনে দেখা দিয়াছিলেন। কামলোকে জ্ঞান চর্চ্চা করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ আছে বলিয়া অনেক বিজ্ঞানবিদ্ দীর্ঘকাল এখানে বাস করেন।—See Astral World.

কার্ডে একটা লেখা আছে দেখা গেল যে, "বৎস, পৃথিবীর উপকারের জন্য আমার এই চেষ্টা। আমি এজন্য বহু চেষ্টা করিয়াছি। বিঃ এফ্"

২১৮ নং অধিবেশন, ১৮৬২ খৃঃ অঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী। স্বামী একখানি কার্ড পকেটে লইয়া গিয়াছিলেন, উহা তাঁহার পকেট হইতে কে যেন লইল। পরে টেবিলের উপর হইতে উজ্জ্বল আলোক উঠিল, তাহাতে দেখা গেল কার্ডের গায়ে একটী ফুলের তোড়া লাগান আছে এবং লেখা আছে "আমাদের বাগানের ফুল"। তখন আমরা গ্যাস জ্বালিয়াছিলাম, তাহাতে ফুলগুলি ক্রমশঃ বিশীর্ণ হইতে লাগিল। পরে সংবাদ আসিল, "লক্ষ্য কর"। দেখা গেল ফুলগুলি গ্যাসের আলোকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

২৮৩ নং অধিবেশন, ১৮৬২ খৃঃ অঃ ৩রা নভেম্বর। স্ত্রী জীবন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দিলেন, চুলগুলি মুখের উপর পড়িতেছিল। স্বামী তাহা হাত দিয়া সরাইয়া দিয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই মূর্ত্তি শূন্যে উঠিয়া স্বামীর মুখের উপর তাঁহার পরিধেয় পোষাক স্পর্শ করাইয়া অদৃশ্য হইলেন।

৩৩৫নং অধিবেশন, ১৮৬২ খৃঃ অঃ ৩১শে ডিসেম্বর। ঘরে গ্যাস মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল। একখানি হাত একটী ফুল দিতে আসিল। ঐ ফুলটী স্পর্শ করা মাত্রই স্বামী একটী বৈদ্যুতিক আঘাত পাইলেন। পরে গ্যাসের আলো বাড়াইয়া দেওয়া হইল। সেই ফুলটী তখন টেবিলের উপরে একখানি কার্ডের উপরে রাখিলেন। পরে আর একটী ফুল ওখানে রাখা হইল। ফুলগুলি যেন একটু চট্‌চটে। ক্রমশঃ উহারা অদৃশ্য হইল।

৩৬৫ নং অধিবেশন, ১৮৬৩ খৃঃ অঃ ২১শে অক্টোবর। স্ত্রী দেখা দিলেই লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো তাঁহার মুখের উপর ফেলা হইল। একটু কম্পিত হইয়া তিনি কিছু সময় পর্য্যন্ত স্থিরভাবে থাকিয়া অদৃশ্য হইলেন এবং পরে সংবাদ আসিল "পার্থিব আলোতে বিশেষ কষ্টের সঙ্গে আমি মূর্ত্তিকে বজায় রাখিয়াছিলাম।"

ইহার পরে আরও ২।৩ বৎসর অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে নিউ-ইয়র্কের একজন বড় হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার গ্রে এবং মিঃ গ্রাউট্ উপস্থিত থাকিতেন। অনেক অধিবেশনে ফ্রাঙ্ক্‌লিন্ এবং স্ত্রী, কখনও দুইজন একত্রে, কখনও বা পৃথক্‌ভাবে দেখা দিতেন। ১৮৬৬ খৃঃ অঃ ২রা এপ্রিল তারিখে ৩৮৮নং অধিবেশনে স্ত্রী শেষবারের জন্য দেখা দেন। পরে সর্ব্বদা সংবাদ পাঠাইতেন, কিন্তু আর দেখা দেন নাই। ডাক্তার গ্রে এবং স্বামী লিখিয়াছেন যে, স্ত্রীমূর্ত্তি যখনই দেখা দিতেন, তখনই অপূর্ব্ব সৌরভে ঘর আমোদিত হইত।

পত্নীর আবির্ভাব অলৌকিক সত্য ঘটনা না কাল্পনিক—

যদি কেহ মনোযোগপূর্ব্বক এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন, তবে কয়েকটী বিষয় মনে হইবে।

১। সমুদায় বিবরণ রচিত গল্প মাত্র। সর্ব্বৈব মিথ্যা, মনঃকল্পিত উপন্যাস।

২। মিডিয়ামের স্বকৌশলপূর্ণ প্রতারণা।

৩। অধিবেশনকারী ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি।

"Debatable Land" নামক পুস্তক ১৮৭৪ খৃঃঅঃ মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার ওয়েন্ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। স্বামী লিভারমোর, ডাক্তার গ্রে, মিঃ গ্রাউট প্রভৃতি নিউইয়র্কে সুপরিচিত ব্যক্তি। মিডিয়াম মিস্ ফক্স, বাল্যকাল হইতে ডাক্তার গ্রের পরিচিত। তাঁহার পক্ষে এই প্রকার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব। তিনি প্রধান শ্রেণীর যাদুকর হইলেও যে ভাবে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কিছুই করিবার সাধ্য ছিল না। এই সকল ব্যক্তি ৫।৬ বৎসর ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভুলই দেখিলেন। পূর্ব্বেও তাঁহাদের মস্তিষ্কের বিকার ছিল না, পরেও ছিল না এবং কেবল ৫।৬ বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে ভুল দেখিলেন, এইরূপ ধারণা যিনি করিতে চান, তাঁহাকে আমরা এই বলিতে চাই যে, জগতে এই শ্রেণীর একটী ঘটনা ঘটে নাই। যে সকল পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল, তাহাদের মধ্যে সহস্রাধিক এই প্রকার ঘটনার উল্লেখ আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ভ্রান্তিবশে ভুল দেখিয়াছেন, ইহা সাধারণ যুক্তির অগোচর। কি প্রকারে এই সকল অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনরায় বলা যাইবে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইবার স্থান নাই। এই কুঞ্জবনের প্রত্যেক গলিতে গলিতে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্পচয়ন করিয়া যদি পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতে হয়, তবে এই পুস্তকে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইবে না। সুতরাং কয়েকটী আদর্শস্থানীয় সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই বিষয় শেষ করিব। পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেরাই সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবেন। এইটুকু চিন্তা করিবেন যে, সুকৃতিশালী মিঃ লিভারমোর ৫।৬ বৎসর, যে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়া কত শোকার্ত্ত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়াছে। বিয়োগবিধুর মানবের মনে পরলোকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা মৃত্যুকে জয় করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় মহিমার আলোকে পরলোক উদ্ভাসিত করিয়াছে। স্বর্গতা প্রিয়তমার অঙ্গ-সুষমা, সৌন্দর্য্যের আধার কেশরাশি, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির প্রেমস্পর্শ, চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর

পাঁচ বৎসর ধরিয়া অনুভব করার ফলে তাঁহার মানসচিত্রপটে যে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, পৃথিবীর নরনারী তাহার ভিতর দিয়া চিরকালবিশ্রুত আনন্দধাম দেখিতে পাইয়াছে। আরও একটী কথা চিন্তা করিবেন যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়জ্ঞানের চরম ফল অনুভূতি। সাধারণ লোকের পক্ষে সাধারণ ভাবে ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে বিষয় সংযোগে অনুভূতি জন্মে। কিন্তু অনুভূতির জন্য ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য অপরিহার্য্য, একথা স্বীকার করা যায় না। প্রভু ইচ্ছা করিলে ভৃত্যের সাহায্য ব্যতীত নিজেই কার্য্য করিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে ভৃত্যগণের কার্য্যের ফলভোগ করিতে পারেন। আমাদের স্বপ্নের যে অনুভূতি, তাহাতে ভৃত্য ইন্দ্রিয়গণের কোন কার্য্য নাই। প্রভু-আত্মা অবিদ্যাবলে কাম্যমান বস্তুসকল ভোগের জন্য নির্ম্মাণ করেন। (ধ) ভাষ্যকারগণ এই গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। পরাবিদ্যার উপদেশ এই যে, এই সকল কাম্যমান বিষয় মনের নিম্নস্তরে স্থানলাভ করে। সুতরাং মনোরূপ বিশাল পদার্থের নিম্নাংশ এখানে কার্য্য করে। পুরুষ বা আত্মা তাহার কার্য্যকরী শক্তির কারণ হইয়া থাকেন। এইভাবে চিন্তা করিলে শ্রুতিলিখিত বিষয়ের অর্থসঙ্গতি হয়। সুতরাং লৌকিক ও অলৌকিক বিষয়ে অনুভূতিই আমাদের চরম সম্পৎ, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সর্ব্বদা সফল হয় না। মন যদি চেষ্টা না করেন, তবে চক্ষুগোচর হইলেও আমরা দেখিতে পাইনা, শ্রবণগোচর হইলেও শুনিতে পাই না। অনাবিষ্ট থাকিলে স্পর্শজ্ঞানও আমাদের থাকে না। সুতরাং মন নিষ্ক্রিয় থাকিলে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। মন বিকৃত হইলে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাও বিষয়ের স্বরূপ অনুভূতি হয় না। হিপনোটিজম্ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অনেক সময় বুদ্ধিবলে আমরা বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারি। তখন উহা জ্ঞানে পরিণত হয়। এই সকল স্থলে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যের আবশ্যক হয় না। অথচ উহারা তখন আমাদের মানস প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়। পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, পৃথিবীতে বাস করিয়া তাহা কাহারও দেখিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ এই বিষয় বুদ্ধিবলে আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। সুতরাং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেও, চেষ্টা করিলে অনেক বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। বুদ্ধি ও মনের সাহায্যে এই অনুভূতি জন্মে।

(ধ) য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। কঠ ২।২।৮

নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ। বেদান্তদর্শন ৩।১।১

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বুদ্ধি ও মন আমাদের প্রধান সহায়।

এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহাদের ধারণা, হিষ্টিরিয়ারোগাক্রান্ত কতকগুলি স্ত্রীলোক এবং বায়ুপ্রধানধাতু ও তরল মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আত্মা বা অশরীরী জীব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। মানসিক বিকার না জন্মিলে কেহ এই প্রকার আজব কাহিনী প্রচার করিতে পারেন না। কিন্তু বহু সহস্র ভিন্ন ভিন্ন সত্য ঘটনা হইতে নির্ব্বাচন করিয়া যে কয়েকটী ঘটনার বিষয় লিখিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা কাহারও অবিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন না।

মুমূর্ষু ব্যক্তির বিদেহী আত্মীয়গণ দর্শন—

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি অনেক সময় মৃত আত্মীয়কে দেখিতে পান। আমাদের দেশে এবিষয়ের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমার নিজের কোন অতি নিকট সম্পর্কীয় প্রিয়জন, মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মৃত ভ্রাতাকে দেখিয়াছিলেন। আমাদের নিকট সেই কথা বলিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। আমার একজন বিশেষ আত্মীয় ও বন্ধুর স্ত্রী, মৃত্যু সময়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, তাঁহার স্বামীর পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া, নিজেই মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সেই কথা বলিয়াছিলেন। Sir William Barrett F. R. S. তাঁহার "Deathbed Visions" নামক গ্রন্থে এই প্রকার অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা একটী কন্যা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল যে, তাহাদের মৃত আত্মীয়গণ সকলেই তাহার নিকট আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দাদাও আসিয়াছেন। ইহাতে সকলে ইহা প্রলাপ বাক্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, কারণ তাহার দাদা দূরে কাজ করিতেন এবং কয়েক দিন পূর্ব্বেও সুস্থ ছিলেন খবর পাওয়া গিয়াছিল। পরে জানা গেল যে, ঐ ঘটনার প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি মারা গিয়াছিলেন। (ন)

বিদেহী স্বামীর মূর্ত্তি গ্রহণ—

M. C. Flammarion তাঁহার "After Death" নামক আধুনিক পুস্তকে এই প্রকার অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্যারী নগরীর একজন দোকানদারের বাড়ীতে একটী ধাত্রী ছিল। আহারের সময় স্বামী স্ত্রীতে অনেক

(ন) Deathbed Visions, P. 21, quoted on page 413 of The Other Side of Death.

কথা হইত। ধাত্রী একদিন শুনিল যে স্বামী বলিতেছেন, "আমি যদি পূর্ব্বে মারা যাই, আমি তোমার নিকট আসিব"। বহু বৎসর পরে স্বামী মারা যান। ধাত্রী একতলায় রান্নাঘরে শয়ন করিত। একদিন গভীর রাত্রে বাসনগুলির শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিল যে, তাহার মনিব সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। সে রাত্রে ধাত্রী আর ঘুমায় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে দোতালায় তাহার প্রভু-পত্নীর নিকট গেলে তিনি বলিলেন, "মেরী, কাল রাত্রে আমার স্বামী আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে পরিষ্কার দেখিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "দেখ আমরা মরি না। **কেহ আমাদের জন্য প্রার্থনা করে, ইহা আমরা চাই**" (প)

বন্ধুর আবির্ভাব—

অনেক সময় পরলোকবাসী জীব পার্থিব আত্মীয়-বন্ধুগণের সাহায্য করিবার জন্য দেখা দেন এবং কখনও বা চুক্তি অনুসারে আসিয়া থাকেন। লর্ড ব্রুহাম কলেজে পড়িবার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে চুক্তি করিয়াছিলেন যে, যিনি পূর্ব্বে মারা যাইবেন তিনিই দেখা দিবেন। সেই বন্ধু ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার কথা লর্ড ব্রুহাম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বহুবৎসর পরে, রাত্রি একটার সময় সুইডেনে এক হোটেলে তিনি বাথ্‌রুম হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই বন্ধু ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। (ফ)

পুত্রের নিকট স্বপ্নে মহাকবি Danteএর আবির্ভাব—

মহাকবি Danteএর Paradisoএর ত্রয়োদশ পর্ব্ব হারাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় বহু চেষ্টা করিয়াও উহা খুঁজিয়া পান নাই। Danteএর ছায়ামূর্ত্তি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ পোষাকে সজ্জিত হইয়া পুত্রের নিকট স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া সেই গুপ্ত স্থান দেখাইয়া দেন। পুত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া সেইস্থানে যাইয়া দেখেন যে, পিতার হস্তলিখিত ঐ কাব্যের অংশ সেখানে রহিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া কেহ উহা গোপন করে নাই। দৈবাৎ ঐ স্থানে রাখা হইয়াছিল। পরে পর্দ্দা খাটাইয়া দেওয়ায় উহার অস্তিত্ব কেহ জানিতে পারে নাই। (ব)

(প) The Other Side of Death, P. 400.

(ফ) Dreams and Ghosts by Andrew Lang, P. 77.

(ব) Life of Dante by Boccacio, quoted in Prof. Lombroso's "After Death What"?

বিদেহী জীব ঋণমুক্ত হইতে চান—

অনেক সময় যাঁহারা পার্থিব আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য চান, কিম্বা কোন দোষ ত্রুটির ক্ষালন জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা পরলোক হইতে পার্থিব লোকে আসিয়া দেখা দেন। কাহারও নিকট যদি কোন ঋণ থাকে, তবে জীবিত আত্মীয়গণকে তাহা শোধ করিতে অনুরোধ করেন। একটী ছোট মেয়ে একটী মুড়িওয়ালার নিকট হইতে মাঝে মাঝে মুড়ি কিনিত। কখনও পয়সা বাকী থাকিত। একবার ঐ প্রকারে কয়েকটী পয়সা বাকী থাকে। মুড়িওয়ালা কয়েকদিন আসে নাই। ইতিমধ্যে মেয়েটী মারা যায়। মৃত্যুর পরদিনই সে দেড়শত মাইল দূরবর্ত্তী কোন মিডিয়াম আত্মীয়ার নিকটে আসিয়া ঐ কথা বলিয়া যায়। তিনি মেয়ের পিতামাতাকে জানাইলে, খোঁজ করিয়া দেখা গেল যে, ঐ মুড়িওয়ালার নিকট মেয়েটীর ৪টী পয়সা ঋণ ছিল। বাড়ীর লোকে কেহ তাহা জানিত না এবং মেয়েটী মারা গিয়াছে শুনিয়া মুড়িওয়ালাও তাহার জন্য তাগিদ করে নাই। এই ঘটনা যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন, তাঁহাদের নিকট আমি শুনিয়াছি। (ভ)

একজন ধর্ম্মযাজক শিকারে যাইবার জন্য ঘোড়ায় চড়িতে যাইতেছেন এমন সময় একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার নিকট নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিলেন। ধর্ম্মের নিয়মানুসারে এই প্রকার গুপ্তকথা কখনও লেখা হয় না। ধর্ম্মযাজক নিজে শুনিয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন ইহাই নিয়ম। কিন্তু তিনি পাছে ভুলিয়া যান, সেইজন্য উহা কাগজে লিখিয়া বাড়ীতে একটী কুলুঙ্গির মধ্যে রাখিয়া শিকারে যান এবং তথায় ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা যান। ঐ বাড়ী পরে বিক্রী হইয়া যায়। নূতন লোক উহাতে আসিয়া বাস করে। প্রায় ৮০ বৎসর চেষ্টার পর পরলোকগত ধর্ম্মযাজক, কাহারও দ্বারা ঐ কাগজখানি গুপ্ত স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ভস্মসাৎ করেন। সেই হইতে ঐ বাড়ীতে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। নতুবা তৎপূর্ব্বে অনেক সময় তাঁহাকে দেখা যাইত, কিন্তু ভয়ে কেহ তাঁহার নিকট যাইত না। (ম)

বিদেহী জীব সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশ করেন না কেন ?

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি পরলোকেও জীবের অস্তিত্ব থাকে তবে এই সকল ঘটনা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বদাই ঘটে না কেন ? ইহার কারণ জ্ঞানের অভাব। পার্থিব জীবনে আমরা এসকল তত্ত্বের দিকেও তাকাই না। মৃত-তত্ত্বের

(ভ) আমাদের দেশেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে।
(ম) On the Other Side of Death, P. 403.

কোন সংবাদ রাখিনা। অবজ্ঞাসূচক অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া এই সকল কথা বিজ্ঞভাবে উড়াইয়া দেই এবং উহা পর্ব্বত-প্রমাণ কুসংস্কাররাশির ফল বলিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের মূর্খতা, অহঙ্কার, কুসংস্কার রাশি ভেদ করিয়া রাজবিজ্ঞানের রশ্মি যে মানবসমাজে প্রবেশ করে তাহাই আশ্চর্য্য। এ জীবনে আমরা অবিশ্বাসী বা sceptic, পরলোকে আমরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকি, সুতরাং চেষ্টা করিলেও পার্থিব লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি না।

কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তির আবির্ভাব—

কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়ার জন্যও পরলোক হইতে মৃত ব্যক্তি আসিয়া থাকেন। Professor Sidgewick তাঁহার Enquiry as to Hallucination নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "একটী গরীবের মেয়েকে একটী ডাক্তার চিকিৎসা করেন কিন্তু সে মারা যায়। তাহার মৃত্যুর বাৎসরিক তিথিতে ঐ ডাক্তার অনুভব করিলেন যেন তিনি পরম স্বস্তি লাভ করিয়াছেন এবং কে যেন তাঁহার মাথায় কিছু জড়াইয়া দিতেছে। তিনি পার্শ্বের ঘরে যে নার্স ছিলেন, তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন একটী সাদা পোষাক-পরা মেয়ে আপনার মাথায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছে, নাম Deolinda." Professor Sidgewick এবং Myers ও অপর তিনজন মনীষী এই বিষয় তদন্ত করিয়া লিখিয়াছেন যে, Subliminal subconscious, telepathy প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের সাহায্য লইয়া, ইহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, কৃত্রিম উপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা বলিতে চাই, ইহা মৃতব্যক্তির কার্য্য। (য)

অলৌকিক ঘণ্টাধ্বনি—

Major Moor F. R. S., 'Bealing Bells' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ৫৩ দিন ধরিয়া বিনা কারণে উড্‌ব্রিজ্‌ নগরে এক বাড়ীতে প্রায় সর্ব্বদাই ঘণ্টা বাজিত। Mr. Stead তাঁহার Real Ghost Stories নামক গ্রন্থে ১৮৯১ সালে সংঘটিত এইপ্রকার ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। পুলিশ বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

যাহাকে সাধারণতঃ ভৌতিক ব্যাপার বলা হয়, তাহা যদি পরলোগত জীব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহার ভৌতিক নাম সার্থক হয়। কিন্তু অনেক সময় নৈসর্গিক কারণেও অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সূক্ষ্ম জগতের জ্ঞান না

(য) Proceedings S. P. R Vol. X, P. 385

থাকায় উহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোন ব্যক্তি কোন কারণে বিশেষ কোন ভাব প্রাপ্ত হইলে, সূক্ষ্মজগতের উপকরণে, ফটোগ্রাফিক্ প্লেটের ন্যায় বা গ্রামোফোনের রেকর্ডের ন্যায়, ঐ ভাবব্যঞ্জক ঘটনার ছাপ পড়ে। গ্রহণশক্তি সামান্য পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলেই মানুষ ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। জড়ত্বের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া মানুষের এই আধ্যাত্মিক শক্তি যুগে যুগে বর্দ্ধিত হইতেছে। ৭।৮ শত বৎসর পরে পৃথিবীতে এইপ্রকার বর্দ্ধিত-শক্তি মানুষ অনেক দেখা যাইবে। অনেক ভূতের বাড়ীর ইতিহাসের মধ্যেও পূর্ব্বের সত্য ঘটনার সংস্রব দেখা যায়। (র)

বিদেহী জীব দর্শনে কর্ত্তব্য কি ?

অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখেই যাঁহারা অজ্ঞতামূলক বিজ্ঞতাপূর্ণ উপহাস করেন তাঁহারা, কিম্বা যে কোন ব্যক্তি যদি দৈবাৎ বিদেহী জীব প্রত্যক্ষ করেন অথবা যদি কোন সূক্ষ্মলোকবাসী জীব কখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি, বুঝিতে হইলে মনে করিতে হইবে যে, প্রয়োজন ব্যতীত লৌকিক জগতেও আমরা কাহারও নিকট যাই না। স্নেহের বন্ধন, উপকারের প্রত্যাশা, অপকারের চেষ্টা প্রভৃতি সাধারণ কারণেই আমরা লোকের নিকট যাই। পরলোকবাসী জীবের সর্ব্বত্র যাতায়াত করা অতি সহজ ব্যাপার, কিন্তু মূর্ত্তি গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। প্রবল কারণ না থাকিলে এই ব্যাপার ঘটে না। সুতরাং এ অবস্থায় ভদ্রতার সঙ্গে, তাহার দেখা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং যদি সেই কারণ জানা যায়, তবে যাহাতে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় তাহা করা উচিত। কথা বলিতে না পারিলে স্বপ্নেও অনেক সময় খবর পাওয়া যায়। উহা তাচ্ছিল্য না করিয়া সেই অনুসারে কাজ করা কর্ত্তব্য। স্বপ্নে মৃত আত্মীয় গয়ায় পিণ্ডদান করিতে অনুরোধ করিতেছেন, বঙ্গদেশে এমন ঘটনা সহস্রাধিকবার শোনা গিয়াছে। এই জগতের অনেক সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত, পরজগতের ত কথাই নাই। সুতরাং একটী সহজ সত্য অগ্রাহ্য করিতে গিয়া অনেকগুলি কঠিন দুর্ব্বোধ এবং সমান পরিমাণে অলৌকিক তত্ত্বের অবতারণা করায় বিজ্ঞতা প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অন্ধকার দূর হয় না। "An externalised visualisation of a symbolical idea subconsciously conceived," "subliminal self," "subconscious self

(র) Real Ghost Stories by Stead এবং Dr. Lee প্রণীত Glimpses of the Supernatural দ্রষ্টব্য।

with its wealth of knowledge" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সত্য যখন জগতে প্রকাশিত হয়, তখন ২।১ জনের দ্বারাই ইহা ঘটিয়া থাকে। সমুদায় নরনারীর জ্ঞানাতীত হইলেও ঐ সত্যের মর্য্যাদাহানি হয় না। কিন্তু জগৎ এই সকল অগ্রদূতকে উপহাস করে, নির্য্যাতন করে, কারারুদ্ধ করে, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করে। অজ্ঞান-তিমিরাবৃত জগদ্‌বাসীর এই স্পর্দ্ধাব্যঞ্জক অধিকারের কলঙ্ক-কাহিনী, যুগে যুগে মানব জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানব-জীবনের সেই মহিমময় সুপ্রভাতের অধিক বিলম্ব নাই, যখন জীবন ও মরণের মধ্যে ভেদজ্ঞান লোপ হইয়া যাইবে, যখন জীবিত ও মৃত জ্ঞাতসারে একসঙ্গে ভ্রমণ করিবে, ভাবের আদান-প্রদান করিবে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত হইলে এই মঙ্গলময় ব্যাপার সাধিত হইবে।

পরলোক হইতে প্রাপ্ত সংবাদ—

লৌকিক জগতে যেমন আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাই, সূক্ষ্ম জগতেও সেই প্রকার নিয়মের পার্থক্য আছে। সূক্ষ্মদেহধারী মানুষ অনেক সময় সংবাদ দিতে ব্যস্ত হয়, আবার অন্য কারণেও বৈঠকে খবর আসিয়া থাকে। যেখানে সংবাদের মধ্যে এমন বিষয় থাকে, যে তাহা কাহারও জানা ছিল না, সেখানে পরলোকগত মানুষই খবর দিতেছেন, ইহা মনে করিতে হইবে। Sir William Barrett F. R. S. তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে (ল) এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। একটী বৈঠকে মিডিয়ামের দ্বারা খবর পাওয়া গেল যে, সংবাদদাতা মিডিয়ামের ভ্রাতা। এক মাস পূর্ব্বে যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সে সংবাদ সকলে জানিতেন। পুনরায় খবর আসিল "মুক্তা-বসান টাইপিন্‌টী" যেন তাহার প্রণয়িনীকে দেওয়া হয়, মাকে বলিবে"। কোথায় টাইপিন্ এবং কে তাহার প্রণয়িনী, কেহ জানিত না। ছয় মাস পরে War Office হইতে তাহার অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে ঐ দ্রব্যটী আসিল এবং তাহার প্রণয়িনীর নাম ঠিকানা সহ একখানি চিঠি পাওয়া গেল।

সোমের যুদ্ধে ১৯১৬ সালে এক ব্যক্তি মারা যান। বৈঠকের সংবাদে এই ব্যক্তি তাঁহার পিতামাতাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভাল আছি। গুলি লাগার পরেই দেখি যে দেহটা পড়িয়া আছে। কোন কষ্ট ছিল না। যখন হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, তখনও আমি ঐ দেহ একেবারে

(ল) On the Threshold of the Unseen by William Barret F. R. S.

ত্যাগ করি নাই। এখন আমি স্বাধীন। আমার বন্ধুগণের সঙ্গে যে সকল বিষয়ে প্রতিশ্রুত ছিলাম এখন তাহা পালন করিতেছি। আমার সাহায্য তাহারা এখন অধিক পরিমাণে পাইতেছে। মাকে বলিবে যে, পাখীর বাসা ভাঙ্গিতে তিনি আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে আছে।" এই পাখীর বাসার কথা তাহার মাতা ভিন্ন আর কেহ জানিতেন না। (ব)

Sir Oliver Lodge তাঁহার Survival of Man নামক গ্রন্থে পরলোক-বাসী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও পরতত্ত্ববিদ্গণ প্রেরিত অনেক সংবাদের বিষয় লিখিয়াছেন। যুদ্ধে নিহত তাঁহার পুত্র Raymondও অনেক সংবাদ দিয়াছে, Raymondএর পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। অল্পশিক্ষিতা মিডিয়ামের দেহ আশ্রয় করিয়া বিদেহী বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ দুরূহ বিষয়-সম্বন্ধে ঐ মিডিয়ামের কোন জ্ঞান থাকা সম্ভবপর ছিল না। ইহা একটী চূড়ান্ত পরীক্ষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। *

ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কির যোগবল—

ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কির নাম জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। জগতের অর্দ্ধেক লোক তাঁহার পূজা করিয়াছে এবং অপর অর্দ্ধেক লোক তাঁহার নিন্দা করিয়াছে। ইহাই জগতের নিয়ম। তাঁহার পরিচিত একজন রুশ-দেশীয়া মহিলা সুইডেন হইতে ইটালী যাইবার সময় শুনিলেন যে, কে যেন তাঁহাকে একখানি বই সঙ্গে লইতে বলিলেন। দরকার না থাকিলেও তিনি ঐ বইখানি লইয়া ইটালি হইয়া অন্য এক স্থানে গেলে, ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দেখামাত্র ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কি তাঁহাকে বলিলেন "আমার জন্য যে বই আনিয়াছেন তাহা দিন।" মহিলাটী বইএর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। খুঁজিয়া তাঁহার বাক্সের মধ্যে ঐ বই পাইয়া ব্লাভাস্কিকে দিলেন। বই না খুলিয়া (ইহা একখানি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি) ব্লাভাস্কি বলিলেন "অমুক পৃষ্ঠার অমুক লাইনে এই কথা আছে"। Survival of Man নামক পুস্তকে এই প্রকার অনেক বিবরণ লিখিত আছে। ব্লাভাস্কি তাঁহার উপাস্য প্রভুর নিকট হইতে মনে মনে এই সংবাদ পাইয়াছিলেন।

(ব) The Harbinger of Light, Feb. 1918

* মিডিয়ামের হাতে একটী কলম দিয়া বলা হইয়াছিল যে টেবিলের উপর যে হৃৎপিণ্ডাকৃতি যন্ত্রটী রহিয়াছে,তাহার আকৃতির সীমারেখার একটী Equation লিখিয়া দিয়া আপনার সত্তা প্রমাণিত করুন। Polar Equation এ Cardiod এর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্রটীর equation মিডিয়াম লিখিয়া দিলেন। Sir Oliver এর পুস্তকে ঐ লেখার photograph মুদ্রিত হইয়াছে। গণিতশাস্ত্রবিৎ বুঝিতে পারিবেন ইহা কত সুকঠিন ব্যাপার।

মিডিয়ামের সাহায্যে অলৌকিক ঘটনা—

অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে, মূর্ত্তি গ্রহণ করা এবং সেই মূর্ত্তির জীবিতের ন্যায় কাজ করা বা কথা বলা অধিক বিস্ময়জনক। কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই সকল বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। Sir William Crooks F. R. S. লিখিয়াছেন (শ) যে "মিডিয়ামের দুইখানি হাত আমি ধরিয়া এবং তাহার পা দু'খানি আমার পায়ের উপর রাখিয়া চক্রে বসিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী ও আমার একটী আত্মীয় ব্যতীত অন্য কেহ সেখানে ছিলেন না। ছাদের নিকট হইতে একখানি জ্যোতির্ম্ময় হাত নামিয়া আসিয়া টেবিলের উপরের কাগজে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।" তিনি ঐ পুস্তকে অন্যত্র লিখিয়াছেন যে তিনি বহুবার কোন কারণ ব্যতীত টেবিলখানি শূন্যে উঠিল তাহা দেখিয়াছেন এবং যাহাতে কোন প্রকার প্রতারণার সম্ভাবনা না থাকে সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। মানুষ সমেত Chair খানি শূন্যে উঠিতেও তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন। বিসপ্ লেড্‌বিটার লিখিয়াছেন যে একবার চক্রে তাদৃশ কোনও জীব তাঁহাকে এক হাত ধরিয়া একটী উচ্চ ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত তুলিয়া আবার মেজেতে রাখিয়াছিল, সেখানে প্রতারণার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

কখন কখনও দৃশ্যমান হস্তদ্বয় দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ হাত দুখানির অধিকারী কে, তাহা জানা যায় না। ইহা আংশিক মূর্ত্তি গ্রহণের দৃষ্টান্ত। এই প্রকারে বাদ্য যন্ত্র বাজাইতেও শোনা গিয়াছে।

মৃতের ফটোগ্রাফ প্রস্তুতকরণ প্রণালী—

Dr. James Coates তাঁহার Photographing The Invisible নামক গ্রন্থে পরলোকবাসিগণের অনেক ফটোগ্রাফের কথা লিখিয়াছেন। হাজার হাজার মাইল দূরে মৃত ব্যক্তিগণের Photograph সাধারণ ক্যামেরা ও প্লেটের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্ষমতাশালী মিডিয়াম উপস্থিত থাকিলে, এই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়। ক্ষমতাশালী মিডিয়াম দিব্যচক্ষে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া লইয়া পটের উপর ঐ মূর্ত্তি ফেলিতে পারেন। চিঠি প্রভৃতিও এই প্রকারে কাগজে লেখারূপে আবির্ভূত করা যায়। সূক্ষ্মজগৎ হইতে উপকরণ লইয়া চিত্রাদি অঙ্কিত হইয়া থাকে। West Coast Spectator এর সম্পাদক Mr. G. Subha Rau এই প্রকারে তাঁহার স্ত্রীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া লইয়াছিলেন। দুইটী মিডিয়াম ভগিনী ২৫ মিনিটে এই ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিল।

(শ) Researches in the Phenomenon of Spiritualism by Sir W. Crooks.

মৃত ব্যক্তি মূর্ত্তি গ্রহণ করিলে, কখন কখন flash lightএ তাহার Photögraph লওয়া হইয়া থাকে, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত করান কার্য্যেও চেষ্টা করিয়া সফলতা লাভ করা গিয়াছে। মৃতব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও মূর্ত্তি চিরকালের মত ধরা পড়িয়াছে। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

ম্যাডাম ব্লাভাস্কি নিজের ক্ষমতাবলে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। কোন কোন মিডিয়ামকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি ঐ প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন। (ষ) Sir William Crooks "ভৌতিক আলোক" সম্বন্ধে তাহার পুস্তকে অনেক কথা লিখিয়াছেন। কোন মূর্ত্তি বা মূর্ত্তি বিশিষ্ট কোন পদার্থ বৈঠকে যেখানে দেখা যায়, সেখানে ঐ প্রকার নানাবিধ বর্ণের এবং নানা আকৃতিবিশিষ্ট আলোক দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্রে বহুদূর হইতে দ্রব্যাদি আনয়ন—

বৈঠকে কখন কখনও দূর হইতে রুদ্ধদ্বার ঘরে দ্রব্যাদি আনা হইয়া থাকে Sir William Crooks তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, "এই অবস্থা একটী ছোট ঘণ্টা আনা হইয়াছিল, ফুল ও ফল প্রভৃতি এই প্রকারে সর্ব্বদা আনা হইয়া থাকে।" ব্লাভাস্কি নিজে বহুস্থানে, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের সম্মুখে এই প্রকার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। মহাত্মা লেড্‌বিটার অলৌকিক জীবগণ সাহায্যে, ইংলণ্ডে বসিয়া টাটকা ভারতীয় ফুল ও ফল পাইয়াছেন। একবার এই উপায়ে তিনি ভারতবর্ষীয় Orchid পাইয়াছিলেন। শিকড়ে টাট্‌কা মাটী লাগিয়াছিল এবং বাগানে পুঁতিলে গাছটী জীবিত ছিল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বৈঠকে বসিয়া আদেশ করিলেই অতি অল্প সময়ে বহুদূরদেশজাত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে অনেক সাধু ব্যক্তি—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ, বারদীর ব্রহ্মচারী এই প্রকার শক্তির পরিচয় দিতেন। ইহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি ইহা শুনিয়াছি।

Shadowland নামক পুস্তকে এই প্রকার অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। কোন মূর্ত্তিধারী সূক্ষ্মলোকবাসী জীব কোন বৈঠকে এই প্রকার একটী ফুলের গাছ আনিয়া দিয়াছিল। উহা লইয়া বহু গবেষণার পর উহার ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কি প্রকারে উহা আসিল তাহার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই।

(ষ) The Personality of H. P. Blavatsky, P. 9

বৈঠকে আরবদেশীয়া নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব ও অলৌকিক কাণ্ড—

Madame d'Esperance একজন বিখ্যাত মিডিয়াম্ ও গ্রন্থকর্ত্রী (স)। তাঁহার বৈঠকে একটী নারীমূর্ত্তি সর্ব্বদাই যোগদান করিতেন। এই সূক্ষ্মশরীরিণী কে, তাহার পরিচয় জানা যায় নাই। একদিন বৈঠকে ঐ সূক্ষ্ম-শরীরিণী একটী জল রাখিবার কাঁচের কুঁজো, কিছু বালি ও কতকটা জল চাহিলে উহা তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি ঐ জল ও বালি, কাঁচের কুঁজোর মধ্যে পুরিয়া উহা টেবিলের উপর রাখিতে বলিলে, তখন সেইরূপ করা হইল। পরে তিনি তাঁহার মাথা হইতে একখানি veilএর ন্যায় সূক্ষ্মবস্ত্র লইয়া কুঁজোটীকে ঘিরিয়া রাখিলেন। এই পাত্‌লা বস্ত্রের ভিতর দিয়া কুঁজোটী দেখা যাইতেছিল এবং কুড়িজন লোকে উহা দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ বস্ত্রখানি সরাইলে দেখা গেল, কুঁজোর মধ্যে একটী ফুলের গাছ জন্মিয়াছে। ইহা ভারতের ফুলগাছ, ইংল্যাণ্ডে উহা দেখা যায় না। আরও কিছুক্ষণ উহাকে আবৃত করার পর দেখা গেল, ইহাতে প্রায় ৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট চমৎকার ফুল ফুটিয়াছে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে গাছটীর বয়স ৫।৭ বৎসর হইবে, অনেক ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহাকে বাগানে পুঁতিয়া রাখিলে ৩ মাস পরে মরিয়া গেল।

এই অশরীরিণী অন্যত্র এই প্রকারে একটী জলের কুঁজোর মধ্যে ৭ ফিট্ লম্বা একটী ফুলগাছ উৎপাদন করিয়াছিল। ঐ ফুল জাপানে জন্মে। ইহা কাহারও বাগান হইতে আনা হইয়াছিল। দেখা শেষ হইলে ফেরত দিবার কথা। কিন্তু বৃষ্টি-বিদ্যুৎ হইতে থাকায় ঐ মূর্ত্তিটী নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করায়, সাত দিন ফেরত দেওয়া হয় নাই। সেজন্য এই প্রেতলোকবাসিনী চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাত দিন পরে ঐ প্রকার অলৌকিকভাবে উহা ফেরত দেওয়া হয়। যে প্রকারে জন্মিয়াছিল, সেইরূপ অলৌকিকভাবে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। (হ)

উভয় স্থলেই জিজ্ঞাস্য এই যে, ফুল গাছ কোথা হইতে আসিল এবং ফুল পরে জন্মিল কি প্রকারে? ভারতবর্ষে অনেক যাদুকর এই ব্যাপার দেখাইয়া থাকে। Paul Brantonএর Secret India নামক গ্রন্থে এই প্রকার বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। আমিও এই প্রকার ম্যাজিক দেখিয়াছি। কিন্তু প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত গাছ ইংলণ্ডে পাওয়া যায় না এবং গেলেও বোতলের ন্যায়

(স) Shadowland এর রচয়িত্রী।

(হ) Shadowland P. 326

সরু গলার ভিতর দিয়া বৃহৎ কাণ্ড ও মূলদেশ ভিতরে প্রবেশ করান সম্ভব হইল কিরূপে? মহাত্মা লেডবিটার লিখিয়াছেন যে, পার্ব্বতীর চূড়ী পরানর ন্যায় লোহার রিং তিন বার তাঁহার হাতের কব্জিতে পরান হইয়াছিল। না কাটিয়া তাহা বাহির করিবার কোন উপায় ছিল না। (ক্ষ)

অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে যুক্তি—

এই সকল বিষয় অতীব রহস্যময়। ইহা সূক্ষ্মজগতের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়। জীবন্ত গাছটীকে চূর্ণ করিয়া ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তাহাকে বোতলের মধ্যে পুনর্গঠিত করা সম্ভবপর না হইলে, ইহা করা যাইত না। হাজার হাজার মাইল দূর হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনাও দুষ্কর ব্যাপার, আবার তাহাকে চূর্ণীকৃত করিয়া জীবনীশক্তি বজায় রাখিয়া পুনর্গঠিত করা সূক্ষ্মজগতের চারুশিল্পের নিদর্শন। কঠিন দ্রব্যের ভিতর দিয়া কঠিন পদার্থকে বাহিরে আনা বা ভিতরে প্রবেশ করান Rapport এই জাতীয় ব্যাপার। এদেশে হোসেন খাঁ বা ড্যাভেন-পোর্ট প্রভৃতিগণ এই বিদ্যা অবগত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কি সর্ব্বদাই অতি সহজেই এই প্রকার কার্য্য করিতে পারিতেন। ইথর হইতে উপকরণ লইয়া তিনি ঘড়ি, আংটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বন্ধুগণকে উপহার দিতেন। কলিকাতার যে ভদ্রমহিলার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিও অনেক সময় এই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার নিকট আত্মীয়ের নিকট হইতে আমি ইহা শুনিয়াছি।

আকাশে বিদ্যুৎ সঞ্চার হইলে এই সকল ব্যাপারের ব্যাঘাত হয়, ইহা আমরা Mr. Livermore এর আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারিয়াছি। হয়ত বৈদ্যুতিক শক্তিতে, চূর্ণীকৃত পরমাণুগুলি ভিন্নপ্রকারে সজ্জিত হইয়া যায়। কাজেই ইচ্ছাদ্বারা তাহাকে আর স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায় না, এমনও হইতে পারে।

মিডিয়ামের দেহ হইতে উপকরণ লইয়া মূর্ত্তিগ্রহণ—

বৈঠকে যে সকল মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, তাহারা মিডিয়ামের শরীর হইতে উপকরণ লইয়া শরীর ধারণ করে। অনেক মিডিয়াম বলিয়াছেন যে, তাহাদের অঙ্গ হইতে বাতাসের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন যে, মানুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় বায়ুস্রোত অবিরত তাহাদের অঙ্গ হইতে নির্গত হয়। পূর্ব্বে যে পুষ্পলাবী রমণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি

(ক্ষ) On the Other Side of Death, P. 726

To face page—247 ফটোগ্রাফ্ হইতে গৃহীত

Vide Phenomena of Materialisation Fig. 138
by Baron Von Schrenck Notzing



মিডিয়াম Eva'র শরীর হইতে নির্গত ঘনীভূত Ideoplasm দ্বারা
অশরীরী জীব মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে

Madame d'Esperanceএর শরীর হইতে উপকরণ লইয়া মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। স্তিমিত-সত্তা মিডিয়াম তাঁহার শরীর হইতে ৫০ হইতে ৮০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উপকরণ নির্গত হইতে দিয়াছেন, এমন কথাও শোনা যায়। তিনি যদি আত্মস্থ হইতে চেষ্টা করেন, তবে ঐ মূর্ত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কথনও বা সূত্রাকারে তাঁহার শরীর হইতে উপকরণ নির্গত হয়। ইথর হইতে উপকরণ লইয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করাও সম্ভব। কিন্তু তাহাতে অধিক ক্ষমতা পরিচালনার আবশ্যক। Sir William Crooks তাঁহার Researches নামক পুস্তকে এই শ্রেণীর অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

মহাত্মা লেড্‌বিটার লিখিয়াছেন যে, তিনি মিডিয়ামকে জালের খাঁচায় তালাবদ্ধ করিয়া রাখার পর তিনটী মূর্ত্তি একসঙ্গে দেখিয়াছেন। তালা খুলিয়া দিলে তাহারাই মিডিয়ামকে হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়াছে। তিনি সকলের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছেন যে, মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ মানুষের অঙ্গের ন্যায় দৃঢ়। ঘরে আলো ছিল, তাহারা মিডিয়ামকে সোফায় শয়ন করাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। (ক)

নৃতত্ত্ববিদ্‌ Professor Lombroso, Turin University তে বহু বৈজ্ঞানিক এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সম্মুখে বৈঠকে যে পরীক্ষা করেন, তাহাতে মূর্ত্তিগ্রহণ, দ্রব্য স্থানান্তরিত করণ প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এ অবস্থায় প্রতারণার কোন সম্ভাবনা ছিল না। (খ)

Lady Eva C একজন বিখ্যাত মিডিয়াম। শতাধিক বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি তাঁহার কার্য্য দেখিয়াছেন। Psychological Institute এর মেম্বরগণের সম্মুখে College de Franceএর Medical Lecture Theatre এ Dr. Geley যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ঐ মিডিয়ামকে সঙ্গে রাখিয়া পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, তাহার অঙ্গ হইতে একপ্রকার বায়বীয় পদার্থ নির্গত হইয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করে। এই পদার্থ সকল মিডিয়ামের শরীর হইতে বহির্গত হয় না, এবং সকল সময়ে একভাবে বহির্গত হয় না। এই পদার্থ কথন বায়বীয়, কথন সূত্রাকারে কথন বা সূক্ষ্ম নিশ্বাসের মত, কথন বা ক্ষীণরজ্জুর ন্যায় নির্গত হয়। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল Teleplasm, পরে উহাকে Ectoplasm বলা হইত, এখন উহার নাম Ideoplasm. Dr. Geley লিখিয়াছেন যে, তিনি দুই ইঞ্চি

(ক) On The Other Side of Death, P. 751.

(খ) After Death What by Prof. Lombraso. P. 762.

চওড়া শাদা ফিতার মত বস্তু Eva'র মুখ হইতে বহির্গত হইয়া হাটু পর্য্যন্ত নামিতে দেখিয়াছেন। এই বস্তুর প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহা শীঘ্রই আকৃতি গ্রহণ করে, যেন কোন অদৃশ্য শিল্পী এই নবজাত পদার্থ লইয়া কিছু গড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ঐ রিবন্‌টীর এক প্রান্ত হঠাৎ সাপের মত ফণা উঠাইল, উহার মুখে যেন একটী বল, অল্পক্ষণ পরেই উহা একটী মস্তকে পরিণত হইল। কখনও বা হঠাৎ একটী জীবিত মানুষের মস্তক বাতাসে ভাসিতে লাগিল। এই সকল পদার্থ অদৃশ্য হইবার কালে পুনরায় মিডিয়ামের দেহে প্রবেশ করে। এই অভিনব পদার্থ চিন্তানুসারে মূর্ত্তি গ্রহণ করে। (গ) একই পদার্থ হইতে চুল, হাড়, মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ উৎপন্ন হয়। মানুষের দেহেও এই প্রকার কার্য্য হয়, স্নতরাং অলৌকিক ও লৌকিক Physiology'তে কার্য্য-প্রণালীর কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু মূর্ত্তিবিষয়ে ইচ্ছাশক্তি কার্য্যকরী হয়। মিডিয়ামের দেহ-বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রকারে উৎপন্ন একটী নারীমূর্ত্তির চুল কাটিয়া রাখা হইয়াছিল, পরে উহা মিডিয়ামের চুলের সঙ্গে তুলনা করিয়া কোন ঐক্য দেখা যায় নাই। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারাও কোন প্রকার ঐক্য ধরা পড়ে নাই। শক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, নতুবা অদৃশ্য শিল্পীর কোন অভাব নাই। কি প্রকারে আকৃতি, পোষাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা অনেক বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল অদৃশ্য জীবগণের নিকট হইতে জবাব লওয়া হইয়াছে।

ইথর হইতে উপকরণ লইয়া মূর্ত্তি গ্রহণ—

মিডিয়ামের শরীর-নির্গত আকার বিহীন পদার্থ ব্যতীত, ইথার-সমুদ্র হইতে উপকরণ লইয়াও মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়। তন্দ্রাবিষ্ট মিডিয়ামের সাহায্যে কোন স্থক্ষ্ম-শরীরধারীর নিকট হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন আমরা পৃথিবীতে কি প্রকার ছিলাম. তাহার বিষয় চিন্তা করি, তখন ইথরিক পদার্থ ঘনীভূত হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। আমরা কিভাবে স্থূল জগতে পরিচিত ছিলাম, আমাদের চেহারা, আকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি চিন্তা করিলে, ঐ ইথরিক পদার্থ সেই আকার ধারণ করে। আমাদের শিল্পিগণ অতি সত্বরই মূর্ত্তি গড়িয়া তুলেন। চিন্তা তাহাদিগকে সাহায্য করে মাত্র।

(গ) "A Uniform amorphous substance externalizes itself from the medium's body and gives rise to the various ideoplastic form"—On the Other Side of Death, P. 760.

Phenomena of Materialisation Fig. 176.



মিডিয়ামের মুখ হইতে Ideoplasm নির্গত হইতেছে

By kind permission of the Publisher Kegan Paul, Trench, Trubner & Co Ltd. [Letter No GK-CAF Dated London 1-10-42]

Dr. Von Schrenck-Notzing, প্যারী নগরীতে এবং তাঁহার মিউনিকের বিজ্ঞানাগারে শত শত পরীক্ষাদ্বারা বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট মিডিয়ামের দেহ নির্গত আকার বিহীন পদার্থ ও তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার Phenomena of Materialisation এই 'তত্ত্ব' সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

Alexander Bisson ফ্রান্সের একজন নাটক-লেখক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী মৃততত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। কয়েকটী মিডিয়ামের সহিত চক্রে বসিবার পর Eva C নাম্নী একটী ত্রয়োবিংশতি-বর্ষীয়া যুবতীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। এই রমণীর মিডিয়াম শক্তি ছিল। চক্রে বসিয়া তন্দ্রিতা অবস্থায় ইহার শরীর হইতে পূর্ব্বোক্ত এক প্রকার পদার্থ (Ideoplasm) নির্গত হইয়া নানাবিধ মূর্ত্তি গ্রহণ করিত। Idea বা চিন্তা দ্বারা ঐ পদার্থ আকার গ্রহণ করে বলিয়া উহাকে Ideoplasm বলে। এই পদার্থ জড়-বিজ্ঞানের অজ্ঞাত। ইহার ওজন আছে, বর্ণ শ্বেত বা ধূসর। Eva'র শরীরের নাক, মুখ প্রভৃতি স্থানের শৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে স্রাবের ন্যায় উহা নির্গত হইত। মিউনিকের প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক Notzing এই পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়া চক্রে বসিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে প্যারী নগরীতে, পরে মিউনিকে তাঁহার বাড়ীতে এই সকল বৈঠক বসিত। ১৯০৯ সালের ২১শে মে হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর সপ্তাহে একাধিক বার এই মিডিয়ামের সহিত চক্রে বসিয়া তিনি উক্ত অলৌকিক রহস্যময় ব্যাপারের তদন্ত করেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ২২৫ খানি ফটোগ্রাফের সাহায্যে, এই মিডিয়ামের দেহের নানা স্থান হইতে ঐ অদ্ভুত বস্তু নির্গত হইয়া কি প্রকারে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পদার্থ কখন ইতর জন্তুর অন্ত্রাদির ন্যায়, কখন বা চওড়া ফিতার ন্যায়, আবার কখনও বা সূক্ষ্ম মস্‌লিন্ কাপড়ের ন্যায় দেখা যাইত। প্রতারণার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য, এই মিডিয়ামকে বিবসনা করিয়া যে ভাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করা হইত, তাহাতে অন্য কোন নারী কিছুতেই সম্মত হইত না। কিন্তু Bissonএর স্ত্রীর ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া এবং বিজ্ঞানের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই মহিয়সী মহিলা এই প্রকার অমানুষিক ব্যবহার সহ্য করিয়াছিলেন। ঐ জড়বিজ্ঞান-বহির্ভূত পদার্থ মূর্ত্তি গ্রহণ করার পরে আবার তাঁহার দেহে প্রবেশ করিত। মুখ ও নাক প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত (Mucous Surface) স্থান হইতেই

অধিকাংশ সময় ঐ স্রাব নির্গত হইয়া পরে ঐ সকল পথে শরীরে পুনঃ প্রবেশ করিত। সমালোচকগণকে নীরব করিবার জন্য বমনকারী (Emetic) ঔষধ প্রয়োগে বমি করাইয়াও কখন কিছু পাওয়া যায় নাই।

Bissonএর মৃত্যুর পরে তাঁহার স্ত্রী অনেক সময় দেখিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত স্বামী তন্দ্রিতা Eva'র দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিজের স্বরে স্ত্রীকে অনেক অভিজ্ঞান-সূচক কথা বলিয়া সান্ত্বনা দান করিতেন। (ঘ) ইহাও অন্যতম অলৌকিক ব্যাপার।

এই রহস্যময় ব্যাপার সম্বন্ধে Geley প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। অনেকেই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের একটী নূতন দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে, আমরা ইহার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারিতেছি না। আবার কেহ কেহ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সেই ব্যাখ্যা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। মূল বস্তুর রহস্য আরও গভীরতর হইয়াছে।

তাঁহারা বলেন যে, ঐকান্তিক চিন্তা একটী বিস্ময়কর ব্যাপার। উহার ফলে মস্তিষ্ক হইতে শক্তিশালী রশ্মি বিকীর্ণ হয়। ইহা ব্যতীত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং অধ্যাত্মভৌতিক (Psycho-Physical) পদার্থও নির্গত হইয়া জড় বস্তুর উপর কার্য্য করিতে পারে। স্থূল দৃষ্টিতে ঐ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির উন্মেষ হইয়াছে তিনি উহা দেখিতে পান।

মস্কোবাসী Dr. Kotik এই প্রকার শক্তিমান্ এক ব্যক্তির সম্মুখে একখানি ছবি ও একখানি কাগজ রাখিয়া ঐ ছবি যেন ঐ কাগজে অঙ্কিত করিতেছেন ইহা গভীরভাবে চিন্তা করিতে বলেন। পরে তিনি ঐ কাগজখানি অধ্যাত্ম-শক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ কাগজে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে তাহা বলিয়াছিলেন। মূল ছবি ও অধ্যাত্ম শক্তি বলে অঙ্কিত চিত্র একই বোঝা গিয়াছিল। বহুবার তিনি এই প্রকার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহাই অধ্যাত্ম শক্তি বা যোগবলের পরিচায়ক। (ঙ)

(ঘ) Mrs. Bisson was convinced that she was in Psychic presence of her dead husband.

The personification Bisson commanded the memory, the language, the mode of expression and the character of her dead husband ** She repeatedly asked him questions which he alone could answer and his answers were always correct.

Phenomena of Materialisation P. 455

(ঙ) ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যদি পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদ এবং তাহার বিভিন্ন ভাষ্যের সহিত পরিচিত থাকিতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন Dr. Kotikএর পরীক্ষা কিম্বা তাঁহার

চিন্তা দ্বারা যদি মস্তিষ্ক হইতে এই অদ্ভুত রশ্মিমালা বিকীর্ণ হয় এবং চিন্তাশক্তিবলে যদি তাহাকে জড় জগতের কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে চিন্তাশক্তির তারতম্য অনুসারে উহাকে ঘনীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে। ভৌতিক দেহের কোনও স্থানে এই পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। হয়ত Subliminal selfএ এই পদার্থ সঞ্চিত থাকিতে পারে।

এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ভৌতিক ঘটনা, Ideoplasmic স্রাব এবং তৎসাহায্যে মূর্ত্তি গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ঘনীভূত ইথরদ্বারা মূর্ত্তি গ্রহণ করায় অধিক শক্তির আবশ্যক। মহাত্ম-সংঘ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সর্ব্বদা এই প্রকার কার্য্য করিতে পারেন। Letters From The Masters of Wisdom এবং Old Diary Leaves প্রভৃতি গ্রন্থে, এই শ্রেণীর বহু অলৌকিক ব্যাপারের বিষয় পাঠ করা যায়।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জারমাণি, অষ্ট্রীয়া, রাশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে শত শত বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইউরোপের বড় বড় Universityতে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্মুখে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, বহু জীবিত ব্যক্তি যে সকল বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যদি তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে না পাই, তবে তাহাকে অবিশ্বাস করিব, ইহার কোন যুক্তি নাই। কারণ তাহা হইলে, রেল-গাড়ী, ষ্টীমার ও মোটরগাড়ী, বিমানপোত প্রভৃতিও অবিশ্বাসের বিষয় হইয়া পড়ে। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানকার ব্যক্তিগণ পুরুষানুক্রমে এই সকল পদার্থ দেখেন নাই। প্রকৃত জ্ঞানানুরাগীর সংখ্যা এদেশে বেশী নাই। নতুবা বিস্তৃত ভারতবর্ষের মধ্যে বহু স্থানে উপযুক্ত মিডিয়াম পাওয়া যাইত এবং এই অলৌকিক শারীর ও মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত। অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা থাকিলে, সেখানে প্রতারণার আবির্ভাব হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মিডিয়াম প্রতারক এবং মৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ভণ্ড, কেবল বাহাদুরী লইবার জন্য অপার পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের দলভুক্ত আছেন, এই প্রকার চিন্তা মস্তিষ্কের বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মত সম্বন্ধে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। অতীত যুগে ভারতবর্ষে যোগশক্তি সাধারণ ঘটনার ন্যায় সর্ব্বজন-বিদিত ছিল।

জগতের সর্ব্বত্র সোনার খনি দেখা যায় না, প্রত্যেক বনেও চন্দন বৃক্ষ জন্মে না। অলৌকিক বিষয়েও মানুষের শক্তি সর্ব্বদা স্ফুরিত হয় না। কখন কখনও যে আমরা সীমা অতিক্রম করিয়া তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের অপর দিকে অবস্থিত দেশ দেখিতে পাই, তাহা ভগবানের অনুগ্রহ। Bond Street (লণ্ডন সহরের বটতলা) এর সাইনবোর্ড ওয়ালাকে এক গিনি ফি দিলে মৃত আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলা যাইবে বা ফটোগ্রাফ পাওয়া যাইবে, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রতারিত হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। উপযুক্ত মিডিয়াম পাওয়াও সুদুষ্কর। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ যোগবলে এবং দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে যাহা দেখিয়াছেন, বৈঠকে যে তাহার কোন কোন বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে মানুষের অস্তিত্ব মরণেই শেষ হয় না। পরলোক-পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা আত্মজ্ঞান হইতে জন্মে।

সুইডেনবর্গের যোগদৃষ্টি—

শ্রুতি বলিয়াছেন "যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্যঃ"। সুকৃতিশালী ব্যক্তির মনে এই জ্ঞান উপযুক্ত সময়ে আপনিই উদিত হয়। যুগে যুগে এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। Emanuel Swedenborg সুইডেনের Mine Board এর Assessor ছিলেন। ৫৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে হঠাৎ তাঁহার দিব্যদৃষ্টি উন্মীলিত হইয়াছিল। তিনি পরলোক পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তিন বৎসর পরে ৫৯ বৎসর বয়সে রাজকীয় কর্ম ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বে মনোনিয়োগ করিয়া জীবনের শেষ তৃতীয়াংশ এই বিষয়ের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁহার তুলনা নাই। পরলোক ও পরলোকবাসিগণের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার Heaven and Hell নামক পুস্তকে এই অলৌকিক রহস্যের নিগূঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পরাবিদ্যাসমিতির অভ্যুদয়ে আরও অধিক পরিমাণে প্রকৃতির অবগুণ্ঠনমোচন সাধিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে ৭।৮ শত বৎসরের মধ্যে ইহা জগতের সাধারণ জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং আমরা "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই শ্রুতিবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনকে সর্ব্বদাই লক্ষ্যের পথে চালিত করিব।

চক্রে প্রকাশিত ঘটনাবলী—

উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, মৃততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের যাবতীয় চেষ্টা একই উদ্দেশ্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ব্যক্তিগত

উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, মৃত্যুর পরে মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে কি না, থাকিলেও তাহার প্রকৃতি কি প্রকার হয় ইত্যাদি বিষয় যাহাতে সাধারণের জ্ঞান-গোচর হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা ইঁহাদের লক্ষ্য। পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রধান প্রধান মনীষিগণ এই সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করিয়াছেন। সভা-সমিতি-চক্র প্রভৃতি দ্বারা অনুসন্ধানকার্য্য চলিয়াছে। দেশে দেশে বহু বৎসর ধরিয়া বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপৃত ছিলেন। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরীক্ষালব্ধ তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণের নিকট এই রহস্যময় তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। তাহারা দেখিয়াছেন যে, এই কার্য্যে একজন মিডিয়ামের সাহায্য আবশ্যক। কোন কোন ব্যক্তির এই প্রকার অসাধারণ শক্তি থাকে। চক্রে বসিতে হইলে তাহার সঙ্গে বসিতে হয় এবং অপর ব্যক্তিসকলেরও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব থাকার প্রয়োজন। জুয়াচুরি ধরিতে আসিয়াছি এরূপ ভাব থাকিলে কোন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু সত্য নির্ণয় করিব এরূপ ভাব লইয়া বসিলে পরীক্ষার কোন বাধা হয় না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে এই অবস্থায়—

(ক) বিনা কারণে মৃদু অথবা উচ্চ শব্দ শোনা যায়। ঘরের আসবাব, মেজে, দেওয়াল, ছাদ প্রভৃতি সর্ব্বস্থান হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় (Poltergeist)।

(খ) বড় বড় ভারী আসবাবপত্র সহসা জীবিতের ন্যায় সজীব হইয়া উঠে এবং স্থানান্তরিত হয়। (Telekinesis)

এই সকল ঘটনা চক্রোপবিষ্ট ব্যক্তিগণের ইচ্ছানুসারে উৎপন্ন হয় এবং সঙ্কেত দ্বারা প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায়।

(গ) বৃহৎ ভারী দ্রব্যাদি এবং মিডিয়াম্ বিনা কারণে শূন্যে উঠিতে পারে। (Levitation)

(ঘ) কখন কখন মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। উহা কথা বলে, চলিয়া বেড়ায় কিম্বা মিডিয়ামের দেহ হইতে তৃতীয় হস্ত নির্গত হয়। উহাও স্পর্শযোগ্য (Materialisation)। কখনও বা ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোক দৃষ্ট হয়, হাত, মুখ, প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঙ) কারণ ব্যতীত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠে ও নিপুণভাবে গৎ বাজায়।

(চ) লাল কয়লা হাতে রাখা যায়।

(ছ) অল্প সময় মধ্যে অশিক্ষিতা মিডিয়াম্ সুন্দর ও জটিলতাপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। অন্য সময়ে তিনি একটি রেখাপাত করিতেও পারেন না।

(জ) দুখানি প্লেটের মধ্যে পেন্সিল রাখিয়া প্লেট দুখানি বাঁধিয়া রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে তাহাতে লেখা হয়।

(ঝ) রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে ফল ফুল ইত্যাদি বর্ষিত হয়।

(ঞ) অশিক্ষিত মিডিয়াম্ তন্দ্রাভিভূত থাকা অবস্থায় নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান-পূর্ণ বক্তৃতা করেন, জটিল গণিত প্রশ্নের সমাধান করেন; মেধাবী ছাত্র আজন্ম জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিলেও প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন।

(ট) মিডিয়ামকে অজানা বিদেশীয় ভাষায় কথা বলিতেও শোনা গিয়াছে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মান, ইটালি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শত শত লোকে এই সকল বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু জড়বাদী ব্যক্তিগণ সকলে এই সকল তত্ত্ব বিশ্বাস করেন নাই। অধিকন্তু অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণ অনেকস্থলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন।

সুইডেনবর্গের যোগপ্রভাব—

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত সুইডেনবর্গের মনে আধ্যাত্মিক ভাব জাগরিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। বিখ্যাত দার্শনিক ক্যান্ট্ এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তিনটী প্রধান ঘটনার বিষয় উল্লেখ করেন। (চ)

সুইডেনের রাণীকে তিনি এমন একটী গুপ্ত সংবাদ প্রদান করেন যাহা অন্য কাহারও জানা সম্ভব ছিল না। হলাণ্ডের রাজদূত সুইডেনের রাজধানীতে অবস্থানকালে রূপার বাসন কিনিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে স্বর্ণকার বাসনের মূল্য দাবী করেন। তাঁহার পত্নী জানিতেন যে, উহার মূল্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু রসিদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সুইডেনবর্গ পরলোকগত রাজদূতের নিকট জানিয়া, তাহার পত্নীকে একটী গুপ্ত স্থানের কথা বলিয়া দেন, সেখানে ঐ রসিদ পাওয়া গিয়াছিল।

১৭৫৯ খৃঃঅব্দে বহু দূরে অবস্থানকালে তাঁহার বাড়ীর নিকটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পান। তাঁহার Heaven and Hell নামক পুস্তকে মৃত ব্যক্তিগণের সঙ্গে কথোপকথনের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

এনড্রু জ্যাকসন্ ডেভিসের অদ্ভুত যোগ-বিভূতি—

১৮২৬ খৃঃঅব্দে আমেরিকায় এনড্রু জ্যাকসন ডেভিস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনে একখানি মাত্র বই পড়িয়াছিলেন। জুতা নির্ম্মাণ করাই ছিল তাঁহার

(চ) Psychical Research by Sir W. Barret, P. 154

জীবিকার উপায়। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একদিন রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া বহু দূরে এক পর্ব্বতে যাইয়া পরলোকগত সুইডেনবর্গের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করেন। অতঃপর তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় গভীর জ্ঞানপূর্ণ বহু বক্তৃতা করিতে পারিতেন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক এই বক্তৃতা একদিন শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কোন মেধাবী ছাত্র, উচ্চ সম্মানের সহিত সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সারা জীবন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া এই প্রকার বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবুও তিনি প্রশংসাভাজন হইতেন। এই সকল বক্তৃতা সংগৃহীত হইয়া বিরাট গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। (ছ) এই সময়ে ইনি মোটরগাড়ী ও টাইপ-রাইটিং কল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন।

আমেরিকান জজ এড্‌মণ্ড্‌সের মত—

১৮৫০-৫১ খৃঃঅব্দে এই সকল বিষয় আমেরিকাবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন মিডিয়াম্ আমেরিকায় যাইয়া এই সকল ব্যাপার প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ঐদেশেও অনেক মিডিয়াম পাওয়া যাইতে আরম্ভ করিল। দেশে সংবাদপত্রে নানাপ্রকার আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিলে, নিউইয়র্ক সুপ্রিম্‌কোর্টের জজ Edmonds অনেক দিন ধরিয়া নানা পরীক্ষা করিয়া নিজে সন্তুষ্ট হইয়া একটী রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। জনমত এই অলৌকিক বিষয় গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ছিল না, সুতরাং সম্মান বজায় রাখিবার জন্য তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "শোকার্ত্তের শোক নিবারণ, ভগ্ন হৃদয়ের সংস্কার সাধন, প্রয়াণপথ সুগম-করণ, মৃত্যুভয় হরণ ইহা দ্বারা সম্ভব। নাস্তিকের মনে জ্ঞানালোক প্রবেশ করান ও পাপীর ত্রাণ ইহার প্রধান কার্য্য। ইহা ধার্ম্মিকগণকে বিপদের সময় সাহস-বল দান করিবে এবং মানুষকে পথ নির্দ্দেশ করিবে।"

রাজনৈতিক সমস্যায় মিডিয়ামের উপদেশ ও এব্রাহাম্ লিঙ্কনের মত—

সূক্ষ্মশরীরী জীবের বাণী অনেক সময় জগতের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। আমেরিকায় তখন আত্মকলহ চলিতেছিল। Abraham Lincoln তখন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন। সেই সময় মিস্ কল্‌বার্ণ নাম্নী একজন মিডিয়াম্ তন্দ্রিতা অবস্থায় প্রেসিডেণ্টকে তখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সাধারণ শিক্ষিতা যুবতীর মুখ হইতে দৈববাণীর ন্যায়

(ছ) "Harmonical Philosophy—History of Spiritualism

জলদগম্ভীর স্বরে যে জটিল রাজনীতিপূর্ণ বক্তৃতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট মুগ্ধ ছাত্রের ন্যায় এই সকল উপদেশপূর্ণ রাজনীতিতত্ত্ব শুনিতেছিলেন এবং উহা শুনিয়া তাঁহার তৎকালীন কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। ১৮৬৩খৃঃ অঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রেসিডেন্ট দাসপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য স্বদেশীয় প্রবল শক্তি-পুঞ্জের মতের বিরুদ্ধে যে ইস্তাহার প্রচার করেন, তাহার মূলে ছিল এই অতি সাধারণ নারীর মুখনিঃসৃত প্রত্যাদেশ। (জ) প্রেসিডেন্টের বাড়ীতেই এই বৈঠক বসিয়াছিল। বক্তৃতার ভাষা এবং বাক্যগঠনপ্রণালী শুনিয়া উপস্থিত রাজ-নীতিবিদ্ সেনেটের সভাসদ্‌গণ প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই বক্তৃতায় কি কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন?" প্রেসিডেন্ট ভাবাবিষ্ট ছিলেন। এই প্রশ্ন শুনিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া, দেওয়ালে যে Daniel Websterএর পূর্ণাকৃতি তৈলচিত্র ঝুলান ছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, অতিশয়।" (ঝ) যুক্তরাজ্যের দাসত্বপ্রথা নিবারণের ইতিহাস পাঠ করিলে এই বিষয়ের গুরুত্ব ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাবাবিষ্ট অশিক্ষিত জুতানির্ম্মাতা যুবকের বক্তৃতারাশির শব্দসম্পদ্ ও বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া লোকে যে প্রকার বিস্মিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

মিডিয়মগণের বিভিন্ন ক্ষমতা—

ইংলণ্ডে মৃততত্ত্ব-প্রচারের কাহিনী অতীব বৈচিত্র্যময়। বৈজ্ঞানিক জগতে এবং জনসাধারণের মনে উহা যে ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল, যুগে যুগে তাহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। যখন কোন নূতন তত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তখনই তাহার বিরুদ্ধে একদল লোক অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। সত্যকে পদদলিত করিয়া প্রচারককে নির্য্যাতন করিয়াছে। সক্রেটিস্, গ্যালিলিও, ব্রুণো প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, দৈনিক সংবাদপত্র ও তরলমতি

(জ) History of Spiritualism, P. 146, Vol. I

Encyclopaedia Britannica—Life of Abraham Lincoln, 10th Edition.

Daniel Webster (১৭৮২—১৮৫২) বিখ্যাত আমেরিকান্ ব্যবহারজীবী, রাজনীতিবিদ্ ও বক্তা, সেনেটের সভ্য। তৎকালে তাঁহার তুলনা ছিল না।—এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন Encyclopaedia Britannica, 10th edition.

(ঝ) History of Spiritualism P. 200, Vol. I

ব্যক্তিগণ যাহাই বলুন না কেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল অলৌকিক বিষয় যথেষ্ট যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া, নির্ভয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক এক শ্রেণীর অলৌকিক ঘটনা, এক এক জন মিডিয়ামের সহিত সংশ্লিষ্ট। Miss Fox, Mrs. Hayden, D. D. Home, Davenport Brothers, Florence Cook, Eddy Brothers, Holmes, Henry Slade, Stainton Moses প্রভৃতি মিডিয়ামগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। Home তন্দ্রাবিষ্ট থাকিয়া রাস্তা হইতে ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী জানালা দিয়া শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে অন্য জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে পারিতেন। (ঞ) Davenport Brothers দুইটী ছোট বালক। তাহারাও এই প্রকার কার্য্য করিতে পারিত। অধিকন্তু দড়িদ্বারা হাত পা বাঁধা কিম্বা হাতকড়ি পরান থাকিলেও বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিত, কামরার পর্দ্দার মধ্য দিয়া হাত বাহির করিতে পারিত। গণপতি যাদুকরের কৌশলের অনুরূপ বটে, কিন্তু এখানে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ ঐ কামরার মধ্যে আবদ্ধ-হস্ত বালকদ্বয়ের হাত ধরিয়া বসিতেন। একবার দেখা গেল ঐ দড়ি কামরামধ্যস্থ বৈজ্ঞানিকগণের গলায় জড়ান রহিয়াছে। (ট) Eddy ভ্রাতৃগণের দেহ-নিঃসৃত পদার্থ হইতে মূর্ত্তি উৎপন্ন হইত। Eddy'র ওজন ১৭৯ পাউণ্ড, মূর্ত্তি উৎপন্ন হইবার পরে তাহার ওজন হইত ৯১ পাউণ্ড। (ঠ) সুতরাং অনুমান করা যায় যে, চক্রে উপবিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণের দেহ হইতেও ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের উপকরণ নির্গত হইত। ব্যবসাদার যাদুকরগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও এইসকল ঘটনাকে বুজরুকি মনে করিতেন এবং নানাপ্রকারে মিডিয়ামগণকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ধীর ও স্থিরবুদ্ধি লোকের অভাব ছিল না। Mr. Randall লিখিয়াছেন, "কি পরিতাপের বিষয়, যাঁহারা আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের অপমান করিতেছি এবং যাঁহারা উহা অনুমান করেন তাঁহাদের পূজা করিতেছি।" সার রিচার্ড বার্টন বলিয়াছেন যে, "আমি এই সকল অলৌকিক ঘটনার অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার কোন

(ঞ) History of Spiritualism P. 218-220, Vol. I
(ট) Do Do P. 220, Vol. 1
(ঠ) Do Do P. 273, 274, Vol. I

মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু ঐ সকল যুক্তির অযৌক্তিকতাই আমার মত-পরিবর্ত্তনের কারণ হইবে।" (ড)

Eddyগণের চক্রে মূর্ত্তি উৎপন্ন হইত এবং নানাদেশীয় আত্মা আসিয়া ঐ সকল মূর্ত্তিকে অনুপ্রাণিত করিত। ম্যাডাম ব্লাভাস্কি নিউইয়র্কে অবস্থানকালে মৃতত্ত্বের আলোচনা করিতেন এবং তিনি এই প্রকার বৈঠকে আসিলে, দলে দলে রুশিয়াদেশীয় মানবাত্মা আসিয়া ঐ ভাষায় তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিত। একটী দীর্ঘকায় যোদ্ধা এবং Honto নাম্নী একটী দেশীয়া আমেরিকান যুবতী সর্ব্বদা আসিত। তাহারা ক্রমশঃ পরিচিত লোকের মতন হইয়া গিয়াছিল। দর্শকগণ ভুলিয়া যাইত যে, তাহারা মূর্ত্তিধারী পরলোকগত জীব। একদিন ঐ যুবতী তাহার বুকের কাপড় খুলিয়া উপস্থিত কোন মহিলাকে তাহার হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতে বলিয়াছিল। Olcott দেখিয়াছেন যে, তাহাদের নিঃশ্বাসে চূণের জল সাদা হইয়া যাইত। Wells এই ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। (ঢ) অলৌকিক ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যদি বলেন ইহা অস্বাভাবিক, তাহা হইলে কিছু বলা হইল না। Wells ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ইহার হেতু-অনুসন্ধানই করণীয় কার্য্য।

Henry Slade, জোড়া শ্লেটের মধ্যে পেন্সিলের টুকরা থাকিলে লিখিতে পারিতেন। Dr. Monckও একজন মিডিয়াম ছিলেন। পরিষ্কার দিনের আলোকে তিনি মূর্ত্তি উৎপন্ন করিতে পারিতেন। সাধারণতঃ অন্ধকারে কিম্বা লাল আলোর মধ্যে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্‌ ও দেবদূতী কেটিকিংএর অদ্ভুত কাহিনী—

মৃতত্ত্বের ইতিহাসে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মিস্‌ কুকের সাহায্যে Katie King নাম্নী যে নারীর আবির্ভাব হইত, উহার পরীক্ষা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir William Crooks জীবনের মধ্যাহ্নে তিন বৎসর এই বিষয়টী পরীক্ষা করেন। পঞ্চদশ-বর্ষীয়া বালিকা Miss Cookএর মিডিয়াম-শক্তি ছিল। তিনি তন্দ্রাভিভূতা হইলে এই নারীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইত। Crooks তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়াছেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, তাহার চুল কাটিয়া লইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার হাত ধরিয়া

(ড) History of Spiritualism, P. 234, Vol. I.

(ঢ) Science of Life, P. 1365.



সার উলিয়াম ক্রুক্স্ ও দেবদূতী কেটি কিং

By kind permission of Messrs A. P. Watt & Son, literary agents to the Executors of late Sir Arthur Conan Doyle. [Letter No D41 Dated 18th April 1941]

বেড়াইয়াছেন, নিজের শিশুপুত্রকে তাহার কোলে দিয়াছেন। কোন ক্রমেই প্রকৃত মানুষের কোন ধর্ম্মের অভাব তাহাতে দেখেন নাই। ৪০।৫০ বার তাহার ফটোগ্রাফ লইয়াছেন, অথচ জোর শ্বেতবর্ণের আলো জ্বালিলে ঐ মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া যাইত। Crooks এর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে বৈজ্ঞানিক মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে, কেহ বলিল, প্রতারিত হইয়াছেন। তিনি তখন Royal Societyএর Fellow বা সভ্য ছিলেন। ঐ সমিতি হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে এরূপ কথাও উঠিয়াছিল। (ণ) এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত তিনি মৃততত্ত্বের আলোচনা ত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। পরে যখন বৈজ্ঞানিক-জগতে তাঁহার এমন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে, জগতের কোন ব্যক্তি তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইত না, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহা তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন বা প্রচার করিয়াছেন, তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ নাই। (ত) ১৮৭৩ খৃঃ অঃ তিনি Katie Kingএর বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ অঃ British Associationএ সভাপতির অভিভাষণে দৃঢ়তা সহকারে উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ১৯১৭ খৃঃ অঃ তিনি অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "মৃততত্ত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, ইহলোক ও পরলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত বিবরণের কোন অংশ অসত্য বা ভ্রমাত্মক নহে।" (থ)

Crooks এই মূর্ত্তির ৪৪খানি ফটোগ্রাফ লইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহকর্ম্মিগণের নির্বুদ্ধিতামূলক আন্দোলনের ফলে, তিনি উহা প্রকাশিত করেন নাই। ১৮৩২ সালে Crooks জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৭০-১৮৭৪ সালে তিনি Miss Cookএর সাহায্যে এই তত্ত্ব আলোচনা করেন। প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জীবনের মধ্যাহ্নে এই দেবদূতীর হস্ত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় যে ফটোগ্রাফ তুলিয়াছিলেন, তাহা পরম রমণীয় এবং রহস্যময়।

Crooks তাঁহার লিখিত বিবরণীতে, Royal Society'র সেক্রেটারী আলোক-বিজ্ঞানবিদ্ Stokesকে সন্দেহ নিরাকরণ জন্য, নিজে আসিয়া দেখিবার অনুরোধ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। Stokes এই বিষয়ে তদন্ত করিতে অস্বীকার করেন। Carpenter প্রমুখ একদল বৈজ্ঞানিক

(ণ) History of Spiritualism, P. 268, Vol. I.
(ত) Do Do P. 173, Vol. I.
(থ) Do Do P. 256, Vol. I.

ইহা প্রতারণা কিম্বা পাগলামি ব্যতীত আর কিছুই নহে মনে করিয়াছিলেন, অথচ কষ্ট স্বীকার করিয়া পরীক্ষা করিতে কেহ স্বীকৃত হয়েন নাই। মধ্যযুগের ধর্মযাজকগণ, গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের ভিতর দিয়া বৃহস্পতি গ্রহের চন্দ্র দেখিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সময়ের ব্যবধানে সাধারণ মানব-চরিত্র বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

মৃততত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণের মত—

মৃততত্ত্ব-বিজ্ঞানের সমর্থনকারী মনীষিগণের অভাব ছিল না। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতায় জগতের পণ্ডিতসমাজের অগ্রণী, Lord Rayleigh, Wallace, Huggins (Spectroscopy-বিশারদ), Crooks, বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান Order of Merit অর্থাৎ O. M. লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই এই সকল অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। Sir William Barret, F. R. S., Sir Oliver Lodge, Balfour, De Morgan, Lord Tennyson, Flammarion, Andrew Lang, Conan Doyle, Myers, M. Curie, Ruskin, Sidgewick, Gladstone, J. J. Thomson, Hertz, Lombroso প্রভৃতি এই অসাধারণ ঘটনাবলি দেখিয়া পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন।(দ) কিন্তু যাঁহারা জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রার ভাণ করেন তাঁহাদিগকে জাগান যায় না। ১৮৭২ খৃঃ অঃ ২৬শে ডিসেম্বর, Times পত্রিকায় যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত হইয়াছিল যে, কয়েকজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এখন এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করুন। কিন্তু উপর্য্যুক্ত পণ্ডিতপ্রবরগণ বিচক্ষণ নয় কেন এবং তাঁহাদের অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছেন, তাহা বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ঐ সকল পণ্ডিতগণের সমকক্ষ ব্যক্তি তখন এই জগতে বর্ত্তমান ছিলেন কি না সন্দেহ।

Crooksএর পরীক্ষার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল। Eliza White নাম্নী একটী স্ত্রীলোক প্রকাশ করে যে, সে Miss Cookএর কথানুসারে Katie King রূপে Crooksকে প্রতারিত করিয়াছে। কর্ণেল অলকট্ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে দেখা যায় যে Eliza White একটী মিথ্যাবাদিনী চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক। তাহার বয়স ৩৫ বৎসর। Mrs. White যখন কোন স্থানে Katie Kingএর অভিনয়

(দ) Psychical Research P. 40

করিতেছিল, তখন বহুদূরে অন্য বৈঠকে Katie King আবির্ভূত হইয়াছিলেন। Crooks দুই শতবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একটী ১৫ বৎসর-বয়স্কা বালিকা তাঁহাকে প্রত্যেকবার প্রতারিত করিয়াছিল, ইহা ধারণা করা যায় না।

Crooksএর পরিচয় পাইলে জানা যাইবে যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে বা মস্তিষ্কের বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মৃততত্ত্বের আলোচনা করেন নাই। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য তিনি এই বিষয়ে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ অঃ তিনি F. R. S. সম্মান লাভ করেন, ১৮৭৫ খৃঃ অঃ তিনি রাজকীয় স্বর্ণ পদক, ১৮৮৮ সালে ডেভি মেডাল, এবং ১৯০৪ সালে কোপ্‌লি মেডাল লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি নাইট উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১০ সালে সর্ব্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব মেরিট' লাভ করেন। ১৮৮০ সালে তিনি ফরাসী-বৈজ্ঞানিকসভা হইতে ৩০০০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ও স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। তিনি Royal Society, British Association, Chemical Society, Society For Electrical Engineers প্রভৃতি সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি Thallium নামক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। তিনি Crook's Tube, Spinthariscope প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রের নির্ম্মাতা। ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। আপ্তবাক্য যদি প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয়, তবে তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

মৃততত্ত্ব সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কমিশন-রিপোর্ট—

১৮৭০ সালে ইংলণ্ডে একটী কমিশন গঠিত হইয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয়। ইহাতে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, আস্তিক, নাস্তিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক ছিল। বহু সাক্ষ্য গ্রহণের পরে কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশিত করেন, তাহা সম্বন্ধে অনেক সংবাদপত্রে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে আমেরিকার Seybert কমিশন গঠিত হয়। তাহার চেয়ারম্যান অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করেন, যে, যদি আমার মাথায় একটী এবং দুই স্কন্ধে দুইটী পরীর শিশু বসিতে পারে, এবং বুকে একটী পরীকে ধারণ করিতে পারি, তবে আমি বিশ্বাস করিব। (ধ) এরূপ অবস্থায় যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল। বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

(ধ) History of Spiritualism, P. 330, Vol. I

বৈঠকে স্বর্গতা পত্নীর মূর্ত্তিগ্রহণ ও স্বামীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা—

ইংলণ্ড ও আমেরিকা ব্যতীত, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি দেশেও মৃত-তত্ত্বের অনেক আলোচনা হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে যে সকল মিডিয়াম সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে Eusapia Palladino'র নাম উল্লেখযোগ্য। তন্দ্রাবেশে অবস্থিতিকালে তাঁহার তৃতীয় হস্ত নির্গত হইত। অলিভার লজ্ ইহা দেখিয়াছেন। সম্পূর্ণ মূর্ত্তি কখনও দেখা যাইত। Venzano যে রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা আরও বিস্ময়কর। তিনি লিখিয়াছেন "মৃদু আলোকে আমাদের বৈঠক বসিয়াছিল। হঠাৎ আমার পশ্চাৎভাগে একটী দীর্ঘ নারীমূর্ত্তি দেখিলাম। উহা আমার বাম স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিল। চক্রোপবিষ্ট অন্যান্য লোকেও সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে ছিলেন। ঐ মূর্ত্তি আমাকে অনেকবার চুম্বন করিয়াছিল। চুম্বন করিবার সময় সুদীর্ঘ কেশরাশি আমার মুখের উপর পড়িতেছিল। টেবিলের দ্বারা, ঐ মূর্ত্তি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৃত, আমার কোন আত্মীয়ের নাম করিল। এমন সময় উষ্ণ নিশ্বাস আমার কাণের উপর পড়ায় বুঝিলাম যে, আমার কাণের উপর মুখ দিয়া কয়েকটী কথা বলিতেছেন। কথায় বুঝিলাম ইনি আমার কোন নিকট আত্মীয়া, বর্ত্তমানে পর-লোকগতা। কান্নার আবেগে স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছিল এবং আমার প্রতি যে অবিচার করিয়াছিলেন তাহার জন্য বার বার ক্ষমা চাহিতেছিলেন। আমি প্রেম-পূর্ণ স্বরে দুই একটী সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় সৌষ্ঠবপূর্ণভাবে দুখানি হাত দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া "তোমাকে ধন্যবাদ" এই কথা বলিয়া পুনরায় চুম্বনও আলিঙ্গন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।(ন) এই ঘটনার পরে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে আর কি প্রভেদ থাকিতে পারে? Mrs. Hope (Madam d' Esperance) এবং Eva Carrierer কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

মিডিয়ামের সাহায্যে মৃতের ফটোগ্রাফ—

অনেক শ্রেণীর মিডিয়াম দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের সাহায্যে কোন মৃত ব্যক্তির ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মিডিয়ামের দেহ হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ (Ectoplasm) নির্গত হইয়া সাবান জলের বুদবুদের ন্যায় প্লেটের উপর সংলগ্ন হইয়া যায়। উহার মধ্যে ক্রমশঃ মুখ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়, পরে ঐ বুদ-বুদাকৃতি পদার্থ বিদীর্ণ হইলে মুখখানি প্লেটে অঙ্কিত হয় এবং ঐ পদার্থটী পর্দ্দার

(ন) History of Spiritualism, P. 14, Vol. II.

ন্যায় ছবিতে সংলগ্ন হইয়া যায়। যাঁহারা চক্রে বসেন তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ঐ আকৃতি নির্ম্মিত হয়। Wallace এই প্রকারে তাঁহার মাতৃমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ লইয়াছিলেন। Mr. Stead এই সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করিয়াছেন। Mumler, Hope প্রভৃতি মিডিয়ামগণ বহুদিন এই কার্য্য করিয়াছেন। সার আর্থার কনান্-ডয়েল্ এই অপূর্ব্ব রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।(প) আমাদের দেশে এক ব্যক্তির ফটোগ্রাফ লইবার সময় মৃত অন্যের ফটোগ্রাফও তাহার সঙ্গে উঠিয়াছে এরূপ ঘটনা শোনা যায়। লোকে মনে করে মৃতব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ সেখানে উপস্থিত থাকায় ঐরূপ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা অসম্ভব; কেননা কোন প্লেট এরূপ হইতে পারে না, যাহাতে সূক্ষ্মদেহের ছাপ পড়িতে পারে। এরূপ ঘটনাস্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেখানে কোন মিডিয়ামশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ মৃতব্যক্তির মূর্ত্তি কেহ চিন্তা করিতেছিলেন।

অন্তর্নিহিত জ্ঞান সীমাবদ্ধ—

উপর্য্যুক্ত বিবরণ হইতে সূক্ষ্মদেহধারী জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বহু-পরীক্ষিত অলৌকিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে মনে করা যাইতে পারে যে মূর্ত্তিগ্রহণ, সংবাদ প্রদান প্রভৃতি কার্য্য, বুদ্ধিসংশ্লিষ্ট পরিত্যক্ত সূক্ষ্মদেহ (Astral shell) কিম্বা অপদেবতাগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোক যেখানে বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্গণের ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন, কিম্বা নিরক্ষর চর্ম্মকার-পুত্র যেখানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম উপদেশ দান করিতেছেন, সেখানে অপদেবতা বা পরিত্যক্ত সূক্ষ্মদেহের কোন প্রসঙ্গই হইতে পারে না। আত্মতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। মানুষের গূঢ়তম প্রদেশের সংবাদ জানা সহজ নহে। যাহা আমাদের মনের নিম্নস্তরের সীমার বাহিরে থাকে, তাহা আমরা জানি না বলিয়া থাকি, কিন্তু, উহা যে আমাদের জ্ঞানের অতীত তাহা মনে করিবার কারণ নাই। সমুদায় মানবজাতি লবণাম্বুব্যবহিত দ্বীপপুঞ্জের ন্যায়। জলের উপরে যতটুকু আমরা দেখিতে পাই, উহা আমাদের মনের নিম্নস্তরে বিকশিত জ্ঞানের বিষয়। জলের নীচে গেলে দেখা যায়, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান কম হইতেছে এবং ব্যক্তিত্ব প্রসারিত হইতেছে। সমুদ্রের তলদেশের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকল দ্বীপগুলি একটী বিশাল প্রস্তরস্তরে পরিণত হইয়াছে। এই প্রস্তরস্তরই বিশ্বজনীন জীবন, Bedrock of Cosmic life। ব্যক্তিগত জীবন ইহা হইতে বিকশিত।

(প) History of Spiritualism, P. Vol. II.

বস্তু সকল জীবনই বিশ্ব-জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, (ক) এক সূত্রে গ্রথিত। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা যেমন দ্বীপসকলকে কখন জলনিমগ্ন এবং কখন প্রকাশমান করে, নিদ্রা ও জাগরণ অবস্থার কার্য্য তাহার অনুরূপ। দ্বীপপুঞ্জের ভূগর্ভে বসিয়া যাওয়াকে মৃত্যু বলা যাইতে পারে। ইহাতে তাহাদের প্রকৃত সত্তার ব্যত্যয় হয় না। কেবল লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করে মাত্র। স্থূলজগতের দৃশ্যমান মানব-জীবন, তাহার সম্পূর্ণ জীবনের একটী ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

মনের নিম্নস্তরের নীচে যে জ্ঞান তাহাকে বলে প্রচ্ছন্ন জ্ঞান। (subliminal consciousness)। ইহা দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় ঘটনা কোন না কোন সময়ে আমাদের স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিতে পারে। এই subliminal consciousness অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে—এইরূপ ধারণা কেহকেহ ব্যক্ত করিয়াছেন। (ব) এ সকল স্থলে পরাবিদ্যাবিদ্‌গণের সহিত মৃততত্ত্ববিদ্‌গণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন যে, অভ্যাস দ্বারা লোকে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া সকল দ্রব্য নিজেই অনুসন্ধান করিতে পারেন। পূর্ব্বে এই বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞান যতই গভীর ও প্রচ্ছন্ন হউক না কেন, উক্ত প্রকার যাবতীয় ঘটনা যে তাহার অভিব্যক্তি, পরাবিদ্যা ইহা স্বীকার করেন না। চিত্তনদী উভয়দিগ্‌বাহিনী। কল্যাণ ও পাপ উভয় দিকে প্রবাহিতা। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহার নিরোধ হয়। (ভ) চিত্ত স্থির হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ ঐ শক্তিমূলক জ্ঞান জন্মে। ইহা মনের কোন স্তরেরই পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ বস্তু নহে।

মায়ার্সের মত—

Myers বলিয়াছেন যে, মানব-জীবনের এই অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞান (subliminal consciousness) যে কেবল বর্ত্তমান জীবনের অলক্ষিত, অনুপলব্ধ, প্রচ্ছন্ন ঘটনাগুলি সময়ে সময়ে মানসপটে প্রতিভাত করে তাহা নহে, জ্ঞানাতীত ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ও জ্ঞানের গোচরীভূত করে। সূর্য্যের অদৃশ্য কিরণমালা—Ultraviolet এবং Infra red—যেমন আমরা সাধারণভাবে দেখিতে পাই না, প্রকার-বিশেষ ও যন্ত্রবিশেষ দ্বারা যেমন আমরা উহাদের অস্তিত্ব

(ক) Psychichal Research by Barret P. 35, 36.
"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ।" কঠো
(ব) "Psychical Research" by Barret, P. 37.
(ভ) পাতঞ্জলদর্শন। সমাধিপাদ ১।১২

বুঝিতে পারি, তেমনি মানব-চিত্তের এই গুহ্যতম প্রদেশস্থিত জ্ঞান অবস্থাবিশেষে ফুটিয়া উঠে। সূর্য্য গ্রহণের সময় যেমন আমরা নক্ষত্রের আলোক দেখিতে পাই, তেমনি ইন্দ্রিয়গৃহীত জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলে, আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ-স্থিত জ্ঞান প্রকাশিত হয়। নিদ্রিত বা তন্দ্রিত অবস্থায় এই প্রকার ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। অদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানেরও ইহাই হেতু, Myers এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্যের অদৃশ্য কিরণ অনুভব করিতে হইলে যেমন যন্ত্র চাই, তেমনি উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে মিডিয়াম আবশ্যক হয়। কিন্তু মিডিয়ামের সাহায্যে যতপ্রকার ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, তৎসমুদায় এই যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং আমাদের দেহ কিম্বা মনের অতিরিক্ত অন্য কোন বুদ্ধির কার্য্য আমরা যে অনেক বৈঠকে দেখিতে পাই তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্তর্নিহিত জ্ঞানের বিকাশ—

অনেক সময় দেখা যায় যে, ৬।৭ বৎসর বয়স্ক বালক মনে মনে বড় বড় গুণ-ভাগের কার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে করিতে পারে। অনেক সময় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতা লুপ্ত হয়। আবার কাহারও এই ক্ষমতা পরিণত বয়সেও লুপ্ত হয় না। অধ্যাপক Saffordএর ছয় বৎসর বয়সে এই ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। দশ বৎসর বয়সে তিনি এক মিনিট সময়ের মধ্যে ৩৬টী অঙ্কে উত্তর হইবে এমন গুণনকার্য্য করিতে পারিতেন। এই ক্ষমতা তাঁহার অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। Bidder সমুদায় জীবিতকাল পর্য্যন্ত এই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। "পাটীগণিত" "বীজগণিত" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্তবাবু সোমেশচন্দ্র বসু পরিণত বয়স পর্য্যন্ত এই ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। Bidder মনে মনে যে কোন সংখ্যার ৭।৮ দশমিকস্থান পর্য্যন্ত Logarithm স্থির করিতে পারিতেন। বড় বড় মৌলিক সংখ্যার ধারাবাহিক গুণফলের উৎপাদক নির্ণয় করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ কার্য্য ছিল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Ampere এবং জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ Gauss, ৩।৪ বৎসর বয়সে এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। Dase নামক একটা বালক বাল্যকালে অনেক কষ্টে গুণন ও ভাগকার্য্যগুলি শিখিয়াছিল। কিন্তু তাহার এরূপ অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, বার বৎসরের মধ্যে সে এক হইতে আশীলক্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় সংখ্যার

উৎপাদক নির্ণয় করিয়া বৈজ্ঞানিকসমিতি হইতে পুরস্কার পাইয়াছিল। (ম) স্বভাবজাত জ্ঞান বা অন্তর্নিহিত, অজ্ঞাত, মনের গভীরতম প্রদেশস্থিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞানের বিকাশই এই শক্তির মূল কারণ। ইহাই subliminal জ্ঞান, অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞানের নিদ্রিত অংশীদার।

বৈঠকে এমন সকল ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহা মানুষের কোন প্রকার জ্ঞানের ফল হইতে পারে না। অশরীরী জীব মিডিয়ামের দেহ আশ্রয় করিয়া ঘটনার কারণ হইয়াছেন, ইহা ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু মিডিয়ামের চিত্তস্থৈর্য্য অনেক সময় সম্ভব হয় না। সে অবস্থায় সংবাদদাতার অসুবিধা হয়। মিডিয়ামের মনের সহিত সংবাদদাতার মন মিশ্রিত হইলে যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা কথঞ্চিৎ বিকৃত না হইয়া পারে না। মিডিয়াম গভীর ভাবে তন্দ্রাভিভূত না হইলে এই প্রকার ব্যাপার ঘটাই বেশী স্বাভাবিক। মিডিয়াম জাগ্রত থাকিলেও যে কখন কখনও বিশেষভাবে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার কারণ সংবাদদাতার আগ্রহাতিশয্য। যেমন সমুদ্রের তলদেশস্থিত সুমিষ্ট জলের উৎস প্রবলবেগে উৎসারিত হইলে, লবণ জল ভেদ করিয়াও মিষ্টজল উপরে উঠিতে পারে, এখানে সেইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়।

মিডিয়াম-শক্তির পরীক্ষা—

মানুষের এমন শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইচ্ছা ব্যতীতও অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া এবং তাহার নিদান হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এই শ্রেণীর কার্য্য। আবার এই প্রকার কার্য্যে অলৌকিক বুদ্ধি, জ্ঞান ও কৌশল অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যদি না থাকিত, তবে আমাদের শরীরযন্ত্র অচল হইয়া যাইত। তৃণ হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন হওয়া কিম্বা দুগ্ধ হইতে রক্ত, মাংস, অস্থি গঠিত হওয়া ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইচ্ছা ব্যতীত অনেক সময় আমরা বহির্জগতের কার্য্যও করিয়া থাকি, ইহা অসাধারণ না হইলেও সুপরিচিত ব্যাপার নহে। ম্যাজিক দোলনযন্ত্রের কার্য্য দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। নয় দশ ইঞ্চি লম্বা একটী সরু সূতায় একটী আংটী ঝুলাইয়া সূতাটী ধরিয়া রাখিলে, ইচ্ছা ব্যতীত ঐ আংটী বা বলটী, ঘড়ির পেন্‌ডুলামের ন্যায় দুলিতে আরম্ভ করিবে। যিনি সূতাটী ধরিয়া রাখিবেন, তিনি যদি অন্য হাত দিয়া অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন, তবে দোলন তদভিমুখে হইতে থাকিবে। যদি ঐ দোলনযন্ত্রকে ঘুরিতে বলা হয় তবে ইহা বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। যদি কোন মহিলাকে স্পর্শ

(ম) Human Personality, p. 54 (abridged edition)

করা যায়, তবে ঘড়ির কাঁটার মত বাম হইতে দক্ষিণ দিকে ঘুরিবে, কোন পুরুষ মানুষকে স্পর্শ করিলে ইহার বিপরীত ভাবে ঘুরিবে। যদি একটী কাঁচের গ্লাসের মধ্যে ঐ আংটীটী ঝুলান হয়, তবে কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে গ্লাসের গায়ে আঘাত করিয়া সময় জ্ঞাপন করিবে। আংটীর নীচে যদি একখানি গোল কার্ডবোর্ডে সমুদায় অক্ষরগুলি লিখিয়া দোলনযন্ত্রটী ধরিয়া রাখা হয়, তবে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আংটীটী বানান করার প্রণালীতে অক্ষরগুলিকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবে, অথচ যিনি সূতাটী ধরিয়া আছেন তিনি উহাতে কোনও প্রকার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবেন না, কিম্বা আংটীর কার্য্যে সহায়তা করিবেন না। স্ত্রী ও পুরুষগণের মধ্যে কাহারও হাতে এই প্রকার দোলনযন্ত্রটী অধিকতর সজীব হইবে এবং কাহারও হাতে ইহার কার্য্য অপেক্ষাকৃত মৃদু হইবে।

জ্ঞানের নিদ্রিত অংশীদার—

পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগে এই প্রকার পরীক্ষা হইয়াছে। রয়াল সোসাইটীতে এই সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের জ্ঞানের নিদ্রিত অংশীদার (Subliminal self) কর্ত্তৃক আমাদের অজ্ঞাতসারে এই ব্যাপার সাধিত হয়। ইহাতে অসাধারণত্ব আছে, অস্বাভাবিকত্ব বা অলৌকিকত্ব কিছুই নাই। যাঁহার মধ্যে নিদ্রিত এই অংশীদার সহজেই জাগ্রত হইয়া থাকেন, তাঁহাকেই বলে Automatist বা মিডিয়াম। (য) আমাদের দেশে যাঁহারা চলিত কথায় "তুলারাশি", তাঁহারা বহু পরিমাণে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। (র)

ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা—

মৃততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ, বিশেষতঃ Myers প্রভৃতি অধ্যবসায়-সম্পন্ন মনীষি-বর্গের অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, বহু-পরীক্ষিত বহু ঘটনার এই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। দেহাতিরিক্ত পদার্থ ও তাহার অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর পরেও তাহার স্থিতি, পরিবর্ত্তনহীন স্থায়িত্ব স্বীকার না করিলে অনেক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঘটনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং মৃততত্ত্ব এই প্রচার করিতেছেন যে, মৃত্যুতে জীব মরে না বা তাহার জ্ঞানের কোন ব্যত্যয় হয় না, অধিকন্তু তাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু ইহাদ্বারা আত্মার অমরত্ব

(য) Psychical Research, P. 20 260

(র) গ্রন্থকার কয়েকবার এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

প্রমাণিত হয় না, কিম্বা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গভীর বিষয়ে ইহা আলোক দান করিতে পারে না। সুতরাং এই ভাবে ভিত্তি স্থাপন করিয়া পরে অনুমান ও আগম দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে ব্রহ্মবিদ্যা আত্মপ্রচার করিয়াছে। ইহাই **থিওজফি** নামে খ্যাত।

উপরিলিখিত ঘটনাসকল হইতে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সমুদায় সভ্য দেশের বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে শত শতবার বহু প্রকার অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ক্রুক্‌স্ প্রভৃতি মনীষিগণ অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রকৃতির গুহ্যতম বিষয় অবগত হইয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই প্রকার শত শত ব্যক্তি শতাধিকবার চেষ্টা করিয়াও যে সকল অলৌকিক ব্যাপারের কোন লৌকিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া, তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন বা ভ্রম বশতঃ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এই প্রকার মতবাদ যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহাদের উক্তির প্রতিবাদ অনাবশ্যক। তাঁহারা কৃপণ এবং দয়ার পাত্র।

নবম বল্লী

উপসংহার

পরাবিদ্যার সার মর্ম্ম—

এপর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, জনম ও মরণ দুইটী প্রচলিত শব্দ মাত্র। সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে, উহাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন সাধনের কারণরূপে উভয়েই সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। যাহাকে আমরা জীবিত বলি, সেও প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শৈশব, বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থার মূল কারণ পরিবর্ত্তন। মরণও একটী পরিবর্ত্তনের সোপান। জীবদেহ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনের ফলে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। মৃত্যুও সেই প্রকার একটী পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নূতন-দেহ-প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। জন্মকালেও মানুষ নূতন দেহ গ্রহণ করে। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যু দ্বারা জীব নূতন দেহ লাভ করে বলিয়া উভয় ব্যাপার একই অর্থ প্রকাশ করে। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল দেহে আবর্ত্তক্রমে জীব আসা যাওয়া করে। মৃত্যুই বরং উজ্জ্বলতর জীবনে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ। পরলোকবাসী জীবের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তির কোন ক্ষয় বা পরিবর্ত্তন হয় না। স্বভাব, স্মৃতি, আকৃতি, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়বৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে। মৃত আত্মীয়কে চিরকালের জন্য হারাইতে হয় না। কিছুকালের জন্য দৃষ্টির অন্তরালে থাকিলেও প্রতি রাত্রিতে নিদ্রাকালে তাহার সহিত মিলিত হওয়া যায় এবং পরলোকে আবার দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বাস করা যায়।

আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে, স্থূল জগতের সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আরও অনেকগুলি জগৎ আছে। ঐ সকল স্থানেও জীবগণ বাস করে। স্থূল জগতের শাসনকর্ত্তার ন্যায় উহাদের কেহ নিয়ন্তা আছেন, যিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সকল জগতেরই কার্য্য নিয়মিতরূপে পরিচালনা করিতেছেন। এই কার্য্যে তাঁহার বহু শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, অন্ধ শক্তিপুঞ্জের সংঘাতে যদৃচ্ছাক্রমে কোন ব্যাপার ঘটিতেছে না। পরিচালকের নিয়মানুসারে অতি সুচারুরূপে সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইতেছে। যিনি সকল বিষয়ের নিয়ন্তা, তিনি প্রেমের আধার, জীবের কল্যাণে তিনি যে সকল ব্যবস্থা

করিতেছেন, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে বৈষম্যময় বোধ হইলেও, পরিণামে (সুখাবহ এবং ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাত্মসংঘ জীবকে ক্রমোন্নতির পথে চালিত করিবার জন্য সর্ব্বদা চে করিতেছেন। ইঁহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অনেক বিশি ব্যক্তির সহিত ইঁহারা পরিচিত। ভগবানের কার্য্যে সহায়তা করা ইঁহাদে প্রধান লক্ষ্য। বিশ্বের মঙ্গলকামনায় ইঁহারা অহর্নিশ নিযুক্ত আছেন উপযুক্ত ছাত্র পাইলে ইঁহারা তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। ইঁহা মনুষ্য-জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন আমাদের শ্রুতি-স্মৃতিপ্রণেতা শাস্ত্রকারগণের মধ্যে অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহাদের উক্তি আগমের ন্যায় অবিচারণীয়।

জগতে সুখ ও দুঃখ আপেক্ষিক শব্দ। প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখের কোন কার নাই। দুঃখ ভগবানের আশীর্ব্বাদ। ইহা মানব-জীবনকে কল্যাণের প চালিত করে, ইহাতে ভগবানের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ম্মঋণ শোধ করিবা উপায় বলিয়া ইহাকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃত জীব সুখ-দুঃখে অতীত। আমাদের স্থূলদেহ কষ্ট অনুভব করে। কামদেহ শোকে স্পন্দি হয়, কিন্তু জীব দুঃখের সীমার বাহিরে থাকেন, কোন দুঃখই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং দুঃখশোকে কাহারও বিচলিত হওয়া উচিত নহে পরাবিদ্যা যিনি আয়ত্ত করিয়াছেন, শত দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি অবিচলিত থাকেন। পার্থিব জীবন সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত। উদ্ভিজ্জাতি যেম বারিধারাপাতে এবং সূর্য্যের কিরণসংস্পর্শে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অশ্রুধারায় অভিষিক্ত এবং আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া আত্মা পুষ্টি লাভ করে। আত্মার উন্নতির জন্য সুখ-দুঃখের প্রয়োজন আছে। সংসারে যত প্রকার দুঃখ আছে, তন্মধে প্রিয়বিয়োগ-জনিত দুঃখই প্রবল। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই ক্ষণিক বিচ্ছেদে দুঃখের কোন কারণই নাই। কারণ মৃত্যু প্রিয়জনকে বিনাশ করিতে পারে না, তাঁহার মহিমময় অবস্থান্তর সাধন করে মাত্র। এই ভাবে দেখিলে মৃত্যুভয় অলীক মনোভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়। পরলোক সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণার অভাব এবং কামদেহের ক্ষুধাই শোকের কারণ। পুরাণ, কিম্বদন্তী, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি হইতে লোকে পরকাল সম্বন্ধে একটী অস্পষ্ট, অনিশ্চিত আলো-ছায়া-মিশ্রিত, দুঃখ-ভয়-সংশ্লিষ্ট বিভীষিকার ধারণা করিয়া আসিতেছে। সেখানকার নিয়ম, আচার,

ব্যবহার, দৃশ্য প্রভৃতি অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। আলো হইতে অন্ধকারে যাইতে যেমন লোকে ভয় পায়, নিশ্চিতকে ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতকে আশ্রয় করিতে লোকে যেমন শঙ্কিত হয়, এই সংসার ছাড়িয়া পরলোকে যাইতে লোকে তেমনি ভীত হয়। (ক) জ্ঞানের অভাবই তাহার কারণ। সংসারে যাহার কোন বন্ধন নাই, তাহারও মরণের নামে ভয় হয়। পরাবিদ্যাবিদ্ কিন্তু বুঝিতে পারেন, পরলোক পরম সুখের স্থান। আত্মীয়-স্বজনগণ সহ পরম সুখে সেখানে বহুকাল বাস করা যায়। যাহার প্রিয়জন-বিয়োগ হেতু সংসারে কোন বন্ধন নাই, তাঁহার পরলোক-গমন দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বগৃহে প্রত্যাগমনের ন্যায় আনন্দজনক। যিনি প্রিয় জনকে রাখিয়া পরলোকে যাইতেছেন, তিনি মনে করিতে পারেন যে, কোন মনোরম স্থানে যেন স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য যাত্রা করিতেছেন। প্রিয়জন পরে আসিলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। ইহা কেবল কল্পনার কথা নহে, গভীরভাবে পরলোকতত্ত্ব চিন্তা করিলে, এইরূপ ভাব মনে আসে। আর মনে হয়, যেন যাওয়া ব্যাপারটী কষ্টকর না হয়। (খ) আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি এই প্রকার। এইসকল কেবল শাস্ত্রের কথা নহে, আমার অন্তরের কথা। যেমন আমরা বিদ্যালয়ে যাই, এবং ছুটী হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসি, এই সংসারে আসা-যাওয়া সেইরূপ।

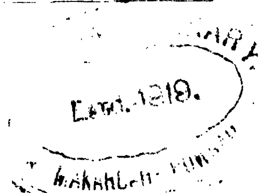
আমরা জানি যে, কর্ম্ম করিতে আমরা পৃথিবীতে আসি। শুভাশুভ সকল কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফল অতি সুনিপুণভাবে সংযোজিত হয়, এই হিসাবে কোন ভুল নাই। পার্থিব জীবনে কিম্বা কামলোকে সুখদুঃখের কারণ আমাদের স্বকৃত কর্ম্ম। ভোগের দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় হয়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সঞ্চিত কর্ম্ম দগ্ধ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল অখণ্ডনীয়।

পরাবিদ্যারপ্রধান উপদেশ এই যে, চিন্তা মাত্রই কর্ম্ম। শারিরীক কর্ম্ম অপেক্ষা মানস-কর্ম্মের প্রভাব অনেক অধিক। সাধারণভাবে দেখিলেও ইহা আমরা বুঝিতে পারি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বিষয় হইতে আমরা যে সুখ অনুভব করিতে চাই, তাহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কিন্তু কল্পনা দ্বারা সংগৃহীত সুখের অন্ত নাই। মাত্রা হিসাবে তীব্রতা অধিক না হইলেও, পুনঃপুনঃ গ্রহণের ফলে সুখের পরিমাণ অনেক অধিক হইয়া থাকে। * তবে যে বিষয় দেখা হয় নাই,

(ক) Essay on Death—Beacon.

(খ) There shall be no moaning of the bar,
When I put out to sea—Tennyson.

* The Realm of Fancy—Keats



কল্পনা দ্বারা তাহা হইতে সুখ সংগ্রহ করা যায় না। (গ) কর্ম্ম যখন শরীর ও মনের ব্যাপার—তখন সর্ব্বদাই আমরা মঙ্গলময় কার্য্য করিব ও সর্ব্বদাই মঙ্গল চিন্তা করিব। নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের মঙ্গল, প্রতিবাসী ও প্রতিবেশিনী-গণের মঙ্গল, বন্ধুবান্ধবগণের মঙ্গল, জনসাধারণের মঙ্গল, সমুদায় বিশ্বের মঙ্গল যেন আমাদের সর্ব্বদা চিন্তনীয় বিষয় হয়। সর্ব্বভূতে এক আত্মা বিরাজিত মনে করিয়া প্রেমের বন্ধনে জগৎকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতে হইবে। হৃদয়ের উৎস হইতে স্নেহ, মমতা, ভক্তির ধারা প্রবাহিত হইয়া যেন সমুদয় জগৎ প্লাবিত করিয়া অনন্তের পথে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ ভাব সর্ব্বদা মনে ধারণ করিতে হইবে। কাহারও সম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে স্থান দিব না। কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ সম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে পোষণ করিলে কেবল নিজের নহে, তাহাদেরও অশেষ অমঙ্গল সাধিত হয়। এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, চিন্তাবিষয়ে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং চিন্তার ফল মানুষের পক্ষে অপণ্ডনীয়। শারীরিক কর্ম্মবিষয়ে মানুষ দৈবাধীন। সেখানে তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই।

পরাবিদ্যার অন্যতম প্রধান উপদেশ জন্মান্তর-রহস্য। মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল পরলোকে বাস করিয়া আবার পৃথিবীতে আসিতে হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে যে জাতি অর্থাৎ আকৃতি ছিল, সেই জাতিতে জন্ম লইতে হয়। ক্রমশঃ উন্নতির পথে জীবকে চালিত করাই ভগবানের নিয়ম। সুতরাং মানুষ মরিয়া শূকর, কুকুর বা শৃগাল হইয়া জন্মিবে না, মানুষই হইবে এবং অধিকতর উন্নত হইবে। সঞ্চিত কর্ম্মের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহার অধোগতি হইবে না। স্মৃতি-প্রোক্ত ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি প্রভৃতি শব্দের অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। সপ্তলোক ব্যতীত অন্য কোন লোক নাই। নরকলোক পৌরাণিক কল্পনামাত্র। ভুবর্লোক বা কামলোকেই কামনার তীব্রতা থাকিলে ভোগের অভাব বশতঃ কষ্ট উপস্থিত হয়, স্থূলদেহ না থাকায় যন্ত্রণা অধিকতর তীব্র হয়, ইহা রূপকচ্ছলে নরকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পৃথিবীতেই দেখিতে পাই যে, বায়ুপ্রধান ব্যক্তিগণ অল্পেই বিচলিত হইয়া উঠেন। পিত্তাধিক্য থাকিলে সামান্য কারণেই ক্রোধের সঞ্চার হয়, সুতরাং কামদেহধারী ব্যক্তিগণ কামনার তাড়নায় যে ভীষণ যন্ত্রণা পাইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? মৃত্যুর পর মানুষের নূতন জীবন আরম্ভ হয়, মৃত্যুতেই জীবন শেষ হয় না। সূক্ষ্মলোকে ২০।২৫ বৎসর থাকিয়া জীব মানসলোকে যায় এবং তথায় প্রায় সহস্র বৎসর সময় পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

(গ) Pleasures of Imagination—Addison.

পার্থিব সুখের সহিত আমরা পরিচিত। যদিও ক্ষণস্থায়ী, তবুও পার্থিব সুখ আমাদের কাম্য। পরলোকে সূক্ষ্মতত্ত্বের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত সুখের উপকরণ পাইব কিনা, সেখানকার অবস্থা কি প্রকার, এই সব না জানায় মরণের ভয় আমাদিগকে অভিভূত করে। কিন্তু যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁহারা বলিয়াছেন, পরলোক পরম সুখকর স্থান, অনাবিল আনন্দ ও শান্তির সঙ্গে সেখানে বাস করা যায়। সেখানে নূতনত্ব কিছুই নাই, পৃথিবীতে যাহা স্থূলরূপে দেখি, পরলোকে তাহাই সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান এবং উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। স্থূলচক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু পরলোকবাসীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা সম্যগ্‌রূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং মৃত্যুভীতি একটা সংস্কার মাত্র, বস্তুতঃ উহাতে ভয় করিবার কারণ নাই। রোগাদিজনিত কষ্টভোগ করিবার পর মৃত্যু সংঘটিত হয়, উহাও আমাদের মঙ্গলের জন্য বিহিত হইয়াছে। কামনা ক্ষয় করিবার ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

অনন্তকাল হইতে গ্রহে গ্রহে জীবনের বিকাশ হইতেছে। এই জীবনের রঙ্গ-ভূমিতে জীবন-নাটকের পরিসমাপ্তি হইলে, গ্রহগণ ক্রমশঃ সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া পুনরায় মূর্ত্তিগ্রহণের অপেক্ষা করিবে। চন্দ্রে জীবন-নাটকের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে জীবের অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছে। (ঘ) আবার একদিন পৃথিবীতেও

(ঘ) কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। চাঁদেরও কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি নাই। পৃথিবীতে সমধর্ম্মা স্বরূপ পদার্থের অভাব না থাকিলেও জলের উপর তাহার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। তাহার ফলে জোয়ার উৎপন্ন হইতেছে। এই জোয়ারের জলের বাধাপ্রযুক্ত পৃথিবীর আহ্নিকগতি কমিতেছে এবং দিন বড় হইতেছে। ১০০০০০ বৎসরে দিনের পরিমাণ ১ সেকেণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই হারে গণনা করিলে দেখা যায় যে, ৪০০কোটি বৎসর পূর্ব্বে দিনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ ঘণ্টা। তখন চন্দ্রের জন্ম হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরেই চন্দ্র পৃথিবী হইতে পৃথক্ হইল এবং পরস্পরের আকর্ষণে চন্দ্র ও পৃথিবীতে জোয়ার উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইহার ফলে চন্দ্র দূরে যাইতে লাগিল এবং পৃথিবীর আহ্নিকগতি কমিতে আরম্ভ হইল। ৫ হাজার কোটি বৎসর পরে চন্দ্র ৪৬ দিনে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং দিন রাত্রির পরিমাণ ৪৬ দিন হইবে, অর্থাৎ দিন ও মাসের পরিমাণ সমান হইয়া যাইবে। চন্দ্র ও পৃথিবী তখন প্রণয়িযুগলের ন্যায় মুখোমুখী হইয়া অবস্থান করিবে। কিন্তু এই সুখ স্থায়ী হইবে না। সূর্য্যের আকর্ষণে যে জোয়ার উৎপন্ন হইবে, তাহাতে পৃথিবীর আহ্নিকগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তখন দেখা যাইবে চাঁদ পশ্চিমদিকে উঠিয়া পূর্ব্বের দিকে অস্ত যাইতেছেন। মঙ্গলের একটী চাঁদের এখন এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ক্রমশঃ মাস অপেক্ষা দিন বড় হইতে থাকিলে, চাঁদে জোয়ার আরম্ভ হইবে। ফলে চাঁদ পৃথিবীর নিকটে আসিতে আরম্ভ করিবে এবং দিন বড় হইতে থাকিবে। চাঁদ পৃথিবীর দশ হাজার মাইলের মধ্যে আসিলে, পৃথিবীর প্রচণ্ড আকর্ষণে চূর্ণীকৃত হইয়া, বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় বলয়রূপে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া মৃদু আলো বিতরণ করিবে।

যাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহারা "Modern Cosmogonies" by Clerk, Prof. Darwin's "Theory of Tides" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং Indian Review, page 36, May 1940 দেখিতে পারেন।

জীবনের লীলা শেষ হইবে। পৃথিবীবাসী মানুষ সকলের মধ্যে যাঁহারা এই সময়ে মোক্ষলাভ করিতে অসমর্থ হইবেন, অন্য গ্রহে মানবজীবনের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কামলোকে দীর্ঘকাল বাস করা কষ্টকর ব্যাপার। সেজন্য তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করিতে হইবে, পুরাণাদিতে ইহাই 'অনন্ত নরক' নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং সার্ব্বজনীন মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া, যাহাতে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কবির অনুভূতিতে এই বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে,

"নিভিছে, জ্বলিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি
কখন বা ভাবময়—কখন মূরতি।"

পরাবিদ্যাও এই তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। বিজ্ঞানের সহিত ইহাতে মতভেদ নাই। চন্দ্র ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছেন এবং কালক্রমে অদৃশ্য হইবেন। সৃষ্টির প্রবাহ মধ্যে মানুষ একটী তৃণ হইতেও লঘু ও তুচ্ছ হইলেও চৈতন্যের আধাররূপে মহীয়ান্। এই জগৎ অলীক, মায়াময় বা মায়ার বিকার মাত্র, ইহা কেবল দার্শনিক সত্য নহে। বিজ্ঞানও ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। (৬) কিন্তু জীবের বিনাশ নাই। ভগবানের নিয়মে ইহাকে উন্নতির পথে চলিতেই হইবে। জলকণা যেমন সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে উঠিয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িয়া, কত দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া আবার সমুদ্রে পতিত হয়, জীবও সেইপ্রকার ভগবানের অংশরূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া বার বার জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পরিণামে ভগবানে লীন হয়।

পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ জানেন যে, মৃত আত্মীয়ের জন্য শোক করিলে, তাঁহাকে দুঃখ দেওয়া হয়। পরলোকবাসীর উদ্দেশে শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করা, তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা, পৃথিবীস্থ আত্মীয়-স্বজনের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার ফল তাঁহারা ভোগ করিতে পারেন, তাঁহারা ইহাতে আনন্দ অনুভব করেন। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে পরিবারবর্গ মিলিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করিলে, পরলোকবাসী তৃপ্তিলাভ করেন। প্রকৃত পক্ষে শোকের কোন কারণ নাই। নিদ্রিত অবস্থায় পার্থিব আত্মীয়-স্বজনগণ সূক্ষ্ম শরীরে পরলোকবাসিগণের সহিত মিলিত হইতে পারেন। নিদ্রিত অবস্থায় এই অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যহ ঘটিয়া

(৬) Mysterious Universe—Jeans.

থাকে। (চ) শ্রুতি বলেন যে, নিদ্রিত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগাইতে নাই। কারণ আত্মা যদি ব্যস্ততা বশতঃ ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে না পারেন, তবে অসাধ্য রোগ উৎপন্ন হয়। (ছ)

আমরা দেখিয়াছি, চিন্তাশক্তির ক্ষমতা কত প্রবল। সমবেত চিন্তাশক্তি স্থায়ী ফল প্রসব করে। দেবতার মন্দির, তীর্থস্থান প্রভৃতির মাহাত্ম্য ইহার উপর নির্ভর করে। ধূপ, দীপাদি পবিত্র গন্ধ পরলোকবাসিগণের পরম প্রিয় বস্তু। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ তাঁহার নিজের অংশ।

চিন্তাশক্তির অব্যাহত সামর্থ্যের কথা জানিলে, পরচর্চ্চা পরনিন্দা কত বড় গর্হিত কার্য্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরাবিদ্যাবিদ্ এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া থাকেন। চিন্তাই কর্ম্ম, এই ধারণা মনে দৃঢ় হইলে, আমরা অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারি।

মনের সঙ্গে দেহের পবিত্রতা রক্ষা করাও একান্ত কর্ত্তব্য। মাদক-দ্রব্য-সেবন ও তামাক-ঘটিত দ্রব্যাদি ব্যবহার সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। মানুষ অনেক বিষয়ে অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে, কু-অভ্যাস দূর করিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিন কম চেষ্টার আবশ্যক হইবে, এইরূপে পরপর চেষ্টা করিলে, জয়লাভ করা যাইবে। প্রলোভনের বস্তু ও পারিপার্শ্বিক হইতে দূরে থাকিলে এই চেষ্টা অধিক পরিমাণে সফল হয়। আত্মোন্নতি-সাধনে যত্নবান্ হইলে খাদ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। খাদ্যের দ্বারা মানুষের স্বভাব গঠিত হয়। আমিষ খাদ্য অপেক্ষা নিরামিষ খাদ্য প্রশস্ত।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ হিংসাব্যাপার হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দেন। আহার, বিহার প্রভৃতি বিষয়েও অহিংসা-নীতি পালন করিবে। চিত্ত-সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদন-জন্য নিয়মিত ভাবে চেষ্টা করিলে, অভ্যাস দৃঢ় হইবে, তখন স্থায়ী ফল লাভ করা যাইবে। (জ)

(চ) "স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ। পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব।" বৃহদারণ্যক ৪।৩।২৬৬।১৫

(ছ) তন্নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতে। বৃহদারণ্যক ৪।৩।২৬৫।১৪

(জ) বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ গীতা ১৮।৫২।৫৩

ত্যাগের দ্বারা ভোগ—

ত্যাগই নিঃশ্রেয়স-লাভের একমাত্র সোপান। ভোগের পরিণাম দুঃখ ও বন্ধন। আমাদের পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ত্যাগ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ভোগের দ্বারা কামনা ক্ষয় হয় না। অগ্নিতে ঘৃত-সংযোগের ন্যায় ভোগের বস্তু কামনার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। একটী কামনা পূর্ণ হইলে আবার নূতন কামনার উদ্ভব হয়।* ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ব্যতীত কামনা জয় করা যায় না। কামনা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় মনে করিয়া, যোগারূঢ় সৌভরি ঋষি ভোগের দ্বারা উহার ক্ষয়-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যোগবলে নবীন কান্তি, অক্ষুণ্ণ যৌবন লাভ করিয়া তিন শত রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, সুদীর্ঘ কাল দাম্পত্য-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কামনা চরিতার্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু চরিতার্থতার ফলে তাঁহার ভোগের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া, চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া নির্ব্বেদমার্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন।** তিনি বুঝিয়াছিলেন, ত্যাগের দ্বারাই ভোগের পরিসমাপ্তি হয়। আমাদের শ্রুতিও এই বাণী প্রচার করিতেছেন। (x) সুতরাং সংসারে শত বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়াও যিনি নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন তিনিই পরমার্থের অধিকারী।

সংবিৎশক্তির ক্রমবিকাশ—

মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে অনেক সাধারণ জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে জটিলতা এবং সৃষ্টিরহস্যের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ে যতই জ্ঞান প্রসারিত হইতে থাকে, ততই ইহার বিশালতা মনকে অভিভূত করে। চেতনা বা সংবিৎ, কামনা, বাসনা, মানসিক আবেগ, স্মৃতি, মন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের অল্প-বিস্তর সাধারণ জ্ঞান আছে। পার্থিব জীবনে আমরা অনেক সময় ইহাদের প্রভাব অনুভব করি, কিন্তু কি প্রকারে ইহারা উৎপন্ন হইয়া জড় দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, ইহাদের আধার এবং অধিষ্ঠান

---

* ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

** "মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি
বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ,
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্॥"

(x) ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ,
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্

কি উপায়ে ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করে এবং পারলৌকিক জীবনে কি প্রকারে ইহাদের প্রভাব প্রসারিত হয় ইত্যাদি-বিষয়ক প্রগাঢ় দার্শনিক তত্ত্ব, পরাবিদ্যা মীমাংসা করিয়াছেন। এই সকল বিষয় অত্যন্ত দুরূহ, সেজন্য বিস্তৃত আলোচনা সাধারণের প্রীতিকর হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। সুতরাং অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল চেতনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

চেতনা ও জ্ঞান কিম্বা স্বভাবজ জ্ঞান এক জাতীয় বিষয় নহে। অভিব্যক্তি-ক্রমে আমরা উদ্ভিজ্জগৎ হইতে প্রাণিজগতে উন্নত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে সুদুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি। কত কোটি বৎসরে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্মুখে এখনও সুদীর্ঘ পথ বিস্তৃত রহিয়াছে। কত কোটি বৎসর অন্তে এই পথ অতিক্রম করা যাইবে তাহার পরিমাণ করা কঠিন। এই সুদীর্ঘ জীবন-পথের পান্থ, সংবিৎ লাভ করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, জ্ঞান কিম্বা স্বভাবজ জ্ঞান অনেক পরে উৎপন্ন হইয়াছে। বাহ্য বস্তুর সংঘাত বশতঃ ভৌতিক আবরণবিশিষ্ট সংবিৎ-শক্তির স্পন্দন উপস্থিত হইলে, ভৌতিক দেহও স্পন্দিত হয় এবং তাহার ফলে উভয় দেহের আণবিক উপকরণগুলির অবস্থান পরিবর্ত্তিত হয়। যেখানে এই পরিবর্ত্তনের ফলে উপকরণগুলি নিয়মিত শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত হয়, সেখানে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ইহার বিপরীত ফল ঘটে বিকর্ষণে। দুইটী পৃথক্ জীবন এই প্রকারে আংশিক ভাবে মিলিত হয় এবং তাহা হইতে আনন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিকর্ষণের ফলে বিরাগ এবং অপ্রীতিকর ভাব উৎপন্ন হয়। জীবনশৃঙ্খলের এই প্রাথমিক অবস্থায় অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতির কোন অস্তিত্ব ছিল না। বাহিরের বস্তুর ক্রিয়া হইতে অনুরাগ ও বিরাগ উৎপন্ন হইতে থাকিলে ক্রমশঃ অনুভূতির সঞ্চার হয়। তখন আনন্দ ও দুঃখের অনুভূতি ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আনন্দের কারণ না থাকিলেও তাহার কথা মনে আসে, দুঃখের কারণও পূর্ব্বানুভূতি মনে করাইয়া দেয়। এই প্রকারে স্মৃতি-শক্তির উদ্ভব হয়। ক্রমশঃ বহু অভিজ্ঞতার ফলে অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি স্থায়িত্ব লাভ করে। এই অবস্থায় জীব সুখ-দুঃখ অনুভব করে বটে এবং তাহাদের স্মৃতিও লাভ করে, কিন্তু তখনও জীব আত্মসংবিৎসম্পন্ন হয় নাই। সে বুঝিতে পারে না সুখ ও দুঃখের নিদান কি? কেন এরূপ অনুভূতি হয়? নিজের বাহিরের কোন বস্তুর অস্তিত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারে না। অনুভূতি ও তাহার স্মৃতি সে লাভ করিয়াছে মাত্র। কত যুগযুগান্তর এই ভাবে অতীত হওয়ার পর

ক্রমশঃ কামদেহ পুষ্ট হইতে থাকিলে কামনা জন্মে এবং আনন্দ লাভ করিবার ইচ্ছা জন্মে। এই প্রকারে আনন্দের হেতু সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে এবং তখন সে বুঝিতে পারে যে, আনন্দ-অনুভূতির কারণ বাহ্য বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে "আমি" যে বাহ্যবস্তু হইতে পৃথক্, সুখ-দুঃখভোক্তা, এই অস্মিতা উৎপন্ন হয়। তখনই তাহার আত্মসংবিৎ উৎপন্ন হয়।

এই প্রাথমিক অবস্থা হইতে উৎপন্ন আধ্যাত্মিক সম্পদ্ আমাদের সংস্কার-বদ্ধ হইয়াছে। এখনও আমরা ভালবাসার বস্তুর সংস্পর্শে আনন্দ বোধ করি, ইহার কারণ দুইটী জীবনের আংশিক মিলন। মিলনের তারতম্য অনুসারে আনন্দের তারতম্য হয়। সম্পরিষ্বক্ত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মিলনের পূর্ণতা সংঘটিত হয়। দুইটী জীবনের সম্পূর্ণ মিশ্রণ, একাত্ম-অনুভূতির ইহাই দৃষ্টান্ত। বিচ্ছেদের দুঃখ, মিলনের আনন্দ, আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে। কত কোটি বৎসর ধরিয়া জন্ম জন্ম চেষ্টার ফলে এই সম্পদ্ আমরা অর্জ্জন করিয়াছি। এই শক্তি অর্জ্জন করিতে আমাদের কত সহস্র জন্ম অতীত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রাথমিক অবস্থাপন্ন জীব এখনও আমাদের প্রতিবেশী এবং তাহাদের সহিত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিত্য পরিচয়। সংবিৎশক্তি তাহার জড় আধারের সহিত নিত্য-সংশ্লিষ্ট। দুইএর পৃথক্ সত্তা নাই। যাহাকে আমরা জড় বলিয়া জানি, তাহাতেও এই শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব, বায়বীয় পদার্থ, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতির অন্তর্নিহিত সংবিৎ শক্তির পরিচয় আমরা পাই। লৌহ বা ইস্পাতের শ্রান্তি (fatigue) আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকি। কিছুদিন ব্যবহার না করিলে ক্ষুরের ধার আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। অবস্থা বিশেষে দুই প্রকার গ্যাসের মিলনও এই শক্তির পরিচায়ক। ভৌতিক দেহ ব্যতীত আমাদের আরও ছয়টী দেহ আছে এবং সকল দেহগুলিই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। সুতরাং ভৌতিক দেহ নষ্ট হইলেও, সংবিৎশক্তি অন্যান্য দেহ আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। ঐ সকল দেহ তত্তৎজাতীয় উপকরণে নির্ম্মিত। কামদেহ কামনা-ধর্ম্মাত্মক উপকরণে নির্ম্মিত। মনোময় দেহ, মনোময় উপকরণে নির্ম্মিত। এই সকল উপকরণই পদার্থ (matter)। কোনটী বা মনোময় (matter), কোনটী বা কামনাময় পদার্থ। আমাদের দেহ পাঞ্চভৌতিক পদার্থ। সুতরাং ভূর্লোকে, ভুবর্লোকে, স্বর্গলোকে বা অন্য কোন লোকেই চৈতন্যের স্বাধীন সত্তা নাই। সে সর্ব্বদা আধারাশ্রিত। আধার পদার্থও কখনও সংবিৎবিহীন নহে।

সংবিৎশক্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিলে, জীব চিন্তা, স্মৃতি, অনুভূতি, কামনা এবং কর্ম্ম প্রভৃতি সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকে। তাহার জড় আধারের সহিত অন্যান্য সূক্ষ্ম আধারগুলির নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায়, তাহার বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি হইতে আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ের স্পন্দন গ্রহণ করি। স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা এই সকল স্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হইলে, তথা হইতে কামদেহে অবস্থিত তন্মাত্রগুলি পৃথক্‌ভাবে স্পন্দিত হয়। তাহার ফলে, বর্ণ, রূপ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতির অনুভূতি পৃথক্‌ভাবে মনোময় দেহে অবস্থিত মনের নিকট প্রেরিত হইয়া, মনের কার্য্যের দ্বারা তাহারা মিলিত হইলে বস্তুজ্ঞান জন্মে। এই মনই ইন্দ্রিয়গণের প্রভু এবং আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ইহার সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাম্যবস্তু দূরে থাকিলেও কল্পনাবলে তাহার সংস্পর্শ-জনিত সুখ ভোগ করিতে পারি। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভাব হইলে তাহার আকৃতি বা রূপ আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কিন্তু এইরূপ স্থলে কল্পনাবলে সেই বস্তু সৃজন করিয়া তজ্জনিত কল্পনা-সুখ ভোগ করা সম্ভব হয় না। মনের এই সংশ্লেষণবৃত্তি ব্যতীত, বিশ্লেষণবৃত্তিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন যখন একটী সম্পূর্ণ কার্য্য করিবার কল্পনা করে, তখন তাহাকে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য লইতে হয়। চক্ষুরাদি করণ দ্বারা তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়। এই প্রকার ব্যাপারে মনকে সাহায্য করিবার জন্য পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। সুতরাং দশটী অনুচর দ্বারা মন বিষয় ভোগ করেন এবং বস্তুজ্ঞান লাভ করেন।

ভূলোক সম্বন্ধে আত্মসংবিৎসম্পন্ন হইলেও সূক্ষ্মতর লোক সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সে ক্ষমতা নাই। তাহার ফলে, ভুবর্লোক কিম্বা উচ্চতর লোকের দৃশ্যাদি তাহার নয়নগোচর হইলে সে মনে করে উহা তাহার কল্পনাপ্রসূত। উহার বাস্তবতা তাহার নিকট অপ্রতীয়মান, অলীক কল্পনা মাত্র। জাগ্রত অবস্থায় যে সংবিৎশক্তিবলে আমরা ভৌতিক জগতের জ্ঞান লাভ করি, তাহা পূর্ণ সংবিতের আংশিক বিকাশ মাত্র। মস্তিষ্কের সহিত তাহার সংশ্লিষ্ট অংশ হইতে এই জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সংবিৎরূপ জ্যোতির্বলয়ের যে অংশ উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া ভুবর্লোক বা স্বর্লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার কোন প্রভাব মস্তিষ্কে প্রতিভাত না হওয়া পর্য্যন্ত, তত্তৎ লোকের কোন সংবাদ আমরা জাগ্রত জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করিতে পারি না। কখন কখন এই পরভৌতিক

(Ultra Physical) জ্ঞান-রশ্মির তীব্র সম্পাতে ভৌতিক জ্ঞান বিলুপ্ত হইলে মানুষ সূক্ষ্মতর লোকের বিষয় জানিতে পারে। দশাপন্ন ভক্ত ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যোগবলে এই শক্তি অর্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। Pitutary body ও Pineal gland বিকশিত হইলে, মানুষ ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এই শক্তি লাভ করা যায় এবং দিদৃক্ষু ব্যক্তি অলৌকিক শক্তিবলে ঐ সকল লোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। চিত্তের একতানতা হেতু এই অসাধারণ শক্তি বিকশিত হয়। অভ্যাস দ্বারা রাজযোগ আয়ত্ত করিতে পারিলে মানুষ এই বিভূতি লাভ করে।

দুর্গম পথ—

জীবনে এমন সময় আসে, যখন মানুষ দুঃখের জ্বালায় (ঝ) কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'পথ কোথায়'? পথের বার্ত্তাও সর্ব্বশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। মহাজনের অনুসরণ কর, দীক্ষা লও, গুরুসাক্ষাৎ লাভ কর, তাঁহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর ইত্যাদি বাক্য চির-পুরাতন এবং বহুলোক এই পথের পথিক হইয়াছেন। কিন্তু আত্মানুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রক্রিয়া-সম্পাদন ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের মত দুর্গম যে পথ তাহা দৈনিক বা অবসর মত কোন কোন দিন কিছু সময়ের জন্য মন্ত্রজপ করিলে যদি অতিক্রম করা যাইত, তাহা হইলে শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হইত। গুরুলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না, উপযুক্ত হইলে গুরুর দর্শন পাওয়া যাইবে। সুতরাং যাহাতে উপযুক্ত হওয়া যায়, তাহারই জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। জলের দ্বারা যেমন অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না, (ঞ) সেইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। উহাতে মনের সাহায্য প্রয়োজন হয়। মন্ত্র জপ করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্যতীত উন্নতির আশা নাই। পূর্ব্বে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে পুনরুক্তি করা হইতেছে।

(ঝ) ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা জগৎ প্লাবিত, ইহাকে বলা হয় World Sorrow বা Weltschmerz (জার্ম্মাণ দর্শন)

(ঞ) আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা
সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র
ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা।

দীক্ষালাভের চারিটী সোপান—

এই পথে চলিতে হইলে প্রথমেই সৎ ও অসৎ—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে হইবে। যাহা নিত্য, চিরস্থায়ী, প্রকৃত আধ্যাত্মিক বস্তু তাহাই সৎ। ইহার সেবা করিতে হইবে, যাহা ইহার বিপরীত তাহা অসৎ এবং অগ্রাহ্য। আত্মার উন্নতি, চরিত্রসংশোধন, বস্তুর স্বরূপ-দর্শন সৎসংজ্ঞাভুক্ত; এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতে হইবে। অনাসক্তি দ্বিতীয় লক্ষ্যের বিষয়। কামনার স্রোত যাহা সর্ব্বদা মনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সংসারের স্নেহ-মমতার বন্ধন, যাহার সহিত স্বার্থ জড়িত আছে, যাহার প্রতি মন সর্ব্বদা ধাবিত হইতেছে, তাহা হইতে মনকে ফিরাইতে হইবে। কঠিন আচরণের দ্বারা এই সকল প্রবৃত্তিকে পদদলিত করিয়া হৃদয় হইতে নির্ম্মূল করিতে হইবে, ইহা অভিপ্রেত নহে। ধারণা ও অনুভূতি দ্বারা প্রবৃত্তিকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। (ট) ভগবান্ প্রেমের আকর। স্বার্থ-জড়িত যে প্রেম এবং যাহার মূলে জান্তব ধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারও উৎপত্তি স্থান ভগবান্। পতি পত্নী যে প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তন্ময় হইয়াছেন, তাহাও ভগবান্ হইতে উদ্ভূত। পরস্পরের মধ্যে যে ভগবান্ আছেন, দাম্পত্য-প্রেম তাহারই উদ্দেশে ধাবিত, (ঠ) ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া সেই অন্তরের বস্তুর সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেজন্য দেখা যায় যে, ব্যক্তিত্বের অভাবে ঐ প্রেম বিশ্বের সকল বস্তুতে প্রসারিত হয় এবং সাদৃশ্য, সম্বন্ধ, সংশ্লেষ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া ঐ প্রেম স্ফুরিত হইয়া থাকে। কবিদের অনুভূতির মধ্যে এই ভাব সুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যক্ষ প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে প্রিয়ানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা অজ এবং পুরুরবা প্রায় একই ভাষায় স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন। (ড) কবির নিকট এই ভাব যেরূপে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা

(ট) "It is no part of this Yoga to dry up the heart; but the emotions must be turned towards the Divine."—Lights on Yoga, P.57

(ঠ) "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। নবা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।" বৃঃ আঃ ৪।৫।৬

(ড) "শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং।" উঃ মেঃ ৪৩

"কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং, কলহংসীষু মদালসং গতম্।" রঘু ৮।৫৯

"তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ,
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকাল বিরহাদ্বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্গমা। বিক্রমোর্ব্বশী, ৪র্থ অঙ্ক।

*

"ইমাং তটাশোকলতাঞ্চ তন্বীং স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্রাম্।" রঘু ১৩।৩২

আমরা দেখিয়াছি—এই ঐশ্বরিক বস্তুকে উপেক্ষা করিবার অধিকার কাহারও নাই। চেষ্টা দ্বারা ক্রমশঃ কামনা জয় করিয়া এই স্বর্গীয় পদার্থকে তপঃপূত নির্ম্মল যোগাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভগবান্‌কে লাভ করিতে যাইয়া তাঁহার স্বরূপাত্মক বস্তুকে উপেক্ষা করিবার কল্পনা আসিতে পারে না। প্রেমের বন্ধনে জগৎকে বাঁধিতে পারিলেই ভগবৎ-প্রাপ্তি সাধিত হইয়া থাকে; প্রেমকে স্বার্থ সম্বন্ধ হইতে মুক্তি দেওয়াই তাহার একমাত্র উপায়।

চিত্তসংযম, শারীরিক সংনিয়মন, তিতিক্ষা, বিশ্বাস, স্থৈর্য্য প্রভৃতি দ্বারা মানসিক সম্পদ্ অর্জ্জন করিতে হইবে। মনকে দমন করিতে হইবে, কর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, সহ্য করিতে শিক্ষা করিতে হইবে, মনে দৃঢ় বিশ্বাস বজায় রাখিতে হইবে এবং গুরুতর দুঃখেও অবিচলিত থাকিতে অভ্যাস করিতে হইবে। চতুর্থতঃ ভগবানের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন, সুতরাং সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে।

দীক্ষালাভের এই চারিটী সোপান। যিনি ইহা অতিক্রম করিয়াছেন, গুরু তাহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইবেন। ইহাতে প্রথম দীক্ষা লাভ করা যাইবে। সন্দেহ, কুসংস্কার এবং "পৃথক্ ভাব" পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমদর্শী হইতে পারিলে দ্বিতীয় দীক্ষা লাভ করা যায়। শত্রু, মিত্র, পাপী, পুণ্যবান্, আত্মীয়, পর সকলের মধ্যেই আমি আছি, কেবল দেহগুলি পৃথক্ এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে এই দীক্ষালাভের অধিকারী হওয়া যায়। গীতা বলিয়াছেন, "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" অতঃপর সূক্ষ্মতর দেহগুলির উন্নতি দ্বারা যিনি সুখে-দুঃখে অবিকৃত, প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ে তুল্য বুদ্ধিশালী হইতে পারেন, তিনি দীক্ষার তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করিতে অধিকারী। শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, সুখে-দুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত গুণাতীত ব্যক্তি ব্রহ্ম লাভ করেন। দীক্ষার চতুর্থ দ্বার তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে আসা না আসা তাঁহার ইচ্ছাধীন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটী প্রয়াস-সাপেক্ষ হইলেও অসাধ্য নহে। ইহাই সাধনা। অভিনিবেশের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে আমরা চিন্তার উৎস মস্তিষ্কের সাহায্য গ্রহণ করি। ভাবে অভিনিবেশ করিলে, হৃৎপিণ্ডের আশ্রয় লইতে হয়। সাধনারও এই পদ্ধতি, কেবল মাত্রা ও পরিমাণের প্রভেদ। ত্রাটকযোগে কোন উজ্জ্বল বস্তুর উপর মনঃসন্নিবেশ করিতে হয়; ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তন্ময় হইয়া

কোন ভাবধারা, চিন্তা, নামজপ, ওঙ্কারসাধন প্রভৃতি করাও উপদিষ্ট হইয়াছে।(ঢ) প্রথমতঃ কঠিন বোধ হয়, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায়।* এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা চিত্তসংযম হইলে, দীক্ষা সম্বন্ধে করণীয় কার্য্যগুলি অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে।

সমুদ্রে প্রবেশের পথ যেমন নানা নদী, সেইরূপ সাধনারও নানা পথ বর্ত্তমান আছে। রুচি অনুসারে যে কোন পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। সাংসারিক কোন কার্য্যের ব্যাঘাত না করিয়া, ন্যায়পথে জীবনকে চালিত করিলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু ভগবান্‌কে ভুলিয়া বৈরাগ্যসাধনেও কোন লাভ নাই। মানুষের হৃদয় ও মন, সমুদায় কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান এবং মানুষের চিন্তা, ইহাদের দ্বারা কার্য্যে প্রকাশিত হয়। সুতরাং কেবল কার্য্য দ্বারা মানুষের বিচার করা যায় না, তাহার চিন্তা ও ভাবের জন্য সে দায়ী (ণ) এবং তাহার দোষগুণের উপর তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অন্তরে যদি কুভাব থাকে, তবে বাহিরের নিষ্ক্রিয়তা, সেই মিথ্যাচারের দোষ ক্ষালন করে না। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে মনের উচ্চস্তর হইতে আলোক আসিয়া অবিদ্যারূপ অন্ধকার দূর করে, তখন মানুষে দেবত্ব আরোপিত হয়।

বন্ধনমাঝে মুক্তির স্বাদ—

এই পথে চলিতে হইলে যে সংসার ত্যাগ করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায় "স্বয়ং-বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা" অবলম্বন করিয়া শরীরপাত করিতে হইবে, তাহা নহে। যুক্তাহারবিহার ও পরিমিত নিদ্রাজাগরণশীল ব্যক্তির যোগই দুঃখনিবারক হয়। ধনী ব্যক্তি যদি ভগবান্‌কে না ভুলিয়া তাঁহার ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। (ত) দারিদ্র্যই যে স্বর্গের সোপান তাহারও কোন অর্থ নাই। দিব্যদর্শী ব্যক্তিগণ এই প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রাজর্ষি জনকও ব্রহ্মলাভের

(ঢ) স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরেভ্রুবোঃ

* অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি —১৮।৩৬।

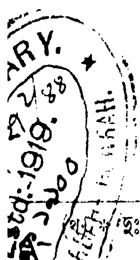
(ণ) That man will be judged according to his deeds and that he will be rewarded according to his works, mean that he will be rewarded and judged according to his thoughts and affections which are the source of inspiration of his deeds. Heaven & Hell,—
Swedenborg. P. 176.

(ত) Heaven & Hell, P. 176-177.

অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এজগতে তিনিই এখন জ্ঞানগুরু। পরাবিদ্যাপ্রচারকারী মহাত্মগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বত্র সম্মানের অধিকারী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরমজ্ঞানী সুইডেনবর্গ জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ কার্য্য করিবার জন্য পরাবিদ্যা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত হইবে। পরাবিদ্যার আলোক আমরা আরও প্রচুর পরিমাণে পাইতে আশা করিতে পারি।

পরাবিদ্যা সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শী এবং ভূপৃষ্ঠের ন্যায় পরমবৈচিত্র্যময়। দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলন ব্যতীত ইহাতে পারদর্শী হওয়ার আশা করা যায় না। শ্রুতির অমৃতবর্ষিণী বাণীর ন্যায় পরাবিদ্যা এই বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়ার্থ পরিহার করিয়া পরার্থে ও পরমার্থে আত্মনিয়োগ কর। বিশ্বমানবের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া গভীরতত্ত্ব আলোচনা করিয়া জ্ঞান লাভ করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উপদেশ পালন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পরাবিদ্যাবিদ্ মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজে আদর্শ স্থাপন করিবেন। (থ) * তাঁহার পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন শুভ কর্ম্ম নাই, যাহার সঙ্গে তাঁহার যোগ নাই; এমন কোন যোগ নাই, যাহা পরহিতে সংঘটিত হয় নাই; এমন কোন পরার্থ নাই, যাহাতে সার্ব্বজনীন ভাব নাই; এমন কোন ভাব নাই, যাহা শ্রেয়ঃ পথ অনুসরণ করে নাই; এমন কোন শ্রেয়ঃ নাই, যাহার প্রতি তাঁহার চেষ্টা ধাবিত হয় নাই; এমন কোন চেষ্টা নাই, যাহা জয়শ্রীমণ্ডিত হয় নাই। এই প্রকার আদর্শে যাঁহার জীবন অনুপ্রাণিত, তিনি মৃত্যুর অধিকারের বহির্ভূত। দৃঢ় সঙ্কল্প, প্রগাঢ় অনুশীলন ও জন্মান্তরীণ সুকৃতি ভিন্ন এই প্রকার উন্নতি লাভ করা যায় না।

ঈশঃ করোতু কল্যাণং সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বঃ শ্রেয়ঃ সমাপ্নোতু সর্ব্বো নির্ব্বাণমৃচ্ছতু॥
সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥



* দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ (গীতা)

নির্ঘণ্ট

খ

চ

ফ

ব